কিতাবুল বিদআহ

বিদআতের মূল ধারণা

মুল:
শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী

বিশেষজ্ঞ সংকলক
মুহাম্মদ আফজাল কাদেরী

অনুবাদ
(অধ্যক্ষ) মুহাম্মদ সাখাওয়াত হোসাইন

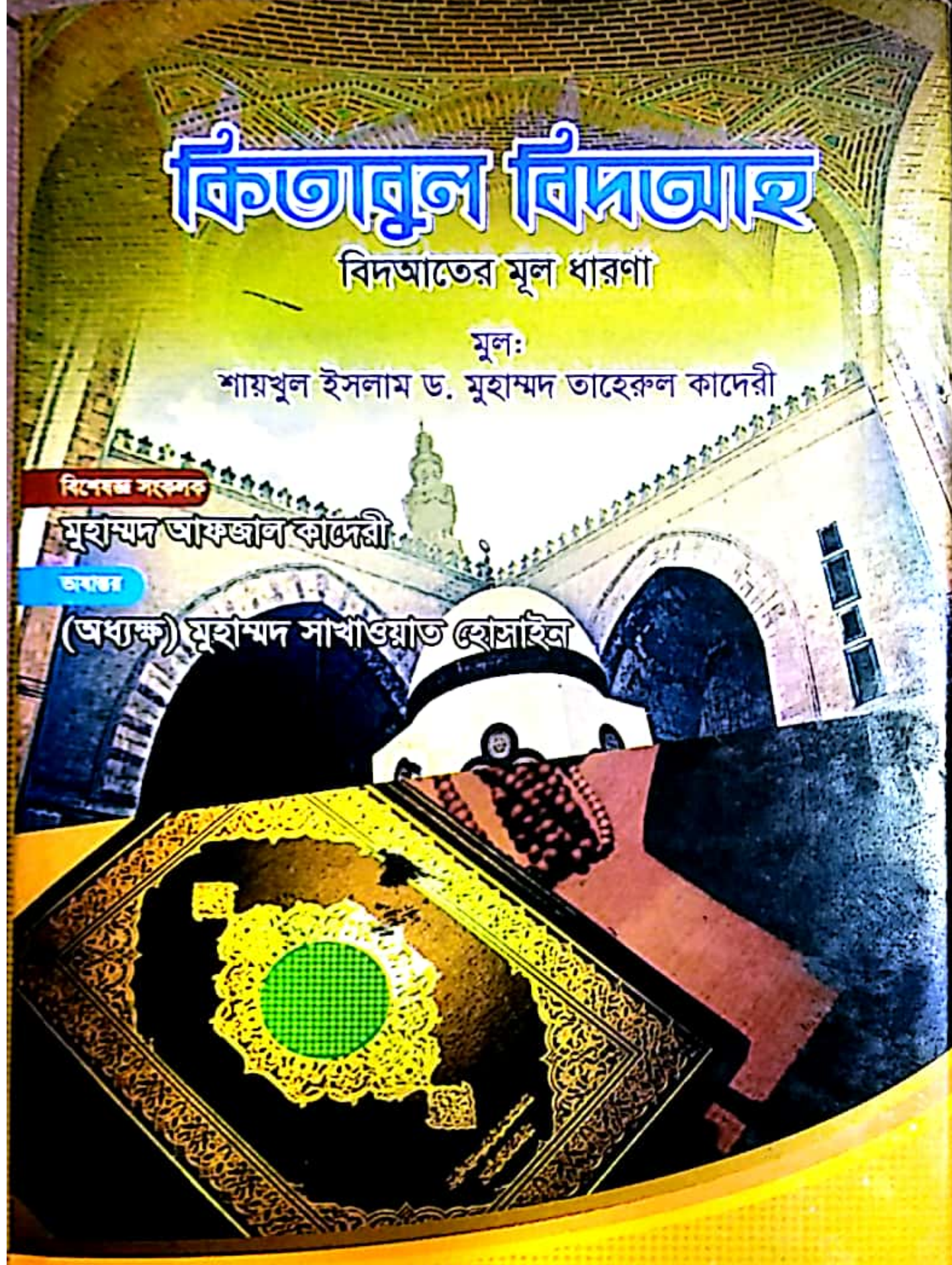

মুহাম্মদী কুতুবখানা

মুসলিমদের শানে কটুক্তি - ১০২

* মাযা মুন্ডানো কপালে সিজদার চিহ্ন থাকেদের আলামত - ১০২ পৃ.

* বিদআতে দালালাহ - ১৭ পৃ.

* বেদআতে দালালার প্রয়োগ শরীয়তের সাথে ঠাট্টা - ২০৭

* শরীয়তের বিরুদ্ধীতা মাসআলা যেমন - সিলাদ নিয়াম = ২০৭ পৃ.

* শিক্ষাঙ্গনে নাটক বিদআতী - মুশাবিক, → ইসলামী শিক্ষার সাথে বিরাট তামাসা - ৩১ পৃ

* ইরানে ওমর [illegible] কিতাব ১২২ পৃ.

* নতুন ভাল কাজ সুন্নাত মনে করা উচিত - ১৩৩ পৃ.

* মসজিদে মেহরাব - ১৩৩ পৃ.

* পাকা মসজিদ নির্মাণ অবৈধ ১৩৭

كتاب البدعة

কিতাবুল বিদআহ

বিদআতের মূল ধারণা

মূল

শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী

বিশেষজ্ঞ সংকলক

মুহাম্মদ আফজল কাদেরী

ভাষান্তর

(অধ্যক্ষ) মুহাম্মদ সাখাওয়াত হোসাইন

মুহাম্মদী কুতুবখানা

শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স (২য় তলা)

আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

০৩১-৬১৮৮৭৪/০১৮১৯৬২১৫১৪

গ্রন্থের নাম
কিতাবুল বিদআহ

মূল
শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী

ভাষান্তর
(অধ্যক্ষ) মুহাম্মদ সাখাওয়াত হোসাইন

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশকের

প্রকশনায়
মুহাম্মদী কুতুবখানা
শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স (২য় তলা)
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
০৩১-৬১৮৮৭৪/০১৮১৯৬২১৫১৪

প্রকাশকাল
২১ মার্চ ২০১৮ ঈসায়ী

হাদিয়া : ৩৫০/- [তিনশত পঞ্চাশ] টাকা মাত্র।

FOLLOW US

https://sunni-encyclopedia.blogspot.com

Download our APP

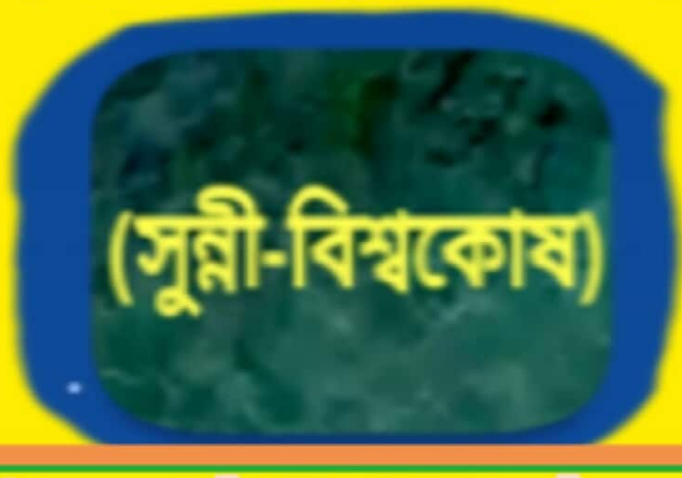

Sunni-Encyclopedia

مَـوْلَایَ صَـلِّ وَ سَـلِّمْ دَآئِمًا اَبَدًا

عَلٰی حَبِیْبِکَ خَیْرِ الْخَلْقِ کُلِّهِمِ

آیَـاتُ حَقٍّ مِّنَ الرَّحْمَانِ مُحْدَثَةٌ

قَـدِیْـمَةٌ صِفَةُ الْمَوْصُوْفِ بِالْقِدَمِ

﴿صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ عَلٰی آلِهٖ وَ أَصْحَابِهٖ وَ بَارَکَ وَسَلَّمَ﴾

অনুবাদকের কলম থেকে

نحمده ونصلى ونسلم على حبيبه الكريم – اما بعد

বর্তমান বিশ্বে সুন্নিয়তের ময়দানে আলোড়ন সৃষ্টিকারী লেখক, গবেষক বিভিন্ন ভাষায় অনলবর্ষী বক্তা আলোচক, সমালোচক ও অনন্য পাণ্ডিত্যসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব শায়খুল ইসলাম ডক্টর মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী রচিত গবেষণা মূলক কিতাব "কিতাবুল বিদআহর" অনুবাদ করার জন্য আমার একজন বন্ধু বাসায় এসে আমাকে পরামর্শ দিলেন আমি তা সানন্দে গ্রহণ করলাম, এই মনে করে যে, আমার অবসর জীবনের প্রাথমিক সময়ে একাকীত্বের অবসান ঘটবে। কিন্তু তখনো উপলব্ধি করিনি ডক্টর সাহেবের রিদআতের উপর জ্ঞান ও গবেষণার গভীরতা। সময়ের প্রয়োজনে উনার এ বিদগ্ধ রচনা প্রতিপক্ষকেও সত্যের সন্ধানে অনুপ্রাণিত করবে নিঃসন্দেহে।

আমাদের দেশে কিছু সংখ্যক ওলামায়ে কেরাম বিদআতকে শুধুমাত্র খারাপ ও ভ্রষ্টতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে যেভাবে অপব্যবহার করে চলেছে যদি তাদের বিবেকের সচেতনতা সততা ও সত্যানুসন্ধিৎসার চিহ্ন বিরাজিত থাকে এ কিতাব তাদের জন্য দিশারী হবে, উম্মোচিত হবে অন্ধকারের জড়তা মুসলিম মিল্লাহ্ বুঝতে পারবে পরিহার যোগ্য অকল্যাণকর বিদআত বলতে শুধুমাত্র রাসূলে পাক (ﷺ)-এর বেছালের পর পর বিকশিত অন্যায় কাজগুলো, যে গুলো সাহাবায়ে কেরাম সিদ্দিকে আকবরের নেতৃত্বে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন, সমর্থ হবে বিদআতে হাসানা ও সাইয়্যিয়ার পার্থক্য বুঝতে কোনটা من سن سنة حسنة এর অধীনে কল্যাণময় ও গ্রহণযোগ্য এবং কোনটা من سن سنة سيئة এর কারণে পরিহারযোগ্য।

কিতাবুল বিদআহর অনুবাদের এটা প্রথম সংস্করণ, তাই ভুল-ত্রুটি থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। পাঠকবৃন্দের নিকট কোন প্রকারের ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে অনুবাদককে অবহিত করে দ্বিতীয় সংস্করণে সংশোধনের সুযোগ করে দিলে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ থাকব।

মহান আল্লাহ পাক মুসলিম উম্মাহকে বিদআতের সঠিক ধারণা লাভ করে আমল করার তৌফিক দান করুক এবং লিখককে আজরে আজীম দান করুক আমীন। বিহুরমতি সাইয়্যিদিল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা।

-অধ্যক্ষ মুহাম্মদ সাখাওয়াত হোসাইন

অনুবাদকের পরিচিতি

মুহাম্মদ সাখাওয়াত হোসাইন, পিতা মরহুম আলহাজ্ব বজল আহমদ, মাতা মরহুমা আলহাজ্বা নুর কাঞ্চন, ১৯৪৮ সনের ১৩ই ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ উপজেলার পশ্চিম কেশুয়া গ্রামের এক মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। নিজ গ্রামের কেশুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে ১৯৫৯ সনে হাশিমপুর ইসলামিয়া মকবুলিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে ১৯৬২ সনে দাখিল (হাপ্তম) পাশ করে চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষা নিকেতন ষোলশহর জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসায় জমাতে শশমে ভর্তি হন। ১৯৬৬ সনে কৃতিত্বের সাথে আলিম পাশ করে উপমহাদেশের অন্যতম ঐতিহ্যধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাহ কামিল মাদ্‌রাসায় ফাযিল শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে ১৯৬৮ সনে মেধা তালিকায় ৭ম স্থান অধিকার করেন। ১৯৭০ সনে কামিল হাদিস ৫ম এবং ১৯৭১-৭২ সনে কামিল ফিকহ বিভাগে ২য় স্থান অধিকার করেন।

১৯৭৩ সনে ষোলশহর জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় আরবী প্রভাষক (সিনিয়র মোদাররেছ) হিসেবে শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত হন। মুফতিয়ে আহলে সুন্নাহ আল্লামা মুজাফ্‌ফর আহমদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ থাকা কালে ১৯৭৮ সনে ছারছীনার তৎকালীন পীর সাহেব কেবলা শাহ আবু জাফর মুহাম্মদ সালেহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর পরামর্শে ছারছীনার মুরিদানকে নিয়ে চট্টগ্রাম নেছারিয়া কামিল মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেন, তখন ছারছীনা পীর সাহেব কেবলার নির্দেশে ১৯৭৮ থেকে ১৯৮১ সনের ৩০শে মে পর্যন্ত মাদ্‌রাসার সুপার হিসেবে অধ্যক্ষ মুহাম্মদ সাখাওয়াত হোসাইন পরিচালনাসহ সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন।

উল্লেখ্য ১৯৭৮ সনে ছারছীনা পীর সাহেব কেবলা চট্টগ্রাম নেছারিয়া কামিল মাদ্‌রাসার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ১৯৭৯ সনে ফাযিল পর্যন্ত ক্লাস চালু করা হয় এবং ১৯৮০ সনে এক সাথে ফাযিল পর্যন্ত মঞ্জুরী লাভ করে। ১৯৮১ সনের জুনে অনুবাদক যখন প্রবাস জীবনে যান, তখন মুফতী মুজাফ্‌ফর আহমদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ পদ ত্যাগ করে নেছারিয়া মাদ্‌রাসায় অধ্যক্ষের পদ অলংকৃত করেন।

১৯৮৮ সনে অনুবাদকের পিতার ইন্তিকালে তিনি প্রবাস জীবনের পরি সমাপ্তি ঘটিয়ে দেশে এসে খাতুনগঞ্জ নবী সুপার মার্কেটে ব্যবসা শুরু করেন, তখন ছারছীনার পীর সাহেব শাহ আবু জাফর মুহাম্মদ সালেহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর নির্দেশে মুফতী মুজাফ্ফর আহমদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ১৯৯১ সনের ১ মার্চ আবার তাঁকে নেছারিয়া মাদ্‌রাসায় নিয়ে আসেন। ১৯৯১ সনে প্রধান মুহাদ্দিস ১৯৯৩ সনে উপাধ্যক্ষ এবং ১৯৯৭ সনের ১ ডিসেম্বর অধ্যক্ষ মুজাফ্ফর আহমদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর ইন্তিকালে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও পরে অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত থাকেন এবং ২০১১ সনের ৩০ নভেম্বর অধ্যক্ষ থাকাবস্থায় অবসর গ্রহণ করেন।

অনুবাদকের প্রথম অনুবাদ কর্ম সত্তরের দশকে তাফসীরে কাশ্‌শাফের সূরা আলে ইমরান অংশ আরবী থেকে উর্দুতে। তিনি অনুবাদ করে নিজ খরচে প্রিন্ট করে তার অতি সম্মানিত ওস্তাদ, যার কাছে তিনি ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাহ কামিল মাদ্‌রাসায় তাফসীরে কাশ্‌শাফ পড়েছেন মুফতি আহলে সুন্নাহ অধ্যক্ষ আল্লামা মুজাফ্ফর আহমদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) কে অর্পন করেছেন, যে কারনে প্রথম সংস্করণে অনুবাদকের নাম থাকলেও দ্বিতীয় সংস্করণে হুজুর অনুবাদকের নাম রাখা প্রয়োজন মনে করেননি।

মুখবন্ধ

অনুদিত কিতাবখানা সমসাময়িক কালের মহান চিন্তাবিদ শায়খুল ইসলাম প্রফেসর ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী (ক.সি.আ.) এর বিদআতের ধারণায় ধারাবাহিক জ্ঞানগর্ভ চিন্তাশীল গবেষণামূলক বক্তৃতার বিশুদ্ধ পরিশালিত অবয়ব।

এ কিতাব তার জ্ঞানের ভান্ডার, গবেষণার লক্ষ্য, উচ্চাংগের চিন্তাধারা ও জ্ঞানের সারগর্ভ আলোচনা ও প্রমাণ উপস্থাপনের পরিচায়ক। তিনি নিজের এ সম্পাদনায় বিদআতের ধারনায় দীর্ঘদিন থেকে আলোচিত-সমালোচিত মাসয়ালাকে নিজের চিন্তা চেতনায় শুধু সাজাননি; বরং আলোচনা-সমালোচনা এবং দলিল প্রমাণের উন্নত বর্ণনায় সাজিয়েছেন ও অলংকৃত করেছেন। কিতাবুল বিদআহর বর্ণনাশৈলী, প্রামানিক বিচক্ষনতায় হযরত শায়খুল ইসলামের বিচিত্র দৃষ্টিভংগী, উন্নত চিন্তাধারা বিষয় ভিত্তিক দক্ষতা ও গভীরতা সহজেই প্রতীয়মান। তিনি বিদআতের ধারনার উপর আরোপিত সম্ভাব্য অভিযোগ সমূহের উত্তর কিতাব, সুন্নাহ, সাহাবায়ে কেরামের আছার, ইমাম ও মোহাদ্দেসীনের দৃষ্টিভংগিতে এমন বিচক্ষণ গবেষণামূলক ধারায় উপস্থাপন করেছেন, যাতে বিদআতের ধারনার উপর দীর্ঘদিনের বিক্ষুব্ধ সন্দেহাদির পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

হযরত শায়খুল ইসলাম (ম.জি.আ.) অপ্রতিরোধ্য দলিল প্রমানের মাধ্যমে এ বাস্তবতাকে জনসমক্ষে স্পষ্ট করেছেন যে- প্রত্যেক বিদআত বা নতুনকাজ শুধু নতুন হওয়ার কারণে অবৈধ ও হারাম নয়; বরং অসংখ্য নতুনকাজ কল্যাণ ও সুন্নাতের অনুসারী হওয়ার কারণে বৈধ ও মুবাহ। অতএব বিদআতকে হাসানা এবং সাইয়্যিয়ায় বিভক্তিকরণ অনুচিত বলা অজ্ঞতার পরিচায়ক।

কিতাবুল বিদআহয় কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবায়ে কেরামের আছার (হাদিস) ও ইসলামের বড় বড় আলেমদের বক্তব্যের মাধ্যমে প্রমাণ করা হয়েছে যে- শুধুমাত্র ঐসব বিদআত অবৈধ ও পরিহারযোগ্য, যে সব বিদআতের কোন দলিল, মেসাল অবয়ব বা উপমার অস্তিত্ব নেই। কুরআন-সুন্নাহ মতে, এসব বিদআত শরীয়তের কোন না কোন হুকুমের বিপরীত বা সাংঘর্ষিক হয়। পক্ষান্তরে শরীয়তের নির্দেশের সাথে সাংঘর্ষিক নয়; বরং একাজগুলো মূলত:

কল্যাণ, ভাল গণনায় দৃশ্যমান হয় এগুলোকে শুধু লুগাবী বা আভিধানিকভাবে বিদআত বলা হয়। কেননা নতুন কাজকেই বিদআত বলে, না হয় শরীয়তের পরিভাষায় এগুলো বিদআত নয়, নয় নিন্দনীয় বা ভ্রষ্টতার কারণ, একথা নিশ্চিত যে কল্যাণের ভিত্তিতে সৃজিত কাজ হাসানা বা কল্যাণময় কাজ হিসেবেই চিত্রায়িত হবে।

সংক্ষেপে এ সূক্ষ্ম রচনায় এহদাস এবং বিদআতের মূল ধারনা শরীয়তে তার অবস্থান স্পষ্ট করা হয়েছে, যাতে এসব শব্দের ভুল প্রচারনায় সাদা অন্তরের মানুষ বিভ্রান্ত না হয়।

মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে কামনা যে, আল্লাহ পাক এ মহান ব্যক্তিত্বের গবেষণালব্ধ এ এলমী প্রয়াস থেকে সকলকে উপকৃত হওয়ার তৌফিক দিন এবং সরকারে দো আলম (ﷺ)-এর সদকায় মুসলিম উম্মাহকে ঐকমত্যে ধন্য করেন। আমিন বিহুরমতি সাইয়্যিদিল মুরসালীন (ﷺ)।

মুহাম্মদ আফজল কাদেরী
সি. রিচার্স স্কলার
ফরিদ মিল্লাত ইসলামিক রিচার্স ইনষ্টিটিউট।

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধাভাজন আসাতিজায়ে
কেরামের প্রতি...

সূচীপত্র

বিষয়াবলী	পৃষ্ঠা
অধ্যায় -১	
বিদআতের অর্থ	১৭
বিদআতের শাব্দিক অর্থ	১৮
বিদআতের পারিভাষিক অর্থ	২১
বিদআতের মূল ধারণা	২৬
أَحْدَثَ (আহদাসা) এর পরে- مَا لَيْسَ مِنْهُ বলার হিকমত (রহস্য)	২৭
لَيْسَ فِيْهِ এবং لَيْسَ مِنْهُ এর মধ্যে পার্থক্য	২৮
ভুল সংশোধন এবং فَهُوَ رَدٌّ এর সঠিক অর্থ	২৯
অধ্যায়-২	
বিদআতের ধরণে সঠিক প্রয়োগ	৩১
প্রথম পাঠ :	
বিদআতের সূচনা (হুজুর) সরকারে দোআলম (ﷺ)-এর বেছালের সাথে সাথে হয়েছে	৩২
রাসূলে পাক (ﷺ)-এর হাদিস থেকে এসতিদলাল বা প্রমাণ উপস্থাপন	৩৩
বিস্তারিত	৩৪
গুরুত্বপূর্ণ টিকা (নোট)	৩৬
বিস্তারিত	৪০
দ্বিতীয় পাঠ :	
ফিৎনা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য রাসূলে পাক (ﷺ)-এর অনুকরণ ও সাহাবায়ে কেরামের অনুকরণের নির্দেশ	৪১
খুলাফায়ে রাশিদার বিপক্ষে বিদআতের বিশেষ আলোচনা	৪৮
বিদআতের দালালাহ বা ভ্রান্ত বিদআতের পরিসর নির্ধারণ	৪৯
একটি শিক্ষাগত ত্রুটি-বিচ্যুতি	৫১
তৃতীয় পাঠ :	
إِحْدَاثٌ فِي الدِّيْنِ বা দ্বীনে নতুন কিছু সৃজন করা ইসলাম পরিহারের ফিৎনা	৫২
একটি ভুল ধারণার অপনোদন	৫৩
হাদিসে পাকের সহায়তায়	৫৪
إِحْدَاثٌ فِي الدِّيْنِ বা দ্বীনে নতুন কিছু সৃজন করা অর্থ দ্বীনের মধ্যে পরিবর্তন আনা	৬১

চতুর্থ পাঠ :
ইহদাস এবং বিদআতের সম্পর্ক খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগ থেকে ৬৩
ইমাম বুখারী (রাঃ)-এর অবস্থান ৬৭
হযরত আবু দারদা (ﷺ)-এর বর্ণিত হাদিস থেকে এসতিদলাল বা দলিল উপস্থাপন ৬৮
ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী এবং ইমাম ইবনে আবদিল বার এর অবস্থান ৬৯
পঞ্চম পাঠ
ইসলামের ইতিহাস ও বিদআতের সূচনা : ৭২
ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম বিদআতী জুল খোয়াইছারাহ আততামীমী ৭৩
ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম বিদআতী সম্প্রদায় খাওয়ারিজ ৭৫
খাওয়ারিজিদের বিভিন্ন নাম ৭৭
খাওয়ারিজদের কুফুরী আক্বিদা ৭৮
খাওয়ারিজদের পরিচয় ও চিহ্নাবলী ৮২
ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম বিদআত রাসূলে পাক (ﷺ)-এর সাথে বেয়াদবী ৮৪
অধ্যায়-৩
مُحْدِثَاتُ الْأُمُوْرِ এর প্রয়োগ কোন ধরনের কার্যাবলীর উপর করা হয়েছে ৮৫
(১) মিথ্যা ও ভণ্ড নবুওয়াত দাবীর ফিৎনা ৮৬
(ক) আসওয়াদ আনাসীর নাবুয়তের দাবীকরণ ৮৬
(খ) তালিহা আসাদির নাবুয়তের দাবীকরণ ৮৭
(গ) মোসায়লমা কাজ্জাবের নাবুয়তের দাবীকরণ ৮৮
(ঘ) সাজাহ বিনতে হারেছার নাবুয়তের দাবীকরণ ৯০
(২) ফিৎনায়ে এরতিদাদ বা ইসলাম ধর্ম ত্যাগের ফিৎনা ৯১
(৩) যাকাত আদায়ে অস্বীকারকারীদের ফিৎনা ৯৩
(৪) খারিজীদের ফিৎনা ৯৬
কোন ধরনের কার্যাবলীকে مُحْدِثَاتُ الْأُمُوْرِ বলা হবে ১০৬
অধ্যায়-৪
মুবাহ বিদআত (নতুন সৃষ্টি করা অনুমতিপ্রাপ্ত পছন্দনীয় বস্তুর) গ্রহণ যোগ্যতা এবং কুরআন ১০৯
(১) وَرَهْبَانِيَّةً اِبْتَدَعُوْهَا
(২) مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ
(৩) اِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ
(৪) فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا

(৫) فَاٰتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ
বিদআতের ধারণা সম্পর্কে দু'টো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ১১৩
(১) আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি অর্জনে সৃজনকৃত কার্যাবলী সাধারণত : অবৈধ নয় ১১৪
ভুল বুঝার পরিণাম ১১৫
(২) বিদআতে হাসানার উদ্দেশ্যাবলীর অর্জন আবশ্যক ১১৬
ইসলামী শরীয়ত ও হালাল-হারামের দর্শন ১১৬
অধ্যায়-৫
বিদআত, আহাদিস ও আসারের আলোকে ১১৯
প্রথম পাঠ:
বিদআতের চিত্র ও রাসূলে পাক (ﷺ)-এর হাদিস সমূহ
রাসূলে পাক (ﷺ)-এর হাদিসে পাকে বিদআত শব্দের ব্যবহারাবলী ১২১
হাদিসে পাকে ইহদাস শব্দের ব্যবহারাবলী ১২৭
দ্বিতীয় পাঠ:
বিদআতের ধারণা এবং সাহাবায়ে কেরামের আসার ১৩৪
(১) কুরআন সংকলন এবং শাইয়খাইনের আমল ১৩৫
(২) জামাত সহকারে তারাবীহর নামাজের সূচনা ১৩৮
(৩) জুমার নামাজের পূর্বে দ্বিতীয় আযান ১৪৩
(৪) হাত কর্তনের শাস্তি পরিহার ১৪৫
(৫) চোরের হাত কাটার পরিবর্তে মালিককে দ্বিগুণ মূল্য পরিশোধের নির্দেশ ১৪৬
(৬) মহিলাদের মসজিদে জামাত সহকারে নামাজপড়া থেকে বাধা প্রদান ১৪৭
(৭) যাকাত আদায়ে অস্বীকার কারীদের সাথে যুদ্ধ ১৪৮
(৮) লাওয়াততের শাস্তি জ্বালিয়ে দেয়া ১৫০
(৯) কিতাবী মহিলাদের সাথে বিবাহে নিষেধাজ্ঞা ১৫১
(১০) মুয়াল্লাফাতুল কুলুব বা অন্তরজয় পর্বের সমাপ্তি ১৫২
(১১) বিজয়ী ভূমির শৃংখলা রক্ষায় সিদ্ধান্ত ১৫৩
(১২) ব্যবসায়ীদের থেকে সম্পদের একদশমাংশ আদায় ১৫৪
(১৩) অপরাধীদেরকে শহর থেকে বহিষ্কার রহিতকরণ ১৫৫
(১৪) ঘোড়া/আরোহী ও ভৃত্যদের উপর সদকা সম্পর্কে নির্দেশ ১৫৬
(১৫) বায়তুল মাল থেকে মাসিক নির্ধারণ ১৫৮
তৃতীয় পাঠ :
বিদআতের ধরণ এবং সমসাময়িক কিছু উদাহরণ ও ঘটনাবলি ১৬০
(১) ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মসয়ালা ১৬১
(২) আধুনিক মসজিদ নির্মাণের মসয়ালা ১৬৩
(৩) কুরআনে পাকের অনুবাদ ও তাফসীর (ব্যাখ্যা) ১৬৪

(৪) ধর্মীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের সংকলন ও সংরক্ষণ ১৬৪
(৫) ধর্মের মূল চেতনা বুঝার আবশ্যকতা ১৬৬
অধ্যায়-৬
ইসলামের প্রথম যুগ এবং বিদআতের ধারণা ১৬৭
ইসলামের প্রথম যুগে কাদেরকে বিদআতী বলা হত ১৬৮
(১) খাওয়ারিজ ১৬৮
(২) মুর'জিয়া ১৭৬
(৩) মু'তাজিলা ১৭৭
(৪) জাহমিয়া ১৮০
(৫) রাওয়াফিজ ও বাতেনিয়া ১৮১
(৬) কাদরীয়া ১৮৪
ইসলামের প্রথম যুগে মুস্তাহাব এবং মুসতাহসান বস্তু সমূহের উপর বিদআত শব্দের ব্যবহার হত না ১৮৬
তাবি'য়ীন তবে তাবি'য়ীন বিদআতীদের পরিহার করতেন ১৯২
ইসলামের প্রথম যুগে বিদআতের প্রয়োগ শুধুমাত্র কুফুরী আক্বিদা ও বিশ্বাসের উপর ছিল ২০১
অধ্যায়-৭
এজতিহাদ (গবেষণা) এবং বিদআতের ধারণা ২০৩
হাদীস اَجْتَهِدُ بِرَائِيْ দ্বারা নতুন ভাল কার্যাবলী প্রয়োগে (এসতেদলাল) প্রমাণ উপস্থাপন ২০৪
এজতিহাদ (গবেষণা) এর উপর প্রতিদান ও সাওয়াবের সুসংবাদ ২০৯
ভাল কার্যাবলীর প্রয়োগ ও বিদআতের ধারণা ২০৮
উদাহরণ দ্বারা বুঝিয়ে বলা ২১০
সার সংক্ষেপ ২১৯
অধ্যায়-৮
ইবাহত এবং বিদআতের ধারণা ২২০
প্রথম পাঠ : মূলতঃ সব বস্তুই মুবাহ-বৈধ ২২১
আসল বৈধতা জানার পদ্ধতিগত নিয়ম ২২২
ইসলাম সহজ-সরল ধর্ম ২২৬
সহজ দ্বীনের উপর কুরআনী দলিল ২২৬
সহজ দ্বীনের উপর হাদিসে নববীর দলিল ২২৮
শরীয়তের বিধি বিধানে সহজতরের বর্ণনা ২৩২
হারাম বস্তু সম্পর্কে কুরআনী দৃষ্টিভঙ্গী ২৩৩
দ্বিতীয় পাঠ : মূল বৈধতা এবং মুফাচ্ছেরীনের দৃষ্টিভঙ্গী ২৩৬
(১) ইমাম আবু বকর যুস্সাস আল হানাফী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (৩৭০ হি.) ২৩৭
(২) ইমাম মাহমুদ বিন ওমর আজ জামাখশরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (৫৩৮ হি.) ২৩৮

(৩) ইমাম মুহাম্মদ বিন আহমদ মালেকী আলকুরতবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (৬৭১ হি.) ২৩৮
(৪) ইমাম আবদুল্লাহ বিন মাহমুদ বিন আহমদ আন নাসাফী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (৭১০ হি.)২৩৯
অনুশোচনীয় দিক ২৪০
হালাল-হারামের দর্শনের আলোকে বিদআতের ধারণা ২৪৩
তৃতীয় পাঠ :
কোন বস্তুর উল্লেখ না করা হারাম হওয়ার দলিল নয় ২৪৪
নবীয়ে পাক (ﷺ) ও সাহাবায়ে কেরাম থেকে কোন আমল সম্পর্কে উল্লেখ না থাকা হারাম হওয়ার দলিল নয় ২৪৫
কোন কাজের প্রমাণ না থাকার নির্দেশের পদ্ধতিগত নিয়ম ২৪৫
ইবাহতে আসলী বা মূল বৈধতার উপর কুরআন-সুন্নাহর প্রমাণাদি ২৪৫
লক্ষণীয় বিষয় ২৪৮
সার সংক্ষেপ আলোচনা ২৫২
অধ্যায়-৯
বিদআতের প্রকরণ ২৫৩
প্রথম পাঠ :
বিদআতের দুটো প্রসিদ্ধ প্রকরণ ২৫৫
বিদআতের প্রথম প্রকরণ ২৫৬
(১) বিদআতে লুগাভী বা শব্দগত বিদআত (Literal Innovation) ২৫৫
(২) বিদআতে শরয়ী বা পারিভাষিক বিদআত (Legal Innovation) ২৫৬
বিদআতের দ্বিতীয় প্রকরণ ২৬০
(১) বিদআতে হাসানা (Commendable Innovation) ২৬০
(২) বিদআতে সাইয়্যিয়া (Condemned Innovation) ২৬১
বিদআতে হাসানা বিদআতে লুগাভী ২৬১
বিদআতে সাইয়্যিয়া শরয়ী বিদআত ২৬৪
দ্বিতীয় পাঠ :
বিদআতে হাসানা বা প্রশংসনীয় বিদআত ও বিদআতে সাইয়্যিয়া বা নিন্দনীয় বিদআতের প্রকরণ ২৬৬
বিদআতে হাসানা (প্রশংসনীয়)'র প্রকরণ ২৬৯
(১) বিদআতে ওয়াজিবা (Compulsory Innovation) ২৬৯
(২) বিদআতে মুস্তাহাব্বাহ (Recommendatory Innovation) ২৭০
(৩) বিদআতে মুবাহা (Permissible Innovation) ২৭১
বিদআতে সাইয়্যিয়াহ (শরয়ী)'র প্রকরণ
(১) বিদআতে মুহাররমা (Forbidden Innovation) ২৭১
(২) বিদআতে মাকরূহা (Prohibited Innovation) ২৭১

বিদআতের প্রকরণের উপর হাদিসে নববীর মাধ্যমে প্রমাণ উপস্থাপন ২৭২
বিদআতে হাসানা (লুগাভী) র মূল সুন্নাতে হাসানা ২৭৪
যুগল (Pairs)-এর বিধানে দলিল উপস্থাপন ২৭৮
مَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ দ্বারা দলিল উপস্থাপন ১৭৯
بِدْعَةِ ضَلَالَةٍ বলার কৌশল ২৮৫
বিদআতের প্রকরণে প্রসিদ্ধ কিতাবের তালিকা ২৯৬
সার সংক্ষেপ আলোচনা ২৯৭
অধ্যায়-১০
বিদআত ইমামগণ ও মুহাদ্দেসীনের চিন্তাধারায় ২৯৯
-ইমামগণ ও মুহাদ্দিসীনের তালিকা ৩০০
(১) ইমাম মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস বিন আব্বাস আশ্-শাফেয়ী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (২০৪ হি.) ৩০১
(২) ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ আল কুরতুবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (৩৮০হি.) ৩০৪
(৩) ইমাম আলী বিন আহমদ ইবনে খজম আল উনদুলুসী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (৪৫৬ হি.) ৩০৬
(৪) ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হোসাইন আল বায়হাকী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (৪৫৮ হি.) ৩০৭
(৫) ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ আল গাজ্জালী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (৫০৫ হি.) ৩০৮
(৬) ইমাম মোবারক বিন মুহাম্মদ ইবনে আসীর আল-জাজরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (৬০৬ হি.) ৩০৯
(৭) ইমাম ইজ্জুদ্ দ্বীন বিন আবদুচ সালাম আশ শাফেয়ী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (৬৬০ হি.) ৩১১
(৮) ইমাম আবু জাকারিয়া মহী উদ্দিন বিন শরফ আন নববী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (৬৭৬ হি.) ৩১৪
(৯) ইমাম শেহাব উদ্দিন আহমদ আল কারাফী আল মালেকী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (৬৮৪ হি.) ৩১৮
(১০) আল্লামা জামাল উদ্দিন মুহাম্মদ বিন মোকাররম বিন মনজুর আল অফ্রিকী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (৭১১ হি.) ৩২৩
(১১) আল্লামা তকী উদ্দিন আহমদ বিন আবদুল হালিম ইবনে তাইমিয়া (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (৭২৮ হি.) ৩২৫
(১২) ইমাম হাফেজ ইমাদুদ্দীন আবু ফিদা ইসমাইল ইবনে কাসীর (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (৭৭৪ হি.) ৩২৬
(১৩) ইমাম আবু ইসহাক ইব্রাহিম বিন মুছা আসসাতবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (৭৯০ হি.) ৩২৮
(১৪) ইমাম বদরুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আজ জরকসী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (৭৯৪ হি.) ৩৩২
(১৫) ইমাম আবদুর রহমান বিন শিহাবুদ্দীন ইবনে রজব আল হাম্বলী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (৭৯৫হি.) ৩৩২
(১৬) আল্লামা শমসুদ্দীন মুহাম্মদ বিন ইউসূফ আল কিরমানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (৭৯৬ হি.) ৩৩৬
(১৭) আল্লামা আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন খলফা আল ওসতানী আলমালেকী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (৮২৮হি.) ৩৩৮
(১৮) ইমাম আবুল ফজল আহমদ বিন আলী বিন মুহাম্মদ ইবনে হাজর আসকালানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (৮৫২ হি.) ৩৪০
(১৯) ইমাম আবু মুহাম্মদ বদরুদ্দীন মাহমুদ আল আইনী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (৮৫৫ হি.) ৩৪০
(২০) ইমাম মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান শামসুদ্দিন মাহমুদ আস সাখাবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (৯০২ হি.) ৩৪১
(২১) ইমাম জালালুদ্দিন আবদুর রহমান বিন আবু বকর আস সয়ুতী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (৯১১ হি.) ৩৪১

(২২) ইমাম আবুল আব্বাস আহমদ বিন মুহাম্মদ শিহাবুদ্দীন আল কুসতলানী (রহ.) (৯২৩ হি.) ৩৪৪
(২৩) ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইউসূফ সালেহী আশ্‌শামী (রহ.) (৯৪২ হি.) ৩৪৫
(২৪) ইমাম আবদুল ওহ্‌হাব বিন আহমদ আলী আশশারানী (রহ.) (৯৭৩ হি.) ৩৪৬
(২৫) ইমাম আহমদ শিহাবুদ্দিন ইবনিল হাজার আলমাক্কী আল হায়তমী (রহ.) (৯৭৪হি.) ৩৪৭
(২৬) শেয়খ মুহাম্মদ শামসুদ্দিন আশ-শারবিনী আল খতিব (রহ.) (৯৭৭ হি) ৩৪৮
(২৭) ইমাম মোল্লা আলী বিন সুলতান মুহাম্মদ আল ক্বারী (রহ.) (১০১৪ হি.) ৩৪৯
(২৮) আস-শায়খ আবদুল হামিদ আস শারওয়ানী (রহ.) (৯৭৪ হি.) ৩৫১
(২৯) ইমাম আবদুর রাউফ জায়নুদ্দিন আল মুনাবী আশ শাফী (রহ.) (১০৩১ হি.) ৩৫৩
(৩০) ইমাম আলী বিন বুরহানুদ্দিন হালবী (রহ.) (১০৪৪ হি.) ৩৫৪
(৩১) শায়খ আবদুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (রহ.) (১০৫২ হি.) ৩৫৬
(৩২) আল্লামা আলাউদ্দিন মুহাম্মদ বিন আলী বিন মুহাম্মদ আল হাসকফী (রহ.) (১০৮৮হি.) ৩৫৭
(৩৩) ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ আবদুল বাকী আজরুরকানী আল মালেকী (রহ.) (১১২২হি.) ৩৫৭
(৩৪) আল্লামা মুরতজা হোসাইনী আযযুবাইদী আল হানাফী (রহ.) (১২০৫হি.) ৩৫৮
(৩৫) আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ আমীন ইবনে আবেদীন আস্‌-শামী (রহ.) (১২৫২ হি.) ৩৬০
(৩৬) শায়খ মুহাম্মদ বিন আলী বিন মুহাম্মদ আস সাওকানী (রহ.) (১২৫৫হি.)৩৬১
(৩৭) আল্লামা শিহাবুদ্দীন সৈয়দ মাহমুদ আলুসী (রহ.) (১২৭০ হি.) ৩৬২
(৩৮) মাওলানা আহমদ আলী সাহরানপূরী (১২৯৭ হি.) ৩৬৩
(৩৯) নওয়াব সিদ্দিক হাসন খাঁন ভূপালী (১৩০৭ হি.) ৩৬৫
(৪০) মাওলানা ওয়াহিদুজ জামান (১৩২৭হি.) ৩৬৫
(৪১) মাওলানা আবদুর রহমান মোবারক পূরী (১৩৫৩ হি.) ৩৬৬
(৪২) মাওলানা শাব্বির আহমদ ওসমানী (১৩৬৯ হি.) ৩৬৮
(৪৩) মাওলানা মুহাম্মদ জাকারিয়া কান্দুলভী (১৪০২ হি.) ৩৬৯
(৪৪) আস শায়খ আবদুল আজিজ বিন আবদুল্লাহ বিন বাজ (১৪২১ হি.) ৩৭০
(৪৫) আস শায়খ মুহাম্মদ বিন উলুবী আল মালেকী আল মক্কী (রহ.) (১৪২৫হি.) ৩৭২
অনুবাদকের কথা ৩৮১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রথম অধ্যায়

বিদআতের অর্থ

* বিদআতের শাব্দিক অর্থ
* বিদআতের পারিভাষিক অর্থ
* বিদআতের বাস্তব ধারণা
* اَحْدَثَ (আহদাসা) এর পরে مَا لَيْسَ مِنْهُ বলার রহস্য
* لَيْسَ فِيْهِ এবং لَيْسَ مِنْهُ এর মধ্যে পার্থক্য
* ভুল সংশোধন এবং فَهُوَ رَدٌّ এর সঠিক অর্থ

আমাদের দেশে বিশেষ চিন্তাধারা এবং ধর্মীয় অনুভূতির একটা সম্প্রদায়ের পক্ষে "শিরক" এবং "বিদআত" দু'টি পরিভাষাকে ভিন্নস্তরে ভুলভাবে ব্যবহার করা হয়। বিনা দ্বিধায় তারা এ শব্দ দুটোকে নাজায়েজ, গায়রে মুসতাহসান, অপ্রমাণিত, মাকরূহ এবং হারামের মত বিভিন্ন প্রকার কার্যাবলীতে শিরক এবং বিদআত শব্দদ্বয়ের প্রয়োগ করে উম্মতে মুহাম্মদীর বিরাট একটা অংশকে মুশরিক, বিদআতী এবং পথভ্রষ্ট আখ্যায়িত করে এবং কুরআনে পাকের ঐ সব আয়াতে করীমা এবং হাদিসে পাকের ঐ সব হাদীসাবলী যা কাফের এবং মুশরিকদের ব্যাপারে অবতীর্ন হয়েছে তা ধৃষ্টতার সাথে মুসলিম উম্মাহর উপর চাপিয়ে দেয় (ক-ছ)[১] যা অত্যন্ত জঘন্য অজ্ঞতার পরিচায়ক। এ কিতাবে বিদআতের নামে যে সব ভুল কর্ম পরিচিতি পেয়েছে তার অপনোদন করা হয়েছে। শিরক এবং তৌহিদের সূত্রে লেখকের অন্য সুবিশাল গ্রন্থ আত তৌহিদ এ বিস্তারিত লক্ষণীয়।

বিদআতের শাব্দিক অর্থ:

اَلْبِدْعَةُ আরবি ভাষার শব্দ যা بَدْعٌ থেকে নির্গত, তার অর্থ হচ্ছে পূর্বের কোন মূল, জড়, উদাহরণ, নমূনাহীন বা অস্থিত্বহীন কোন বস্তুকে নতুন সৃষ্টি করা। অন্য ভাষায় কোন বস্তুকে না থেকে হ্যাঁ-তে আনা বা অস্তিত্বহীন থেকে বাস্তবে আনাকে আরবি ভাষায় اِبْدَاعٌ বলা হয়।

নিম্নে বিভিন্ন অভিধান এবং মুহাদ্দেসীনের বক্তব্য থেকে "বিদআত" শব্দের মর্ম আমরা আলোচনা করার প্রয়াস পাব:

---

১. (ক) ইমাম বুখারী (رحمه الله) শিরোনাম হিসেবে وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (সুরা তওবা, ১১৫) এর অধীনে বর্ণনা করেন যে

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ (٥) شِرَارَ خَلْقِ اللهِ، وَقَالَ: إِنَّهُمُ انْطَلَقُوا إِلَى آيَاتٍ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ، فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.

(খ) বুখারী শরীফ, কিতাবু এসতিতাবতিল মুরতাদিন ওয়াল মুয়ানিদীন ও কিতালিহিম, বাবু কাতলিল খাওয়ারিজ ওয়াল মুলহেদীন বা'দা একামতিল হুজ্জাতে আলায়হিম-৬/২৫৩৯

(গ) সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুজ জাকাত, বাবুল খাওয়ারিজি সররুল খলকি ওয়াল খলিকাহ্-২/৭৫০, নং ১০৬৭

(ঘ) সুনানু আবি দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু ফি কেতালিল খাওয়ারিজে-৪/২৪৩ নং ৪৭৬৫

(ঙ) সুনানে নাসায়ী, কিতাবু তাহরীমিদ্ দম, বাবু মিন শহরে সাইফিহি সুম্মা ওয়াদায়াহু ফিন নাসে-৭/১১৯ নং ৪১০৩

(চ) সুনানু ইবনি মাযা, আল মোকাদ্দমা বাবু ফি জিকরিল খাওয়ারিজি ১/৬০, নং ১৭০

(ছ) মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল-৩/১৫, ২২৪, নং ১১১৩৩, ১৩৩৬২

নোট: বিস্তারিত জানার জন্য লেখকের ইলমে হাদিসের কিতাব "আল মিনহাজু স'বী মিনাল হাদিসেন নব্বীর দ্বিতীয় অধ্যায় হুকমুল খাওয়ারিজ ওয়াল মুরতাদিন ওয়াল মুতানাক্বিসিন ফিন নবীয়ে (ﷺ) দেখুন।

(১) ইবনে ফারেছ (১০০৪ হিজরী), তাঁর প্রসিদ্ধ مُعْجَمُ مَقَايِسِ اللُّغَةِ (মু'য়জম মকায়েছুল লুগাহ)'য় "বিদআত" শব্দের শাব্দিক অর্থ লিখেছেন,

اِبْتَدَأَ الشَّيْئِ وَصَنْعُهُ لَا عَنْ مِثَالٍ পূর্বের নমুনা ব্যতীত কোন বস্তু আরম্ভ করাকে বিদআত বলে।"[২]

(২) ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী (মৃত্যু ৮৫২হি.) তার সহীহ বুখারী শরীফের শরাহ (বিশ্লেষণ) ফাতহুলবারী কিতাবি বিদআত শব্দের অভিধানিক অর্থ এভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন-

اَلْبِدْعَةُ أَصْلُهَا مَا أُحْدِثَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ

-"পূর্বের কোন নমুনা ব্যতীত কোন কিছু সৃষ্টি করাই বিদআত।"[৩]

(৩) ইমাম মুরতাজা জুবাইদী হানাফী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (মৃত্যু ১২০৫ হি.) তার তাজুল আরুছ মিন জাওয়াহিরুল কামুস নামক প্রসিদ্ধ অভিধানে বিদআতের অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন যে, বিদআতের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে- الجَدِيدِ - 'নতুন।' আরো বিশদ বর্ণনায় লিখেছেন-

يُقَالُ: جِئْتَ بِأَمْرٍ بَدِيعٍ، أَيْ مُحْدَثٍ عَجِيبٍ، لَمْ يُعْرَفْ قَبْلَ ذٰلِكَ.

-"যেমন বলা হয় আমি একটা নতুন কাজ নিয়ে এসেছি অর্থাৎ এমন অভিনব নতুনত্ব যা পূর্বে পরিচিত ছিল না।"[৪]

(৪) খলিল বিন আহমদ আল ফরাহিদি (১৭০ হি.) তার আল আইন কিতাবে বিদআতের সংজ্ঞা দিচ্ছেন এভাবে

إِحْدَاثُ شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ لَه مِنْ قَبْلُ خَلَقٌ وَلَا ذِكْرَ وَلَا مَعْرِفَةَ.

-"বিদআত দ্বারা এমন নবসৃষ্টিকে বুঝানো হয়, যা ইতিপূর্বে সৃষ্টি করা হয়নি ছিল না তার উল্লেখ ও পরিচিতি।"[৫]

(৫) আল মুনজেদ অভিধান গ্রন্থে বিদআতের শাব্দিক অর্থ এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে- اِخْتَرَعَةَ وَصَنَعَهُ لَا عَلٰى مِثَالٍ

-"পূর্বের নমুনা (অপরূপ) ছাড়া নতুন কিছু তৈরী করার নাম বিদআত, কুরআনে পাকের বিভিন্নস্থানে বিদআত।"[৬] শব্দের উৎপত্তিস্থল

---

২. মু'জামু মাকায়িসিল লুগাহ্- ১/২০৯পৃ.
৩. ইবনে হাজার আসকালানী, ফতহুল বারী, ৪/২৫৩পৃ.
৪. যুবাইদী, তাজুল আরুস, ২০/৩০৭পৃ.
৫. আল আইন, আল ফরাহিদী -২/৫৪পৃ.
৬. লুইস মা'লুফ, আল মুনজিদ

(Derivatives) বর্ণিত হয়েছে যেখানে উল্লেখিত অর্থাবলীর বিশ্বস্ততা মেলে। নিম্নে তম্মধ্যে কয়েকটা আলোচিত হল :-

(ক) এ বিশ্বজগত সম্পূর্ণ অস্থীত্বহীন ছিল, মহান রাব্বুল আলামীন পূর্বের কোন নমুনা ব্যতীত বাস্তবে রূপায়িত করেছেন। শাব্দিক অর্থের দিক থেকে এটাও বিদআত এবং এ বিদআতের সৃজনকারী স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত। স্বীয় সৃষ্টির বর্ণনা দিতে গিয়ে সূরা বাকারায় এরশাদ করেন-

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

-"তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে অস্তিত্বহীন থেকে বাস্তবে রূপদানকারী এবং যখন তিনি কোন বস্তুকে সৃজন করতে চান তখন তিনি বলেন হও, অতঃপর হয়ে যায়।"[৭]

(খ) একই বর্ণনা সূরা আনআমেও এসেছে (১৩)

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

-"তিনিই আসমান ও জমীন সৃষ্টি করেছেন।"[৮]

(গ) এ ধারণাকে সূরা হাদীদে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে-

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ

-"এবং পাদ্রীত্বের (আল্লাহর ইবাদতের জন্য দুনিয়া এবং দুনিয়ার আরাম আয়েশ ত্যাগ করা) র বিদাআত তারা নিজেরা সৃষ্টি করেছে, এটা তাদের উপর আমি ফরজ তথা আবশ্যক করিনি।"[৯]

উল্লেখিত আলোচনায় প্রমাণিত যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের প্রত্যেক স্তরের সৃষ্টি বিদআত এবং প্রত্যেক বস্তুর বাস্তবায়ন যা পূর্বে ছিল না, বিদআত হিসেবে পরিচিত।

অতএব কুরআন ঘোষণা করছে যে- মহান আল্লাহপাক সৃষ্টির স্রষ্টা শুধু কারিগর নয়, বরং (بَدِيعُ) নবসৃজনকারী (পূর্বের কোন মূল বা নমুনা ছাড়া)। বিদআতের এ আভিধানিক মর্ম নিম্নলিখিত আয়াতের মাধ্যমে আরো পরিচ্ছন্ন হয়।

---

৭. আল কুরআনঃ বাকারাহ -২, আয়াত নং-১১৭

৮. আল কুরআনঃ আন আম -৬: আয়াত নং-১০১

৯. আল কুরআনঃ আল হাদীদ, আয়াত নং-৫৭

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ

-"মহান আল্লাহ পাক তার প্রিয় হাবিবকে সম্বোধন করে বলছেন যে- হে রাসূল (ﷺ) আপনি বলে দিন যে, আমি (মানুষের প্রতি) প্রথম রাসূল নয় (যা আমার পূর্বে অন্য কোন রাসুল আসেনি)।"[১০] এ আয়াতের মাধ্যমে বিদআতের শাব্দিক অর্থ আরো স্পষ্ট হয়েছে যে- ঐ নব বস্তু বিদআত যার কোন উদাহরণ মূল, নমুনা আকৃতি (precedent) আগে ছিল না।

বিদআতের পারিভাষিক অর্থ :

বিদআতের পারিভাষিক মর্মের আলোচনায় হাদিস বিশারদ, ফিকহবিদরা বিভিন্ন সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করেছেন। নিম্নে কিছু আলোকপাত করা হল :

(১) ইমাম এয়াহয়া বিন শরফ নব্বী (মৃত্যু ৬৭৭ হি:) বিদআতের সংজ্ঞা এভাবে লিখেছেন-

اَلْبِدْعَةُ بِكَسْرِ الْبَاءِ فِيْ الشَّرْعِ هِيَ إِحْدَاثُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

-"বিদআত বলতে ঐ নবসৃষ্ট কাজকে বুঝায় যা রসূলে পাক (ﷺ)-এর সময়ে হয়নি।"[১১]

(২) আল্লামা ইবনে তাইমিয়া : (৭২৮হি:) স্বীয় প্রসিদ্ধ 'ফতওয়া মাজমুয়ুল ফাতাওয়ায়" বিদআতের সংজ্ঞা এভাবে তুলে ধরেছেন-

وَالْبِدْعَةُ: مَا خَالَفَتْ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ أَوْ إِجْمَاعَ سَلَفِ الْأُمَّةِ مِنْ الاعْتِقَادَاتِ وَالْعِبَادَاتِ. كَأَقْوَالِ الْخَوَارِجِ وَالرَّوَافِضِ وَالْقَدَرِيَّةِ وَالْجَهْمِيَّةِ

-"বিদআত বলতে এমন কার্যাবলীকে বুঝায় যা (এ'তিকাদাত) বিশ্বাস্য বিষয়ে, ইবাদাত (আমলী কার্যাবলীতে) কিতাব (কুরআন) সুন্নাহ (হাদিস) ও উম্মতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম বিশারদদের ঐকমত্যের বিপরীতে যেমন খাওয়ারিজ, রাওয়াফিজ, কাদরীয়া ও জাহমীয়াদের বিশ্বাস।"[১২]

(৩) শায়খ ইবনে রজব হাম্বলী (মৃত্যু ৭৯৫ হি:) তার কিতাব -

---

১০. সুরা আহকাফ, আয়াত-৯

১১. নববী, তাহজীবুল আসমা ও লুগাত - ২২/৩ পৃ.

১২. ইবনে তায়মিয়াহ, ইবনি তাইমিয়া, মাজমাউল ফাতাওয়া- ১৮/৩৪৬পৃ.

جَامِعُ الْعُلُوْمِ وَالْحِكَمِ فِيْ شَرْحِ خَمْسِيْنَ حَدِيْثًا مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ

এ বিদআতের পারিভাষিক সংজ্ঞা এভাবে উল্লেখ করেছেন

وَالْمُرَادُ بِالْبِدْعَةِ: مَا أُحْدِثَ مِمَّا لَا أَصْلَ لَهُ فِي الشَّرِيعَةِ يَدُلُّ عَلَيْهِ، فَأَمَّا مَا كَانَ لَهُ أَصْلٌ مِنَ الشَّرْعِ يَدُلُّ عَلَيْهِ، فَلَيْسَ بِبِدْعَةٍ شَرْعًا، وَإِنْ كَانَ بِدْعَةً لُغَةً،

-"বিদআত বলতে ঐসব নতুন কাজকে বুঝানো হয় শরীয়তে যার সহায়ক কোন ভিত্তি নেই, কিন্তু যার সহায়ক কোন ভিত্তি রয়েছে শরীয়তের পরিভাষায় তা বিদআত নয়, যদিও শাব্দিক ভাবে তা বিদআত।"[১৩]

আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী বিদআতের মর্ম আরো ব্যাপক অর্থে উল্লেখ করেছেন-

فَكُلُّ مَنْ أَحْدَثَ شَيْئًا، وَنَسَبَهُ إِلَى الدِّينِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلٌ مِنَ الدِّينِ يَرْجِعُ إِلَيْهِ، فَهُوَ ضَلَالَةٌ، وَالدِّينُ بَرِيءٌ مِنْهُ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ مَسَائِلُ الاعْتِقَادَاتِ، أَوِ الْأَعْمَالُ، أَوِ الْأَقْوَالُ الظَّاهِرَةُ وَالْبَاطِنَةُ. وَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي كَلَامِ السَّلَفِ مِنَ اسْتِحْسَانِ بَعْضِ الْبِدَعِ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْبِدَعِ اللُّغَوِيَّةِ، لَا الشَّرْعِيَّةِ،

-"যে কোন ব্যক্তি কোন নতুন কিছু তৈরী করে তার সম্পৃক্ততা দীনের প্রতি করে অথচ তা দীনের মূল কিছু নয় তখন তার সম্পর্ক তৈরী কারীর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে এবং তা ভ্রান্ত হবে, দীন তার থেকে পবিত্র থাকবে। উল্লেখ্য এখানে এতেকাদী, আমলী, কাউলী, জাহিরী, বাতেনী প্রত্যেক ধরনের মাসয়ালার ব্যাপারে সমান। কিছু ভাল বস্তু যা (সালাফীদের) পূর্ববর্তীদের বক্তব্যে আলোচিত হয়েছে তা বিদআতে লুগাভী। শাব্দিক বা অভিধানিক বিদআত শারয়ী নয়।"[১৪]

(৪) ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী (মৃত্যুঃ ৮৫২ হিঃ) বিদআত ও ইহদাসের মর্ম নিম্নলিখিত শব্দে প্রকাশ করেছেন-

اَلْمُحْدَثَةُ وَالْمُرَادُ بِهَا مَا أَحْدَثَ وَلَيْسَ لَه أَصْلٌ فِي الشَّرْعِ وَيُسَمَّى فِي عُرْفِ الشَّرْعِ بِدْعَةً وَمَا كَانَ لَه أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ الشَّرْعُ فَلَيْسَ بِبِدْعَةٍ فَالْبِدْعَةُ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ

---

১৩ .ইমাম ইবনে রযব হাম্বলী, জামিয়ুল উলুমি ওয়াল হিকাম, ২/১২৭পৃ. মুহাম্মদ শামসুল হক আযিমাবাদি, আউনুল মা'বুদ শরহে সুনানু আবি দাউদ, ১২/২৩৫ পৃ., মোবারকপুরী, তোহফাতুল আহওয়াজী, ৭/৩৬৬ পৃ.

১৪ . ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী, জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম, ২/১২৮পৃ.

مَذْمُوْمَةٌ بِخِلَافِ اللُّغَةِ فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ أَحْدَثَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ يُسَمَّى بِدْعَةً سَوَاءٌ كَانَ مَحْمُوْدًا أَوْ مَذْمُوْمًا.

-"মুহদাসা শব্দের অর্থ হচ্ছে এমন নতুন কাজ করা শরীয়তে যার কোন ভিত্তি নেই এবং মুহদাসাকে শরীয়তের পরিভাষায় বিদআত বলা হয়। অতএব এমন কোন নতুন কাজকে বিদআত বলা যাবে না, যার মূল ভিত্তি শরীয়তে রয়েছে। শরয়ীভাবে বিদআত শুধুমাত্র খারাপ বিদআতকে বলা হয় শাব্দিক বিদআতকে নয়। অতএব প্রত্যেক ঐ কাজ যা পূর্বাবয়ব ব্যতীত সৃজন করা হয় তাকে বিদআত বলা, তা বিদআতে মাহমুদ ভাল বিদআত বা বিদআতে মাজমুমা খারাপ বিদআত যাই হউক।"[১৫]

আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী বিদআতে হাসানা এবং বিদআতে সাইয়্যিয়ার বিস্তারিত আলোচনায় উল্লেখ করেন যে-

وَالتَّحْقِيْقُ اِنَّهَا إِنْ كَانَتْ مِمَّا تَنْدَرِجُ تَحْتَ مُسْتَحْسِنٍ فِي الشَّرْعِ فَهِيَ حَسَنَةٌ وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا تَنْدَرِجُ تَحْتَ مُسْتَقْبِحٍ فِي الشَّرْعِ فَهِيَ مُسْتَقْبَحَةٌ.

-"সঠিক সিদ্ধান্ত হল বিদআত শরীয়তের পছন্দনীয় কোন বিষয়ে সন্নিবেশিত হলে তা বিদআতে হাসানা বা ভাল বিদআত এবং শরীয়তের অপছন্দনীয় কাজের সাথে সম্পৃক্ত হলে তা বিদআতে সাইয়্যিয়া বা খারাপ বিদয়াত।"[১৬]

(৫) সৈয়্যদ শরীফ জুরজানী (মৃত্যু: ৮১৬ হি.) স্বীয় কিতাব اَلتَّعْرِيْفَاتِ (আততারীফাতে) বিদআতের শারয়ী সংজ্ঞা এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন-

اَلْبِدْعَةُ: هِيَ الْفِعْلَةُ الْمُخَالِفَةُ لِلسُّنَّةِ؛ سُمِّيَتِ: الْبِدْعَةُ، لِأَنَّ قَائِلَهَا ابْتَدَعَهَا مِنْ غَيْرِ مَقَالِ إِمَامٍ.

-"বিদআত শুধুমাত্র ঐ কাজকে বলা হয়, যা সুন্নাতের বিপরীত হয়। এ কাজকে বিদআত একারণে বলা হয় যে, এর বক্তা ইমামের বক্তব্য ছাড়া নিজে সৃজন করে।"[১৭]

আল্লামা জুরজানীর উল্লেখিত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, শুধুমাত্র কুরআন-সুন্নাহর আহকামের সাথে সাংঘর্ষিক ও প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিদআত বলা

---

১৫. ইবনে হাজর আসকালানী, ফাতহুল বারী, ১৩/২৫৩পৃ.

১৬. ইবনে হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী, ৪/২৫৩পৃ; (খ) শাওকানী, নায়লুল আওতার - ৩/৩৬পৃ.

১৭. জুরজানী, আত তা'রীফাত, ৪৩পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

হবে। কাজেই অসংখ্য কার্যাবলী এমন রয়েছে যা কুরআন-সুন্নাহয় উল্লেখ থাকলেও কুরআন-সন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক নয়। প্রতিদ্বন্দ্বীও নয়, যার মাধ্যমে শরীয়তের কোন নিয়ম সীমা প্রতিহিত করা হয় না; তা জায়েজ, মুবাহ ও বৈধ।

আল্লামা জুরজানী বিদআতের ভিন্ন এক সংজ্ঞায় মূল বক্তব্যকে এভাবে উপস্থাপন করেছেন-

اَلْبِدْعَةُ: هِيَ الْأَمْرُ الْمُحْدِثُ الَّذِيْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُوْنَ، وَلَمْ يَكُنْ مِمَّا اقْتَضَاهُ الدَّلِيْلُ الشَّرْعِيْ.

-"বিদআত ঐ কাজকে বলে যা সাহাবায়ে কেরাম বা তাবেয়ীন কেউ করেননি এবং শরয়ী দলিলের কোন দাবীও না হয়।"[১৮]

(৬) সহীহ বুখারী শরীফের বিশ্লেষক আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (মৃত্যু ৮৫৫ হি.) বিদআতের সংজ্ঞা ও প্রকরণের বর্ণনা উল্লেখ করেন যে,

اَلْبِدْعَةُ فِي الْأَصْلِ اِحْدَاثُ أَمْرٍ لَمْ يَكُنْ فِيْ زَمَنِ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ الْبِدْعَةُ عَلٰى نَوْعَيْنِ: إِنْ كَانَتْ مِمَّا يُنْدَرِجُ تَحْتَ مُسْتَحْسِنٍ فِي الشَّرْعِ فَهِيَ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا يَنْدَرِجُ تَحْتَ مُسْتَقْبِحٍ فِي الشَّرْعِ فَهِيَ بِدْعَةٌ مُسْتَقْبِحَةٌ.

-"বিদআত মূলত : এমন নতুন কাজ বাস্তবায়িত করা, যা রসূলে পাক (ﷺ)-এর যুগে ছিল না। অতঃপর বিদআত দু'প্রকার যদি শরীয়তের পছন্দনীয় কার্যাবলীর অনুকরণে হয় তখন তা বিদআতে হাসানা, যদি শরীয়তের অপছন্দনীয় কার্যাবলীর অনুসরণে হয় তখন বিদআতে মুসতাকবেহা বা অপছন্দনীয় বিদআত।"[১৯]

(৭) আল্লামা ইসমাঈল হক্কী (র.) (১১৩৭হি.) ও বিদআতের সংজ্ঞা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন যে, বিদআত শুধু ঐ কাজকে বলে যা সুন্নাতে রাসূল (ﷺ) বা সাহাবা ও তাবিয়ীনের আমলের পরিপন্থী হয়-

---

১৮. জুরজানী, আত তা'রীফাত, ৪৩পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

১৯. আইনী, উমদাতুল কারী শরহে সহীহ বুখারী, ১১/১২৬পৃ.

اِنَّ الْبِدْعَةَ هِيَ الْفِعْلَةُ الْمُخْتَرَعَةُ فِي الدِّيْنِ عَلٰى خِلَافِ مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَكَانَتْ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُوْنَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ.

-"বিদআত ঐ কাজকে বলা হয় যা রাসূলে পাক (ﷺ)-এর সুন্নাতের পরিপন্থী হয়, পরিপন্থী বা বিপরীত হয় সাহাবায়ে কেরাম ও তাবিয়ীনের কার্যাবলীর।"[২০]

উল্লেখিত সংজ্ঞাবলীতে এ বাস্তবতা প্রস্ফুটিত হয়েছে যে, প্রত্যেক ঐ নতুন কাজ যার শরয়ী দলিল, মূল বা ভিত্তি অবয়ব বা নমুনা প্রথম থেকেই কিতাবুল্লাহ বা সুন্নাহ বা সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্যে অনুল্লেখ্য তাই বিদআত। তবে প্রত্যেক বিদআত অপছন্দ বা নাজায়েয বা হারাম নয় বরং শুধুমাত্র ঐ সব বিদআত অবৈধ হবে যা কিতাব সুন্নাহর স্পষ্ট নির্দেশাবলীর সাথে সাংঘর্ষিক (Contradictrory) আপত্তিকর হয়। অন্যভাষায় এভাবে বলা যায় যে, বিদআতে সাইয়্যিয়া বা ভ্রান্ত বিদআত ঐ কাজকে বলা হবে, যা প্রতিষ্ঠিত কোন সুন্নাতের বিলুপ্তির কারণ হয় এবং যে কাজের মাধ্যমে কোন সুন্নাতের বিলুপ্তি ঘটে না তা অবৈধ নয়; বরং মুবাহ এ অবস্থানের সপক্ষে গায়রে মুকাল্লিদ লা মাজহাবী আলেম নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী (১৩০৭হি.) লিখেন যে, প্রত্যেক নতুন কাজকে বিদআত বলে ধিক্কার দেয়া উচিত নয় বরং বিদআত শুধু ঐ কাজকে বলা যাবে যার মাধ্যমে সুন্নাতের বিলুপ্ত ঘটে, যে নতুন কাজ শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক নয় তা বিদআত নয়; বরং মুবাহ (বৈধ) জায়েজ। শেখ ওয়াহিদুজ্জমান স্বীয় কিতাব হাদিয়াতুল মাহদীর ১১৭ পৃষ্ঠায় বিদআতের সূত্রে আল্লামা ভূপালীর এ বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন।

اَلْبِدْعَةُ الضَّلَالَةُ الْمُحْرِمَةُ هِيَ الَّتِيْ تُرْفَعُ السُّنَّةُ مِثْلِهَا وَالَّتِيْ لَا تُرْفَعُ شَيَّاء مِنْهَا فَلَيْسَتْ هِيَ مِنَ الْبِدْعَةِ بَلْ هِيَ مُبَاحُ الْاَصْلِ.

-"বিদআত ঐ কাজকে বলে যার প্রতিষ্ঠায় কোন সুন্নাতের বিলুপ্তি ঘটে এবং যার কারণে কোন সুন্নাতের বিলুপ্ত ঘটে না তা বিদআত নয় বরং তার মূলে মুবাহ।"[২১]

---

২০. ইসমাঈল হাক্কী, তাফসীরে রুহুল বায়ান, ৯/২৪ পৃ.
২১. ওয়াহিদুজ্জমান, হাদিয়াতুল মাহদী, ১১৭ পৃ.

বাকী শরীয়তের ঐ ধরনের বিদআত যা পছন্দনীয় কার্যাবলীর সাথে সম্পৃক্ত এবং কুরআন-হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিকও নয়-এ ধরনের বিদআত শরীয়ত সম্মত মুবাহ ও বৈধ। এ ধরনের বিদআত শুধুমাত্র নতুন কাজ হওয়ার কারণে মাকরূহ বা হারাম নিরূপন করা কুরআন-সুন্নাহর সাথে অন্যায় করা হবে।

বিদআতের মূল ধারণা :

নিম্নে হাদিসে পাকের আলোকে বিদয়াতের মূল চিত্র চিত্রায়িত করা হচ্ছে যাতে বিদআত সম্পর্কিত হাদিসের প্রকৃত প্রয়োগ (Application) বিকশিত হবে।

(১) উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (رضي الله عنها) থেকে বর্ণিত সরকারে দোআলম (দ.) ইরশাদ করেছেন-

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

-"যে আমাদের এ ধর্মে এমন কোন নতুন কথা ও কাজ সৃষ্টি করল, যা এতে নেই তাহলে ঐ নতুন কাজ মরদুদ বা পরিহার যোগ্য।"[২২]

সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (رضي الله عنها) থেকে বর্ণিত, নবীয়ে পাক (ﷺ)-এরশাদ করেন (২৮)

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

অর্থাৎ-"যে ব্যক্তি আমাদের এ ধর্মে এমন কোন নতুন কাজ ও কথা সৃষ্টি করে যা মূলত সেখানে ছিল না তা হলে তা (ঐ নতুন কাজ) মরদুদ বা পরিহার যোগ্য।"[২৩] উল্লেখিত হাদিসদ্বয়ে শব্দ أَحْدَثَ (আহদাসা)'র পর مَا لَيْسَ مِنْهُ (মা

---

২২. (ক.) সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল আক্দিয়া, বাবু নকদিল আহকামীল বাতিলাহ - ৩/১৩৪৩, নং ১৭১৮
(খ) সুনানু ইবনে মাযাহ, আল মোকাদ্দেমা, বাবু তা'জীমি হাদিসে রাসুলিল্লাহ - ১/৭ নং ১৪
(গ) ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, আল-মুসনাদ, ৬/২৭০ পৃ. হাদিস/২৬৩৭২
(ঘ) ইবনে হিব্বান, আস সহীহ্, ১/২০৭ পৃ. হাদিস/২৬
(ঙ) ইমাম দারাকুতুনী, আস-সুনান,: ৪/২২৪ হাদিস/৭৮
(চ) কাদায়ী, মুসনাদে আস-শিহাব,: ১/২৩১ পৃ. হাদিস/৩৫৯
(ছ) বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা,: ১০/১১৯ পৃ.
২৩. (ক) সহীহ্ বুখারী, কিতাবুস ছোলহ, বাবু ইজাসতালাহু আলা ছোলহে জাওরীন, ২/৯৫৯ পৃ. হা/২৫৫০
(খ) ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু ফি লুজুমিস সুন্নাহ : ৪/২০০ পৃ., হা/৪৬০৬
(গ) ইমাম আবু আওয়ানাহ, আল-মুসনাদ, ৪/১৭১ পৃ. হাদিস/৬৪০৮
(ঘ) ইমাম আবু ই'য়ালা, আল মুসনাদ,: ৮/৭০ পৃ. হাদিস/৪৫৯৪
(ঙ) ইমাম ইবনে জারুদ, আল-মুনতাকা,: ১/২৫১ পৃ. হাদিস/১০০২
(চ) ইমাম বায়হাকী, আল-ই'তিকাদ, ১/২২৯ পৃ.

লাইসা মিনহু) বা مَا لَيْسَ فِيهِ মা লাইসা ফিহেকে একটু গভীরভাবে দেখা প্রয়োজন।

সাধারণত : أَحْدَثَ "আহদাসার" অর্থ হচ্ছে দীনের মধ্যে কোন কিছু সৃষ্টি করা এবং مَا لَيْسَ مِنْهُ শব্দটা أَحْدَثَ অর্থকেই বিকশিত করছে যে أَحْدَثَ দ্বারা ঐ সব নতুন কাজ বুঝানো হয়েছে যা দীনে নেই হাদিসের এ মর্মে একটা প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে, যদি أَحْدَثَ ' র অর্থ দ্বীনে কোন একটা নতুন কিছু সৃষ্টি করা হয় তবে আবার مَا لَيْسَ مِنْهُ বা. مَا لَيْسَ فِيهِ বলার প্রয়োজন কেন হল, কেননা তা যদি দ্বীনের অংশ হয় তা হলে তাকে নতুন বলার অবকাশ থাকে না এবং أَحْدَثَ র মাধ্যমে যে কাজ বা কথাকে নতুন বলে দেয়া হয়েছে তাকে নতুন বুঝানোর জন্য مَا لَيْسَ فِيهِ বাড়িয়ে বলার কোন প্রয়োজন ছিল না, কেননা যদি সে কাজ কথা দীনের মধ্যে থাকে বা দীনের অংশ হয়, তা হলে বা নতুনত্ব থাকেনা। আর যদি নতুন হয় তা হলে أَحْدَثَ য় যথেষ্ঠ সেখানে مَا لَيْسَ فِيهِ শব্দের প্রয়োজনীয়তা হারিয়ে যায় কারণ নতুন বলা হয় দ্বীনে পূর্বে ছিল না।

أَحْدَثَ 'র পরে مَا لَيْسَ مِنْهُ বলার হিকমত ও রহস্য:

বর্ণিত হাদিসে أَحْدَثَ 'র مَا لَيْسَ مِنْهُ পর কেন বৃদ্ধি করা হয়েছে, তা একটু সচেতন দৃষ্টিতে অবলোকন করলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে প্রত্যেক নতুন কাজ মারদুদ (পরিহার যোগ্য) নয়, বরং শুধুমাত্র ঐসব নতুন কার্যাবলী মারদুদ যার প্রথম থেকে কোন মূল নমুনা বা সূত্র থাকেনা এবং এ নতুন কাজ ও কথাকে দ্বীনে এভাবে প্রবেশ ঘটানো হয় যার মাধ্যমে দ্বীনের মূল ভীতে তা অতিরিক্ত হয়ে যায়, এ অনুপ্রবেশের কারণে ধর্মের মূল বা বুনিয়াদী উসূলে কম ও বেশী হয়ে যায়। ধর্মের মধ্যে নতুন কিছুর এ অনুপ্রবেশ ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ বা ইসলামে ফিৎনা হিসেবে চিহ্নিত হয়।

এ কারণে আল্লামা ইবনে আছীর জাজরী (মৃত্যু: ৬০৬হি.) أَحْدَثَ 'র অর্থ নির্দিষ্ট করে লিখেন-

---

(ছ) ইমাম দায়লামী, আল-ফিরদাউস বিমাসুরীল খিতাব, ৩/৫৭৯ পৃ. হাদিস/৫৮১২

وعلى هذا التأويل يحمل الحديث الآخر «كُلُّ مُحْدَثَة بدعةٌ» إنما يُريدُ ما خالفَ أصولَ الشريعة ولَمْ يُوافِقِ السُّنَّة.

অর্থাৎ- উল্লেখিত প্রমাণাদির ভিত্তিতে হাদিস كُلُّ مُحْدَثَة بدعةٌ এর ব্যাপকতা এভাবে আলোচিত হবে যে- প্রত্যেক ঐ নতুন কাজ যা শরীয়তের মূলের বিপরীত এবং সুন্নাতের পরিপন্থী হয় তাহাই كُلُّ مُحْدَثَة بدعةٌ হবে।"[২৪]

ইমাম গায্যালী (ওফাত ৫০৫ হি.)'র কাছে যতক্ষণ এ দু'শর্ত অর্থাৎ أَحْدَثَ এবং مَا لَيْسَ مِنْهُ পাওয়া যাবে না খারাপ বিদাআত হবে না। তিনি লিখেছেন যে-

فَلَيْسَ كُلُّ مَا أُبْدِعَ مَنْهِيًّا بَلِ الْمَنْهِيُّ بِدْعَةٌ تُضَادُّ سُنَّةً ثَابِتَةً وَتَرْفَعُ أَمْرًا مِنَ الشَّرْعِ مع بقاء علته

-'প্রত্যেক বিদআত নিষিদ্ধ নয় বরং নিষিদ্ধ শুধু ঐ বিদআত হয় যা প্রতিষ্ঠিত সুন্নাতের বিপরীত হয় এবং এ সুন্নাতের কারণ বিরাজমান থাকার পর উঠিয়ে দেয়া হয়।"[২৫]

لَيْسَ فِيهِ এবং لَيْسَ مِنْهُ এর পার্থক্য:

প্রত্যেক কাজ দু' ধরনের (Dimentions) হয়। এক তার মূল দুই তার আকৃতি ধরণ। যেমন নামাজের মূল আল্লাহর স্মরণ, তার আকার ধরণ হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ে বিশেষ ভাবে আল্লাহর ইবাদত করা। এভাবে রোজার মূল হচ্ছে আল্লাহভীতি, কিন্তু নির্দিষ্ট এক সময় থেকে অন্য সময় পর্যন্ত পানাহার বন্ধ রেখে তার প্রয়োগ বাস্তবায়ন করা হয়। অতএব مَا لَيْسَ مِنْهُ দ্বারা বুঝানো হয়েছে শরীয়তের মধ্যে এমন কাজ/ কথা প্রবেশ করানো হয়েছে। প্রথম থেকেই তার কোন মূল, সূত্র, উদাহরণ, ভীত্তি কিছুরই অস্তিত্ব ছিলনা এবং مَا لَيْسَ مِنْهُ ও لَيْسَ فِيهِ র মধ্যে ه এর জমীর هَذَا أَمْرِنَا র দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। অর্থাৎ এমন কাজের প্রবর্তন করা হয়েছে যা দীনের প্রয়োজনীয় কার্যাবলীতে ছিল না। কিন্তু তাকে দীনের করণীয় ও বুনিয়াদী উসূল সমূহের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। মূলত দীনের আক্বায়েদী ভিত্তিতে

---

২৪. (ক.) ইমাম ইবনে আসীর জাজরী, আন নিহায়া ফি গরীবীল হাদিস, ১/১০৬ পৃ.
(খ) ইবনে মানজুর আফ্রীকী, লিসানুল আরব, ৮/৬ পৃ.

২৫. ইমাম গায্যালী, ইহয়াউউল উলুমুদ্দীন, ২/৩পৃ.

অনুপ্রবেশ করানো হয়েছে। যার অনুপ্রবেশে দ্বীনে মূল ভিত্তি সূমহে বেশী/ কম করার মাধ্যমে শরীয়তের নির্দেশাবলীর বিরোধিতার কারণে মূল অবয়ব বিনষ্ট করে দেয় এ সব কার্যাবলীই হচ্ছে বিদআতে সাইয়্যিয়া বা খারাপ বিদআত। উল্লেখিত হাদিস[২৬]-

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

এর সূত্রে এ কথায় দৃষ্টিগোচর থাকে যে ইমাম ইবনে হাজার বাবু তা'জীমে হাদিসে রাসূল (ﷺ)-এর অধীনে এ হাদিসটা আলোচনায় এনেছেন- প্রত্যেক মুহাদ্দিস হাদিসের মর্ম- বুঝে তাকে নির্দিষ্ট শিরোনামের অধীনে উপস্থাপন করেন। ইমাম ইবনে মাযাও এ হাদিসকে বাবু তাযীমে হাদিসে রাসুল (ﷺ.)-এর অধীনে উপস্থাপনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারে দো আলম (ﷺ)-এর দিকে যেন মিথ্যার কোন সর্ম্পক সৃষ্টির প্রয়াস না হয়-

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا[২৭]

দ্বারা হুজুরে পাক (দ.)-এর দিকে মিথ্যা কথা অবকাশের বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কেউ যদি কোন আয়াত নতুন তৈরী করে কুরআনের বলে বা হাদিস নতুন তৈরী করে হুজুর (দ.)-এর দিকে সম্পৃক্ত করে, তবে তা মারদুদ বা বর্জনীয়।

ভুল-ত্রুটির অপনোদন فَهُوَ رَدٌّ এর সঠিক মর্ম:

উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (رضي الله عنها) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলে পাক (ﷺ) ইরশাদ করেছেন-

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُوَ رَدٌّ

-"কোন ব্যক্তি এমন কাজ করেছে যে কাজে আমার কোন নির্দেশ নেই, তা পরিহারযোগ্য (মারদুদ)।"[২৮] এ হাদিসে لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا (যার উপর আমার কোন নির্দেশ নেই)'র দ্বারা একথাই বুঝানো হয় যে, যে কোন কাজ (তা সৎও ভাল হলেও) যেমন ইসালে ছাওয়াব, মিলাদ, অন্যান্য সামাজিক,

---

২৬ .আস-সুনানে ইবনে মাযাহ, আল মোকাদ্দেমা, বাবু তা'যীমে হাদিসে রাসুলিল্লাহ্ - ১/৭- হাদিস নং ১৪

২৭. (ক) সহীহ্ মুসলিম ৩/১৩৪৩, কিতাবুল আকদিয়া, বাবু নকদিল আহকামিল বাতিলা নং ১৭১৮

(খ) আল-মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ৬/১৮০, হাদিস নং ২৫৫১১

(গ) আল-সুনান, ইমাম দারাকুতুনী : ৪/২২৭ হাদিস নং ৮১

(ঘ) আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, মুনযিরী : ১/৪৪ পৃ. হাদিস নং ৭৭

(ঙ) জামিয়ুল উলুম ওয়াল হিকাম : ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী - ১/৬৫ পৃ.

২৮. সহিহ বুখারী, ৩/৬৯পৃ. ও ৩/১৮৪পৃ. হাদিস নং. ২৬৯৭, মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং. ২৫৪৭২

আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক যদি তার সম্পর্কে কুরআন-হাদিসে কোন স্পষ্ট বর্ণনা না থাকে তবে তা মারদুদ পরিহার যোগ্য। এ চিন্তাধারাটা সরাসরি ভ্রান্ত ও অজ্ঞতা কেননা যদি হাদিসের এ অর্থ নেয়া হয়। যে কাজের নির্দেশ কুরআন-হাদিসে না থাকে, তা হারাম তা হলে শরীয়তের সার্বিক অনুমোদিতের (Permissible) কী হবে কেননা মুবাহ (অনুমোদিত বস্তু) বলা হয় ঐ সব কাজ যার নির্দেশ শরীয়তে নেই; কিন্তু মুবাহ।

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসদ্বয় এ فَهُوَ رَدٌّ এর ব্যবহার শুধুমাত্র مَا لَيْسَ مِنْهُ বা শুধু أَحْدَثَ শব্দের উপর হয় না; বরং তার সঠিক ব্যবহার ঐ অবস্থায় হয় যেখানে এ مَا لَيْسَ مِنْهُ ও أَحْدَثَ দু'শব্দ একত্রিত হয় অর্থাৎ মারদুদ বা পরিহারযোগ্য ঐ সময় হবে যখন নতুন সৃষ্টি হবে এ যার আসল, মেসাল বা দলিল শরীয়তের শিক্ষণীয় হিসেবে প্রমাণ করা না যায়। অতএব এ আলোচনার আলোকে مُحْدَثَة কে বিদায়াত বা ভ্রান্ত বলতে দু'শর্তে বিরাজমান থাকা আবশ্যকীয়।

(১) দীনে পূর্ব থেকে এ নতুন কাজ ও কথার কোন আসল উদাহরণ বা প্রমাণ না থাকা।

(২) শুধুমাত্র দীনের বিপরীত নয় বরং এ নব সৃজিত বস্তু, কাজ, কথা ও দীনকে ধ্বংস করে সুন্নাতের আহকামকে রহিত করে।

অতএব বুঝা গেল প্রত্যেক ঐ নতুন কাজ যার কোন মূল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কুরআন-সুন্নাহয় অনুপস্থিত বা কুরআন-সুন্নাহর বিপরীত হয় তাকে যদি দীনি আবশ্যকীয় (দীনে প্রয়োজনীয় বা আবশ্যকীয় বলতে ঐ বস্তুকে বুঝানো হয় যা অস্বীকার করলে কাফির হয়ে যায়) গণনা করে দ্বীনের বিরোধিতা করা হয়, তাকে বিদআতে সাইয়্যিয়া বা বিদআতে দলালাহ (ভ্রান্ত সৃষ্টি) বলা হয় এবং সরকারে দো আলম (ﷺ) এ বাণী وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ দ্বারা এ প্রকার গোমরাহীকেই বুঝানো হয়েছে।

আমরা প্রথমেই উল্লেখ করেছি যে বিদআতের এ ধারণাকে পরিষ্কার করতে গিয়ে প্রসিদ্ধ লা মাজহাবী আলেম শায়খ ওয়াহিদুজ্জমান (মৃত্যু: ১৩২৮ হি:) আল্লামা ভূপালীর সূত্রে স্বীয় কিতাব "হাদিয়াতুল মাহেদীতে" লিখেছেন যে, "বিদআত ঐকাজ ও কথা বা বস্তু যার আগমনে সুন্নাত বিতাড়িত, সেটাই বিদআত যার আগমনে সুন্নাত বিতাড়িত হয় না তা বিদআত নয় বরং তা মুবাহ।"[২৯]

---

২৯. ওয়াহিদুজ্জামান, হাদিয়াতুল মাহদী, ১১৭পৃ.

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিদআতের ধরণে সঠিক প্রয়োগ

প্রথম পাঠঃ বিদআতের সূচনা সরকারে দো আলম (ﷺ)-এর বেছালের সাথে সাথে হয়েছে।

দ্বিতীয় পাঠঃ ফিৎনা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য রাসূলে পাক (ﷺ)-এর অনুকরণ ও সাহাবায়ে কেরামের অনুকরণের নির্দেশ।

তৃতীয় পাঠঃ إِحْدَاثُ فِي الدِّيْنِ বা দ্বীনে নতুন সংযোজন দ্বারা ইরতিদাদ বা দীন পরিহারের মত ফিৎনা বুঝানো হয়েছে।

চতুর্থ পাঠঃ এহদাস বা দীনে নতুন সংযোজন ও বিদআতের সম্পর্ক খুলাফায়ে রাশিদীন থেকে।

পঞ্চম পাঠঃ ইসলামের ইতিহাস ও বিদআতের সূচনা।

প্রথম পাঠঃ

*** বিদআতের সূচনা সরকারে দো আলম (ﷺ)'র বেছালের সাথে সাথে হয়েছেঃ**

প্রথম অধ্যায়ের "বিদআত" ও "মুহদাসাহর" সংজ্ঞায় আমরা একথাটি স্পষ্ট করার প্রয়াস পেয়েছি যে, প্রত্যেক নতুন কাজ যার মূলে শরয়ী দলিল বিদ্যমান তা শরীয়তের পরিভাষায় বিদআত নয়, যদিও শাব্দিক বা আভিধানিকভাবে তাকে বিদআত বলা যায়।[৩০] এ অধ্যায়ে ঐ সব কার্যাবলীর বাস্তব প্রয়োগ এবং প্রয়োগের অবয়ব বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য, যার উপর বিদআত এবং মুহদাসাতের শব্দের ব্যবহার হয়। যাতে একটা নিয়ম-পদ্ধতি স্থির হয় এবং আমরা যে কোন কাজ, কথা ও ঘটনাকে এই মানদণ্ডে (Criterion) নিরূপন করে বলতে পারি যে এটা বিদআত বা এহদাস ফিদ দীন কি না।

মূল মাসয়ালা বুঝার জন্য সর্বপ্রথম সুনানে আবি দাউদ, জামে তিরমিজি এবং ইবনে মাযাহ হাদিসের এ তিন বিশুদ্ধ কিতাবে বর্ণিত হাদীস গুলোর সম্পৃক্ত শিরোনামের সমন্বয়ে বিদআতের সঠিক ধারণা উপস্থাপনে সচেষ্ট থাকব।

*** বিদআতের সূচনা নবীয়ে পাক (ﷺ)-এর ওফাতের পরপরই শুরু হয়েছেঃ**

বিদআত বলতে বুঝায় নব আবিষ্কৃত, নব সৃজিত, বহুধা বিভক্ত ঐসব কার্যাবলী যা রাসূলে পাক (ﷺ)-এর বেছালের সাথে সাথে খুলাফায়ে রাশিদীনের সময় যাকাত অস্বীকারকারী[৩১] ভণ্ড নবীর আবির্ভাব বা নাবুয়াতের দাবীদার[৩২] ইসলাম পরিহার করে মুরতাদ হওয়া[৩৩] খারিজীদের আর্বিভাবের[৩৪] মত ফিৎনাকারে বিকশিত হয়েছিল।

---

৩০. (ক) জামেয়ুল উলুমে ওয়াল হিকাম, ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী, ১/২৫২ পৃ.
(খ) আযিমাবাদি, আউনুল মা'বুদ শরহে সুনানে আবি দাউদ : ১২/২৩৫ পৃ.
(গ) মোবারকপুরী, তোহফাতুল আহওয়াজি : ৭/৩৬৬পৃ.

৩১. ইমাম ইয়াকুবী, তারিখে ইয়াকুবী, ২/১৩০ পৃ.

৩২. (ক) সহীহ্ বুখারী শরীফ, কিতাবু যাকাত, বাবু ওয়াজুবিজ যাকাত : ২/৫০৫ হাদিস নং ১৩৩৫। (খ) সহীহ্ বুখারী শরীফ, কিতাবুল এ'তেসাম বিলকিতাবে ওয়াস সুন্নাহ, বাবুল একতেদায়ে বেসুনানে রাসুলিল্লাহে : ৬/২৬৫৭ পৃ. হা/৬৮৫৫। (গ) সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাবুল আমরে বেকেতালিন্ নাসে, খাত্তা এয়া কলা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ - ১/৫১ পৃ., হা/২০। (ঘ) আল জামেউত লিত তিরমিজি, কিতাবুল ঈমান, বাবু উমিরতু আন উকাতেলা - ৫/৩ পৃ. হাদিস/২৬০৭

৩৩. (ক) সুনানে নাসায়ী, কিতাবু জিহাদ : ৬/৬ পৃ. হা/৩০৯৩ (খ) সহীহ্ ইবনে খোজায়মা : ৪/৭ পৃ. হা/২২৪৭ (গ) আল মুসতাদরক আলাস্ সহীহাইন, ইমাম হাকেম : ১/৫৪৪ পৃ. হা/১৪২৭

৩৪. (ক) সুনানু নাসায়ী, কিতাবু তাহরীমিদ্ দম, বাবু মন শহরা সাইফাহু সুম্মা ওয়া দায়াহু ফিন নাসে - ৭/১১৯, নং ৪১০৩

এ পরিস্থিতির বর্ণনায় সহায়ক হিসেবে হাদিসের কিতাব সমূহে বিভিন্ন রেওয়ায়েত পাওয়া যায় নিম্নে কিছু সন্নিবেশিত করা হল-

রাসূলে পাক (ﷺ)-এর হাদিস থেকে এসতেদলাল বা প্রমাণ উপস্থাপন

(১) ইমাম আবু দাউদ (২৭৫ হি.) কিতাবুস সুন্নাহর অধীনে بَابٌ فِي لُزُومِ السُّنَّةِ। (বাবু ফি লজুমিস সুন্নাহর) এরবাদ ইবনে সারিয়া (রা.) থেকে একটা হাদিস বর্ণনা করেন-

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ، فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ فَقَالَ «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»

-"একদিন রাসূলে পাক (ﷺ) আমাদের নামাজ পড়িয়েছেন এবং নামাজের পর আমাদের দিকে ফিরে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ওয়াজ করলেন যা শ্রবনে অশ্রুসিক্ত হল, অন্তর ভীত সন্ত্রস্থ ও কম্পিত হল। শ্রোতামণ্ডলী থেকে একজন বলে উঠলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ (ﷺ)! মনে হচ্ছে এ নছীহত সমাপনী (বিদায়ী)। আমাদের কিছু ওয়াছিয়ত করুন। সরকারে দো আলম (ﷺ) আমাদেরকে ওয়াছিয়ত করলেন, বললেন আমি তোমাদেরকে ওয়াছিয়ত করছি আল্লাহকে ভয় কর, নেতার (প্রধানের) নির্দেশ মেনে চল, যদিও সে হাবশী গোলাম হয়। কেননা তোমাদের মধ্যে আমার পরে যে জীবিত থাকবে, সে অনেক এখতেলাফ মতবিরোধ দেখতে পাবে। ঐ সময় তোমাদের দায়িত্ব হবে আমার সুন্নাত ও আমার খুলাফায়ে রাশিদীনের

(খ) আস-সুনানুল কোবরা, ইমাম নাসায়ী, ২/৩১২ পৃ. হাদিস/৩৫৬৬
(গ) আল-মুসনাদ, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল : ৪/৪২১ পৃ.

সুন্নাতের অনুসরণ করা, তা আঁকড়ে থাকা, দাঁত দিয়ে শক্ত করে কামড়ে ধরা, দ্বীনে ইসলামে যে সব ফিৎনার অনুপ্রবেশ ঘটবে তা পরিহার করা। কেননা প্রত্যেক ফিৎনা বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআত ভ্রান্ত।"[৩৫]

বিস্তারিত ভাবে

উল্লেখিত হাদিসে পাকে কয়েকটা বিষয় ধারাবাহিক ভাবে বুঝে নেয়া প্রয়োজন।

(১) প্রথমত: যখন সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ (ﷺ)! আমাদেরকে ওয়াসিয়াত করুন তখন রাসূলে পাক (ﷺ) ওয়াছিয়ত করলেন যে, আল্লাহকে ভয় কর। এটা ওয়াছিয়ত এবং নসীহতের পর্যায়ে আল্লাহকে ভয় করাটা আমার নির্দেশ।

(২) দ্বিতীয়ত :

وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ،

অর্থাৎ তোমাদের পরিচালক খলিফা বা আমীর যদি কোন হাবশী গোলামকেও করে দেয়া হয়, তাঁর কথা শুনো এবং তার নির্দেশ মেনে চল। এ আলোচনা গুলো হাদিসের অংশ

كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

এর আলোকে চিন্তায় সংযোগ রেখে বুঝার চেষ্টা করতে হবে।

(৩) তৃতীয়ত: এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হচ্ছে যে, এ হাদিসে রাসুলে পাক (দ.) ফিৎনার সময় চিহ্নিত করে ইরশাদ করেন -

فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا،

হে আমার সাহাবাগণ আমার পরে তোমরা যারা জীবিত থাকবে, দেখতে পাবে অনতিবিলম্বে অধিক পরিমাণে এখতিলাফ। এখানে فَسَيَرَى (অনতিবিলম্বে তোমরা দেখতে পাবে) শব্দটা লক্ষণীয়। এ শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে বিপুল

---

৩৫. (ক) সুনানু আবি দাউদ, কিতাবু সুন্নাহ, বাবু ফি লুজুমিস্ সুন্নাহ : ৪/২০০ নং ৪৬০৭
(খ) ইমাম তিরমিজি, আস-সুনান, কিতাবুল ইলম, বাবু মা জায়া ফিল আখজে বিস সুন্নাহ, ৫/৪৪পৃ. হাদিস নং ২৬৭৬
(গ) সুনানে ইবনে মাযাহ, মুকাদ্দেমা, বাবু এত্তিবায়ীস সুন্নাহ আল খুলাফায়ী রাশিদীন : ১/১৫ হাদিস নং ৪২
(ঘ) আল-মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৪/১২৬ পৃ.
(ঙ) ইমাম ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ্, ১/১৭৮ পৃ. হাদিস নং ৫
(চ) তাবরানী, আল মু'জামুল কাবীর - ১৮/২৪৯পৃ. হাদিস নং ৬২৪
(ছ) আস-সুনান, ইমাম দারিমী : ১/৫৭ পৃ. হাদিস নং ৯৫
(জ) শুয়াবুল ঈমান, ইমাম বায়হাকী : ৬/৬৭ হাদিস নং ৭৫১৬

পরিমাণ মতবিরোধ, গ্রুপিং এবং ফিৎনা বলতে রাসূলে পাক (ﷺ) শত শত বৎসর পরের ফিৎনা বুঝান নি; বরং এটা সরকারে দো আলম (ﷺ)-এর বেসালের সাথে সাথে সাহাবায়ে কেরাম ও খুলাফায়ে রাশিদীনের সময়ে বিকশিত হবে।

অর্থাৎ এ সব ফিৎনা, মত বিরোধের মূলোৎপাটনে সরাসরি খুলাফায়ে রাশিদীন আসবে। কেননা হুজুর (ﷺ)-এর পর তারাই উম্মতে মুহাম্মদীয়ার দিশারী, এ বিদ্বগ্ধ পরিসরে হুজুর (ﷺ) উম্মতের নেতৃত্বে মাইলফলক নির্ণয় করে এরশাদ করেন-

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ

আমার বেছালের পর পরই যখন মত বিরোধ দলাদলী শুরু হয়ে যাবে সাধারণ জনগণ কোনটা গ্রহণ করবে, কোনটা ছাড়বে এ ধরনের কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় সাধারনের দায়িত্ব হবে আমার সুন্নাত এবং আমার খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরে তার উপর স্থির থাকা। হুজুর (দ.) এ কথাটা কঠোরভাবে বুঝাতে গিয়ে বলছেন যে-

تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ.

অর্থাৎ- শক্তভাবে আকড়ে ধরা দাঁতে কামড়ে ধরা যাতে পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পায়। রাসূলে পাক (ﷺ) বিদআতের সময় এবং প্রকরণ নির্দিষ্ট করার পর ইরশাদ করছেন-

وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

অর্থাৎ - নব সৃজিত কার্যাবলী থেকে বিরত থাকা, কেননা প্রত্যেক নতুন কাজ বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআত ভ্রান্ত। মূলতঃ খুলাফায়ে রাশিদীনের সাথে এভাবে সম্পৃক্ত থাকা যে-খুলাফায়ে রাশিদীন যা বলে তা মানা এবং যার বিরোধিতা করে তা পরিহার করা এটাই সঠিক পথ।

এ হাদিসের বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করলে প্রতীয়মান হয় যে নব সৃজিত কার্যাবলীর ব্যাপারে যে মত বিরোধ হচ্ছে- নবীয়ে পাক (ﷺ)-এর বেছালের পরপর যাকাত অস্বীকার করণ, নাবুয়্যতের দাবীকরণ, ধর্মত্যাগ করে মুরতাদ হওয়ার মত ফিৎনা এসব নব সৃজিত কার্যাবলীকে নবী করীম (ﷺ) বিদআত বলেছেন।

গুরুত্বপূর্ণ টিকা (নোট):

উল্লেখিত ধারাবাহিক বিশদ আলোচনায় লক্ষ্য করলে এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয় যে- যে সব কার্যাবলী খিলাফতে রাশিদার সময় সৃজিত হয়েছে অভিধানিক অর্থে তাও বিদআত, কাজেই এ কথা সঠিক নয় যে, খিলাফতে রাশিদার সময়ে সৃজিত কার্যাবলী বিদআত নয়, কেননা এ হাদিসের শেষভাগের শব্দ ইখতিলাফে কছীর বা বিশদ মতভেদ এবং এর থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থানের সরকারে দো আলম (ﷺ)-এর নির্দেশই ইংগিত বহন করে। খিলাফতে রাশিদার সময় সৃজিত নব কার্যাবলী বিদআত হওয়ার, হুজুর (ﷺ) বলেছেন

وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

অর্থাৎ-নব সৃষ্ট কার্যাবলী পরিহার কর কেননা, প্রত্যেক নবসৃষ্ট কার্যাবলী বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআত ভ্রান্ত। অতএব وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ বা নব সষ্ট কার্যাবলী ঐ সব ফিৎনা যা হুজুর (ﷺ)-এর বেছালের সাথে সাথে খুলাফায়ে রাশিদীনের সময় এখতেলাফ কছীর আকারে বিকশিত হয়েছে এবং এসব ফিৎনা থেকে বাঁচার উপায় বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূলে পাক (ﷺ)-এরশাদ করেছেন-

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ

অর্থাৎ যদি এ সব ফেৎনা থেকে বাঁচতে চাও, তাহলে আমার এবং আমার খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাতের ওপর স্থির থাক, এভাবে হাদিস

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ[৩৬]

এ ও أَحْدَثَ বা নতুন কিছু সৃষ্ঠি করা দ্বারা ঐ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ বা নব সৃষ্টিকৃত কার্যাবলী বুঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় সরকারে দো আলম (ﷺ)-এর দিক নির্দেশনা যে- অনতিবিলম্বে আমার অনুপস্থিতিতে ইসলামের মূল ভিত্তি যাকাত আদায়ে অস্বীকার করবে, খতমে নাবুয়্যতের, ঈমান আকীদার উপর আক্রমণ

---

৩৬. (ক) সহীহ্ বুখারী শরীফ, কিতাবুস সোলহে, বাবু ইজস্ তালাহু আলা সোলহে জওরীন : ২/৯৫৯ হাদিস নং ২৫৫০
(খ) সুনানু আবি দাউদ, কিতাবুস্ সুন্নাহ, বাবু ফি লুজুমিস সুন্নাহ : ৪/২০০ হাদিস নং- ৪৬০৬
(গ) আল-মুসনাদ, ইমাম আবু আওয়ানা : ৪/১৭১ হাদিস নং ৬৪০৮
(ঘ) আল মুসনাদ, ইমাম আবু ই'য়ালা : ৮/৭০ হাদিস নং ৪৫৯৪
(ঙ) আল-মুনতাকা, ইমাম ইবনে জারুদ : ১/২৫১ হাদিস নং ১০০২
(চ) আল এতিকাদ, ইমাম বায়হাকী : ১/২২৯ পৃ.
(ছ) আল-ফিরদাউস বিমাসুরীল খিতাব, ইমাম দায়লামী : ৩/৫৭৯ হাদিস নং ৫৮১২

হবে, কিছু লোক ইসলাম পরিহার করে মুরতাদ হয়ে যাবে এ ধরনের জটিল ফেৎনায় নিমজ্জিত এখতিলাফে কাছীরের কারণে মুসলিম সমাজে সাধারণ মুসলিম বিভ্রান্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। কেউ এ দিক আবার কেউ অন্যদিকে সত্যের সন্ধানে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়বে। এ অবস্থায় আমার (হুজুর (ﷺ) দিক নির্দেশন হল যে, তোমরা আমার খুলাফায়ে রাশিদীনের অনুসরণ ও অনুকরণ কর, কেননা এটা আমার পথ।

(২) এ হাদিসকে ইমাম তিরমিজি (রা.) (২৭৯ হি.) স্বীয় জামে তিরমিজির কিতাবুল এলমে بَابُ مَا جَاءَ فِي الأَخْذِ بِالسُّنَّةِ وَاجْتِنَابِ البِدَعِ -র অধীনে লিপিবদ্ধ করেছেন। ইমাম তিরমিজি الأَخْذِ بِالسُّنَّةِ বা সুন্নাত পালন করা এবং বিদআত পরিহার করাকে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী অবস্থায় উপস্থাপন করেছেন। নিম্নে ইমাম তিরমিজির পুরো হাদিস পেশ করা হল। হযরত এরবাদ বিন সারিয়া (রা.) বর্ণনা করেন-

وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَعْدَ صَلاَةِ الغَدَاةِ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا العُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا القُلُوبُ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلاَلَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ.

-"একদা ফজরের নামাজের পর নবী করীম (ﷺ) অত্যন্ত হৃদয় গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী নছিহত করলেন। যা শ্রবণে অশ্রুসিক্ত হল এবং অন্তর কেঁপে উঠল। আমাদের মধ্যে একজন আরজ করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ (ﷺ)! আপনার এ নছিহত বিদায়ী নছিহত মনে হচ্ছে, আমাদেরকে কিছু অছিয়ত করুন। অতঃপর হুজুর দো আলম (ﷺ)-এরশাদ ফরমান যে, তোমাদের প্রতি অছিয়ত হল আল্লাহকে ভয় কর এবং (হাকেমে ওয়াক্ত বা) যখন যিনি পরিচালনার দায়িত্বে থাকেন তার হুকুম মেনে চল যদি সে হাবশী গোলামও হয়। অতঃপর সরকার আরো বললেন- তোমাদের মধ্যে যে জীবিত থাকবে সে অনেক মত বিরোধ দেখতে পাবে। দীনের মধ্যে যা নতুন কাজ সৃষ্টি করা হবে, তা থেকে বেচে থাক কেননা তা ভ্রান্ত। তোমাদের দায়িত্ব হবে আমার এবং আমার খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাতের অনুসরণ ও অনুকরনে স্থির থাকা। আমার এ অছিয়ত দাঁতে কামড়ে, শক্ত করে আঁকড়ে ধরবে।"[৩৭]

---

৩৭. (ক) আল জামেউত তিরমিজি, কিতাবুল এলম, বাবু মাযায়া ফিল আখজে বিস্ সুন্নাহ ওয়া এজতেনাবিল বিদয়ে : ৫/৪৪ নং ২৬৭৬

জামে তিরমিজির এ হাদিস খানা সুনানে আবি দাউদের বর্ণিত হাদিসের ব্যাখ্যায়িত হয়েছে- সুনানে আবি দাউদে وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ শব্দ রয়েছে। অথচ জামে তিরমিজির বর্ণনায় وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ এর পর فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ (কেননা তা ভ্রান্ত) বেশী রয়েছে। জামে তিরমিজির রেওয়তের এ অধিক শব্দ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ বা কেননা তা ভ্রান্ত এ কথা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে- হুজুরেপাক (ﷺ)-এর বেছালের পর যে সব ফিৎনা সৃষ্টি হবে, তা এখতিলাফে কাসীর বা ব্যাপক মতবিরোধ এবং তা বিদআত ও ভ্রান্ত, এ হাদিস দ্বারা এ কথা বুঝায়নি যে- মিলাদ, ওরস, খতম, ও দরূদের মত ভাল ও সৎ কাজ গুলো বিদআত বা ভ্রান্ত। এভাবে রাসুলে পাক (ﷺ)"فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ" কেননা তা (আমার বেছালের পর পর যে এখতিলাফে কাসীর ও নতুন সৃজিত কাজ) ভ্রান্ত বলে বিদআত এবং গুমরাহীকে চিহ্নিত করে দিয়েছেন। নতুন ভাল যে সব কাজ সৃষ্টি হবে তা বিদআত নয় বরং ব্যাপক মতবিরোধেই বিদআত ও ভ্রান্ত। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে এ ভ্রান্ত মত বিরোধ তথা যাকাতে অস্বীকার, নাবুয়তের দাবীদার সহ ইখতিলাফে কাসীরের সময় জীবিত থাকবে সে আমার এবং আমার খুলাফায়ে রাশিদার সুন্নাতকে দাঁতে কামড়ে ধরে এর ওপর স্থির থাকবে। কেননা খুলাফায়ে রাশিদার সুন্নাতও আমার সুন্নাত।

(৩) নিম্নে বর্ণিত হাদিস সমূহেও একথাকে চিহ্নিত করা হয়েছে যে, أَحْدَثَ বা নব সৃজিত বলতে সরকারে দো আলম (ﷺ)-এর বেছালের সাথে সাথে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) সময়ে যে সব ফেৎনা তথা ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হওয়া, যাকাত আদায়ে অস্বীকার করা, বা ভণ্ড নবীর আবির্ভাব, নাবুয়তের দাবী করাকে বুঝানো হয়েছে। ইমাম বুখারী (রা.) হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা:) (ওফাত. ৩২হি:) থেকে বর্ণনা করছেন যে, রাসুলে পাক (দ.) ইরশাদ করেন-

أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، وَلَيُرْفَعَنَّ لِي رِجَالٌ مِنْكُمْ، ثُمَّ لَيُخْتَلَجُنَّ دُونِي، فَأَقُولُ يَا رَبِّ، أُصَيْحَابِي، أُصَيْحَابِي، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ

(খ) সুনানু আবি দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু ফি লুজুমিস্ সুন্নাহ : ৪/২০০ পৃ. হাদিস নং ৪৬০৭
(গ) সুনানে ইবনে মাযাহ, মোকাদ্দমা, বাবু এত্তবায়িস সুন্নাহ আল খুলাফায়ির রাশিদীন : ১৫, হাদিস নং ৪২
(ঘ) আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ৪/১২৬ পৃ.
(ঙ) আস সহীহ্, ইমাম ইবনে হিব্বান : ১/১৭৮ পৃ. হা/৫
(চ) আল-মু'জামুল কাবীর, ইমাম তাবরানী : ১৮/২৪৯পৃ. হা/৬২৪
(ছ) আস-সুনান, ইমাম দারেমী : ১/৫৭ পৃ. হা/৯৫
(জ) শুয়াবুল ঈমান, ইমাম বায়হাকী : ৬/৬৭ হা/৭৫১৬
(ঝ) আল-মুস্তাদরাক, ইমাম হাকেম : ১/১৭৪ পৃ. হা/৩২৯

-"আমি হাউজে কাউসারে তোমাদের আগে উপস্থিত থাকবো, তোমাদের মধ্যে কিছু লোক আমার সামনে উপস্থাপিত হবে, অতঃপর তাদেরকে আমার থেকে পৃথক করা হবে। তখন আমি বলব, হে আমার প্রতিপালক! এসব আমার লোক, তখন উত্তর দেয়া হবে আপনি জানেন না, এরা আপনার পরে কি কি নতুন কাজ সৃজন করেছে।"[৩৮]

(৪) ইমাম মুসলিম (র.) (২৬১হি.) হযরত আবু হুরাইরা (র.) থেকে বর্ণিত একটা রেওয়ায়েত (বর্ণনা) করেন যে, রাসূলে পাক (ﷺ) ইরশাদ করেন-

"تَرِدُ عَلَيَّ أُمَّتِي الْحَوْضَ، وَأَنَا أَذُودُ النَّاسَ عَنْهُ، كَمَا يَذُودُ الرَّجُلُ إِبِلَ الرَّجُلِ عَنْ إِبِلِهِ" قَالُوا يَا نَبِيَّ اللهِ أَتَعْرِفُنَا؟ قَالَ: " نَعَمْ لَكُمْ سِيمَا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ غَيْرِكُمْ تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، وَلَيُصَدَّنَّ عَنِّي طَائِفَةٌ مِنْكُمْ فَلَا يَصِلُونَ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ هَؤُلَاءِ مِنْ أَصْحَابِي. فَيُجِيبُنِي مَلَكٌ، فَيَقُولُ: وَهَلْ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ؟

অর্থাৎ-"আমার উম্মতেরা হাউজে কাউসারের কাছে আমার নিকট আসবে, আমি তাদেরকে এভাবে দৌড়িয়ে নিয়ে যাব, যেভাবে লোকেরা নিজের উটের কাছে থেকে অন্যের উটকে হটিয়ে নিয়ে যায়। তখন সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করবেন ইয়া রাসুলাল্লাহ (ﷺ) আপনি কি আমাদেরকে চিনবেন? উত্তরে সরকারে দো আলম (দ.)-এরশাদ করেন, হ্যাঁ তোমাদের এক বিশেষ চিহ্ন হবে যা অন্য কারো হবে না। তোমরা আমার কাছে অজুর কারণে হাত-পা এবং কপালে উজ্জ্বল শুভ্রতা নিয়ে আসবে এবং তোমাদের একটা দলকে আমার কাছে আসা থেকে বাঁধা দেয়া হবে। তখন আমি বলব, হে আমার প্রতিপালক! এরাতো আমারই লোক তখন আমাকে একজন ফেরেস্তা উত্তর দিতে এসে আরজ করবে যে, আপনি নিশ্চিত ভাবে জানেন যে, তারা আপনার পরে দীনে কি কি নতুন কাজ বের করেছে।"[৩৯]

---

৩৮. (ক) আস্ সহীহ্ লিল বুখারী, কিতাবুর রেকাক বাবু ফিল হাউজে : ৫/২৪০৪ হাদিস নং ৬২০৫
(খ) আস্ সহীহ্ লিল বুখারী, কিতাবুত তাফসীর, বাবু ওয়া কুনতু আলাইহীম শহীদা : ৪/১৬৯১ হাদিস নং ৪৩৪৯
(গ) সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল জান্নাহ, বাবু ফানায়ীদ দুনিয়া : ৪/২১৯৪ হাদিস নং ২৮৬০
(ঘ) আল জামেয়ু লিত্ তিরমিজী, কিতাবুত তাফসীর বাবু মিন সুবাতিল আম্বিয়া : ৫/৩২১ হাদিস নং ৩১৬৭
(ঙ) সুনানু নাসায়ী কিতাবুল জানায়িজ, বাবু আউয়ালু মন যুকসা : ৪/১১৭ হাদিস নং ২০৮৭
(চ) আস সুনানুল কোবরা, ইমাম নাসায়ী : ৬/৩৩৯ পৃ. হাদিস নং ১১১৬০
(ছ) আল মুসান্নেফ, ইমাম ইবনে আবি শায়বা, ৭/৮৭পৃ. হাদিস নং ৩৪৩৯৭
(জ) আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ১/৪৩৯ পৃ. হাদিস নং ৪১৮০

৩৯. (ক) সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুত তাহারত, বাবু এসতেহবাবে এতালাতিল গুররাতে ওয়াত তাহজীল ফিল ওয়াজুয়ে : ১/২১৭ হাদিস নং ২৪৭
(খ) সহীহ্ বুখারী শরীফ, কিতাবুর রেকাক, বাবু ফিল হাউজে : ৫/২৪০৪, হাদিস নং ৬২০৫
(গ) সহীহ্ বুখারী শরীফ, কিতাবুত তাফসীর, বাবু ওয়া কুনতু আলায়হীম শহীদা : ৪/১৬৯১, নং ৪৩৪৯
(ঘ) সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল জান্নাহ, বাবু ফানায়িদ দুনিয়া : ৪/২১৯৪ হাদিস নং ২৮৬০

উল্লেখিত দুটো হাদিসের বর্ণনায় يَا رَبِّ أَصْحَابِي (হে প্রতিপালক এরা আমার সাথী) এবং أَحْدَثُوا بَعْدَكَ (আপনার পরে নতুন কি কি কাজ তারা বের করেছে) শব্দদ্বয় প্রমাণ করে যে, ফিৎনার যুগ হচ্ছে রাসূলে পাক (ﷺ)-এর বেছালের সাথে সাথে খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগ।

বিস্তারিত :

উল্লেখিত হাদিসের শেষাংশে هَلْ শব্দটা উচ্চারিত হয়েছে এটা কোন কিছু জিজ্ঞাসা তথা প্রশ্নের জন্য যেভাবে ব্যবহার হয়, সেভাবে যাচাই বা নিশ্চিতকরণেও ব্যবহার হয়, যেমন বর্ণিত হাদিসে هَلْ ব্যবহারিত হয়েছে অর্থে তাকিদ বা দৃঢ়তা বুঝাতে অর্থাৎ هَلْ এখানে استفهام تقريرى র জন্য ব্যবহৃত হয়েছে এ ভাবে هَلْ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ র অর্থ হবে যে হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আপনি নিশ্চয় জানেন যে, এরা আপনার পরে কি কি নতুন ফিৎনা সৃষ্টি করেছে। কুরআনে পাকেও هَل নিশ্চয়তা বুঝানোর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে -

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا

-"নিশ্চয় মানব জাতির এমন এক ক্রান্তিকাল অতিবাহিত হয়েছে যখন সে উল্লেখ্য কোন বস্তুই ছিলনা।"[৪০] এভাবে সূরা ত্বো-হা ইরশাদ হয়েছে-

وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى

-"নিশ্চয় আপনার কাছে মূছা (আলায়হিস সালাম) সম্পর্কে সংবাদ পৌছেছে।"[৪১]

উল্লেখিত আয়াতে করীমায় هَلْ নিশ্চয়তা এবং ঘটনার বাস্তবতা প্রমাণে ব্যবহার হয়েছে। এ কারণে আমরা হাদিসে পাকেও وَهَلْ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ র অর্থ প্রশ্নের পরিবর্তে নিশ্চয়তা ও বাস্তবতার অর্থ নিয়েছি।

(ঙ) আল জামেয়ু লিত তিরমিজি, কিতাবুত তাফসীর, বাবু মিন সুবাতিল আম্বিয়া : ৫/৩২১ নং ৩১৬৭
(চ) সুনানে নাসায়ী, কিতাবুল জানায়েজ, বাবু আউয়ালু মন যুকসা : ৪/১১৭ হাদিস নং ২০৮৭
(ছ) আস সুনানুল কোবরা, ইমাম নাসায়ী, ৬/৩৩৯ পৃ. হাদিস নং ১১১৬০
(জ) আল মোসান্নাফ, ইবনে আবি শায়বা, ৭/৮৭, হাদিস নং ৩৪৩৯৭
(ঝ) আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ১/৪৩৯ পৃ. হাদিস নং ৪১৮০
৪০ .আল কুরআন, সূরা আদ দাহর -১/৭৬
৪১.আল কুরআন, সূরা ত্বোহা - ২০: আয়াত নং-৯

দ্বিতীয় পাঠ

ফিৎনা থেকে পরিত্রাণের জন্য রাসূলে পাক (ﷺ) এবং সাহাবায়ে কিরামের অনুসরণ ও অনুকরণের নির্দেশ

* খুলাফায়ে রাশিদীনের বিপরীতে বিদআতীদের বিশেষ আলোচনা।
* বিদআত এবং পথভ্রষ্টের নির্দিষ্ট পরিসীমা।
* একটা কিতাবি ভ্রান্তধারণা।

রাসূলে পাক (ﷺ) শুধু ফিৎনার পরিসর নির্দিষ্ট করেননি বরং এ সময়ের গোমরাহী বা পথভ্রষ্টতা থেকে পরিত্রাণের উপায়ও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে- এ সময়ের ফিৎনা থেকে বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় হচ্ছে রাসূলে পাক (ﷺ) এবং ছাহাবায়ে কেরামের অনুকরণে, পদাঙ্কনুসরণে অর্থাৎ আমার পর পরই যখন ফিৎনা শুরু হবে, শুরু হবে হানাহানি, দলাদলি, সাধারণ মুসলিম তখন বিভ্রান্ত ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে, কিংকর্তব্যবিমূঢ়াবস্থায় সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বিব্রত বোধ করবে, সন্দিহান হয়ে পড়বে কোনটা গ্রহণ করবে, কোনটা গ্রহণ করবে না, ঐবস্থায় উচিত হবে আমার এবং আমার খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাত, পথ ও মত শক্তভাবে আঁকড়ে থাকা কেননা, তাদের সুন্নাত আমারই সুন্নাত, কাজেই খুলাফায়ে রাশিদীন যা বলবে তা মানা যারা খুলাফায়ে রাশিদীনের বিপরীত বলবে তাদের বিরোধীতা করা এটা সঠিক পথ এবং নব ফিৎনা ও বিদআত থেকে বাঁচার নিরাপদ উপায়।

হাদিসে পাক থেকে ব্যাখ্যা

ইমাম ইবনে মাযা (২৭৩ হি.) সুনানে ইবনে মাযার মুকাদ্দমায় - بَابُ اتِّبَاعِ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ -র অধীনে হযরত এরবাদ বিন সারিয়া (رضي الله عنه) থেকে একটা হাদিস বর্ণনা করেন -

قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ – صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ذَاتَ يَوْمٍ، فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ، وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ، فَقِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، وَعَظْتَنَا مَوْعِظَةَ مُوَدِّعٍ فَاعْهَدْ إِلَيْنَا بِعَهْدٍ. فَقَالَ: "عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، وَسَتَرَوْنَ مِنْ بَعْدِي اخْتِلَافًا شَدِيْدًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُوْرَ الْمُحْدَثَاتِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ"

অর্থাৎ- একদা রাসূলে পাক (ﷺ) আমাদের মাঝে খোতবা (বক্তব্য) দেয়ার জন্য দাঁড়িয়েছেন এবং এমন সুন্দর হৃদয়গ্রাহী ও আকর্ষণীয় ওয়াজ করেছেন যাতে অন্তর কেঁপে উঠে ও অশ্রুসিক্ত প্রবাহমান। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল ইয়া রাসুলাল্লাহ (ﷺ)! আপনি আজ এমন নছিহত করেছেন যাতে মনে হচ্ছে কেউ কাউকে বিদায় করছে। আপনি আমাদের থেকে কিছু প্রতিশ্রুতি নিন। রাসূলে পাক (ﷺ) উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করে বললেন যে,

তোমরা আল্লাহর ভয় এবং হাকেম বা আমীর (রাষ্ট্রপতি) যখন যিনি ক্ষমতায় থাকেন, তার হুকুম মেনে চল, যদিও সে হাবশী গোলাম হয়। তোমরা আমার পরে অনেক মতভেদ দেখবে ঐ এসময় আমার সুন্নাত এবং আমার খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাত শক্ত ভাবে আঁকড়ে ধর, প্রয়োজনে দাঁতে কামড়ে রাখ। অর্থাৎ আমার এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাতের ওপর যে কোন ধরনের বিপদে স্থির থাক এবং বিদআত পরিহার কর। কেননা, বিদআত ভ্রান্ত।"[৪২]

বিস্তারিত ব্যাখ্যা

এ হাদিসের শানে অরূদ বা আবহে একথা দিবালোকের ন্যায় যে খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে সৃষ্ট ফেৎনার প্রতিই রাসূলেপাক (ﷺ)'র নির্দেশ إِيَّاكُمْ وَالْأُمُوْرِ الْمُحْدَثَاتِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ এবং তার বিপরীতে সুন্নাতে নববী ও সুন্নাতে খুলাফায়ে রাশিদীনকে অনুসরণ ও অনুকরনের নির্দেশ দিয়েছেন। এ কারণেই ইমাম ইবনে মাযা (رحمه الله) রাসূলে পাক (ﷺ)-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে হাদিসে পাকের অধ্যায়ের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন اِتِّبَاعُ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ وَالْمَهْدِيِّيْنَ যার অর্থ হচ্ছে, রাসূলে পাক (ﷺ)-এর নিকটতম সময়ের উপায় খুলাফায়ে রাশিদীনের হুকুম মেনে চলা ও পদাঙ্কনুসরণ করা এবং একারণেই ইবনে মা'যা শরীফের এ হাদিসের শেষাংশে عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا এর মেসাল বর্ণনা করেছেন। যার সারমর্ম হল হে লোকেরা-খুলাফায়ে রাশিদীন আমার নিকটতম সাহাবা আমার মুহাজির ও আনছার, তারা অনেককিছু বিসর্জন

---

৪২ .(ক) সুনানু ইবনি মাযা, মোকাদ্দমা, বাবু এত্তিবায়ী সুন্নাতিল খুলাফায়ীর রাশিদীন আল মাহদীয়ীন - ১: ১৫, হা/৪২

(খ) সুনানু আবিদাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ বাবু ফি লুজুমিস সুন্নাহ, ৪/২০০ পৃ. হা/৪৬০৭,

(গ) তিরমিজী শরীফ, কিতাবুল এলম, বাবু মাজায়া ফিল আখজে বিস্ সুন্নাহ : ৫/৪৪ পৃ. হা/২৬৭৬

(ঘ) সুনানে ইবনি মাযা, মোকাদ্দমা, বাবু এত্তিবায়ীস সুন্নাতিল খুলাফায়ীর রাশিদীন ১/১৫ পৃ., হা/৪২

(ঙ) আল মুসনাদ, আহমদ বিন হাম্বল : ৪/১২৬ পৃ.

(চ) আস সহীহ্, ইবনি হাব্বান - ১/১৭৮, হাদিস নং ৫

(ছ) আল মো'যমুল কবীর তাবরানী : ১৮/২৪৯ হা/৬২৪

(জ) আস সুনান, দারিমী ১/৫৭, হা/৯৫

(ঝ) শোয়াবুল ঈমান, বায়হাকী - ৬/৬৭, হা/৭৫১৬

(ঞ) আল মোসতাদরাক, হাকেম ১/১৭৪ হা/৩২৯

দিয়েছেন। আমার সাথে সম্পৃক্ত থেকে দ্বীন ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এমতাবস্থায় কোন হাবশী গোলামও যদি তোমাদের আমীর প্রশাসক নিয়োগ করা হয়, তার কথা শুনো। তার নির্দেশের উপর সঠিক আমল কর। কেননা এ পরীক্ষার সময়ে শুধু খুলাফায়ে রাশিদীনের অনুকরণ করা, তার বিপরীত রাস্তা পরিহার করা।

(২) ইমাম হাকেম (৪০৫ হি.) কিছু শব্দ পরিবর্তন করে এবরাদ বিন ছারিয়া থেকে বর্ণনা করেন-

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَامَ فَوَعَظَ النَّاسَ وَرَغَّبَهُمْ وَحَذَّرَهُمْ وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ قَالَ: «اعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَطِيعُوا مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ، وَلَا تُنَازِعُوا الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَلَوْ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ، وَعَلَيْكُمْ بِمَا تَعْرِفُونَ مِنْ سُنَّةِ نَبِيِّكُمْ وَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، وَعَضُّوا عَلَى نَوَاجِذِكُمْ بِالْحَقِّ». «هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا جَمِيعًا،

-"একদিন নবীয়ে পাক (ﷺ) আমাদের কাছে এসেছেন দাঁড়িয়ে (ওয়াজ-নছিহত) অনুরাগ-বিরাগ আগ্রহ ও ভীতি মূলক ওয়াজ নছিহত করলেন, আল্লাহ পাকের দয়ায়। অতঃপর বললেন, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার কর না এবং আল্লাহ পাক প্রশাসক হিসেবে তোমাদের উপর যাকে নির্ধারণ করেন, তার নিদের্শাবলী পালন কর তার সাথে ঝগড়া, ফাসাদ করনা, যদিও সে হাবশী গোলাম হয় এবং তোমাদের স্বীয় নবীয়ে পাক (ﷺ) সত্য ও আলোর দিশারী খুলাফায়ে রাশিদীনের নিকট থেকে যা জেনেছ ঐসব সুন্নাতের আমল আবশ্যক যা প্রয়োজন দাঁতে আঁকড়ে ধর।"[৪৩]

(৩) ইমাম তাবারী (৩৬০ হিজরী) ও এ হাদিসটা المعجم الكبير এ হযরত এরবাদ ইবনে ছারিয়া থেকে বর্ণনা করেছেন যে-

---

৪৩. (ক) আল মোস্তাদরাক আলাস্ সহীহাইন, ইমাম হাকেম : ১/১৭৫ হাদিস নং ৩৩০
(খ) সুনানে ইবনে মাযাহ, আল মোকাদ্দমা, বাবু এত্তিবায়ে সুন্নাতিল খুলাফায়ীর রাশিদীনাল মাহদীয়ীন, হা/৪৩
(গ) আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ৪/১২৬ পৃ.
(ঘ) আল মো'জামুল কাবীর, ইমাম তাবরানী : ১৮/২৪৭ হাদিস নং ৬১৯
(ঙ) আস সুন্নাহ, ইমাম ইবনে আবি আসেম : ১/১৯ পৃ. হা/৩৩
(চ) আল মাদখাল, বায়হাকী : ১/১১৬ হাদিস নং ৫১
(ছ) এ'তেকাদু আহলিস্ সুন্নাহ, হিবাতিল্লাহ : ১/২২ পৃ.
(জ) আস সুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান, মাকরী : ২/৩৮২ হাদিস নং ১২৬

قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، وَذَرَفَتْ مِنْهُ الْعُيُونُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ وَعَظْتَنَا مَوْعِظَةَ مُوَدِّعٍ، فَاعْهَدْ إِلَيْنَا، فَقَالَ: «عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَسَيَرَى مَنْ بَقِيَ بَعْدِي اخْتِلَافًا شَدِيدًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ ضَلَالَةٌ»

-"একদা রাসূলে পাক (ﷺ) প্রাতঃকালে আমাদের মধ্যে দাড়িয়ে উপদেশ মূলক ওয়াজ করেছেন যা শুনে উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামের অন্তর কেপে উঠল অশ্রু সিক্ত হতে লাগল। আমরা রাসূলে পাক (ﷺ) কে আরজ করলাম ইয়া রাসুলাল্লাহ! নিশ্চয় আপনি আমাদেরকে বিদায়ী নছিহত করেছেন। অতএব আমাদের কিছু ওয়াছিয়ত করুন। সরকারে দোআলম (ﷺ) ইরশাদ করেন আমি তোমাদেরকে আল্লাহর ভয় অন্তরে জায়গা দেয়ার অছিয়ত করছি এবং যখন যিনি ক্ষমতায় থাকবে সে হাকেমে ওয়াক্তের নির্দেশ পালন করার অছিয়ত করছি যদিও সে হাবসী গোলাম হউক। তোমরা আরো মনে রাখ যে, তোমাদের মধ্যে যারা আমার বেছালের পর জীবিত থাকবে তারা অনেক ফেৎনা, মত বিরোধ দেখতে পাবে। কোনদিকে কর্ণপাত না করে শুধুমাত্র আমার এবং আমার খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাতের উপর স্থির থাকবে প্রয়োজনে দাঁতে আকড়ে ধরবে এবং দীনে যে সব নব সৃজিত ফেৎনা প্রসারিত করা হবে তার থেকে বিরত থাকবে। কেননা, প্রত্যেক ফিৎনা গোমরাহী।"[৪৪]

বিস্তারিত ব্যাখ্যা

উল্লেখিত হাদিস সমূহে হুজুরে পাক (ﷺ) مُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ (নব সৃজিত কার্যাবলী) এর বাস্তব প্রয়োগ নয় বরং সময়ের দিকে ইংগিত করে বলেছেন

---

৪৪. (ক) আল-মু'জামুল কাবির, ইমাম তাবরানী: ১৮/২৪৮পৃ. হাদিস : ৬২২
(খ) সুনানে ইবনি মাযা, আল মোকাদ্দমা, বাবু এত্তিবায়ে সুন্নাতিল খুলাফায়ীর রাশিদীনাল মাহদীয়ীন নং-৪৩
(গ) আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ৪/১২৬ পৃ.
(ঘ) আল মুসতাদরাক, ইমাম হাকেম : ১/১৭৫ পৃ. হাদিস নং ৩৩১
(ঙ) আস সুন্নাহ, ইবনি আবি আসেম : ১/১৯ পৃ. হাদিস নং ৩৩
(চ) আল মাদখাল, ইমাম বায়হাকী : ১/১১৬ পৃ. হা/৫১
(ছ) ই'তিকাদু আহলিস সুন্নাহ, ইমাম হিবাতুল্লাহ : ১/২২ পৃ.

যে, তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে তারা اختلاف كثير বা ব্যাপক মতবিরোধ আকারে ফিৎনার বিকাশ লক্ষ্য করবে, তখন চিন্তা করবে কার কথা শুনবে কার কথা মানবে। এটা ঐ ফিৎনা যা রাসুলে পাক (ﷺ) বেছালের পর পর খিলাফতে রাশিদার সময় প্রকাশ পেয়েছিল।

এ ফিৎনা থেকে পরিত্রানের উপায় হিসেবে রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছিলেন -

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّيْنَ الرَّاشِدِيْنَ

এ শব্দ গুলোর মাধ্যমে এ ইংগিত পাওয়া যাচ্ছে যে, খুলাফায়ে রাশিদীনের সময় যে সব ফিৎনা সৃষ্টি হয়েছিল। অর্থাৎ ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হওয়া, যাকাত আদায়ে অস্বীকার করা, খারিজিদের অভ্যুদয় ঘটা ও নাবুয়তের দাবীদার প্রকাশ পাওয়া। অতএব, রাসূলে পাক (ﷺ)-এর বেছালের পর পর কোন কোন গোত্র ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়েছিল, কোন কোন সম্প্রদায় যাকাত আদায়ে অস্বীকার করেছিল, আবার কেউ নবুওয়াত দাবী করেছিল। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (رضي الله عنه) সৈন্য প্রেরণ করে এসব দমন করেছিলেন। হাদিসে পাকে এ দিকেই লক্ষ্য করে বলেছিলেন, এ ধরনের ফিৎনার সময়ে নিজেকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় হচ্ছে, আমার এবং আমার খুলাফায়ে রাশেদার সুন্নাতের অনুসরণ ও অনুকরণ করা এবং তা দৃঢ় ভাবে আকড়ে ধরা, প্রয়োজনে দাঁতে কামড়ে রাখা। কেননা এটাই আমার সুন্নাত, যারা আমার খুলাফায়ে রাশিদার সুন্নাত ধরে থাকবে তাঁরা সত্যের ওপর থাকবে, যারা এ রাস্তা পরিহার করে নতুন ফিৎনা সৃষ্টি করবে সেটা مُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ বা নতুন সৃষ্ট বিদআত এবং এসব বিদআত গোমরাহী বা ভ্রান্ত।

উল্লেখিত আলোচনায় প্রমাণিত যে, রাসূলে পাক (ﷺ) খুলাফায়ে রাশিদার সময়ে প্রসারিত ফিৎনা সমূহের দিকে ইংগিত করেছেন এবং এসব ফিৎনা থেকে পরিত্রাণের জন্য উম্মতকে দিক নিদের্শনা দিয়েছেন-

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ

এর মাধ্যমে বলেছেন, সঠিক পথের জন্য আমার সুন্নাত এবং আমার সাহাবয়ে কেরামের পথ অনুসরণ কর। এ সব ফিৎনার সময়ে তোমাদের এ পথেই থাকতে হবে।

(৪) ইমাম শাহরাস্থানী (মৃত্যু: ৫৪৮ হি.) اَلْمِلَلُ وَالنِّحَلُ "আল মিলাল ওয়ান নেহাল" কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, যখন খারেজিরা হযরত ওসমান (رضي الله عنه)

কে বিদআতী ও কাফের বলেছিল এবং হযরত আলী (ﷺ) র তাকফীর করেছিল (কাফের বলা) (আল মেলাল ওয়ান নেহাল ১৩৭/১) ও মুসলিম মিল্লাতের বিপক্ষে ফিৎনা-ফাসাদ বিশৃংখলা সৃষ্টি করেছিল তখন হযরত আলী (ﷺ) খারিজীদের বিপক্ষে সৈন্য পাঠিয়েছিলেন, মুসলিম সৈনিকরা খারিজীদের তাকওয়া, পরহেজগারী ও উন্নত চরিত্র দেখে অভিভূত হয়েছিলেন।

বলেছিলেন যে, আমরা কোন দিকে যাব? কার কথা শুনব? ইমাম তাবরানী (৩৬০ হি.) এর সূত্রে হযরত জুনদব (ﷺ) একটি ঘটনা বর্ণনা করেন-

عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ: لَمَّا فَارَقَتِ الْخَوَارِجُ عَلِيًّا، خَرَجَ فِي طَلَبِهِمْ، وَخَرَجْنَا مَعَهُ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى عَسْكَرِ الْقَوْمِ، فَإِذَا لَهُمْ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَفِيهِمْ أَصْحَابُ الْقِنَاتِ، وَأَصْحَابُ الْبَرَانِسِ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ دَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ شَكٌّ، فَتَنَحَّيْتُ فَرَكَزْتُ رُمْحِي، وَنَزَلْتُ عَنْ فَرَسِي، وَوَضَعْتُ تُرْسِي، فَنَثَرْتُ عَلَيْهِ دِرْعِي، وَأَخَذْتُ بِمِقْوَدِ فَرَسِي، فَقُمْتُ أُصَلِّي إِلَى رُمْحِي، وَأَنَا أَقُولُ فِي صَلَاتِي: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ قِتَالُ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَكَ طَاعَةً فَائْذَنْ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ مَعْصِيَةً فَأَرِنِي بَرَاءَتَكَ قَالَ: فَأَنَا كَذَلِكَ، إِذْ أَقْبَلَ عَلِيٌّ عَلَى بَغْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا حَاذَانِي قَالَ: تَعَوَّذْ بِاللَّهِ يَا جُنْدُبُ مِنَ الشَّكِّ.

অর্থাৎ- হযরত জুনদব (ﷺ) থেকে বর্ণিত যে, যখন খারিজীরা হযরত আলী (ﷺ) থেকে বের হয়ে গেল, হযরত আলী (ﷺ) আমাদের সাথে নিয়ে তাদের অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়ল- যখন আমরা খারিজীদের সৈনিকদের কাছে গিয়ে পৌছলাম, তখন উচ্চস্বরে কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ শুনছিলাম প্রত্যেকে কাপড় পড়া অবস্থায় মাথায় টুপি পরিহিত। মনে হচ্ছিল অত্যন্ত আবেদ পরহেজগার। তাদেরকে এ অবস্থায় দেখে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আমি খুব কষ্ট পেলাম এবং মাটিতে বল্লম গেড়ে টুপি ও জুব্বা তার উপর রেখে ঐদিক হয়ে নামাজ পড়া শুরু করলাম এবং নামাজে আল্লাহর কাছে দোয়া করছিলাম, হে আল্লাহ! এ সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করা যদি তোমার ফরমাবরদারী হয়, তাহলে যেন আমি অনুমতি পাই, আর যদি নাফরমানী হয়,তাহলে আমি যেন অবহিত হই। আমার এ দোয়ার সাথে সাথে হযরত আলী (ﷺ) আমার কাছে এসে বললেন, হে জুনদব! সন্দেহের অবকাশ থেকে পরিত্রাণ চাও, এতে হযরত জুনদবের সত্যের প্রতি অন্তর প্রশস্ত হয়ে

FOLLOW US

https://sunni-encyclopedia.blogspot.com

Download our APP

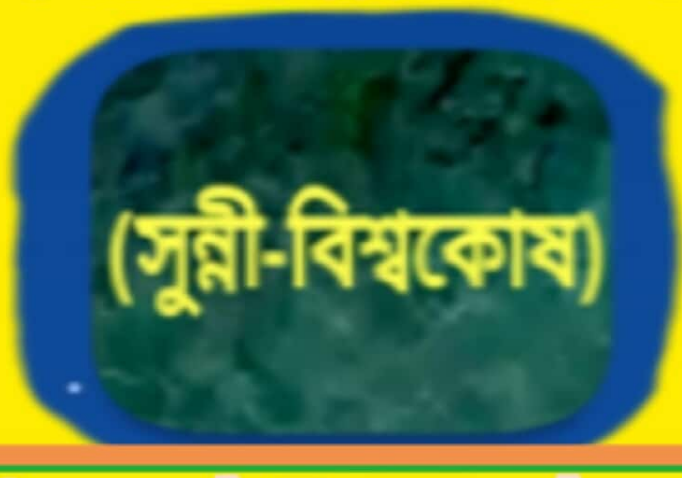

Sunni-Encyclopedia

গেল এবং হযরত আলী (ﷺ) যখন খারিজীদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন।"[৪৫] হযরত জুনদব বীর বিক্রমে খারিজীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং হযরত আলী (ﷺ)'র পূর্ণ সহযোগিতায় আত্মনিয়োগ করলেন-

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ،

(অর্থাৎ-এ অবস্থায় আমার সুন্নাত আমার খুলাফায়ে রাশিদার পথ আঁকড়ে ধর) এর উপর ভিত্তি করে।

খুলাফায়ে রাশিদার বিপক্ষে বিদআতিদের বিশেষ আলোচনা

নবীয়ে পাক (ﷺ) খুলাফায়ে রাশিদীন ও ফিৎনা লালনকারী সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে ইরশাদ করেন যে, ফিৎনার যুগে একদিকে খুলাফায়ে রাশিদীন তাদের বিপক্ষ গ্রুপে মিথ্যা নাবুয়তের দাবীকারী, যাকাত আদায়ে অস্বীকার কারী মুরতাদীন (ইসলাম ত্যাগকারী), উভয়ের মধ্যে ব্যাপক মতভেদ থাকবে, এ পরিস্থিতির চিত্র প্রকাশ করতে গিয়ে ইরশাদ করেন, যাকাত অস্বীকার কারী এবং দীন ত্যাগ কারীর কার্যাবলী হবে مُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ বা নতুন কার্যাবলী সৃজনকারী এর পরিণাম হবে

كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»

-"প্রত্যেক নতুন কাজ বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআত গোমরাহ বা ভ্রান্ত।"[৪৬] একই সময়ে তাদের বিপরীতে সত্যের অনুসারীদের কাজ হবে -

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ،

-যারা আমার এবং আমার খুলাফায়ে রাশিদার সুন্নতকে আকড়ে থাকবে তারা হিদায়তের (সৎপথের) ওপর থাকবে।"[৪৭] যারা এর বিপক্ষ গ্রুপের ভিন্ন রাস্তায় চলবে তারা-

---

৪৫.(ক) আল-মু'জামুল আওসাত, ইমাম তাবরানী : ৪/২২৭ হা/৪০৫১
(খ) মাযমাউয যাওয়ায়েদ, ইমাম হায়সামী : ৬/২৪১ পৃ.
(গ) ফাতহুল বারী, ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী : ১২/২৯৬ পৃ.
(ঘ) নায়লুল আওতার, আল্লামা শাওকানী : ৭/৩৪৯ পৃ.
৪৬.(ক) সুনানু আবি দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু লুজুমিস্ সুন্নাহ : ৪/২০০, হাদিস নং ৪৬০৭
(খ) জামে তিরমিজি কিতাবুল এলম, বাবু মা যায়া ফিল আখজে বিস্ সুন্নাহ : ৫/৪৪ হাদিস নং ২৬৭৬
(গ) আস সুনান, ইবনি মাযা, মোকাদ্দমা, বাবু এত্তিবায়ীস্ সুন্নাহ আল খুলাফায়ীর রাশিদীন : ১/১৫ হাদিস নং ৪২
(ঘ) আল মুসনাদ, আহমদ বিন হাম্বল : ৪/১২৬ পৃ.
(ঙ) আস সহীহ্, ইবনি হাব্বান : ১/১৭৮পৃ. হাদিস নং ৫.

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

-"কোন ব্যক্তি এমন কাজ করেছে যে কাজে আমার কোন নির্দেশ নেই, তা পরিহারযোগ্য (মারদুদ)।"[৪৮] এর অনুগামী হয়ে আল্লাহর অভিশপ্ত ও শাস্তি যোগ্য হবে ।

বিদআতে দালালত বা ভ্রান্ত বিদাআতের পরিসর নির্ধারণ

রাসূলে পাক (ﷺ) এ বাস্তবতাকে আরো স্পষ্ট করে এহদাস ও বিদআতের মর্ম ও পরিসর নিরুপন করে বলেছেন যে, কোন ধরনের কার্যাবলী এহদাস ও বিদআত হবে, কোনটা হবেনা। যেমন- দ্বীন ত্যাগী, যাকাত অস্বীকার কারী, ভন্ড নাবুয়তের দাবীদার বিদআতের অন্তর্ভূক্ত। এভাবে কেউ নামাজ, হজ্ব সহ ইসলামে অন্যান্য ফরজ সহ দ্বীনের একান্ত করণীয় কিছু অস্বীকার করলে, বা কোন কিছু বৃদ্ধি করে দিলে এ ধরনের যাবতীয় কার্যাবলী ইহদাস ও বিদআত হবে। অতএব সৎ এবং ভাল ভাল, ছোট ছোট কার্যাবলীর উপর বিদআত বা ইহদাসের প্রয়োগকারী নিজেরাই নতুন সৃজনকারী ভ্রান্তের অন্তর্ভূক্ত হিসেবে পরিগণিত। এভাবে ধর্মের নেক কার্যাবলী, নফলী ইবাদত, দান-খয়রাত এগুলো দ্বীনের একান্ত প্রয়োজনীয় কাজও নয়। দ্বীনের মধ্যে সম্প্রসারণও নয়। কাজেই এ ধরণের কার্যাবলীকে বিদআত বলাটাই বিদআত এবং একে বিদআত বর্ণনাকারী নিজেই বিদআতী। কেননা রাসূলে পাক (ﷺ) দীনের মধ্যে এহদাস ও বিদআত এগুলোকে বলেনি অন্যকিছুকে বলেছেন। অথচ কিছু উগ্রমেজাজের লোকেরা সৎ ও ভাল কাজকেই বিদআত বলে চলেছে। সুনানে ইবনে মাযা শরীফে এ অধ্যায়ের অধীনে দু'একটা শব্দ পরিবর্তন করে হাদিস বর্ণনা করছেন -

وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مَوْعِظَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذِهِ لَمَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ، فَمَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ قَالَ: "قَدْ

---

৪৭. ইতোপূর্বে বহুবার দেয়া হয়েছে।

৪৮. (ক) বুখারী শরীফ, কিতাবুস সোলহে, বাবু ইজা এসতালাহু আলা সোলহে জওরীন ২/৯৫৯ নং ২৫৫০

(খ) সুনানে আবি দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু ফিসুছুমিস সুন্নাহ : ৪/২০০ নং ৪৬০৬

(গ) আল মুসনাদ, ইমাম আবু আওয়ানা : ৪/১৭১ পৃ. হাদিস নং ৬৪০৮

(ঘ) আল মুসনাদ, ইমাম আবু ইয়ালা : ৮/৭০ পৃ. হাদিস নং ৪৫৯৪

(ঙ) আল মুনতাকা, ইমাম ইবনে জারুদ : ১/২৫১পৃ. হাদিস নং ১০০২

تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ، لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ، فَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الْأَنِفِ، حَيْثُمَا قِيدَ انْقَادَ"

অর্থাৎ -হুজুরে পাক (ﷺ) আমাদেরকে আকর্ষণীয়-হৃদয়গ্রাহী নছিহত পূর্ণ ওয়াজ করেছেন, যা শ্রবনে চোখ অশ্রু সিক্ত হয়েছে, অন্তর কেঁপে উঠেছে। অতএব, আমরা রাসূলে পাক (ﷺ)-এর নিকট আরজ করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! মনে হয় এটা আপনার শেষ (বিদায়ী) নছিহত, আমাদেরকে কিছু ওয়াছিয়ত করুন। তখন সরকারে দো-আলম (ﷺ) ইরশাদ করেন, আমি তোমাদের এমন পূতঃপবিত্র দ্বীনের উপর রেখে যাচ্ছি যার রাত দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল্ ধ্বংসপ্রাপ্ত, অভিশপ্ত ব্যক্তি ছাড়া কেউ তা এড়িয়ে যাবে না। তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে তারা অনেক মত বিরোধ দেখতে পাবে। তোমাদের দায়িত্ব হবে আমার সুন্নাত আমার খুলাফায়ে রাশিদার সুন্নাত হেদায়তপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা আকড়ে ধরবে, শক্তভাবে দাঁত কামড়ে থাকবে। হাকেমে ওয়াক্ত রাষ্ট্র পরিচালকদের নির্দেশ মানা যদিও সে হাবশী গোলাম হয়, মুমিনরা নাকে রশি লাগানো উটের মত যখন টান দিবে অনুগত হয়ে যাবে।"[৪৯] এ হাদিসের[৫০]

---

৪৯. (ক) সুনানু ইবনি মাযা, আল মোকাদ্দমা, বাবু এত্তিবায়ে সুন্নাতিল খুলাফায়ির রাশিদীন আল মাহদীয়ীন নং : ৪৩
(খ) আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ৪/১২৬ পৃ.
(গ) আল মোস্তাদরাক, ইমাম হাকেম : ১/১৭৫ হাদিস/৩৩১
(ঘ) আল মু'জামুল কাবীর, ইমাম তাবরানী : ১৮/২৪৭ পৃ. হা/৬১৯
(ঙ) আস সুন্নাহ, ইবনে আবি আসেম : ১/১৯ পৃ. হা/৩৩
(চ) আল মাদখাল, ইমাম বায়হাকী : ১/১১৬ পৃ. হা/৫১
(ছ) ই'তিকাদু আহলিস সুন্নাহ, ইমাম হিবাতুল্লাহ : ১/২২ পৃ.
৫০. (ক) সুনানে আবি দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু ফি লুযুমিস সুন্নাহ: ৪/২০০ নং ৪৬০৭
(খ) আল জামেয় লিত তিরমিজি, কিতাবুল ইলম, বাবু মা যায়া ফিল আখজে বিস সুন্নাহ: ৫/৪৪ হাদিস নং ২৬৭৬
(গ) সুনানু ইবনে মাযা, মোকাদ্দমা বাবু এত্তিবায়ীস সুন্নাতিল খুলাফায়ী রাশিদীন : ১/১৫ হাদিস নং ৪২
(ঘ) আল মুসনাদ, আহমদ বিন হাম্বল : ৪/১২৬ পৃ.
(ঙ) আস সহীহ, ইবনে হাব্বান : ১/১৭৮ হাদিস নং ৫
(চ) আল মোনজেমুল কবীর, তাবরানী : ১৮/২৪৯ হাদিস নং ৬২৪
(ছ) আস সুনান, দারিমী : ১/৫৭ নং ৯৫
(জ) শোয়াবুল ঈমান, বায়হাকী : ৬/৬৭ হাদিস নং ৭৫১৬
(ঝ) আল মুসতাদরাক, হাকেম : ১/১৭৪ হাদিস নং ৩২৯

فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ،

আলোকে খুলাফায়ে রাশিদার আনুগত্যও ওয়াজিব। এ কারণে আরো বলেছেন যে,

وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا

তোমাদের উপর আনুগত্য ওয়াজিব যদিও সে হাবশী গোলাম হয়। বুঝা গেল একজন হাবশী গোলামের আনুগত্য যদি ওয়াজিব হয়, তা হলে খুলাফায়ে রাশিদার আনুগত্য কেন আবশ্যক হবে না?

একটি শিক্ষাগত ত্রুটি (বিচ্যুতি)

কিছু লোক বিদআতের চিন্তার সূত্রের আলোকে শিক্ষাগত কিছু ভুলের স্বীকার হন। তারা নিজেদের ধারণকৃত ভুল আক্বিদাকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে হাদিসে পাকের আগে-পরের সম্পর্ককে ছিন্ন করে এক বিশেষ অংশকে এত ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেন যে শ্রোতারা মনে করেন যে- হাদিসের এ অংশই যেন মূল হাদিস। অথচ তা হচ্ছে এক দীর্ঘ হাদিসের অংশ বিশেষ। যেমন রাসূলে পাক (ﷺ)-এর বক্তব্য

وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»

এটা পূর্ণ কোন হাদিস নয় বরং পূর্ণ একটা হাদিসের অংশ বিশেষ। যার আগে পিছের সম্পর্ক ছিন্ন করে ভুলভাবে উপস্থাপিত করেন। সাধারণ মুসলিম ও সাধারণ ছাত্ররা ভুলধারনার শিকার হয়। কেউ এ চিন্তাও করেনা যে, রাসূলে পাক (ﷺ)-এর হাদিসে পাকের অংশ বিশেষ দিয়ে এভাবে ভুল দলিল প্রয়োগ করছে। অথচ সরকারে দো আলম (ﷺ)-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই হাদিসে রাসুল (ﷺ)কে তার সংশ্লিষ্ট সম্পৃক্ত অংশ থেকে ছিন্ন করে মুসলিম উম্মাহকে অংশ বিশেষের মাধ্যমে পথভ্রষ্ট, বিদআতী ও মুশরিক সাব্যস্ত করা শুধু শিক্ষাগত খেয়ানত, বিভ্রান্তি নয়; বরং ইসলামী শিক্ষার সাথে বিরাট তামাশা। কেননা এ হাদিসকে তার সংশ্লিষ্ট ও সম্পৃক্ত অংশের সাথে পূর্ণাঙ্গ ভাবে আলোচনায় আনলে তখন ভিন্ন চিত্র প্রস্ফুটিত হবে যে, রাসূলে পাক (ﷺ) বিভ্রান্তি ও বিচ্ছিন্ন পরিস্থিতিতে খুলাফায়ে রাশিদীনের সাথে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

তৃতীয় পাঠ

إِحْدَاثُ فِي الدِّيْنِ বা দীনে নতুন কিছু সৃজন করা ইসলাম পরিহারের ফিৎনা

* একটি ভুল ধারণার অপনোদন

হাদিসে পাকের সহায়তায় ব্যাখ্যা

* বিস্তারিত

* إِحْدَاثُ فِي الدِّيْنِ বা দ্বীনে নতুন কিছু সৃজন করার অর্থ দ্বীনের মধ্যে পরিবর্তন আনা।

একটি ভুল ধারণার অপনোদন

আহাদিসে মোবারকাহ বা রাসূলে পাক (ﷺ)-এর হাদিসের মাধ্যমে এ কাজের প্রতি চিহ্নিতকরণ হয় যে, مُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ বা নতুন সৃজনকৃত কার্যাবলীর দারা দ্বীন ত্যাগ পর্যায়ের ফিৎনা বুঝানো হয়েছে। যার ধারণকারী ঐ সমস্ত ব্যক্তিবর্গ যারা সরকারে দো-আলম (ﷺ)-এর জীবদ্দশায় ইসলাম গ্রহণ করে[৫১] হুজুরের বেছালের পর দ্বীন ত্যাগী, যাকাত আদায়ে অস্বীকারকারী, ভন্ড নাবুয়্যতের দাবীকারী ও খাওয়ারিজ সম্প্রদায়ের সহযোগী।

এ প্রেক্ষিতে কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে احداث এবং بدعة এহদাস ও বিদআতকে এ নির্দিষ্ট অর্থে যদি সীমাবদ্ধ রাখা হয় তাহলে কেয়ামত পর্যন্ত কোন বিদআত বা কোন বিদআতী থাকবে না তার উত্তরে বলা হবে যে অবস্থা সাধারণত : দু ধরনের হয় এক বিশেষ, দ্বিতীয় সাধারণ।

যদি আমরা বিদআত বলতে বিশেষ করে পথভ্রষ্টতা ও ভ্রান্ত অর্থ নিই তখন ঐসব ফিৎনা ও এখতেলাফ (মতবিরোধ) বুঝানো হবে যে সব দ্বীন ত্যাগের কারণ হয়, যেমন: কাদিয়ানী, বাহায়ী, ফিৎনা ইত্যাদি: অর্থাৎ যদি কেউ নতুন নবী হওয়ার ঘোষণা দেয়, নতুন কিতাব বা দ্বীন প্রবর্তন করে, নব কা'বা নির্মাণ করে, দ্বীনের মূল ভিত্তি পাঁচের পরিবর্তে সাত, নামাজ পাঁচের পরিবর্তে ছয় বা তিন ওয়াক্ত করে, অথবা দ্বীনের মূল ভিত্তিতে পরিবর্তন পরিবর্ধন করে মোট কথা দ্বীনের মধ্যে এমন বেশী বা কম করা যা ধর্ম ত্যাগের কারণ হয়। এটা যে কোন সময় যে কোন যুগেই হউক বিদআত ও গোমরাহী পথভ্রষ্ট হবেই। এবং হাদিস-

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ , وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

---

৫১ .(ক) সহীহ বুখারী শরীফ, কিতাবুর রেকাক, বাবু ফিল হাউজে : ৫/২৪০৭ হাদিস: ৬২১৩
(খ) সহীহ বুখারী শরীফ, কিতাবুত তাফসীর, বাবু ওয়া কুনতু আলায়হীম শহীদা : ৪/১৬৯১ হাদিস নং ৪৩৪৯
(গ) সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জান্নাত, বাবু ফানায়ীদ দুনিয়া : ৪/২১৯৪ হাদিস: ২৮৬০
(ঘ) তিরমিজী শরীফ, কিতাবুত তাফসীর বাবু মিন সুরাতিল আম্বীয়া : ৫/৩২১ হাদিস: ৩১৬৭
(ঙ) সুনানু নাসায়ী, কিতাবুল জানায়েজ, বাবু আউয়ালু মন যুকসা, ৪/১১৭-হাদিস: ২০৮৭
(চ) আস-সুনানুল কোবরা : ৬/৩৩৯ পৃ. হা/১১১৬০

-"সকল বিদআতই গোমরাহ আর সব গোমরাহ জাহান্নামী"[৫২] দ্বারাও এ ধরনের বিশেষ বিদআত বুঝানো হয়েছে। অতএব এ হাদিস বিদআতের অর্থ ও মর্ম পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, কেয়ামত পর্যন্ত এ পর্যায়ে বা এ ধরনের আক্বায়েদ ও বিশ্বাস সম্বলিত কার্যাবলী সৃষ্টি করে দ্বীনের সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়। তখন তা বিদআত হবে এবং তার অনুসরণকারীদেরকে, আহলে বিদআতের সম্প্রদায়ভুক্ত বলা হবে। তাদের প্রতি ঐ নির্দেশ হবে, খুলাফায়ে রাশিদীনের সাথে বিরুদ্ধবাদীদের যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।[৫৩]

মুহাদ্দেসীনে কেরাম, ফিকহ শাস্ত্রবিদরা বিদআত বা ইহদাস শব্দের প্রয়োগে বা ব্যবহারে বিদআতের শাব্দিক অর্থ বা বিদআতে হাসানাকেই বুঝিয়েছেন। বাকী থাকল বিদআতে সাইয়্যিয়া বা খারাপ বিদআত যা পথভ্রষ্ট এবং দীন ত্যাগের কারণ।

হাদিসে পাকের সহায়তা

(১) বিদআতের প্রকরণ এবং তার সময় নির্ধারনে বিভিন্ন আহাদিসে মোবারাকায় বর্ণিত হয়েছে যেমন প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নে মূল মাসয়ালা আরো পরিষ্কার করে বুঝানোর জন্য বুখারী শরীফের কিতাবুত তাফসীরের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাদিস উপস্থাপন করা হচ্ছে, যে হাদিস খানা ইমাম মুসলিম (রহ.) (২৬১হি.) কিতাবুল জান্নাতে, ইমাম তিরমিজি (২৭৯হিঃ) কিতাবুত তাফসীরে,ইমাম নাসাঈ (৩০৩হি.) কিতাবুল জনায়েজে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া অধিকাংশ মুহাদ্দেসীন এ হাদিসকে নিজ নিজ কিতাবে উল্লেখ করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) (৬৮হি.) থেকে বর্ণিত যে একদা রাসূলে পাক (ﷺ) খোতবা দিতে গিয়ে ইরশাদ করেছেন-

---

৫২. (ক) সুনানে নাসায়ী, কিতাবু সালাতিল ঈদাইন, বাবু কায়ফাল খোতবা : ৩/১৮৯ হাদিস: ১৫৭৮
(খ) সুনানু নাসায়ী, ৫/৫৫০ পৃ. হা/১৭৮৬
(গ) আল মু'জামুল কাবীর, ইমাম তাবরানী : ৯/৯৭ পৃ. হাদিস: ৮৫২১
(ঘ) ই'তিকাদে আহলে সুন্নাহ, ইমাম লালকায়ী : ১/৭৭ হাদিস: ৮৫
(ঙ) আস্-সুন্নাহ, মারওয়াজী : ১/২৯ হাদিস: ৭৯
(চ) আল এতেকাদ, বায়হাকী : ২২৯
(ছ) আল মুসনাদ আল মসতাখরজ আলা সহীহীল ইমাম মুসলিম, আবু নঈম ইস্পেহানী- ২/৪৫৫ হাদিস: ১৯৫৩
৫৩. সুনানে ইবনে মাযাহ, বাবু ইজতিনাবিল বিদআত ওয়াল জিদাল - ১/১৯ পৃ. হাদিস: ৪৯

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى اللَّهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا»، ثُمَّ قَالَ: {كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ، وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ} [الأنبياء: ١٠٤] إِلَى آخِرِ الآيَةِ، ثُمَّ قَالَ: "أَلاَ وَإِنَّ أَوَّلَ الخَلاَئِقِ يُكْسَى يَوْمَ القِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ (عَلَيْهِ السَّلَام)، أَلاَ وَإِنَّهُ يُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُصَيْحَابِي، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ العَبْدُ الصَّالِحُ: {وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} [المائدة: ١١٧] فَيُقَالُ: إِنَّ هَؤُلاَءِ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ".

-"হে মানবজাতি! তোমাদেরকে মহান আল্লাহর দরবারে খালি পায়ে দিগম্বরাবস্থায় ও খতনাবিহীন একত্রিত করা হবে। অতঃপর আয়াতে পাক তেলাওয়াত করেছেন। যেভাবে আমি সৃষ্টি জগতকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছি এভাবে ধ্বংস হয়ে যাবার পর দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করব, এ প্রতিশ্রুতি প্রতিপালনে আমি বদ্ধপরিকর, আমি এ পূনঃসৃষ্ট অবশ্যই করব।[৫৪] অতঃপর বললেন- শুনো! সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম) কে কাপড় পরিধান করানো হবে। শুনো! আমার উম্মতের কিছু লোক এনে তাদের বাম দিক দিয়ে ধরা হবে, তখন আমি বলব, হে আমার প্রতিপালক! এরা আমার লোক, বলা হবে আপনি কি জানেন এরা আপনার পরে ইসলাম ধর্মে কি কি ফিৎনা নব সৃষ্টি করেছে! আমি তখন ঐ কথাই বলব যা একজন নেককার লোক (ঈসা আলাইহিস সালাম) বলেন, আমি তাদের (আক্বিদা/কার্যাবলী) উপর (ঐসময় পর্যন্ত) অবগত ছিলাম যতক্ষণ আমি তাদের মধ্যে ছিলাম। যখন তুমি আমাকে তাদের কাছ থেকে নিয়ে এসেছ, তখন তুমিই তাদের পরিচর্যাকারী ছিলে এবং তুমি প্রত্যেক বস্তুর ওপর সাক্ষী। তুমি যদি তাদের শাস্তি দাও তবে তারা তোমার বান্দা। আর তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও, তাহলে তুমি মহান প্রজ্ঞাবান,[৫৫] তারপর আমাকে বলা হবে, আপনি তাদের থেকে পৃথক হওয়ার পর তারা দ্বীন ত্যাগ করেছে।"[৫৬]

---

৫৪. সূরা আম্বিয়া- আয়াত ১০৪

৫৫. সূরা মায়িদা, আয়াত ১১৭

৫৬.(ক) সহীহ্ বুখারী শরীফ, কিতাবুত তাফসীর, ওয়া কুনতু আলায়হিম শহীদা : ৪/১৬৯১ হাদিস: ৪৩৪৯
(খ) সহীহ্ বুখারী শরীফ কিতাবুর রেকাক, বাবু কায়ফাল হাশর : ৫/২৩৯১ হাদিস: ৬১৬১
(গ) সহীহ্ মুসলিম শরীফ কিতাবুল জান্নাত, বাবু ফানায়িদ দুনিয়া : ৪/২১৯৪ হাদিস: ২৮৬০

বিস্তারিত:

এ হাদিস শরীফে রাসূলে পাক (ﷺ) মূলতঃ إِحْدَاثٌ مُحْدِثٌ بِدْعَاتٌ (ইহদাস, মুহদেস ও বিদআত) এ তিনটা শব্দের অর্থ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং তা এভাবে যে তাদেরকে দোজখের إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ দিকে নিয়ে যাচ্ছে। রাসূলে পাক (ﷺ) ফেরেস্তাদের বলবেন দাঁড়াও, এরা আমার লোক, তখন ফেরেস্তাগন রাসূলে পাক (ﷺ) কে বলবেন ইয়া রাসুল্লাহ (ﷺ) إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ হে আল্লাহর রাসুল! আপনি কি জানেন না এরা আপনার পরে কি কি ফিৎনা দাঁড় করিয়েছিল। এ ব্যাপারটাকে আরো স্পষ্ট করার জন্য পূর্বে আলোচিত তিনটা হাদিস-

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا

-"যে ব্যক্তি দ্বীনের মধ্যে এমন কাজ যা সৃষ্টি করলো... ।"[৫৭]

إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ

-"হে আল্লাহর রাসুল! আপনি কি জানেন না এরা আপনার পরে কি কি ফিৎনা দাঁড় করিয়েছিল।"[৫৮] এবং

فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا،

-"আমার পরে তোমরা যারা জীবিত থাকবে, দেখতে পাবে অনতিবিলম্বে অধিক পরিমানে ইখতিলাফ।"[৫৯]

(ঘ) জামেউত তিরমিজী, কিতাবুত তাফসীর, বাবু মিন সুবাতিল আম্বিয়া : ৫/৩২১ হাদিস:৩১৬৭
(ঙ) সুনানু নাসায়ী, কিতাবুল জানায়েজ বাবু আউয়ালু মন যুকসা : ৪/১১৭ হাদিস:২০৮৭
(চ) আস সুনানুল কোবরা, ইমাম নাসায়ী : ৬/৩৩৯পৃ. হাদিস:১১১৬০
(ছ) আল মুসান্নাফ, ইমাম ইবনে আবি শায়বা : ৭/৮৭ পৃ. হাদিস:৩৪৩৯৭

৫৭. (ক) সহীহ্ বুখারী, কিতাবুস সোলহে, বাবু ইজাস তালাহ্ আলা সোলহে জাওরীন: ২/৯৫৯, হাদিস:২৫৫০
(খ) সুনানু আবী দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু ফিলুজুমিস সুন্নাহ : ৪/২০০ হাদিস: ৪৬০৬
(গ) আল-মুসনাদ, ইমাম আবু আওয়ানা : ৮/১৭১ হাদিস: ৬৪০৮
(ঘ) আল মুসনাদ, ইমাম আবু ই'য়ালা : ৮/৭০ পৃ. হাদিস: ৪৫৯৪
(ঙ) আল ই'তিকাদ, ইমাম বায়হাকী : ১/২২৯ পৃ.
(চ) আল ফিরদাউস বিমাসুরিল খিতাব, ইমাম দায়লামী, ৩/৫৭৯ পৃ. হা/৫৮১২

৫৮. (ক) সহীহ্ বুখারী, কিতাবুত তাফসীর, বাবু ওয়া কুনতু আলাইহীম শহীদা : ৪/১৬৯১ হাদিস: ৪৩৪৯
(খ) সহীহ্ বুখারী, কিতাবুর রিকাক, বাবু কায়ফাল হাশর, ৫/২৩৯১ পৃ. হাদিস: ৬১৬১
(গ) সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল জান্নাত, বাবু ফানায়িদ দুনিয়া : ৪/২১৯৪ হাদিস: ২৮৬০

পর্যালোচনা করলে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, নতুন সৃষ্টি বা এহদাস বলতে ইসলাম পরিহারকারীর সময়কার ঘটনাই বুঝানো হয়েছে, যা রাসুলে পাক (ﷺ)-এর বেছালের পরপর খুলাফায়ে রাশিদীনের সময় বিকশিত হয়েছিল। কেননা ইসলামের বিজয় পতাকা চতুর্দিকে উড্ডিন দেখে কিছুলোক ইসলামে দীক্ষিত হলেও তাদের অন্তরে ঈমান পুরো স্থির হয়নি। জাগতিক ধনসম্পদের প্রতি আসক্তি প্রবল ছিল।

যখনই সরকারে দো আলম (ﷺ)-এর বেছাল হয় তাদের মধ্যে কেউ ইসলাম পরিহার করে মুরতাদ হয় আবার কেউ যাকাত আদায়ে অস্বীকার করে কেউ মিথ্যা নাবুয়ত দাবী করে, তাদের এসব কার্যাবলী অবলোকন করে ফেরেস্তারা আরজ করবে إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ রাসূলে পাক (ﷺ) বলবেন যে, আমি তখন এ কথাই বলব যা আল্লাহর বান্দা ঈসা (আ:) বলেছিলেন-

وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ

অর্থাৎ আমি তাদের (বিশ্বাস ও কার্যাবলীর)'র উপর (ঐ সময় পর্যন্ত) অবহিত ছিলাম, যখন আমি তাদের মাঝে ছিলাম। যখন আপনি আমাকে উঠিয়ে এনেছেন তখন তাদের অবস্থার উপর আপনি দায়িত্বশীল। এ হাদিসের শেষাংশে আমাদের অবস্থানের সহায়তায় যে- أَحْدَثُوا (নতুন সৃজন কারীরা) দ্বারা ارتداد (দ্বীনত্যাগী) বুঝানো হয়েছে। এ ব্যাপারে সরাসরি দলীল

إِنَّ هَؤُلَاءِ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ

অর্থাৎ-যখনই আপনি তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাবেন তারা নিজেদের গোড়ালির উল্টো দিকে দীন থেকে ফিরে যাবে। এ কারণে এ ধরনের নতুন সৃষ্টি কারীদেরকে রাসূলে পাক (ﷺ) সরাসরি مُرْتَدِّينَ বা দ্বীন পরিহারকারী বলেছেন। অতএব এ চারস্তর ((১) নাবুয়তের দাবীকারী (২) যাকাত অস্বীকারকারী (৩) দ্বীন পরিহারকারী (৪) (খারিজী সম্প্রদায়) বুখারী ও মুসলিমের হাদিসানুযায়ী নতুন সৃজন কারী এবং হাদিসে أَحْدَثَ (বা নতুন

৫৯.(ক) সুনানু আবি দাউদ, কিতাবুস সুন্নাত, বাবু ফিলুজুমিস সুন্নাহ : ৪/২০০ পৃ. হাদিস: ৪৬০৭
(খ) আল জামেয়ু লিত তিরমিজী, কিতাবু ইলম, বাবু মা যারা ফিল আখজে বিস্ সুন্নাহ : ৫/৪৪, হাদিস: ২৬৭৬
(গ) সুনানু ইবনি মাযা মোকাদ্দেমা, বাবু এত্তেবায়ীস্ সুন্নাতিল খুলাফায়ীর রাশিদীন : ১/১৫ হাদিস: ৪২
(ঘ) আল-মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ৪/১২৬ পৃ.

সৃজনকারী) এর অর্থ ارتداد বা দ্বীন পরিহার কারী নির্দিষ্ট করেছেন অর্থাৎ مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ র অর্থ পরিষ্কার ভাষায় বর্ণনা করেছেন مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ অর্থাৎ হাদিসে পাকে ইহদাস বা নতুন সৃষ্টিকারীর অর্থ সরাসরি মুরতাদ্দিন বা দীন পরিহারকারীদের বলেছেন। উল্লেখিত আলোচনায় পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে- দ্বীনে এমন সব ফিৎনা সৃষ্টি করা যা মানবজাতি বা মুসলিম সম্প্রদায়ের নিকট পরিহারের কারণ হয় বিদআত ও ভ্রান্ত। অতএব, বিদআত অর্থ হল দ্বীনের মধ্যে শুধুমাত্র এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করা যা দ্বীন পরিত্যাগে বাধ্য করে। এসব বিদআত বিভিন্ন অবয়বে রাসূলে পাক (ﷺ)-এর বেছালের পরপর সৃষ্টি হয়েছিল এবং এ আদলে বিভিন্ন ফিৎনা পরবর্তী সময়ে বিকশিত হয়ে পরে যেমন- ফিৎনায়ে বাতিনিয়্যত, ফিৎনা কাদিয়ানী ও বাহায়ী ইত্যাদি। উল্লেখিত আলোচনার সহায়তায় নিম্নলিখিত আরো কিছু হাদিস উপস্থাপিত হচ্ছে যার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে أَحْدَثَ فِي الدِّينِ বা (দ্বীনে নতুন কিছু সৃষ্টি করা) দ্বারা ارتداد বা (দ্বীন পরিহারকারী) বুঝানো হয়েছে।

(২) হযরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন যে- নবী করীম (ﷺ) এরশাদ করেন-

"يَرِدُ عَلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَهْطٌ مِنْ أَصْحَابِي فَيُحَلَّوْنَ عَنِ الْحَوْضِ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ! أَصْحَابِي، فَيَقُولُ: إِنَّكَ لَا عِلْمَ لَكَ بِمَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، إِنَّهُمُ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى".

অর্থাৎ: আমার লোকদের একটা দল আমার কাছে আসবে তখন তাদেরকে হাউজে কাউসর থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া হবে। আমি বলব, হে প্রতিপালক! এরা তো আমার লোক, তখন মহান আল্লাহ পাক বলবেন, কেন? আপনার জানা নেই এরা আপনার বেছালের পর (বিদআত) নতুন ফিৎনা সৃষ্টি করেছে, এরা নিজেদের পায়ের গোড়ালি উল্টোদিক করে ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে গিয়েছে।"[৬০]

---

৬০. (ক) সহীহ্ বুখারী শরীফ, কিতাবুর রেকাক বাবু ফিল হাউজে : ৫/২৪০৭ হাদিস:৬২১৩
(খ) সহীহ্ বুখারী শরীফ, কিতাবুত তাফসীর, বাবু ওয়া কুনতু আলাইহীম শহীদা : ৪/১৬৯১ হাদিস: ৪৩৪৯
(গ) সহীহ্ মুসলিম কিতাবুল জান্নাত, বাবু ফানায়িদ দুনিয়া : ৪/২১৯৪ পৃ. হাদিস:২৮৬০
(ঘ) সুনানু তিরমিজী কিতাবুত তাফসীর বাবু মিন সুরাতিল আম্বীয়া : ৫/৩৬১ পৃ. হাদিস: ৩১৬৭

(৩) উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (ﷺ) বলেছেন যে, আমি রাসূলে পাক (দ.) কে সাহাবায়ে কেরামের মাঝে বলতে শুনেছি-

إِنِّي عَلَى الْحَوْضِ أَنْتَظِرُ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ مِنْكُمْ، فَوَاللهِ لَيُقْتَطَعَنَّ دُونِي رِجَالٌ، فَلَأَقُولَنَّ: أَيْ رَبِّ مِنِّي وَمِنْ أُمَّتِي، فَيَقُولُ: «إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ، مَا زَالُوا يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ

অর্থাৎ- নিশ্চয় আমি হাউজে কাউসারে তোমাদের মধ্যে থেকে আগত লোকদের জন্য অপেক্ষমান থাকব। আল্লাহর শপথ কিছু লোককে আমার কাছে আসা থেকে বিরত করা হবে। তখন আমি অবশ্যই বলব যে, হে আমার প্রতিপালক! এরা আমার লোক, আমার উম্মত, তখন বলা হবে আপনি কি জানেন না যে এরা আপনার পরে কি করেছে? এরা দীন থেকে উল্টো পায়ে ফিরে গেছে।"[৬১]

বিস্তারিত :

উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (ﷺ) থেকে বর্ণিত সহীহ মুসলিম শরীফের উল্লেখিত হাদিসে[৬২]

إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ،

ফেরেশতাদের প্রশ্ন রাসূলে পাক (ﷺ)-এর প্রতি এসতেফহামে ইনকারী বা অস্বীকারমূলক প্রশ্ন রাসূলে পাক (ﷺ)-এর অজ্ঞতাকে অস্বীকার করে। এ

(ঙ) সুনানু নাসায়ী, কিতাবুল জানায়েয, বাবু আউয়ালু মন যুকসা : ৪/১১৭ পৃ. হাদিস:২০৮৭
(চ) আস সুনানুল কোবরা, ইমাম নাসায়ী: ৬/৩৩৯ পৃ. হাদিস: ১১১৬০
(ছ) আল মুসান্নাফ, ইমাম ইবনে আবি শায়বা: ৭/৮৭ পৃ. হা/৩৪৩৯৭
(জ) আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল: ১/৪৩৯ হাদিস:৪১৮০
৬১.(ক) সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল ফাদায়িল, বাবু এসবাতে হাউজে নবীয়িনা (দ:) ওয়া সিফাতিহি: ৪/১৭৯৪ হাদিস:২২৯৪
(খ) আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ৬/১২১ পৃ.
(গ) আল মুসনাদ, আবু ই'য়ালা : ৭/৪৩৩ পৃ. হাদিস:৪৪৫৫
(ঘ) আস সুন্নাহ্, ইবনি আবি আসেম : ২/৩৫৮পৃ. হাদিস:৭৭০
(ঙ) আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ইমাম মুনযিরী : ৪/২২৯ হাদিস: ৫৪৮৪
৬২. (ক) সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল ফজায়েল, বাবু এসবাতে হাউজি নবীয়িনা (ﷺ) ওয়া সিফাতিহি : ৪/১৭৯৪ হা/২২৯৪

ব্যাপারে রাসূলের অবহিত থাকাকেই প্রমাণিত করেছে। সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়েত[৬৩]-

هَلْ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ

এবং অপর হাদিস[৬৪]-

أَمَا شَعَرْتَ مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ؟

এবং বুখারী শরীফের হাদিস[৬৫]-

هَلْ شَعَرْتَ مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ؟

এ ধরনের শব্দাবলির মাধ্যমে বর্ণিত। উল্লেখিত হাদিসের অংশসমূহে هَلْ শব্দটি জানতে চাওয়া বা প্রশ্নের অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে দৃঢ়তা, ঘটনার বাস্তবতা, এবং সংবাদের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এ ভাবে -

هَلْ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ

এর অর্থ হবে হে আল্লাহর রাসুল (ﷺ)! নিশ্চয় আপনি জানেন যে, তারা আপনার পরে কি কি ফিৎনা আবিষ্কার করেছে। এ কারণে এ সত্য দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয় যে, মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর হাবিব (ﷺ)

৬৩.(ক) সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুত তাহারাত, বাবু এসতেহবাবে এতালতিল গুররাতে ওয়াত তাহজীলে ফিল ওয়াজুয়ে : ১/২১৭ হাদিস:২৪৭

(খ) সহীহ বুখারী, কিতাবুর রেকাক, বাবু ফিল হাউজে : ৫/২৪০৪ পৃ. হাদিস: ৬২০৫

(গ) সহীহ্ বুখারী, কিতাবুত তাফসীর, বাবু ওয়া কুনতু আলাইহিম শহীদা : ৪/১৬৯১ পৃ. হাদিস:৪৩৪৯

(ঘ) সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল জান্নাত, বাবু ফানায়িদ দুনিয়া : ৪/২১৯৪ পৃ. হাদিস: ২৮৬০

(ঙ) সুনানে তিরমিজি, কিতাবুল তাফসীর, বাবু সুরতিল আম্বিয়া : ৫/৩২১ পৃ. হাদিস: ৩১৬৭

৬৪.(ক) সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ফজায়েল, বাবু এসবাতে হাউজে নবিয়্যেনা (ﷺ) ওয়া সিফাতিহি: ৪/১৭৯৪ হাদিস:২২৯৩

(খ) সহীহ বুখারী কিতাবুর রেকাক, বাবু ফিল হাউজে : ৫/২৪০৯ হাদিস: ৬২২০

(গ) আল-মুসনাদ, ইমাম বায্যার : ৬/৪৩২ পৃ. হাদিস: ২৪৬২

(ঘ) আল মো'জমুল কবীর, ইমাম তাবরানী : ২৪/৯৪ হাদিস: ২৫১

(ঙ) মুসনাদে ওমর বিন খাত্তাব, আল্লামা সাদুসী : ১/৯২ পৃ.

(চ) আত তামহীদ, ইমাম ইবনে আবদুল বার্ : ২/৩০৮ হাদিস: ১৩০৯

৬৫.(ক) সহীহ্ বুখারী, কিতাবুর রেকাক, বাবু ফিল হাউজে : ৫/২৪০৯ হাদিস: ৬২২০

(খ) সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল ফাজায়িল, বাবু এসবাতে হাউজে নবীয়্যেনা (ﷺ) ওয়া সিফাতিহি : ৪/১৭৯৪ হাদিস:২২৯৩

(গ) আল মুসনাদ, ইমাম বায্যার : ৬/৪৩২ পৃ. হাদিস: ২৪৬২

(ঘ) আল মো'জামুল কবীর, ইমাম তাবরানী : ২৪/৯৪ পৃ. হাদিস: ২৫১

(ঙ) মুসনাদে ওমর বিন খাত্তাব, আল্লামা সাদুসী : ১/৯২ পৃ.

(চ) আত তামহীদ, ইমাম ইবনে আবদিল বার্ : ২/৩০৮ পৃ. হাদিস:১৩০৯

কে ইহজগত ও পারলৌকিক জগতের যাবতীয় অবস্থা ও ঘটনাবলী অবহিত করিয়াছেন।

উল্লেখিত যাবতীয় হাদিস সমূহে أَحْدَثُوا র ব্যাখ্যা ارْتَدُّوا দ্বারা করা হয়েছে। অর্থাৎ-হাদিসে পাকে যারা নতুন কিছু দীনে সৃষ্টি করেছেন, এর মাধ্যমে এ কথা ও কাজ, স্পষ্ট প্রতীয়মান যে- বিদআতের ব্যবহার দ্বীন ত্যাগকারীর সমপর্যায়ের কার্যাবলীর উপর প্রযোজ্য, দীনের ছোটখাট ভাল কাজের জন্য প্রযোজ্য নয়।

احداث فى الدين বা দীনে নতুন কিছু সৃজন করা অর্থ দ্বীনের মধ্যে পরিবর্তন আনা ঃ

إِحْدَاثٌ فِى الدِّيْنِ এর অর্থ تَغَيُّرٌ فِى الدِّيْنِ বিভিন্ন হাদিসে পাকে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, শুধুমাত্র ঐসব কার্যাবলীকে মুহদাসা বা বিদআত বলা হবে যে নতুন কার্যাবলীর মাধ্যমে দীনে ইসলামের মূল স্থানে কম-বেশী বা পরিবর্তন-পরিবর্ধন ঘটানো হয়। ইমাম বুখারী (رحمه الله) (২৫৬ হি.) হযরত সাহল বিন সা'য়াদ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলে পাক (ﷺ) ইরশাদ করেছেন-

إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا، لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ ، وَيَعْرِفُونِي، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ» قَالَ أَبُو حَازِمٍ: فَسَمِعَ النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ فَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْتَ مِنْ سَهْلٍ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ لَسَمِعْتُهُ، وَهُوَ يَزِيدُ فِيهَا: فَأَقُولُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ: سُحْقًا سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي

অর্থাৎ- নিশ্চয় আমি হাউজে কাউসারে তোমাদের সামনে থাকব, যারা আমার কাছে আসবে তারা হাউজে কাউসার থেকে পান করবে, যে একবার পান করবে সে কখনো তৃষ্ণার্ত হবে না। আমার কাছে কিছু লোক দলবদ্ধভাবে আসবে, আমি তাদের চিনব তারা আমাকে চিনবে। অতঃপর আমাদের উভয়ের মাঝখানে পর্দাচ্ছন্ন করা হবে। আবু হাজেম বলেছেন যে, আমার থেকে নোমান বিন আবু আয়্যাশ শুনে বলছেন যে, আপনি সহল থেকে এভাবে শুনেছেন? উত্তরে আমি (আবু হাজেম) বললাম হ্যাঁ, আমি আবু সাঈদ খুদরীকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমি তাঁকে এভাবে বলতে শুনেছি, তিনি এখানে এও বৃদ্ধি করেন, নবী করীম (ﷺ) বলেন যে- আমি বলব নিশ্চয় এরা

আমার। তখন আমাকে বলা হবে- আপনি কি জানেন না? এরা আপনার পরে দীনে কি কি বিদআত (নতুন সৃজনকৃত বস্তু) সৃষ্টি করেছে। তখন আমি বলব (তাদের থেকে) দূরে থাক, দূরে থাক ঐ সব ব্যক্তিবর্গ থেকে-যারা আমার পরে দ্বীনে পরিবর্তন এনেছে।"[৬৬]

সহীহ্ বোখারী শরীফে অন্য জায়গায়[৬৭]-

سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِيْ

শব্দ বর্ণিত রয়েছে অর্থাৎ তাদের থেকে-দূরে থাকা যারা আমার পরে দ্বীনে পরিবর্তন এনেছে। এ হাদিসে غَيَّرَ بَعْدِي এবং بَدَّلَ بَعْدِيْ শব্দদ্বয় একথা পরিষ্কার করছে যে, রাসূলে পাক (ﷺ)-এর কাছে اِحْدَاثٌ فِى الدِّيْنِ এর অর্থ تَغَيُّرٌ فِى الدِّيْنِ এবং আরেকটি বর্ণনা[৬৮]- مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا অথবা[৬৯]- كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ -এর অর্থ দ্বীনে ইসলামে এমন পরিবর্তন-পরিবর্ধন আনা, যাতে ধর্মের মূল ভিত্তিই পরিবর্তন হয়ে যায়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে এমন কম-বেশি হয় যাতে দ্বীনের অবয়ব পরিবর্তন হয়ে যায়।

৬৬.(ক) সহীহ বুখারী, কিতাবুর রেকাক, বাবু ফিল হাউজে : ৫/২৪০৬ হাদিস: ৬২১২
(খ) সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল ফাজায়েল, বাবু এসবাতিল হাউজে : ২/১৭৯৩ হাদিস:২২৯০
(গ) আল মুসনাদ, আহমদ বিন হাম্বল : ৫/৩৩৩ হাদিস:২২৮৭৩
(ঘ) আল মুসনাদ, ইমাম রুয়ানী : ২/২১২, হাদিস: ১০৫৩
(ঙ) আল এসতেয়ার ফি মা'রফতিল আসহাব, ইবনি আবদিল বর : ১/১৬৩

৬৭.(ক) সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল ফিতন বাবু ফি কাওলিল্লাহে তায়ালা ওয়াত্তাকু ফিত্নাতান: ৫/২৪০৬ নং ৬৬৪৩
(খ) সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল ফাজায়েল, বাবু এসবাতে হাউজে নবীয়্যিনা : ১৭৯৩/৪,হাদিস:২২৯০ নং
(গ) আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ : ৩/২৮ পৃ.
(ঘ) আল মুসনাদ, ইমাম রুয়ানী : ২/১৯২ পৃ.

৬৮.(ক) সহীহ্ বুখারী শরীফ, কিতাবুস সোলহে, বাবু ইজাসতালাহ্ আলা সোলহি জতরিন: ২/৯৫৯হাদিস:২৫৫
(খ) সুনানে আবি দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু ফি লুজুমিস সুন্নাহ : ৪/২০০ হাদিস: ৪৬০৬
(গ) আল মুসনাদ, ইমাম আবু আওয়ানা : ৪/১৭১ পৃ. হাদিস:৬৪০৮
(ঘ) আল মুসনাদ, ইমাম আবু ই'য়ালা : ৮/৭০ হাদিস:৪৫৯৪
(ঙ) আল মুনতাকা, ইমাম ইবনে জারুদ : ১/২৫১ হাদিস: ১০০২
(চ) আল ই'তিকাদ, ইমাম বায়হাকী : ১/২২৯ পৃ.

৬৯.(ক) সুনানে আবি দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু ফি লুজুমিস্ সুন্নাহ : ৪/২০০ হাদিস: ৪৬০৭
(খ) আল জামেয়ু লিত তিরমিজী, কিতাবুল ইলম, বাবু মা যায়া ফিল আখজে বিস্ সুন্নাহ ৫/৪৪, হাদিস: ২৬৭৬
(গ) সুনানে ইবনি মাযাহ, মোকাদ্দেমা, বাবু ইত্তেবায়ীস সুন্নাতিল খুলাফায়ির রাশিদীন : ১/১৫ হা/৪২
(ঘ) আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৪/১২৬ পৃ.
(ঙ) আস সহীহ, ইমাম ইবনে হিব্বান : ১/১৭৮ হাদিস:৫
(চ) আল মু'জামুল কাবীর, ইমাম তাবরানী : ১৮/২৪৯ হাদিস: ৬২৪

চতুর্থ পাঠ

ইহদাস এবং বিদআতের ফিৎনার সম্পর্ক খুলাফায়ে রাশিদীন রাদিয়াল্লাহু আনহুমের যুগ থেকে

* ইমাম বুখারী (রা.)-এর অবস্থান।
* হযরত আবুদ দরদা (ﷺ)-এর রেওয়ায়ত থেকে اِسْتِدْلَال বা দলিল উপস্থাপন।
* ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী এবং ইমাম ইবনে আবদিল বর এর অবস্থান।

হাদিসের বিশুদ্ধ কিতাব সহীহ মুসলিম শরীফের কিতাবুল জান্নাহ বাবু ফানায়িদ্ দুনিয়ার অধীনে ইমাম মুসলিম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (২৬১ হি.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) (৬৮হি.) থেকে হাদিস বর্ণনা করছেন যে, নবীয়ে করীম (ﷺ) আমাদেরকে উপদেশ প্রদানে ইরশাদ করেন-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تُحْشَرُوْنَ إِلَى اللهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا، {كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ} [الأنبياء: ١٠٤] أَلَا وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلَائِقِ يُكْسَى، يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَلَا وَإِنَّهُ سَيُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي، فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أَصْحَابِي، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ، كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: {وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [المائدة: ١١٨] قَالَ: فَيُقَالُ لِي: إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ - وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ وَمُعَاذٍ - فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ.

অর্থাৎ- হে মানবজাতি (লোকেরা) কেয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে তোমাদের খালি পায়ে, দিগাম্বরাবস্থায়, খতনাবিহীন একত্রিত করা হবে। মহান রাব্বুল আলামীন এরশাদ করবেন, সৃষ্টি জগতকে আমি প্রথমে যেভাবে সৃষ্টি করেছি সেভাবে পুনঃরায় সৃষ্টি করব।[৭০] খেয়াল কর এবং শুন সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম) কে পোষাক পরিধান করা হবে। আরো শুন! নিশ্চয় আমার উম্মতের কিছু লোককে আমার সামনে আনা হবে, তাদেরকে বাম পাশের লোকদের নিকট ধরে নেয়া হবে (এদেরকে ফেরেস্তারা দোজখের দিকে নিয়ে যাবে)। আমি আমার প্রতিপালককে বলব, হে আমার প্রতিপালক! এরা আমার লোক, তখন বলা হবে যে আপনি কি জানেন না এরা আপনার পরে দ্বীনে কি কি নতুন বিদআত বের করেছে? আমি আবদ ছালেহ (হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম) র মত বলব" আমি তাদের ঈমান ও আক্বিদার এবং কার্যাবলীর উপর ঐ সময় পর্যন্ত অবহিত ছিলাম যতক্ষন আমি তাদের সাথে ছিলাম। অতঃপর আপনি যখন আমাকে উঠিয়ে নিয়ে এসেছেন, তখন

৭০. আল কুরআন, সূরা আম্বিয়া : ১০৪

তাদের যাবতীয় অবস্থাবলীর উপর আপনিই পর্যবেক্ষক ও প্রত্যেক বস্তুর উপর সাক্ষী।[৭১] রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন যে, তখন আমাকে বলা হবে- আপনি যখন তাদের কাছ থেকে চলে এসেছেন এরা নিজেদের পায়ের গোড়ালীর উপর দ্বীন থেকে উল্টো ফিরে গিয়েছে বা দ্বীন ত্যাগ করেছে। ওয়াকী এবং মা'জ এর বর্ণনায় নবীয়ে পাক (ﷺ) কে বলা হবে যে আপনি জানেন না আপনার পরে এরা দ্বীনে ইসলামে নতুন কি কি ফেৎনার আবির্ভাব ঘটিয়েছে।"[৭২] উল্লেখিত বিষয়বস্তুর উপর যে সব হাদিস আলোচিত হয়েছে সবক'টির মধ্যে -

أَلاَوَإِنَّهُ سَيُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي، فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ– فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أَصْحَابِي،

এর শব্দ বিরাজিত (নিশ্চয় আমার উম্মতের কিছু লোককে আমার কাছে আনা হবে, সেখান থেকে বাম পাশের লোকগুলোকে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি বলব এরা আমার লোক)

এর মাধ্যমে একথাই স্পষ্ট যে احداث এবং بدعات তথা নতুন কিছু সৃষ্টি করা দ্বারা রাসুলে পাক (ﷺ) বুঝিয়েছেন শুধুমাত্র খুলাফায়ে রাশিদার সাথে সম্পৃক্তদেরকে। পরবর্তী উম্মতদের নেক ও সৎ কাজের সাথে এর কোন সংস্রব বা সম্পর্ক নেই। হ্যাঁ এদের নেক ও সৎ কার্যাবলীর স্তরবিশেষ মতভেদ হতে পারে, এগুলো মুস্তাহাব, মুবাহ, মাকরূহ বা উত্তম বা উত্তম নয়। এরকম এখতেলাফ হবে তবে যার ইচ্ছা সে করে যাবে। এগুলোকে বিদআত, মুহদাসা, বা দালালাহ (নতুন সৃষ্টি বা ভ্রান্ত) বলাটাই হচ্ছে সরাসরি বিদআত মুহদাসা, দালালাহ। রাসুলে পাক (ﷺ) এদেরকে বিদআত বলেননি বরং এসব কার্যাবলীকে এহদাস বা বিদআত বলেছেন, যা রসুলে পাক (ﷺ)-এর বেছালের পর পরই খুলাফায়ে রাশিদীনের সময় দ্বীন পরিত্যাগকারী রূপে বিকশিত হয়েছে। এ ধরনের احداث বা بدعات এর

---

৭১. আল কুরআন, সূরা আল মায়েদা : আয়াত নং-১১৮

৭২. (ক) সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জান্নাত, বাবু ফানাদ্দিন দুনিয়া : ৪/২১৯৪ হাদিস:২৮৬০

(খ) সহীহ বুখারী, কিতাবুত তাফসীর, বাবু ওয়া কুনতু আলাইহিম শহীদা : ৪/১৬৯১ হাদিস: ৪৩৪৯

(গ) সহীহ বুখারী, কিতাবুর রেকাক, বাবু কায়ফাল হাশর : ৫/২৩৯১ হাদিস: ৬১৬১

(ঘ) সুনানু তিরমিজী, কিতাবুত তাফসীর, বাবু মিন সুরাতিল আম্বিয়া : ৫/৩২১, হাদিস:৩১৬৭

(ঙ) সুনানু নাসাঈ, কিতাবুল জানাইজ, বাবু আউয়ালু মন যুকসা : ৪/১১৭ হাদিস:২০৮৭

(চ) আস সুনানুল কোবরা, ইমাম নাসাঈ : ৬/৩৩৭ হাদিস: ১১১৬০

(ছ) আল মুসান্নাফ, ইমাম ইবনে আবি শায়বা : ৭/৮৭ পৃ. হাদিস:৩৪৩৯৭

সূচনা ঐ ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে হয়েছে যারা রাসুলে পাক (ﷺ) সময়ে রাসুলে পাক (ﷺ)-এর সাথে ছিল, কিন্তু রাসুলে পাক (ﷺ)-এর বেছালের পর পারিপার্শ্বিক মতভেদ এবং নতুন কিছু সংয়োজন সংক্রমনের কারণে পথভ্রষ্ট হয়েছে। এধরনের লোকদের ব্যাপারে বলা হচ্ছে যে- যখন তাদেরকে দোজখের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন সরকারে দো আলম (ﷺ) বলবেন, হে আমার প্রতিপালক! এরা আমার লোক। তখন উত্তরে বলা হবে-

إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ

আপনি কী জানেন না আপনার পরে এরা দ্বীনে কি নতুন বস্তু সংযোজন করেছে? এ হাদিসের শেষাংশে আরো বলেছেন-

إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ

অর্থাৎ আপনি যখনই এদের থেকে পৃথক হয়েছেন এরা নিজেদের পায়ের গোড়ালির উপর ফিরে গেছে অর্থাৎ দ্বীন ত্যাগ করেছে। রাসুলে পাক (ﷺ) বিভিন্ন হাদিসের মাধ্যমে একথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে- ইহদাস এবং বিদআতের সূচনা নবীয়ে পাক (ﷺ)-এর বেছালের সাথে সাথে খুলাফায়ে রাশিদীনের সময় হয়েছে। ইমাম বুখারী (রা.) (২৫৬ হি.) বুখারী শরীফের কিতাবুদ দুনিয়ায় এ মাসয়ালা আরো ব্যাপকভাবে প্রকাশ করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (ﷺ) থেকে বর্ণিত এ হাদিসে[৭৩] -

يُؤْخَذُ بِرِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِي ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، فَأَقُولُ: أَصْحَابِي، فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ،

লক্ষণীয় ব্যাপার হল যদি হাদিসের পঞ্চাশটা কিতাব দেখা যায় প্রত্যেক জায়গায় দুটি কথার সংমিশ্রণ পাওয়া যায় -(১) أَصْحَابِي শব্দ (২) অন্য বর্ণনায়[৭৪] أَحْدَثُوا بَعْدَكَ অথবা مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ যার সারমর্ম হচ্ছে যে-

---

৭৩ .সহীহ্ বুখারী, কিতাবুদ দুনিয়া, বাবু ওয়াজকুর ফিল কিতাবে মরয়ম : ৩/১২৭১ পৃ. হাদিস:৩২৬৩
(খ) মুসলিম শরীফ, কিতাবুল জান্নাত, বাবু ফানায়িদ দুনিয়া : ৪/২১৯৪ পৃ. হাদিস: ২৮৬০
(গ) সুনানু তিরমিজী, কিতাবুত তাফসীর বাবু মিন সুরাতিল আম্বিয়া : ৫/৩২১ হাদিস: ৩১৬৭
(ঘ) সুনানে নাসায়ী, কিতাবুল জানায়েয, বাবু আউয়ালু মান যুকসা : ৪/১১৭ পৃ. হাদিস:২০৮৭
(ঙ) আস সুনানুল কোবরা, ইমাম নাসায়ী : ৬/৩৩৯ পৃ. হাদিস:১১১৬০
(চ) আল মুসান্নাফ, ইমাম ইবনে আবি শায়বা : ৭/৮৭ পৃ. হা/৩৪৩৯৭
৭৪. (ক) সুনানে নাসায়ী, কিতাবুল জিহাদ : ৬/৬ পৃ. হা/৩০৯৩
(খ) আস সহীহ, ইমাম ইবনে খুজায়মা : ৪/৭ হাদিস: ২২৪৭

ইহদাস এবং বিদআতের সম্পর্ক ঐ সব ব্যক্তিবর্গের সাথে যারা প্রথমে নবীয়ে পাক (ﷺ)-এর সাথে ছিল পরবর্তী খুলাফায়ে রাশিদার সময়ে ইহদাস বিদআত, দ্বীন ত্যাগের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পথভ্রষ্ট হয়েছে।

ইমাম বুখারী (রা.) এর অবস্থান

সহীহ বুখারী শরীফে ইমাম বুখারী (رحمه الله)-এর ছাত্র মুহাম্মদ বিন ইউসূফ ফারাবী নিম্নে বর্ণিত হাদিসে ইমাম বুখারীর অবস্থানের সহায়ক-

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرَبْرِيُّ: ذُكِرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ قَبِيصَةَ قَالَ: هُمُ الْمُرْتَدُّونَ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، فَقَاتَلَهُمْ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

-"মুহাম্মদ বিন ইউসূফ ফারাবী বলেছেন যে, ইমাম বুখারী (رحمه الله) কুবাইসা থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন- এরা ঐ সব ধর্মত্যাগী, যারা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (رضي الله عنه) এর সময়ে ইসলাম ধর্মত্যাগ করেছিলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (رضي الله عنه) তাদেরকে হত্যা করে ছিলেন।"[৭২] এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে- মুহদাস (নতুন সৃষ্টি কারী) বলতে ঐসব (মুরতাদ) দ্বীন ত্যাগী যারা হযরত আবু বকর (رضي الله عنه) এর সময়ে ইসলাম ধর্মের মূলে পরিবর্তন সৃজন করেছিল, সিদ্দিকে আকবর (رضي الله عنه) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল, এ নিকটতম ভবিষ্যতের ব্যাপক মতভেদের প্রতি ইংগিত করে সরকারে দো-আলম (ﷺ) ইরশাদ করেন-

فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

অর্থাৎ-তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে জীবিত থাকবে তারা অতিসত্তর দেখবে ব্যাপক মতভেদ। তোমাদের দায়িত্ব হবে আমার সুন্নাত এবং আমার খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আকড়ে রাখা প্রয়োজনে দাঁত দিয়ে কামড়িয়ে ধরা কোন অবস্থাতেই তা পরিহার না করা। দ্বীনের মধ্যে যে সব ফিৎনার

(গ) আল মোস্তাদরাক আলাস সহীহাইন, হাকেম, ১/৫৪৪ নং ১৪২৭

৭২. বুখারী শরীফ, কিতাবুদ দুনিয়া, বাবু কাওলিল্লাহে ওয়াজকুর ফিল কিতাবে মরয়ম: ৩/১২৭১ হাদিস নং ৩২৬৩

অনুপ্রবেশ ঘটবে তা এড়িয়ে চলা, কেননা প্রত্যেক ফিৎনা বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআত ভ্রান্ত।"[৭৬]

হযরত আবু দারদা (ﷺ)-এর হাদিস দ্বারা ইসতিদলাল বা দলিল উপস্থাপন

হযরত আবু দারদা (ﷺ)-এর নিম্ন বর্ণিত হাদিসও একথা প্রমাণ করে যে এহদাস এবং বিদআত তথা দ্বীনে নতুন কিছু সৃজন এর সম্পর্ক হুজুরে পাক (ﷺ)-এর বেছালের পরপরই খুলাফায়ে রাশিদার সময়কে বুঝানো হয়েছে, তার পরে নয়- রাসূলে পাক (ﷺ) ইরশাদ করেন-

أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، فَلَأُلْفَيَنَّ مَا نُوزِعْتُ فِي أَحَدِكُمْ، فَأَقُولُ: هَذَا مِنِّي، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ [أَحْدَثُوا] بَعْدَكَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ لَا يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: «لَسْتَ مِنْهُمْ»، فَمَاتَ قَبْلَ عُثْمَانَ بِسَنَتَيْنِ.

অর্থাৎ- আমি হাউজে কাউসারে তোমাদের অগ্রে থাকব। সেখানে তোমাদের মধ্য থেকে কেউ (কিছু লোককে) আমার কাছে আসতে দেয়া হবে না। তখন আমি বলব এরা তো আমার লোক। আমাকে বলা হবে, আপনি কি জানেন এরা আপনার পরে দ্বীনে কি কি ফিৎনার জন্ম দিয়েছে? (হযরত আবু দারদা (ﷺ) আমি আরজ করলাম-হে আল্লাহর রাসুল (ﷺ)! আপনি ادْعُ اللَّهَ أَنْ لَا يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ আল্লাহর কাছে দোয়া করুন আমি যেন তাদের মধ্যে না হই। সরকারে দো-আলম (ﷺ) বললেন আপনি (তুমি) তাদের মধ্যে নও। অতএব হযরত ওসমান (রা.)-এর দু বৎসর পূর্বে তিনি ইনতেকাল করেছেন।"[৭৭] হযরত আবু দারদা (ﷺ) রাসুলে পাক (ﷺ)-এর কাছে

৭৬.(ক) সুনানু আবিদ দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু ফি লুজুমিস সুন্নাহ : ৪/২০০ হাদিস: ৪৬০৭
(খ) আল জামেউত তিরমিজী, কিতাবুল ইলম, বাবু মা যাহা ফিল আখজে বিস সুন্নাহ : ৫/৪৪ হাদিস:২৬৭৬
(গ) সুনানু ইবনে মাযাহ, মোকাদ্দমা বাবু এত্তিবায়ীস সুন্নাতিল খুলাফায়ীর রাশিদীন : ১/১৫ হাদিস: ৪২
(ঘ) আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ৪/১২৬ পৃ.
(ঙ) আস সহীহ্, ইমাম ইবনে হিব্বান : ১/১৭৮ পৃ. হাদিস: ৫
(চ) আল মু'জামুল কাবীর, ইমাম তাবরানী : ১৮/২৪৯ হাদিস:৬২৪
(ছ) আস সুনান, ইমাম দারেমী : ১/৫৭ পৃ. হাদিস:৯৫
(জ) আল মুস্তাদরাক, ইমাম হাকেম : ১/১৭৪ পৃ. হাদিস:৩২৯
৭৭.(ক) মসনাদুস সামীয়্যীন, ইমাম তাবরানী : ২/৩১১ পৃ. হাদিস: ১৪০৫
(খ) আল মো'জামুল আওসাত, ইমাম তাবরানী : ১/১৫২পৃ. হাদিস: ৩৯৭

আরজ করলেন যে, ইয়া রাসুলাল্লাহ (ﷺ) আপনি আল্লাহর দরবারে দোয়া করুন আমি যেন তাদের মধ্যে না হই। এরপর নবী পাক (ﷺ)-এর উত্তরে বলে আপনি তাদের মধ্যে হবেন না। (لَسْتَ مِنْهُمْ) অতঃপর ইমাম তাবরানীর বক্তব্য (فَمَاتَ قَبْلَ عُثْمَانَ بِسَنَتَيْنِ) হযরত ওসমান (ﷺ) দু'বৎসর পূর্বে হযরত আবু দারদার ইন্তেকাল প্রমাণ করে যে, ফিৎনা হযরত ওসমান (ﷺ) এর বিপরীত উঠেছিল। তা মূলতঃ বিদআত এবং দীন ত্যাগ বা এরতেদাদের ফিৎনা এর মাধ্যমে ফিৎনার সময় নির্ধারিত হল যে, "ইরতিদাদ" এবং বিদআতের যুগ হচ্ছে নবীয়ে পাক (ﷺ)-এর বেছালের পর পরই খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগ। এ হাদিসে হযরত আবু দারদা (ﷺ) কে রাসুলে পাক (ﷺ)-এর لَسْتَ مِنْهُمْ (আপনি তাদের মধ্যে নয়) দ্বারা একথা পরিষ্কার যে নবীয়ে পাক (ﷺ)-এর নিকটতম কোন ছাহাবী এ ধরনের নতুন আবিষ্কৃত বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত থাকবে না বরং তাদের থেকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন থাকবে।

ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী (রা.) এবং ইমাম ইবনে আবদিল বার (রা.)-এর অবস্থান

আমাদের এ অবস্থানের সৌন্দর্য ও বাস্তবতাকে আরো স্পষ্ট ও বিকাশে - মুস্তাদরাকে ইমাম হাকেম নিম্নলিখিত রেওয়ায়েতর আরো ফলদায়ক ও সহায়ক হবে। যার আলোচনার পর আর কোন ধরনের প্রশ্নের অবকাশ থাকবে না। ইমাম হাকিম (৪০৫ হি.) নিজের মুস্তাদরাকে হোসাঈন বিন খারেজা (رضي الله عنه) নামক এক তাবিয়ীর ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন-

لَمَّا كَانَتِ الْفِتْنَةُ الْأُولَى أَشْكَلَتْ عَلَيَّ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ أَرِنِي أَمْرًا مِنْ أَمْرِ الْحَقِّ أَتَمَسَّكُ بِهِ، قَالَ: فَأُرِيتُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَبَيْنَهُمَا حَائِطٌ غَيْرُ طَوِيلٍ، وَإِذَا أَنَا بِجَانِزٍ، فَقُلْتُ: لَوْ تَشَبَّثْتُ بِهَذَا الْجَانِزِ لَعَلِّي أَهْبِطُ إِلَى قَتْلَى أَشْجَعَ لِيُخْبِرُونِي، قَالَ: فَهَبَطْتُ بِأَرْضٍ ذَاتِ شَجَرٍ، وَإِذَا أَنَا بِنَفَرٍ جُلُوسٍ، فَقُلْتُ: أَنْتُمُ الشُّهَدَاءُ؟ قَالُوا: لَا، نَحْنُ الْمَلَائِكَةُ، قُلْتُ: فَأَيْنَ الشُّهَدَاءُ؟ قَالُوا: تَقَدَّمْ إِلَى الدَّرَجَاتِ الْعُلَى إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

(গ) আস সুন্নাহ, ইমাম ইবনে আবি আসেম : ২/৩৫৭ পৃ. হাদিস: ৭৬৭

(ঘ) আল ফির দাউস বেমাসুরিল খেত্তাব, ইমাম দায়লামী : ১/৫০ পৃ. হাদিস: ১২৯

(ঙ) মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হায়সামী : ৯/৩৬৭ পৃ. , ১০/ ৩৬৫ পৃ.

(চ) আত তামহীদ, ইবনে আবদিল বার্ : ২/৩০৪ হাদিস নং ১৩০০

فَقَدِمْتُ فَإِذَا أَنَا بِدَرَجَةِ اللَّهُ أَعْلَمُ مَا هِيَ فِي السَّعَةِ وَالْحَسَنِ، فَإِذَا أَنَا بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يَقُولُ لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: اسْتَغْفِرْ لِأُمَّتِي، فَقَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، أَرَاقُوا دِمَاءَهُمْ، وَقَتَلُوا إِمَامَهُمْ، أَلَا فَعَلُوا كَمَا فَعَلَ خَلِيلِي سَعْدٌ، قُلْتُ: أُرَانِي قَدْ أُرِيتُ أَذْهَبُ إِلَى سَعْدٍ فَأَنْظُرُ مَعَ مَنْ هُوَ فَأَكُونُ مَعَهُ، فَأَتَيْتُهُ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الرُّؤْيَا فَمَا أَكْثَرَ بِهَا فَرَحًا، وَقَالَ: «قَدْ شَقِيَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلًا» ، قُلْتُ: فِي أَيِّ الطَّائِفَتَيْنِ أَنْتَ؟ قَالَ: «لَسْتُ مَعَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا» ، قُلْتُ: فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «أَلَكَ مَاشِيَةٌ؟» قُلْتُ: لَا، قَالَ: «فَاشْتَرِ مَاشِيَةً وَاعْتَزِلْ فِيهَا حَتَّى تَنْجَلِيَ

-"যখন প্রথম ফিৎনা বিকশিত হল আমি দ্বিধাদন্ধে ছিলাম (এতে অংশগ্রহণ করব কি করব না)। তখন আমি বললাম, হে আমার আল্লাহ! আমাকে সঠিক পথের সন্ধান দিন, যা আমি বেছে নেব। অত:পর আমাকে (স্বপ্নে) দুনিয়া এবং আখেরাত দেখানো হল এবং দু'টোর মধ্যে একটা ছোট দেয়াল ছিল, আমাকে দেয়ালের উপর দেখা গেল। আমি বললাম আমি যদি এ দেয়ালে ঝুলে থাকি তাহলে আশজায়ের হত্যাকারীদের উপর নেমে পড়ব। তারা আমাকে অবহিত করবে। বললেন- অতঃপর আমি এমন এক ভূখণ্ডে অবতরণ করলাম, যা সবুজ গাছপালা বেষ্টিত ও সমৃদ্ধ। সেখানে আমি একটা সম্প্রদায়কে বসাবস্থায় দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমরা কি শহীদ? উত্তরে তারা বলল, না, আমরা ফেরেস্তা। আবার জিজ্ঞাসা করলাম শহীদরা কোথায়? উঁচুস্তরে রয়েছে। তুমি মুহাম্মদ (ﷺ)-এর কাছে যাও। তখন আমি মুহাম্মদ (ﷺ) এবং হযরত ইব্রাহিম (আ.) কে দেখলাম। আরো দেখলাম মুহাম্মদ (ﷺ) ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম) কে বলছেন যে, আপনি আমার উম্মতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তখন ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম) হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) কে বললেন, আপনি কি জানেন না আপনার পরে তারা কি নতুন ফিৎনার আবির্ভাব ঘটিয়েছে। তারা পরস্পরে রক্তপাত করেছে। নিজেদের ইমামকে হত্যা করেছে। তারা এরকম কেন করেনা যেভাবে আমার বন্ধু সায়াদ করেছে। আমি বললাম, তিনি (আল্লাহ পাক) আমাকে যা দেখানো প্রয়োজন দেখিয়েছেন যাতে সায়াদের নিকট যাই এবং তার অবস্থা দেখে তার সাথী হয়ে যাই। অতঃপর আমি সায়াদের নিকট গেলাম এবং স্বপ্নের বিস্তারিত তার

কাছে প্রকাশ করলাম। তিনি স্বপ্ন শুনে অত্যন্ত খুশী হলেন এবং বললেন- ঐ ব্যক্তি বদনসীব যার কাছে ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম) বন্ধু নয়। আমি বললাম, এ দু'গ্রুপের মধ্যে কার সাথে আপনি আছেন? তিনি বললেন, আমি কারো সাথে নেই। তখন আমি বললাম, আপনি আমাকে কি নির্দেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন- আপনার কি গরু-ছাগল (চতুষ্পদ জন্তু) আছে? আমি বললাম না। তিনি বললেন, গরু-ছাগল ক্রয় করে তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাও এবং অবস্থা পর্যবেক্ষণ কর।"[৭৮]

ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী[৭৯] (ওফাত. ৮৫২ হি.) اَلْإِصَابَةُ فِيْ تَمْيِيْزِ الصَّحَابَةِ। আল এসাবা ফি তামিয়ী জীস-সাহাবায় এবং ইবনে আবদে বর[৮০] (ওফাত ৪৬৩ হি:) আত্ তামহীদে উল্লেখিত রাওয়াতের ফিৎনায়েউলা বা প্রথম ফিৎনা বলতে হযরত ওসমান (রাঃ)'র শাহাদাতের সময় মুসলিম উম্মার মাঝে সৃষ্ট ফিৎনাকে বুঝিয়েছেন।

এ হাদিসের আলোচনায় এ কথা প্রতীয়মান হয় যে- হযরত ওসমান (রাঃ) কে শহীদকারীরাই দ্বীনে ইসলামে ফিৎনার আগুন প্রজ্জ্বলিত করেছে, এবং তারাই দ্বীনে বিদআতের প্রয়োগ ঘটিয়েছে। তারাই বিদআতী, এরাই বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী, উগ্রবাদী, অহংকারী যারা সিফ্ফীনের যুদ্ধের পর খারিজী সম্প্রদায়ের বিকাশ ঘটিয়েছে।

---

৭৮. আল মুস্তাদরাক, ইমাম হাকেম : ৪/৪৯৯ হা/৮৩৯৪
(খ) আত-তামহীদ, ইমাম ইবনে আবদিল বার্ : ১৯/২২২ পৃ.
(গ) সিয়ারু আলামিন নুবালা, ইমাম যাহাবী, ১/১২০ পৃ.
৭৯. আল ইসাবা ফি তামযীয়জিস সাহাবা, ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী : ২/১৭২ হাদিস নং ১৯৭৯
৮০. আত তামহীদ, ইমাম ইবনে আবিদল বার্ : ১৯/২২২ পৃ.

পঞ্চম পাঠ

* ইসলামের ইতিহাস ও বিদআতের সূচনা
* ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম বিদআতী জুল খোয়াইচরাহ আত-তামীমী।
* ইসলামের ইতিহাসের সর্ব প্রথম বিদআতী সম্প্রদায়– খাওয়ারিজ।
* খাওয়ারিজদের বিভিন্ন নাম।
* খাওয়ারিজদের কুফুরী আক্বিদা ।
* খাওয়ারিজদের পরিচয় ও চিহ্নাবলী।
* ইসলামের ইতিহাসের সর্বপ্রথম বিদআত.... রাসূলে পাক (ﷺ)'র সাথে বেয়াদবী।

ইসলামের ইতিহাসের সর্বপ্রথম বিদআতী জুলখোয়াই-ছরাহ আততামীমী রাসূলে পাক (ﷺ)-এর হায়াত তৈয়্যবার (জীবদ্দশায়) সময়েই বিদআতের সূচনা হয়েছে, এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনে তাইমীয়াহ (৭২৮ হি:) বর্ণনা করেন-

وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا ذَكَرَ الْخَوَارِجَ الحرورية لِأَنَّهُمْ أَوَّلُ صِنْفٍ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ خَرَجُوا بَعْدَهُ؛ بَلْ أَوَّلُهُمْ خَرَجَ فِي حَيَاتِهِ. فَذَكَرَهُمْ لِقُرْبِهِمْ مِنْ زَمَانِهِ

রাসূলে পাক (ﷺ) খাওয়ারিজ হরুরীয়ার উল্লেখ করেছেন। কেননা, এরা বিদআতীদের ঐ স্তর যারা রাসূলে পাক (ﷺ)-এর পরে সর্বপ্রথম প্রকাশ পেয়েছে, বরং তাদের প্রথম স্তর রাসূলে পাক (ﷺ) হায়াতে মোবারকাহ পবিত্র হায়াতে বের হয়েছে। নবীয়ে পাক (ﷺ) স্বীয় সময়ের অতি নিকটবর্তী হওয়ার কারণে তাদের উল্লেখ করেছেন।"[৮১] আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহর কাছে সর্বপ্রথম বিদআতী হচ্ছে আবদুল্লাহ বিন জুল খোয়াইছরাহ আততামীমী (মাজমুয়ুল ফতাওয়া ১৯/৭২) যে, হুনাইন যুদ্ধের পর গনীমতের মাল বন্টনের সময় রাসূলে পাক (ﷺ)-এর বন্টনের উপর আপত্তি করেছিল[৮৫]। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (رضي الله عنه) এ ঘটনার বর্ণনায় বলেছেন যে, আমরা রাসূলে পাক (ﷺ) দরবারে উপস্থিত ছিলাম। রাসূলে পাক (ﷺ) গণীমতের মাল বন্টন করছিলেন এমতাবস্থায় বণী তামীমের যুল খোয়াইছরা নামে একজন লোক এসে বলল-

يَا رَسُولَ اللَّهِ! اعْدِلْ. فَقَالَ: «وَيْلَكَ! وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟! قَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ». فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ائْذَنْ لِي فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ، فَقَالَ: «دَعْهُ؛ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، مع يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، ينظرُ إلى نَصْلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رِصَافِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَضِيِّهِ - (وَهُوَ قِدْحُهُ) - فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قُذَذِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ، إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ، أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ، وَيَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ".

---

৮১ . ৮৫. মাজমাউল ফাতওয়া, ইমাম ইবনে তাইমিয়া : ২৮/৪৭৬ পৃ.

قَالَ: أَبُو سَعِيد: فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم –، وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ، فَأَمَرَ بِذَلِكَ الرَّجُلِ فَالْتُمِسَ، فَأُتِيَ بِهِ، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – الَّذِي نَعَتَهُ

হে আল্লাহর রাসূল সুবিচার করুন। রাসূলে পাক (ﷺ) বলেন- তুমি ক্ষতিগ্রস্থ হও, আমি বিচার না করলে কে সুবিচার করবে? আমি সুবিচার না করলে অসমাপ্ত ও অপরিপূর্ণ থেকে যাব। হযরত ওমর (ﷺ) বলেন, এয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন, আমি এর শির দ্বিখন্ডিত করে দিই। রাসূলে পাক (ﷺ) বললেন- ছাড়! এর আরো সাথী আছে। তোমরা তোমাদের নামাজ তাদের নামাজের সামনে, তোমাদের রোজা তাদের রোজার সামনে, খুবই নিম্নমানের মনে করবে। এরা কোরআনে পাকের তেলওয়াত অনেক (সুন্দর) করবে কিন্তু তা তাদের গলার নিচে যাবে না। এরা দ্বীনে ইসলাম থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেভাবে ধনুক থেকে তীর বেরিয়ে যায়, যদি এদের আটকানোর যায়গায় দেখা যায় কিছুই পাওয়া যাবে না, তাদের আবরণ দেখা হলে তাতেও কিছু পাওয়া যাবে না। তাদের শরীর এবং আবরণ উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে অনুসন্ধান করলেও কিছু পাওয়া যাবে না, অথচ এ দুর্গন্ধ তাদের রক্তের মধ্য দিয়েই প্রবাহিত। তাদের পরিচয়ের চিহ্ন এই যে, তাদের মধ্যে একজন কাল লোক হবে যার বাহু হবে মহিলাদের স্তনের ন্যায় অথবা গোস্তের টুকরার ন্যায়। যখন মানুষের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হবে তখন এরা প্রকাশ পাবে। হযরত আবু সাঈদ (ﷺ) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এ হাদিসটা আমি সরকারে দো আলম (ﷺ) থেকে শুনেছি এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (ﷺ) তাদের সাথে যুদ্ধ করেছেন এবং আমিও মুসলিম সৈনিকদের অন্তর্ভূক্ত ছিলাম। হযরত আলী (ﷺ) ঐ ব্যক্তি (যার পরিচয় রাসূলে পাক (ﷺ) দিয়েছিলেন) কে খুঁজে বের করার নির্দেশ দিলেন, যখন তাকে ধরে আনা হল তখন তার মধ্যে ঐসব গুণাবলী বিরাজমান ছিল, যা রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছিলেন।"[৮২]

---

৮২. (ক) সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল মোনাকেব, বাবু আলামাতিন নবুয়্যাত ফিল ইসলাম : ৩/১৩২১ হাদিস:৩৪১৪

(খ) সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল আদব, বাবু মা যায়া ফি কাত্তলির রাজুলে ওয়াইলাকা ২২৮১/৫ হাদিস: ৫৮১১

(গ) সহীহ্ মুসালিম, কিতাবুজ যাকাত, বাবু জিকরিল খাওয়ারিজ ওয়া সেফাতিহিম: ৭৪৪/২, হাদিস: ১০৬৪

উল্লেখিত আলোচনায় প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম বিদআত হল সরকারে দোআলম (ﷺ)-এর সাথে বেয়াদবী। এ কারনে রাসুলের সাথে এধরনের বেয়াদবীকারীদের থেকে উম্মতকে রক্ষা করার জন্য এদের চিহ্নাবলী পরিচয় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, যাতে তাদের আলোচনা ও অবস্থাদি সহজে চিনতে পারা যায়।

রাসুলে পাক (ﷺ) সাহাবায়ে কেরামের সামনে সরাসরি উল্লেখ করেছেন যে এধরনের ফিৎনা লালনকারীদের দাড়ি, শির, চেহারা, পোষাক তথা মাথা থেকে পা পর্যন্ত সঠিকভাবে দেখে নাও, যাতে আমার পরে দ্বীনে ইসলামে নতুন কিছু সৃজনকারী বিদআতী এবং গোস্তাখ তথা বেয়াদবদের পরিচয় পেতে সহজ হয়। বর্তমান সময়ে প্রত্যেকেই সহজে এদের নির্ণয় করতে পারে যে তাদের সাদৃশ্য (Similarity) কারা। বিভিন্ন স্তরের অবয়ব, ধ্যান ধারণা, ফতওয়া, আভিজাত্য ও কঠোরতা পরিচিতি করিয়ে দেয় এযুগে খাওয়ারিজ স্তরে কারা।

ইসলামের ইতিহাসে প্রথম বিদআতী সম্প্রদায় খাওয়ারিজ

সমস্ত তাবিয়ীন, তবে তাবিয়ীন, ইমামগণ এবং মুহাদ্দেসীন তথা উম্মতে মুসলিমাহ একমত যে, ইসলামের ইতিহাসে প্রথম বিদআতী সম্প্রদায় হচ্ছে খাওয়ারিজ এবং খারিজী সম্প্রদায়ের অর্থগত বা চিন্তাধারার প্রতিষ্ঠাতা হল জুলখোয়াই-ছরাহ তামীমী। তিনিই খারেজিদের আক্বিদাগত চিন্তা চেতনার দর্শনগত মূল প্রতিষ্ঠাতা। সহীহ বুখারী শরীফের "কিতাবু এসতিতাবতিল্ মুরতাদ্দিন" এর "বাবু কবলিল্ খাওয়ারিজ এ হযরত আলী (رضي الله عنه) এ ধরনের লোকদের চিহ্নিত করণে রাসুলে পাক (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন নবীয়ে পাক (ﷺ)-এরশাদ করেন–

(ঘ) আস সুনানুল কোবরা, নাসায়ী : ৫/১৫৯ নং ৮৫৬০, ৮৫৬১, ৬/৩৫৫, হাদিস:১১২২০
(ঙ) আল মাসনুদ, আহমদ বিন হাম্বল, ৩/৬৫ হাদিস:১১৬৩৯
(চ) আস সুনানুল কোবরা, বায়হাকী : ৮/১৭১
(ছ) আল মুসন্নিফ, আবদুর রাজ্জক : ১০/১৪৬
(জ) আস সহীহ্ ইবনি হাব্বান : ১১/১৪৮

"سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، حُدَّاثُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

-"অনতিবিলম্বে শেষ জামানায় এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে যারা স্বল্পায়ু ও স্বল্পজ্ঞানী হবে তারা রাসূলে পাক (ﷺ)-এর হাদিস বর্ণনা করবে; কিন্তু ঈমান তাদের গলধঃকরণ হবে না। দ্বীন থেকে তারা এমনভাবে বিচ্ছিন্ন হবে যেভাবে তীর শিকার থেকে বের হয়ে যায়। অতএব, তোমরা তাদের যেখানে পাও হত্যা কর। কেননা, তাদের হত্যাকারীদের কেয়ামতের দিন মহান রব্বুল আলামীন পুরস্কৃত করবেন।"[৮৩] আল্লামা ইবনে তাঈমীয়া (৭২৮ হি.) খাওয়ারিজদেরকে ইসলামের ইতিহাসে প্রথম বিদআতী স্থির করে বলেন-

وَأَوَّلُ بِدْعَةٍ حَدَثَتْ فِي الْإِسْلَامِ بِدْعَةُ الْخَوَارِجِ وَالشِّيعَةِ

ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম যে বিদআত শুরু হয়েছে তা হচ্ছে খাওয়ারিজ এবং শিয়াদের অভ্যুত্থান।[৮৪] অন্য জায়গায় লিখেছেন -

فَكَانَ مِنْ أَوَّلِ الْبِدَعِ وَالتَّفَرُّقِ الَّذِي وَقَعَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ " بِدْعَةُ الْخَوَارِجِ

মুসলিম উম্মায় সর্বপ্রথম বিদআত এবং দলাদলির অভ্যুদয় হল খারিজীদের বিদআত।[৮৫]

উল্লেখিত আলোচনায় একথা প্রতীয়মান যে- আকাবের ওলামা (উম্মতে মুহাম্মদী (ﷺ)-এর উল্লেখযোগ্য আলেমগণ) এর কাছে রাসূলে পাক (ﷺ) এবং ছাহাবায়ে কেরামের সাথে বেয়াদবী কারীরাই শুধু বিদআতী। এরা ঐ সব লোকেরা, যারা রাসূলে পাক (ﷺ) এবং ছাহাবায়ে কেরামের সাথে বেয়াদবী করেছে, মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে। এ কারনে উম্মতে মুহাম্মদীয়ার

---

৮৩ .(ক) সহীহ্ বুখারী শরীফ, কিতাব এসতেতাবতিল মুরতাদিন, বাবু কতলিল খাওয়ারিজ : হা/৬৫৩১
(খ) আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ৫/৩৬, ৪৪পৃ.
(গ) আল মুসতাদরক, ইমাম হাকেম : ২/১৫৯ হাদিস: ২৬৪৫
(ঘ) আস্ সুন্নাহ, ইমাম ইবনে আবি আসেম : ২/৪৫৬ হাদিস:৯৩৭
(ঙ) আস সুনানুল কোবরা, ইমাম বায়হাকী : ৮/১৮৭
(চ) আল ফিরদাউস বেমাসুরিল খিতাব, ইমাম দায়লামী : ২/৩২২ পৃ. হাদিস:৩৪৬০
(ছ) মাযমাউয যাওয়ায়েদ, ইমাম হায়সামী : ৬/২৩০ পৃ.
৮৪. মাজমাউল ফাতওয়া, ইবনে তাইমীয়া : ৩/২৭৯ পৃ.
৮৫. মাজমাউল ফাতওয়া, ইমাম ইবনে তাইমীয়া, ১২/৪৭০ পৃ.

উল্লেখযোগ্য ওলামা তাদের, বিদআতী ও খাওরেজ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে যে, খারিজীদের এসব চিহ্নিত প্রতিনিধিরা নিজেদের বিদআত এবং বেয়াদবীর অন্তরাল করতে ঢালাওভাবে কুফর ও শিরকের ফতওয়া প্রদান করে চলছে সাধারণ মুসলিম উম্মতের উপর। যাতে সাদা মনের মুসলিমদের পথভ্রষ্ট করতে পারে, কিন্তু যেহেতু রাসূলে পাক (ﷺ) এদের পরিচিত ও বৈশিষ্ট্যাবলী[৮৬] স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন, তাই তাদের স্বরূপ উম্মোচন খুবই সহজতর।

খাওয়ারিজিদের বিভিন্ন নাম

আল্লামা ইবনে তাঈমীয়া খারিজীদের স্বরূপ ও বিভিন্ন নাম প্রকাশ করে লিখেছেন-

وَهَؤُلَاءِ الْخَوَارِجُ لَهُمْ أَسْمَاءٌ يُقَالُ لَهُمْ: "الحرورية" لِأَنَّهُمْ خَرَجُوا بِمَكَانٍ يُقَالُ لَهُ حَرُورَاءُ وَيُقَالُ لَهُمْ أَهْلُ النهروان: لِأَنَّ عَلِيًّا قَاتَلَهُمْ هُنَاكَ وَمِنْ أَصْنَافِهِمْ " الإباضية " أَتْبَاعُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبَاضٍ و "الأزارقة" أَتْبَاعُ نَافِعِ بْنِ الْأَزْرَقِ و "النَّجَدَاتُ" أَصْحَابُ نَجْدَةَ الحروري.

-এসব খাওয়ারিজদের বিভিন্ন নাম রয়েছে - এদের আল হারুরিয়া বলা হয়। যেহেতু তারা হারুরা নামক এলাকা থেকে প্রকাশ পেয়েছে।

তাদের (খাওয়ারিজদের) কে "আহলে নাহরাওয়ান" বলা হয়। যেহেতু হযরত আলী (رضي الله عنه) এদের সাথে ঐ নামে চিহ্নিত স্থানে যুদ্ধ করেছিলেন। এদের এক সম্প্রদায় "আবাজি" তাদেরকে আবদুল্লাহ বিন আবাজ এর অনুসারী মানা হয়, এরা বর্তমান ওমানের শাসক গোষ্ঠি তাদেরকে "আজরাকাহ" নামেও আখ্যায়িত করা হয়। এ কারণে যে, এরা নাফেয় বিন আজরকের অনুসারী। তাদেরকে "নাজদাত"ও বলা হয়। যেহেতু এরা নাজদাতুল হারুরীর অনুসারী।[৮৭]

---

৮৬. (ক) সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া, বাবু কাওলীল্লাহে তায়ালা ওয়া ইলা আদ ৩/১২১৯, হাদিস: ৩১৬৬
(খ) সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল মনাকেব, বাবু আলামাতিন নবুয়্যত ফিল ইসলাম : ৩/১৩২১ হাদিস: ৩৪১৪
(গ) মুসলিম শরীফ, কিতাবুয যাকাত, বাবু জিকরিল খাওয়ারিজ ওয়া সিফাতিহিম: ২/৭৪৪ পৃ. হাদিস: ১০৬৪
(ঘ) আস সুনানিল কোবরা, ইমাম নাসায়ী, ৫/১৫৯ পৃ. হাদিস: ৮৫৬০, হা/৮৫৬১, ৬/৩৫৫ পৃ. হাদিস: ১১২২০
৮৭. মাজমাউল ফাতওয়া, ইবনে তাইমীয়া : ৭/৪৮১ পৃ.

খাওয়ারিজের কুফুরী আক্বিদা

আল্লামা ইবনে তাইমীয়াহ খারিজীদের আক্বায়েদ, ইসলাম এবং মুসলিম মিল্লাতের বিরুদ্ধে তাদের অত্যাচার মূলক ও দলীয় দৃষ্টিভাজন সূচক কার্যাবলীর বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখছেন-

وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ كَفَّرَ أَهْلَ الْقِبْلَةِ بِالذُّنُوبِ بَلْ بِمَا يَرَوْنَهُ هُمْ مِنَ الذُّنُوبِ وَاسْتَحَلُّوا دِمَاءَ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَلِكَ فَكَانُوا كَمَا نَعَتَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ "[৮৮] وَكَفَّرُوا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَعُثْمَانَ بْنَ عفان وَمَنْ وَالَاهُمَا وَقَتَلُوا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ مُسْتَحِلِّينَ لِقَتْلِهِ قَتَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُلْجِمٍ الْمُرَادِي مِنْهُمْ وَكَانَ هُوَ وَغَيْرُهُ مِنَ الْخَوَارِجِ مُجْتَهِدِينَ فِي الْعِبَادَةِ لَكِنْ كَانُوا جُهَّالًا فَارَقُوا السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ؛ فَقَالَ هَؤُلَاءِ: مَا النَّاسُ إِلَّا مُؤْمِنٌ أَوْ كَافِرٌ؛ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ فَعَلَ جَمِيعَ الْوَاجِبَاتِ وَتَرَكَ جَمِيعَ الْمُحَرَّمَاتِ؛ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَهُوَ كَافِرٌ؛ مُخَلَّدٌ فِي النَّارِ. ثُمَّ جَعَلُوا كُلَّ مَنْ خَالَفَ قَوْلَهُمْ كَذَلِكَ فَقَالُوا: إِنَّ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا وَنَحْوَهُمَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَظَلَمُوا فَصَارُوا كُفَّارًا.

-এ (খারিজীরা) ঐ সব ব্যক্তি যারা সর্বপ্রথম শুধুমাত্র গুনাহের কারণে আহলে কিবলা বা মুসলিম মিল্লাতকে কাফের বলেছে; বরং তাদের এসব কিছু (কাফের বলা)'র কারণে যে গুলোকে (নিজেদের ভ্রান্ত ধারণা) গুনাহ মনে করত, একই কারণে তারা আহলে কিবলা বা মুসলিম মিল্লাতের হত্যাকে বৈধ মনে করেছে। তারাই (খারিজীরা) ঐ সব ব্যক্তি যাদের ব্যাপারে হুজুরে পাক (ﷺ) পরিচিতি প্রদান করেছেন "যে তারা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করবে মূর্তি পূজারীদের সাথে সন্ধি করবে"। এরা হযরত আলি বিন আবি তালিব (رضي الله عنه), হযরত ওসমান বিন আফ্ফান (رضي الله عنه) ও উনাদের অনুসারীদের কাফের বলেছে

---

৮৮. (ক) বুখারী শরীফ, কিতাবুল আম্বিয়া, বাবু কাউলিল্লাহি তায়ালা ওয়াইলা আদ ১২১৯/৩ নং ৩১৬৬
(খ) মুসলিম শরীফ, কিতাবু জাকাত, বাবু এ'তায়ীল মোলাফাতু, ২/৭৪১ হাদিস:১০৬৪
(গ) আস সুনান, ইমাম আবু দাউদ : ৪/২৪৩ হাদিস:৪৭৬৪
(ঘ) আস সুনান, ইমাম নাসায়ী : ৫/৮৭, হাদিস:২৫৭৮
(ঙ) আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ, ৩/৬৮, হাদিস:১১৬৬৬
(চ) আস সুনানুল কোবরা, ইমাম বায়হাকী : ৬/৩৩৯ হাদিস: ১২৭২৪
(ছ) আল মুসান্নাফ, ইমাম আবদুর রাদ্যাক : ১০/১৫৭

এবং হযরত আলী (ﷺ) এর রক্ত বৈধ বলে উনার সাথে বিবাধে লিপ্ত হয়েছে। অতএব হযরত আলী (ﷺ) কে আবদুর রহমান বিন মুলজিম আলমুরাদী খারিজী শহীদ করেছেন। এ আবদুর রহমান এবং অন্যান্য খারিজীরা 'মুজতাহেদ ফিল ইবাদাৎ ছিল। তবে মূলতঃ তারা অজ্ঞ ছিল, যারা সুন্নাত এবং জামায়াতকে নিশ্চিহ্ন করেছে। তারা বলেছে মানুষ মোমেন বা কাফের। মোমেন ঐ সব ব্যক্তিরা যারা যাবতীয় ওয়াজিবাতের উপর আমল করবে এবং যাবতীয় হারামকে পরিহার করবে। যারা এভাবে চলবে না তারা কাফের এবং স্থায়ী জাহান্নামী। পরবর্তী পর্যায়ে তারা প্রত্যেক ঐ সব ব্যক্তিকে কাফের বলা শুরু করেছে যারা তাদের বিরোধীতা করেছে। তারা আরো বলেছে যে হযরত আলী (ﷺ), হযরত ওসমান (ﷺ) সহ অন্যরা মহান আল্লাহপাকের অবতীর্ণকৃত নিদের্শাবলীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে এবং অত্যাচার করেছে। সুতরাং তারা কাফের।[৮৯]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া খারিজীদের দু'টো উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব বর্ণনা করে লিখেছেন-

وَلَهُمْ خَاصَّتَانِ مَشْهُورَتَانِ فَارَقُوا بِهِمَا جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَأَئِمَّتَهُمْ: أَحَدُهُمَا: خُرُوجُهُمْ عَنْ السُّنَّةِ وَجَعْلُهُمْ مَا لَيْسَ بِسَيِّئَةٍ سَيِّئَةً أَوْ مَا لَيْسَ بِحَسَنَةٍ حَسَنَةً وَهَذَا هُوَ الَّذِي أَظْهَرُوهُ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ {قَالَ لَهُ ذُو الخويصرة التَّمِيمِيُّ: اعْدِلْ فَإِنَّك لَمْ تَعْدِلْ حَتَّى قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلَك وَمَنْ يَعْدِلُ إذَا لَمْ أَعْدِلْ؟ لَقَدْ خِبْت وَخَسِرْت إنْ لَمْ أَعْدِلْ} . فَقَوْلُهُ: فَإِنَّك لَمْ تَعْدِلْ جَعَلَ مِنْهُ لِفِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَفَهًا وَتَرْكَ عَدْلٍ وَقَوْلُهُ: " اعْدِلْ " أَمْرٌ لَهُ بِمَا اعْتَقَدَهُ هُوَ حَسَنَةً مِنْ الْقِسْمَةِ الَّتِي لَا تَصْلُحُ وَهَذَا الْوَصْفُ تَشْتَرِكُ فِيهِ الْبِدَعُ الْمُخَالِفَةُ لِلسُّنَّةِ فَقَائِلُهَا لَا بُدَّ أَنْ يُثْبِتَ مَا نَفَتْهُ السُّنَّةُ وَيَنْفِيَ مَا أَثْبَتَتْهُ السُّنَّةُ وَيُحَسِّنَ مَا قَبَّحَتْهُ السُّنَّةُ أَوْ يُقَبِّحَ مَا حَسَّنَتْ السُّنَّةُ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ بِدْعَةً وَهَذَا الْقَدْرُ قَدْ يَقَعُ مِنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ خَطَأً فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ؛ لَكِنْ أَهْلُ الْبِدَعِ يُخَالِفُونَ السُّنَّةَ الظَّاهِرَةَ الْمَعْلُومَةَ. وَالْخَوَارِجُ جَوَّزُوا عَلَى الرَّسُولِ نَفْسِهِ أَنْ يَجُورَ وَيَضِلَّ فِي سُنَّتِهِ وَلَمْ يُوجِبُوا طَاعَتَهُ

৮৯. মাজমাউল ফাতওয়া, ইবনে তাইমীয়া : ৭/৪৮১ পৃ.

وَمُتَابَعَتَهُ وَإِنَّمَا صَدَّقُوهُ فِيمَا بَلَغَهُ مِنَ الْقُرْآنِ دُونَ مَا شَرَعَهُ مِنَ السُّنَّةِ الَّتِي تُخَالِفُ – بِزَعْمِهِمْ – ظَاهِرَ الْقُرْآنِ. وَغَالِبُ أَهْلِ الْبِدَعِ غَيْرِ الْخَوَارِجِ يُتَابِعُونَهُمْ فِي الْحَقِيقَةِ عَلَى هَذَا، فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ الرَّسُولَ لَوْ قَالَ بِخِلَافِ مَقَالَتِهِمْ لَمَا اتَّبَعُوهُ كَمَا يُحْكَى عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ وَإِنَّمَا يَدْفَعُونَ عَنْ نُفُوسِهِمُ الْحُجَّةَ: إِمَّا بِرَدِّ النَّقْلِ، وَإِمَّا بِتَأْوِيلِ الْمَنْقُولِ. فَيَطْعَنُونَ تَارَةً فِي الْإِسْنَادِ وَتَارَةً فِي الْمَتْنِ. وَإِلَّا فَهُمْ لَيْسُوا مُتَّبِعِينَ وَلَا مُؤْتَمِّينَ بِحَقِيقَةِ السُّنَّةِ الَّتِي جَاءَ بِهَا الرَّسُولُ بَلْ وَلَا بِحَقِيقَةِ الْقُرْآنِ.

الْفَرْقُ الثَّانِي فِي الْخَوَارِجِ وَأَهْلِ الْبِدَعِ: أَنَّهُمْ يُكَفِّرُونَ بِالذُّنُوبِ وَالسَّيِّئَاتِ. وَيَتَرَتَّبُ عَلَى تَكْفِيرِهِمْ بِالذُّنُوبِ اسْتِحْلَالُ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْوَالِهِمْ وَأَنَّ دَارَ الْإِسْلَامِ دَارُ حَرْبٍ وَدَارُهُمْ هِيَ دَارُ الْإِيمَانِ. وَكَذَلِكَ يَقُولُ جُمْهُورُ الرَّافِضَةِ، وَجُمْهُورُ الْمُعْتَزِلَةِ، وَالْجَهْمِيَّةِ، وَطَائِفَةٌ مِنْ غُلَاةِ الْمُنْتَسِبَةِ إِلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَمُتَكَلِّمِيهِمْ.

-খারিজীদের দু'টা প্রসিদ্ধ বিশেষত্ব রয়েছে-যার মাধ্যমে এরা মুসলিম সম্প্রদায় ও তাদের ইমামদের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করেছে।

তাদের প্রথম বিশেষত্ব হল-তারা সুন্নাত পরিহার করেছে এবং ঐসব কার্যাবলীকে ভ্রান্ত বলেছে যা মূলতঃ ভ্রান্ত নয়। ঐ সব কার্যাবলী ভাল বলেছে যা মূলতঃ ভাল নয়। এটা ঐ বিশেষত্ব যা নবীয়ে পাক (ﷺ)-এর সামনে তাদের প্রতিনিধি জুল খোয়াইচরাহ তামীমী প্রকাশ করেছিল। যখন রাসূলে পাক (ﷺ) কে বলেছিল اعْدِلْ فَإِنَّكَ لَمْ تَعْدِلْ (ন্যায় বিচার করুন কেননা আপনি ন্যায়-বিচার করছেন না) তার এ কথার উপর সরকারে দো আলম (ﷺ) বলেছিলেন- وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟ لَقَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ তোমার ধ্বংস হউক, যদি আমি ইনসাফ না করি কে ইনসাফ করবে, আমি যদি ইনসাফ না করি তাহলে আমি নিস্ফল ও অকৃতকার্য থেকে যাব।[৯০]

---

৯০. বুখারী শরীফ, কিতাবুল মনাকেব, বাবু আলামাতিন নবুয়্যাতে ফিল ইসলাম : ৩/১৩২১ হাদিস:৩৪১৪
(খ) বুখারী শরীফ, কিতাবুল আদব, বাবু মা যায়া ফি কাওলির রাজুলে ওয়াইলাকা ২২৮১ পৃ., হাদিস:৫৮১১
(গ) মুসলীম শরীফ, কিতাবুজ যাকাত, বাবু জিকরিল খাওয়ারিজ ওয়া সেফাতিহিম : ৭৪৪/২পৃ. হা/১০৬৪
(ঘ) আস সুনানুল কোবরা, নাসায়ী : ৫/১৫৯ নং ৮৫৬০, ৮৫৬১, ৬/৩৫৫ হাদিস: ১১২২০
(ঙ) আল মুসনাদ, আহমদ বিন হাম্বল : ৩/৬৫ হাদিস:১১৬৩৯

জুলখোয়াইচরাহ তামীমী স্বীয় বাক্য "فَإِنَّكَ لَمْ تَعْدِلْ" এর মাধ্যমে রাসূল পাক (ﷺ)-এর কার্যাবলীকে অন্যায় ও বিবেকহীনতার সাথে প্রয়োগ করেছে। এভাবে তার اعْدِلْ। নির্দেশসূচক বাক্যের এতেকাদ ও বিশ্বাস ছিল তার কথা ভাল সৎ, রাসূলে পাক (ﷺ)-এর বক্তব্যের তুলনায়। অর্থাৎ রাসূলে পাক (ﷺ) যে বন্টন করেছেন তা (তার ধারণা মতে) ইনসাফমত ছিল না (মায়াজাল্লাহ)। এটাই খারিজীদের ঐ গুন, যার ভিত্তি বিদআত ও সুন্নাত বিরোধী ছিল, এ আক্বিদায় বিশ্বাসীরা এ কথাটা প্রমাণ করে বাস্তবায়িত করে যা সুন্নাত নিষেধ করে এবং এ কথাটা নিষেধ করে সুন্নাত যা করতে বলে। এভাবে এ বদ আক্বিদা এ কথাকে তাহসীন (ভাল) শরীয়ত সম্মত বলে, যা সুন্নাহ কবিহ বা খারাপ তথা নিষেধ করে যদিও তা বিদআত হউক। এধরনের চিন্তাধারার লালনের কারণে কিছু বিজ্ঞ লোকের থেকে কিছু মাসায়িলে ভুল পরিলক্ষিত হয়েছে। ব্যাপক অর্থে বিদআতীরা পরিচিত ও প্রসিদ্ধ সুন্নাতের বিরোধীতা করাটাই এদের পরিচয়। খারিজীরা সগঠিত বৈধতার ভিত্তি এমন স্তরে সন্নিবেশিত করেছে যে, তাদের এ পরিমাপের সুন্নাত থেকে স্বয়ং রাসূল (ﷺ) ও যদি এড়িয়ে বা বেরিয়ে যায় তাহলে রাসূলের নির্দেশমানা বা অনুকরণ করা ওয়াজিব নয়। এসব (খারিজীরা) শুধুমাত্র ঐসব কার্যাবলীর সত্যায়িত করে, যা কুরআনে পাকের অবয়বে তাদের সামনে এসেছে এবং ঐসব সুন্নাতের ব্যবহার প্রচলনের বিরোধীতা করে যা তাদের ধারণানুযায়ী জাহের কুরআন বা প্রকাশ্য অর্থে বিপরীত মনে হয়। খারিজীরা ছাড়া অন্যান্য বিদআতীরা অধিকাংশ মূলতঃ এসব কার্যাবলীতে তাদেরই অনুসরণ করে। তাদের চিন্তা চেতনায় যদি রাসুলে পাক (ﷺ) ও নিজের কথার বিপরীতে কথা বলে তার অনুসরণ করতে হবে না। যেমন-আমর বিন ওবাইদ থেকে বর্ণিত হাদিসে সাদেক মাসদুক বা রাসুলে পাক (ﷺ)-এরশাদ করেন-এরা তাদের বর্ণিত নকলী রাওয়ায়েতকে পরিহার করতে বা বর্ণিত হাদিসের ভুল ব্যাখ্যার কারণে দলিল প্রমাণের দূরত্বে থাকে। এরা হাদিস বর্ণনাকারীদের অপবাদ রটায় কখনো সনদে

(চ) আস সুনানুল কোবরা বায়হাকী : ৮/১৭১
(ছ) আল মোসান্নিফ আবদুর রাজ্জাক : ১০/১৪৬
(জ) আস সহীহ, ইবনি হাব্বান : ১১/১৪৮

কখনো মতনে। (হাদিসের বর্ণিত ভাষা), অথচ তারা মূল রাসূলে পাক (ﷺ)-এর হাদিসের ও কুরআনে পাকের অনুসারী বা রক্ষাকারী নয়।

খারিজী ও বিদআতীদের দ্বিতীয় পক্ষ হচ্ছে গুনাহ এবং পাপের কারণে কুফুরী ফাতওয়া দেয়া এবং এধরনের গুনাহগার পাপী মুসলিমদের রক্ত-সম্পদ হালাল মনে করা। তারা বলে যে-এসব মুসলিমের দেশ অমুসলিম দেশে পরিনত হয়েছে, তাদের এলাকাই ঈমানদারদের এলাকা। এভাবে জমহুর রাফিজী, মুতাজালা, জাহমীয়া এবং শরীয়তের বাড়াবাড়িকারীদেরও এ ধরনের আক্বিদা যারা নিজেদেরকে, হাদিস, ফিকহ এবং আকায়েদের মূল বিশ্বাসী হিসেবে চিহ্নিত করে।

খারিজীরা ইরাকের জমীনে "হারুরা" নামক এলাকায় নিজের আবাস কেন্দ্র বানিয়েছে। নিজেদের নেতা বানিয়ে একটা সম্প্রদায় তৈরী করেছে এবং হযরত আলী (رضي الله عنه) ও তার অনুসারীদের কাফের ও মুশরিক বলেছে। তাদের পরিচয় ছিল যে, তারা তাদের ব্যতীত অন্য মুসলিমকে বিদআতী এবং মুশরিক বলত।[৯১] এরা হযরত আলী (رضي الله عنه)'র বিরুদ্ধে প্রচারনা চালাতে গিয়ে- لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ (আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন হুকুম নয়) এর শ্লোগান প্রচার করেছে। যার উপর আলোকবার্তা করতে গিয়ে হযরত আলী (رضي الله عنه) বলেছেন[৯২] - كَلِمَةُ حَقٍّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ শব্দগত সঠিক কিন্তু তার থেকে ব্যাখ্যা নেয়া হচ্ছে ভুল।

খাওয়ারিজের পরিচয় ও চিহ্নাবলী

খারিজীদের নিকট لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নির্দেশ নয় এর শ্লোগান মূলত তৌহিদের (একত্ববাদের) শ্লোগান। তাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা তৌহিদের উপরই প্রয়োগ করত এবং মুসলিম উম্মাহকে মুশরিক ও বিদআতী

---

৯১. মাজমাউল ফাতওয়া, ইবনে তাইমীয়াহ : ১৯/৭২-৭৩ পৃ.

৯২.(ক) সহীহ মুসলিম, কিতাবুজ যাকাত, বাবু তাহরীসে আলা কতলিল খাওয়ারিজ : ২/৪৫৩ হাদিস:১০৬৬

(খ) আস সহীহ, ইমাম ইবনে হিব্বান : ১৫/৩৮৭ হাদিস: ৬৯৩৯

(গ) আল মুসনাদুল মোস্তাখরাজ আলা সহীহীল ইমাম মুসলিম : ৩/১৩৪ পৃ. হাদিস:২৩৭৮

(ঘ) আস সুনানুল কোবরা, ইমাম নাসায়ী: ৫/১৬০ পৃ. হাদিস: ৮৫৬২

(ঙ) আস-সুনানুল কোবরা, ইমাম বায়হাকী: ৮/১৭১ পৃ.

(চ) আস-সুন্নাহ, ইমাম ইবনে আবি আসেম: ২/৪৫৩ হাদিস: ৯২৮

বলত। রাসূলে পাক (ﷺ) এ ধরনের দুর্নীতিগ্রস্থ খারিজীদের ছয়টা চিহ্ন নির্ধারণ করেছেন। ইমাম তিরমিজি (রহ.) (২৭৯ হি.) তিরমিজি শরীফের, কিতাবুল ফিতানে হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত-

يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَقُولُونَ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

-"শেষ যামানায় এমন এক সম্প্রদায় প্রকাশিত হবে যারা স্বল্পায়ু, স্বল্প জ্ঞানী হবে। কুরআনে পাক তেলাওয়াত করবে কিন্তু তা গলাধঃ করণ হবে না। রাসূলে পাক (ﷺ)-এর হাদিস উপস্থাপন করবে। এরা দ্বীন থেকে এমন ভাবে বের হয়ে যাবে, যেভাবে কামান থেকে গুলি বেরিয়ে পড়ে। উল্লেখিত সংক্ষিপ্ত হাদিসের আলোকে তাদের পরিচিতি ও প্রসিদ্ধ চিহ্নাবলী হচ্ছে-

১. তারা শেষ যামানায় বের হবে।

২. কম বয়সী হবে –(যুবক)।

৩. কম জ্ঞানী হবে (Brain washed)

৪. প্রতিটি কথায় কুরআনের উদ্ধৃতি।

৫. ভাল ইসলামী শ্লোগান।

৬. দ্বীন (ইসলাম) থেকে বের হওয়া।"[৯৩]

উল্লেখিত আলোচনায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে- যে সম্প্রদায় বা ফেরকা নবীয়ে পাক (ﷺ)-এর সাহাবায়ে কেরামের প্রতি অশ্রদ্ধায় কথা বলবে মুসলিম মিল্লাতকে ভ্রান্ত, বিদআতী বা মুশরিক বলবে মূলতঃ তারাই বিদআতী, তারাই খারিজী।

---

৯৩. (ক) সুনানু তিরমিজী, কিতাবুল ফিতান, বাবু মা জায়া সিফতিল মারেকা, ৪/১৮১পৃ. হাদিস: ২১৮৮
(খ) সহীহ বুখারী, কিতাবু এসতেতাবতিল মুরতাদিন, বাবু কতলিল খাওয়ারিজ: হাদিস:৬৫৩১
(গ) আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল: ৫/৩৬ পৃ. এবং ৪৪
(ঘ) আলমুস্তাদরক, ইমাম হাকেম : ২/১৫৯ হাদিস:২৬৪৫
(ঙ) আস সুন্নাহ, ইমাম ইবনে আবি আসেম: ২/৪৫৬ হাদিস: ৯৩৭
(চ) আস সুনানুল কোবরা, ইমাম বায়হাকী: ৮/১৮৭ পৃ.
(ছ) আল ফিরদাউস বিমাসুরিল খিতাব, ইমাম দায়লামী : ২/৩২২ হাদিস: ৩৪৬০
(জ) মাযমাউয-যাওয়ায়েদ, ইমাম হাইসামী: ৬/২৩০ পৃ.

*ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম বিদআত-রাসূলে পাক (ﷺ)-এর সাথে বেয়াদবী ঃ

বেদআতের সর্বপ্রথম বিকাশ ঘটছে নবী পাক (ﷺ)-এর সাথে বেয়াদবীর অবয়বে। যেমন- প্রথমে আলোচিত হয়েছে যে সর্ব প্রথম রাসূলে পাক (ﷺ) সাথে বেয়াদবী করেন যুলখোয়াহইচারাহ আত তামীমী, যে হুজুরে পাক (ﷺ) কে اعْدِلْ বা اتَّقِ اللهَ বলে অন্তরের পাপ কালিমা প্রকাশ করেছে। নাহরাওয়ার যুদ্ধে মুসলমানদের বিপক্ষে যুদ্ধ করতে এসে মুসলমানের হাতে কতল হয়েছে।

রাসূলে পাক (ﷺ)-এর সর্বপ্রথম এ বেয়াদবীর আলোচনায় ইমাম ইবনে তাইমীয়াহ লিখেন-

قَالَ لَهُ ذُو الخويصرة التَّمِيمِيُّ: اعْدِلْ فَإِنَّك لَمْ تَعْدِلْ حَتَّى قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلَك وَمَنْ يَعْدِلُ إذَا لَمْ أَعْدِلْ؟ لَقَدْ خِبْت وَخَسِرْت إنْ لَمْ أَعْدِلْ}. فَقَوْلُهُ: فَإِنَّك لَمْ تَعْدِلْ جَعَلَ مِنْهُ لِفِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَفَهًا وَتَرْكَ عَدْلٍ وَقَوْلُهُ: " اعْدِلْ " أَمْرٌ لَهُ بِمَا اعْتَقَدَهُ هُوَ حَسَنَةً مِنْ الْقِسْمَةِ الَّتِي لَا تَصْلُحُ

যুল খোয়াইচরাহ তামীমী রাসূলে পাক (ﷺ) কে বলেছেন: ইনসাফ করুন কেননা আপনি ইনসাফ করছেন না। এরপর নবীয়ে পাক (ﷺ) তাকে বলেছেন- তোমার ক্ষতি হউক আমি ইনসাফ না করলে কে ইনসাফ করবে? আমি ইনসাফ না করলে অকৃতকার্য ও নিষ্ফল থেকে যাব।[৯৪] যুল খোয়াইচরাহ فَإِنَّك لَمْ تَعْدِلْ কেননা, আপনি ইনসাফ করছেন না দ্বারা রাসূলে পাক (ﷺ)-এর কর্মকে অবিবেচনা মূলক ও না ইনসাফী বা অবিচার বলেছে। এভাবে তার বক্তব্য اعْدِلْ "ইনসাফ করুন" বলার মাধ্যমে তার বিশ্বাস ছিল তার বক্তব্য হাসন বা সুন্দর রাসূলে পাক (ﷺ)-এর ঐ বন্টনের তুলনায়, যা তার নিকট ন্যায় সম্মত নয়।"[৯৫] (নাউযুবিল্লাহ)।

---

৯৪. (ক) সহীহ বুখারী, কিতাবুল মনাকেব, বাবু আলামাতিন নবুয়্যাতে ফিল ইসলাম: ৩/১৩২১ হাদিস: ৩৪১৪
(খ) সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, বাবু জিকরিল খাওয়ারিজ ওয়া সিফাতিহিম: ২/৭৪৪ হাদিস:১০৬৪
(গ) আস সুনানুল কোবরা, ইমাম নাসায়ী, ৫/১৫৯ হা/৮৫৬০, হা/৮৫৬১, ৬/৩৫৫ পৃ. হা/১১২২০
(ঘ) আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল: ৩/৬৫ পৃ. হাদিস: ১১৬৩৯
(ঙ) আস সুনানুল কোবরা, ইমাম বায়হাকী : ৮/১৭১ পৃ.
(চ) আল মুসান্নাফ, ইমাম আবদুর রায্যাক: ১/১৪৬ পৃ.
৯৫. মাজমাউল ফাতওয়া, ইবনে তাইমীয়াহ : ১৯/৭২পৃ.

অধ্যায় : ৩

مُحْدِثَاتُ الْأُمُوْرِ এর প্রয়োগ কোন ধরণের কার্যাবলীর ওপর করা হয়েছে :

১. মিথ্যা ভণ্ড নাবুয়ত দাবীর ফেৎনা।
   ক. আসওয়াদ আনাসীর নাবুয়তের দাবীকরণ।
   খ. তালিহা আসাদির নাবুয়তের দাবীকরণ।
   গ. মোসায়লামা কাজ্জাবের নাবুয়তের দাবীকরণ।
   ঘ. সাজাহ বিনতে হারেছার নাবুয়তের দাবীকরণ।
২. ফিৎনায়ে এরতিদাদ বা ইসলাম ধর্ম ত্যাগের ফিৎনা।
৩. যাকাত আদায়ে অস্বীকারকারীদের ফেৎনা।
৪. খারিজীদের ফিৎনা।

কোন ধরণের কার্যাবলীকে مُحْدِثَاتُ الْأُمُوْرِ বলা যাবে?

আলোচিত অধ্যায় সমূহে আমরা ব্যাপক বিস্তৃতভাবে এ বিষয়ে আলোচনার প্রয়াস চালিয়েছি যে, اِحْدَاثٌ فِى الدِّيْنِ বা দীনে ইসলামে নতুন কিছু সংযোজন বলতে ছোট খাট শাখ-প্রশাখার মত বিরোধ বুঝায় না বরং তার প্রয়োগ ইসলামের মূল ভিত্তির মধ্যে এমন সংযোজন, সংবর্ধন যা কোন মুসলিমকে দীন ত্যাগে বা দীন পরিহারে বাধ্য করে। ইসলামের মূল ভিত্তিতে এমন নতুন কিছু পরিবর্তন পরিবর্ধন হওয়া, যার নতুনত্বের কারনে উম্মতে মুহাম্মদীয়ার একতা ক্ষত বিক্ষত ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে এবং লোকেরা পরস্পরের ব্যাপক মতানৈক্যের স্বীকার হয়ে শতদাবিছিন্ন হয়ে পড়ে। রাসূলে পাক (ﷺ)-এর বেছালের পর পর খুলাফায়ে রাশেদীনের সময় যে সব বড় বড় বিদআত ও নতুন সৃষ্টি বিকশিত হয়েছিল নিম্নে তা আলোচিত হল ঃ

১. মিথ্যা ও ভন্ড নবুওয়াত দাবীর ফিৎনা

রাসূলে পাক (ﷺ)-এর বেছালের পর পরই নাবুয়তের মিথ্যা দাবীকারীদের ফিৎনা মাথাচড়া দিয়ে উঠেছিল, তাদের এভাবে নাবুয়তের দাবীকরাটা হচ্ছে- اِحْدَاثٌ فِى الدِّيْنِ বা দীনে নতুন সংযোজন। এ মিথ্যা নাবুয়তের দাবীকারীদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে লিখা হল ঃ

(ক) আসওয়াদে আনাসীর নাবুয়তের দাবীকরণ

আসওয়াদে আনাসী; আনাস গোত্রের সরদার ছিলেন। সে নবীয়ে পাক (ﷺ)-এর জীবদ্দশায় নাবুয়তের দাবী করেছিল। প্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা আহমদ বিন আবি এয়াকুব (২৮৭হি) স্বীয় গ্রন্থ তারিখুল এয়াকুবীতে লিখেছেন -

وَاَمَّا الْاَسْوَدُ بْنُ عَنْزَةَ الْعَنَسِىْ كَانَ تَنَبَّأَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بُوْيِعَ اَبُوْ بَكْرٍ ظَهَرَ اَمْرُهُ وَاتَّبَعَهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَوْمٌ فَقَتَلَهُ قَيْسِ بْنِ مَكْشُوْحِ الْمَرَادِىْ وَفِيْرُوْزُ الدَّيْلَمِىْ دَخَلَ عَلَيْهِ مُنْزِلَه وَهُوْ سَكْرَانُ فَقَتَلَاهُ-

আসওয়াদ বিন আনজাহ্ আল আনাসী রাসূলে পাক (ﷺ) জীবদ্দশায় নাবুয়তের দাবী করেছিল। যখন সে নিজের নাবুয়তের প্রকাশ করল এবং তার গোত্রের লোকেরা তার অনুসরণ করতে লাগল। পরিশেষে দুজন ব্যক্তি

কায়স বিন মাকসুহ এবং ফিরোজ দায়লমী তার ঘরে প্রবেশ করে নেশা যুক্তাবস্তায় তাকে হত্যা করে।"[৯৬]

ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থে ইতিহাস বেত্তারা এবং মোফাচ্ছেরীনরা আসওয়াদ আনাসীর নাবুয়তের দাবীকরণ এবং তার হত্যার যে আলোচনা লিপিবদ্ধ হয়েছে ঐ ধরণের কিছু কিতাবের নাম সুত্রসহ নিম্নে লিখা হল :

১. আল্লামা বালাজুরী : ফতুহুল বোলদান, ১/১২৫ পৃ., ১২৭ পৃ.
২. ইমাম তাবারী : তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক : ২/২১৩ পৃ., ২১৭ পৃ.
৩. সা'য়ালবী : চেমারুল কুলুব : ১৪৮ পৃ.
৪. ইবনে আসীর : আল কামেল ফিত্ তারিখ : ২/৩৩৬ পৃ.
৫. ইবনে কসীর : আল-বেদায়া ওয়ান নিহায়াহ : ৬/৩১১ পৃ.
৬. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী: আল এসাবা ফি তাময়ীজিস্ সাহাবা: ১/৪৬৭ পৃ.
৭. ইবনে কুতায়বাহ : আল মোয়ারেফ : ১০৫ পৃ. ১৭০ পৃ.

(খ) তুলাইহা আসাদীর নাবুয়তের দাবীকরণ

তুলইহা আসাদীর সম্পর্ক ছিল বনু আসাদ গোত্রের সাথে। বণি তায় এবং বণি গাতফান বা গতফান ও তাই গোত্রের উপর এদের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব ছিল। আল্লামা ইবনে জারীর তাবারী (৩১০হি.) তারিখুল উমাম ওয়াল মূলুকে তুলাইহা আসাদীর নাবুয়তের দাবীকরণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন যে-

عَنْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفَصَلَ أُسَامَةُ ارْتَدَتِ الْعَرَبُ عَوَامٌ أَوْ خَوَاصٌ، وَتُوْحِيْ مُسَيْلَمَةُ وَطَلِيْحَةُ، فَاسْتَغْلَظَ أَمْرُهُمَا، وَاجْتَمَعَ عَلَى طَلِيْحَةِ عَوَامُ طَيِئٍ وَأَسَدٍ، وَارْتَدَتْ غَطْفَانُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ أَشْجَعَ وَخَوَاصٌ مِنَ الْأَفْنَاءِ فَبَايِعُوْهُ،

-হযরত ওরওয়াহ (ﷺ) স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলে পাক (ﷺ)-এর ওফাতের ও হযরত ওসামা (ﷺ)'র প্রস্তানের পর আরবের সাধারণ ও অসাধারণ কিছু ব্যক্তিবর্গ ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে গিয়েছে। এদিকে মুসায়লামা ও তুলাইহা নাবুয়তের দাবী করেছে। তায় এবং

---

৯৬. তারিখুল এয়াকুবী, ইমাম ইয়াকুবী, ২/১৩০ পৃ.

আসাদ গোত্রের সর্বসাধারণ তালিহার সাথে মিল্‌ল এবং গতফান গোত্র থেকে শুরু করে আশজায় পর্যন্ত এমনকি কোন কোন এলাকার বিশেষ (সরদার নেতৃবৃন্দ) ব্যক্তিবর্গ ইসলাম ত্যাগ করে তালীহার বায়াত করে নিল।"[৯৭]

এ অবস্থার পর্যবেক্ষণে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (ﷺ), হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে একদল সৈন্য তুলাইহা নিশ্চিহ্ন করার মানসে প্রেরণ করেন। বাজাফা নামক স্থানে উভয় দলের সামনা সামনি যুদ্ধের সূচনা হয়। এ যুদ্ধে ওয়াইনা বিন ফারজারাহ সাতশত সৈন্য নিয়ে তুলাইহা সহযোগিতার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। প্রত্যেকে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে থাকে। তুলাইহা ছাদর মুড়িয়ে তাবুতে বসেছিল। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ওয়াইনা দুবার তালিহার নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল জিব্রাইল আসছে কিনা? উত্তর না সূচক পেয়ে যখন তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করল তখন তালিহা বলল,হ্যাঁ, জিব্রাইল এসেছেন, তখন ওয়াইনা জিজ্ঞাসা করল জিব্রাইল কি বলল, উত্তরে তুলাইহা বলল-

قَالَ لِيْ: إِنَّ لَكَ رَحًا كَرَحَاهُ، وَحَدِيْثًا لَا تَنْسَاهُ،

-"জিব্রাইল আমাকে বলল, তোমার জন্যে এমন কঠোর যুদ্ধ হবে যা তুমি পছন্দ করবে না এবং এমন ঘটনা হবে যা কখনো ভুলবে না।"[৯৮]

একথা শুনে ওয়াইনা বুঝে নিল যে, এ ব্যক্তি মিথ্যুক, এখন রণক্ষেত্রে গিয়ে ঘোষণা করল যে-তুলাইহা মিথ্যুক কাজেই যুদ্ধ পরিহার করে প্রাণ বাঁচাও, কিছু লোক তুলাইহার কাছে এসে কি করবে জিজ্ঞাসা করলে সে বলল- পলায়ন কর। এ যুদ্ধের পর আরবের ছয়গোত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। এর কিছুদিন পর তুলাইহা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হযরত আবু বকর (ﷺ) এর ইন্তিকালের পর হযরত ওমর (ﷺ) এর হাতে বায়াত গ্রহণ করেন।

শেখ আহমদ বিন আবি এয়াকুব (২৮৭ হি.) তারিখে এয়াকুবীতে লিখেন- হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ সর্বপ্রথম তালিহার সৈন্যদের আক্রমন করে তার অনুসারীদের হত্যা করে ওয়াইনা বিন হাসানকে গ্রেফতার করে ৩০ ত্রিশজন বন্দীর সাথে মদীনা পাকে প্রেরণ করেন। ওয়াইনা বিন হাসান মদীনা

---

৯৭. তারিখুল উমামি ওয়াল মুলুক, ইমাম তাবারী, ৩/২৪২পৃ.

৯৮. (ক) তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক, ইমাম তাবারী, ২/২২৯ পৃ.
(খ) তারিখে ইবনে খালদুন, ইমাম ইবনে খালদুন, ২/৪৭৬ পৃ.
(গ) আল কামিল ফিত তারিখ, ইমাম ইবনে আসীর, ২/৩৪৩,৩৪৯ পৃ.
(ঘ) আস সীরাতুন নববীয়্যাহ, ইমাম ইবনে হিশাম, ১/৪৩২ পৃ.

মুনাওয়ারাহ পৌঁছে ইসলাম গ্রহণ করেন, কিন্তু তালিহা সিরিয়ার দিকে পলায়ন করে সেখান থেকে ক্ষমা প্রার্থনার সূরে দু'ছন্দ কবিতা লিখে পাঠিয়েছেন এবং নতুন করে ঈমান এনে ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করেন।[৯৯]

(গ) মুসায়লামাহ্ কাজ্জাবের নাবুয়তের দাবীকরণ

মুসায়লামাহ্ কাজ্জাবের সম্পর্ক আরবের বৃহৎ সম্প্রদায় বনু হানিফার সাথে ছিল। রাসূলে পাক (ﷺ)-এর সময়েই এরা সবাই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। মুসায়লামাহ নবীয়ে পাক (ﷺ) কে বললেন যে- আমি এক শর্তে ইসলাম গ্রহণ করতে পারি। আর তা হল যে, আপনার পর আপনি আমাকে খলিফা করে যাবেন। একথায় তার অন্তরে ইসলাম ধর্মের মুহাব্বত নেই-আছে ধনসম্পদ, নাম ও পদের লালসা নবীয়ে পাক (ﷺ) তাকে বকে দিলেন। বললেন ইসলাম গ্রহণের শর্তে যদি তুমি আমার হাতে এ খেজুর থোকাও চাও আমি তোমাকে এও দেব না। আমি দেখছি তুমি ঐ মিথ্যুক যার ব্যাপারে আমাকে আগেই স্বপ্নে অবহিত করা হয়েছে।[১০০]

মুসায়লামাহ কাজ্জাব রাসূলে পাক (ﷺ)-এর জীবদ্দশায় ১০ম হিজরীতে নাবুয়তের দাবী করেছিল এবং হযরত আবু বকর (رضي الله عنه) এর সময়ে নাবুয়াতের দাবী কারীদের মধ্যে মুসায়লমা অগ্রজ ছিল। তাকে ধ্বংস করার জন্য হযরত আবু বকর সিদ্দিক (رضي الله عنه) একরামা বিন আবু জেহেলকে মুহিম নামক স্থানে পাঠালেন, পরে সোরাহবিলকে পাঠালেন। একরামা মুসায়লমার সাথে যুদ্ধ করে বিজয়ী হতে পারলেন না, তখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (رضي الله عنه) হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদকে ইয়ামামার দিকে প্রেরণ করলেন। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ, হযরত সোরাহবিল সহ মুসায়লমাকে যৌথ আক্রমণ করলেন। তবে হযরত সোরাহবিল তাড়াহুড়ো করে ক্ষতিগ্রস্থ হলেন, হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ ইয়ামামাহ্য় অত্যন্ত ধৈর্য্য ও প্রজ্ঞার সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করলেন। ইতোমধ্যে এক হাবশী গোলাম (ওয়াহশী) মুসায়লমাকে হত্যা করেছে। এভাবে হযরত আবু বকর (رضي الله عنه) এর সময় এ ফিৎনার পরিসমাপ্তি ঘটে।

শেখ আহমদ বিন আবি এয়াকুব (রা.) (২৮৭ হি:) তারিখে এয়াকুবীতে লিখেছেন যে, মুসায়লামা কাজ্জাবের মূল উলোৎপাটনে হযরত সোরাহবিল

---

৯৯. তারিখুল এয়াকুবী, আবু এয়াকুব ২/১৪৫ পৃ.

১০০. সহীহ বুখারী, কিতাবুল আম্বীয়া, বাবু কানান্নবীয়ু (ﷺ) তনামু আইনুহু ওয়ালা এয়ানামু কলবহু ৩/১৩৫২, হাদিস: ৩৪২৪

(খ) সহীহ মুসলিম, কিতাবুর রোইয়া, ৪/১৭৮০ হাদিস:২২৭৩

(ﷺ) বিন হাসানকে প্রেরণ করা হয়েছে, কিন্তু তিনি আক্রমন শুরু করার সময় তার সহযোগিতায় হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদকে পাঠিয়েছেন। ইতোমধ্যে তিনি শত্রুকে পরাভূত করেছেন এরপর নিজে মুসায়লামার সাথে মোকাবেলা করেছেন। মুসায়লামা তার যুদ্ধবাজ সৈনিকদের নিয়ে প্রচন্ডভাবে যুদ্ধ করে এতে বিপুল সংখ্যক মুসলিম শাহাদাৎ বরণ করেন। মুসলিম শহীদগণের মধ্যে বেশকিছু কুরআনে পাকের হাফেজ ছিলেন। এ যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত বিজয় মুসলিমদের পদচুম্বন করেছে। মুসায়লামায়ে কাজ্জাব হযরত ওয়াহশির (ﷺ) হাতে মারা যায়। মুসায়লামার স্ত্রী সাজাহ বিনতে হারেছাহও নাবুয়তের দাবীদার ছিল, সে পলায়ন করে বাসরাহ পৌঁছে কিছুদিন পর মৃত্যুবরণ করে।[১০১]

প্রায় প্রত্যেক ঐতিহাসিকগণ মুসায়লমার নাবুয়ত দাবীর ঘটনা বিস্তৃতি সহকারে নিজ নিজ গ্রন্থে আপন আপন আংগিকে আলোচনা করেছেন যার মধ্যে কয়েকটা নাম নিম্নে উল্লেখ করা হল -

১. তারিখুল উমামে ওয়াল মুলুক - ২/২৪৩-২৫১।
২. ইবনে খালদুন- তারিখে ইবনে খালদুন - ২/৪৮০।
৩. ইমাম জাহাবী - তারিখুল ইসলাম - ৩৮।
৪. এয়াকুবী - তারিখুল ইযাকুবী - ২/১৩০।
৫. ইবনে আসীর - আল কামিল ফিত্ তারিখ - ২/৩৬০।

(ঘ) সাজাহ বিনতে হারেছার নাবুয়তের দাবীকরণ

রাসূলে পাক (ﷺ)-এর বেছালের পর পর শুধু পুরুষ নয় নারীদের মধ্যেও নাবুয়তের দাবীর বাসনা দৃঢ়তা পেল অতঃপর সাজাহ বিনতে হারেসাহ তামীমী হুজুরে পাক (ﷺ)-এর বেছালের পর ১১ হিজরীতে অত্যন্ত প্রচার প্রসারে নাবুয়্যতের দাবী নিয়ে জনসমক্ষে প্রকাশ পেল। তার প্রধান ও বিশেষ প্রচারক ছিল আসয়াছ বিন কায়স। সাজাহ রাসূলে পাক (ﷺ)-এর ওফাতের পর দীন ত্যাগ কারী, সন্দেহ পোষণকারীদের আভ্যন্তরীন গভীর দ্বন্দ্বের কারণে বনি তামীমকে বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্নাবস্থার ফায়দা লুটতে নিজের বাগ্মীতা দিয়ে ওদেরকে আপন করেতে সচেষ্ট হল। তাদেরকে মদীনা পাকের বিরুদ্ধাচরণে উদ্বুদ্ধ করতে চায় এবং নবীয়ে পাকের ইন্তিকালের সামান্য আগে

---

১০১. ইমাম ইয়াকুব, তারিখে ইয়াকুবী, ২/১৪৭ পৃ.

থেকে গোত্রসমূহের সহযোগিতা পেল, সে নিজের যাবতীয় মাধ্যম ও সহায়ককে নিজের শক্তি বৃদ্ধিতে দৃঢ়তা আনতে এক সন্ধির মাধ্যমে মুসায়লামায় সাথে বিয়ে করেন।[১০২] এসব নাবুয়তের মিথ্যাবাদীদের বিকাশ ইসলাম ধর্মে এহদাস ও বিদআহ ছিল, কাজে এ গুলো বা এধরনের অন্যান্য احداث ও بدعات বা দীনে নতুন সংযোজন-

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رد

-দীনে এমন কিছু নতুন সৃজন করা যা দীনে ছিল না তা পরিহার যোগ্য এর অনুকুলে এরা মারদুদ বা দীন ত্যাগী।[১০৩]

২. ফিৎনায়ে এরতিদাদ বা ইসলাম ধর্ম ত্যাগের ফিৎনা

রাসূলে পাক (ﷺ) বেছালের সাথে সাথে احداث বা নতুন সৃজিত আকারে অন্য একটা ফিৎনা প্রকাশ পেয়েছিল যাকে فتنة ارتداد বা ধর্মত্যাগের ফিৎনা বলা হত। আরবের কিছু নব মুসলিম সম্প্রদায় ইসলাম ত্যাগ করেছিল এবং পূর্বাবস্থায় বিরাজ করছিল। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (رضي الله عنه) পূর্ণ দাপট ও বাহাদুরীর সাথে এ ফিৎনা নির্মূল করেছেন। ফিৎনায়ে এরতিদাদের সূত্রে কয়েকটা রিওয়ায়েত আলোচিত হল : ইমাম নাসায়ী (৩০৩ হি.) বর্ণনা করেন যে হযরত আনাস বিন মালেক (رضي الله عنه) ধর্মত্যাগীদের ফিৎনা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন-

لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ارْتَدَّتْ الْعَرَبُ، قَالَ عُمَرُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، كَيْفَ تُقَاتِلُ الْعَرَبَ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ

১০২.(ক) তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক ১/১৯১১ পৃ.
(খ) ফুতুহুল বুলদান, বেলাজরী: ১০০ পৃ.
(গ) আততারিখুল খমিস, ইমাম দিয়ারবকরী ২/১৫৯ পৃ.
১০৩. (ক) সহীহ মুসলিম, কিতাবুল আকদিয়া, বাবু নকদিল আহকমিল বাতিলা ৩/১৩৪৩ হাদিস: ১৭১৮
(খ) সুনানু ইবনে মাযাহ, আল মোকদ্দেমা, বাবু তা'জীমে হাদিসে রাসুলিল্লাহ ১/৭ পৃ., হাদিস:১৪
(গ) আলমুসনাদ, আহমদ বিন হাম্বল-৬/২৭০ হাদিস: ২৬৩৭২
(ঘ) আস সহীহ, ইবনি হাব্বান- ১/২০৭ হাদিস:২৬
(ঙ) আস সুনান, দারে কুতুনী ৪/২২৪ হাদিস:৭৮
(চ) মুসনাদিশ শিহাব, ইমাম কাদায়ী ১/২৩১ পৃ. হাদিস: ৩৫৯
(ছ) আস সুনানুল কোবরা, ইমাম বায়হাকী, ১০/১১৯ পৃ.

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ» وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا مِمَّا كَانُوا يُعْطُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ قَالَ عُمَرُ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «فَلَمَّا رَأَيْتُ رَأْيَ أَبِي بَكْرٍ قَدْ شُرِحَ، عَلِمْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ»

-রাসূলে পাক (ﷺ)-এর বেছালের সাথে সাথে আরবের কিছু লোক মুরতাদ (ধর্মত্যাগকারী) হয়ে গিয়েছে। তখন হযরত ওমর (رضي الله عنه) হযরত আবু বকর (رضي الله عنه) কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আপনি এ আরবের অধিবাসীদের সাথে কিভাবে যুদ্ধ করবেন? হযরত আবু বকর (رضي الله عنه) উত্তরে বললেন যে-নবীয়ে পাক (ﷺ)-এর হাদিস রয়েছে যে, আমাকে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষে সাক্ষ্যদেবে যে-আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, আমি আল্লাহর রাসূল, নামাজ (আদায় করবে) নিয়মিত পড়বে, যাকাত আদায় করবে। হযরত আবু বকর (رضي الله عنه) আরো বলেছেন যে, আল্লাহর শপৎ করে বলছি যদি কেউ ছাগলের ছোট বাচ্চা যাকাত হিসেবে আদায় না করে যা সে রাসুলে পাক (ﷺ)-এর সময় আদায় করত, আমি তার সাথে যুদ্ধ করব/বা তাকে হত্যা করব। এ কথা শুনে হযরত ওমর ফারুক (رضي الله عنه) বললেন- যখন আমি সিদ্দিকে আকবরের একথার উপর চিন্তা করলাম তখন আমার অন্তর প্রশস্ত হয়ে গেল এবং বুঝতে পারলাম এটাই সত্য।[১০৪]

২. ইমাম তাবারী (৩১০ হি:) বললেন- রাসূলে পাক (ﷺ)-এর বেছালের পর আরবের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মত্যাগের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেন-

عَنِ الْمُجَالِدِ ابْنِ سَعِيْدٍ، قَالَ: لَمَّا فَصَلَ أُسَامَةَ كفرَت الأَرْض وتضرمت، وَارْتَدَّتْ مِنْ كُلِّ قَبِيْلَةٍ عَامَّةً أَوْ خَاصَّةً الَّا قُرَيْشًا وَثَقِيْفًا.

-মুজালেদ বিন সাঈদ বর্ণনা করেন যে, যখন ওসামা (رضي الله عنه) সৈন্য নিয়ে বের হলেন, তখন আরব ভূখণ্ডে অনেকেই বিদ্রোহে মেতে উঠেছিল। বিদ্রোহের দাবানাল প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছিল। কুরআইশ এ ছকীফ সম্প্রদায় ছাড়া

১০৪.(ক) সুনানু নাসায়ী, কিতাবুল জিহাদ: ৬/৬ হাদিস: ৩০৯৩
(খ) আস সহীহ, ইবনি খোজায়মাহ: ৪/৭ হাদিস: ২২৪৭
(গ) আল মোসতাদারক আলাস সহীহাইন, হাকেম, ১/৫৪৪ হাদিস: ১৪২৭
(ঘ) আস সুনানুল কোবরা, বায়হাকী: ৮/১৭৭
(ঙ) আল জামে, মা'মর বিন রাশেদ: ১১/৫২

প্রত্যেক সম্প্রদায়ের বিশেষ বা সাধারণ জনগণ বিদ্রোহ ও ধর্মত্যাগ করেছিল।[১০৫]

৩. ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ুতী (রা.) (৯১১ হি:) 'তারিখুল খুলাফায়' হযরত আবু বকর (ﷺ) ধর্মত্যাগীদের ধ্বংস করার যে সব উদ্যোগ নিয়েছিলেন তার আলোচনায় লিখেছেন-

وَفِيْ سَنَةِ اِثْنَتَيْ عَشَرَةَ بَعَثَ الصِّدِّيْقُ الْعُلَاءَ بْن الْحَضْرَمِيْ إِلَى الْبَحْرَيْنِ، وَكَانُوْا قَدْ اَرْتَدُّوْا، فَالتَقُوا بِجَوَاثِيْ، فَنَصَرَ الْمُسْلِمُوْنَ، وَبَعَثَ عِكْرِمَةَ بْنُ أَبِيْ جَهْلٍ، إِلَى عُمَانِ، وَكَانُوْا قَدْ اَرْتَدُّوْا، وَبَعَثَ الْمُهَاجِرِيْنَ أَبِيْ أُمَيَّةَ إِلَى أَهْلِ النَّجِيْرِ، وَكَانُوْا قَدْ اَرْتَدُّوْا وَبَعَثَ زِيَادَ بْنِ لَبِيْدِ الْأَنْصَارِيْ إِلَى طَائِفَةٍ مِنَ الْمُرْتَدَةِ،

-হযরত আবু বকর সিদ্দিক (ﷺ) বাহরাইন বাসীর মুরতাদ (ধর্মত্যাগের) সংবাদে তাদের দমনে ১২ হিজরীতে হযরত আ'লা বিন খাজরমী (ﷺ) কে পাঠান। সম্মুখ যুদ্ধে (মুরতাদ) ইসলাম ত্যাগীদের পরাভূত করেন জাওসা নামক স্থানে। এছাড়া সিদ্দিকে আকবর (ﷺ) হযরত একরামা বিন আবু জাহেলকে ওমানের মুরতাদিনের, মুহাজির বিন আবু উম্মিয়াকে নাযীর এলাকার মুরতাদের প্রতি, এবং রিয়াদ বিন ওয়ালিদকে অন্যান্য মুরতাদদের নির্মূল করার জন্য প্রেরণ করেন।[১০৬]

৩. যাকাত আদায়ে অস্বীকারকারীদের ফিৎনা

রাসূলে পাক (ﷺ)-এর বেছালের পর ধারাবাহিক বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী তৃতীয় ফিৎনা ছিল যাকাত আদায়ে অস্বীকারকারীদের ফিৎনা। যেহেতু তারা নিজেদেরকে মুসলিম দাবী করত এবং শুধু মাত্র যাকাত আদায়ে অস্বীকার করত, তাই তাদের বিরুদ্ধে তলোয়ার হাতে নিতে স্বয়ং ছাহাবায়ে কেরাম দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। ইমাম বুখারী (রা.) (২৫৬ হি:) বর্ণনা করেন যে- এমতাবস্থায় হযরত ওমর (ﷺ) এর মত নির্ভীক সাহাবি খলিফা হযরত আবু বকর (ﷺ) কে এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে বলেন-

---

১০৫.(ক) তারিখুল উমামি ওয়াল মুলুক, তাবারী : ২/২৫৪
(খ) আল জামেয়ু লেআহকামিল কুরআন: ১/১৪৭
(গ) আস সহীহ, ইবনি খোজায়মাহ: ৪/৭ নং ২২৪৭,
১০৬ .তারিখুল খুলাফা, সুয়ুতী: ১/৭৬পৃ.

كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوْا: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصِمَ مِنِّيْ مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ"؟

-আপনি কিভাবে যুদ্ধ করবেন? যখন রাসূলে পাক (ﷺ)-এর নির্দেশ রয়েছে যে-ঐসময় পর্যন্ত যুদ্ধ করবে যতক্ষণ লাইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে। যে কালেমায়ে তৈয়্যবা পড়বে, তার জান-মালের হেফাজতের দায়িত্ব আমার হাতে, কিন্তু তার অধিকার এবং তার হিসাব আল্লাহর উপর।

হযরত ওমর (ﷺ)-এর অবস্থান ছিল যে আপনি এমন এক সম্প্রদায়ের সাথে কিভাবে যুদ্ধ করবেন, যে তৌহিদ ও রেসালতে বিশ্বাসী, শুধুমাত্র যাকাত আদায়ে অস্বীকার করার কারণে। কিন্তু সিদ্দিক আকবর (ﷺ) স্থির, দৃঢ়-চিন্তা ও মনোবলের কারণে এ ধরনের মতভেদ তাঁকে প্রভাবিত করেনি। বরং তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন-

وَاللهِ لَأُقَاتِلَنَّ مِنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ والزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُوْنِيْ عَنَاقًا كَانُوْا يَؤَدُّوْنَهَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا.

আল্লাহর শপথ আমি ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, যে ব্যক্তি নামাজ এবং যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে। কেননা যাকাত বায়তুল মালের হক। আল্লাহর শপথ যদি কেউ রাসূলে পাক (ﷺ) কে আদায় করত এমন একটা ছাগলের বাচ্চাও যদি আদায় করতে অস্বীকার করে আমি তার বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করব।

সিদ্ধান্তকৃত এ সাহসী পদক্ষেপের পরিণাম হল, সহজ সরল ঘোষণা ও স্বাভাবিক কার্যক্রমের পর যাকাত আদায়ে অস্বীকারকারীরা নিজেরা যাকাত নিয়ে খলিফার দরবারে উপস্থিত, সয়ং হযরত ওমর (ﷺ) সিদ্দিকে আকবরের এ সিদ্ধান্ত সঠিক হিসেবে মেনে নেন। অতএব তিনি সিদ্দিকে আকবরের কালজয়ী দ্বিগবিজয়ী দূরদর্শিতাকে স্বাগত জানিয়ে মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন-

فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَّحَ اللهُ صَدْرَ أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.

মহান আল্লাহর শপথ এ ছাড়া অন্য কিছু নয় যে আল্লাহপাক সিদ্দিকে আকবরের অন্তর খুলে দিয়েছেন এবং তিনি সত্যের ওপর রয়েছেন।[১০৭]

আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ুতী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (৯১১ হি.) "তারিখুল খুলাফা" কিতাবে যাকাত অস্বীকারের ফিৎনা সূত্রে হযরত ফারুকে আজমের বক্তব্য উল্লেখ করে লিখেন-

لَمَّا قُبِضَ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اَرْتَدَّ مَنْ اَرْتَدَّ مِنَ الْعَرَبِ وَقَالُوْا: نُصَلِّيْ وَلَا نُزَكِّيْ، فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ: يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللهِ! تَأَلِّفِ النَّاسَ وَارْفِقْ بِهِمْ فَإِنَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَحْشِ، فَقَالَ: رَجَوْتُ نُصْرَتَكَ وَجِئْتَنِيْ بِخَذْلَانِكَ، جَبَّارًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ خَوَّارًا فِي الْإِسْلَامِ، بِمَاذَا عَسَيْتَ أَنْ أَتَأَلَّفَهُمْ؟ بِشِعْرٍ مُفْتَعَلٍ أَوْ بِسِحْرٍ مُفْتَرًى؟ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ! مَضَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَانْقَطَعَ الْوَحْيُ، وَاللهِ لَأُجَاهِدَنَّهُمْ مَا اسْتَمْسَكَ السَّيْفُ فِي يَدِي وَإِنْ مَنَعُوْنِيْ عِقَالًا، قَالَ عُمَرُ: فَوَجَدْتُهُ فِي ذٰلِكَ أَمْضَى مِنِّيْ وَأَحْزَمَ وَأَدَّبَ النَّاسَ عَلَى أُمُوْرٍ.

রাসূলে পাক (ﷺ)-এর বেছালের পর আরবের কিছু লোক মুরতাদ (ধর্ম ত্যাগী) হয়ে গিয়েছিল। তারা বলেছে نصلي ولا نزكي আমরা নামাজ পড়ব কিন্তু যাকাত আদায় করব না।[১০৮] (হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) বলেন- আমি এ ঘটনা হযরত আবু বকর (রাঃ) কে বললাম, হে রাসূলে পাক (ﷺ)-এর খলিফা মানুষের অন্তর জয়ের জন্য তাদের নরম ব্যবহার করুন। কেননা এরা

১০৭.(ক) সহীহ বুখারী, কিতাবুয যাকাত, বাবু ওয়াজুবুয যাকাত: ২/৫০৫ হাদিস: ১৩৩৫
(খ) সহীহ বুখারী, কিতাবুল এ'তিসাম বিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ, বাবুল একতিদায়ি বিসুনানি রাসুলীল্লাহ: ৬/২৬৫৭ হাদিস: ৬৮৫৫
(গ) সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাবুল আমরি বিকিতালিন নাসি হাত্তা এয়াকুলু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ: ১/৫১ হাদিস: ২০
(ঘ) আল জামেউত তিরমিজী, কিতাবুল ঈমান বাবু উমিরতু আন উকাতেলা : ৫/৩ পৃ. হাদিস: ২৬০৭
(ঙ) সুনানু আবি দাউদ, কিতাবুয যাকাত, বাবু ওয়াজুবেহা: ২/৯৩ পৃ. হাদিস: ১৫৫৬
(চ) সুনানু নাসায়ী কিতাবুয যাকাত, বাবু: মানিয়ুজ যাকাত: ৫/১৪ পৃ., হাদিস: ২৪৪৩
(ছ) আস-সুনানুল কোবরা, ইমাম নাসায়ী: ২/২৮০ পৃ., হাদিস: ৩৪৩২,৩৪৩৫,
(জ) আল মাসনুদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল: ১/৪৭ হাদিস:৩৩৫
(ঝ) আস সহীহ, ইমাম ইবনে হিব্বান, : ১/৪৫০ পৃ. হাদিস:২১৭
(ঞ) আল মুসান্নাফ, ইমাম আবদুর রায্যাক: ৪/৪৪ পৃ. হাদিস: ৬৯১৬
১০৮. ইমাম হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়ায়িদ: ৬/২২০পৃ.

চতুষ্পদ জন্তুর মত-হযরত আবু বকর সিদ্দিক (ﷺ) বলেন, হে ওমর! আমার তো আপনার সহায়তার বিশ্বাস রয়েছে আপনি কেন অসহায়ত্ব প্রকাশ করছেন? জাহেলিয়া বা ইসলাম পূর্ব সময় আপনি বড় বীরত্বপূর্ণ ও কঠোর প্রকৃতির ছিলেন, ইসলামে এত দূর্বল কেন? আপনি বলুন, আমি কিভাবে তাদের অন্তর জয় করব? আমি মিথ্যা বলব, যাদু করব, আফসোস, আফসোস রাসূলে পাক (ﷺ) বিদায় নিলেন, অহী আসা বন্ধ হয়ে গেল, যতক্ষণ আমার হাতে তলোয়ার আছে, যারা যাকাত আদায় করবে না তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, যতক্ষণ না তারা যাকাতের পূর্ণ পরিমাণ আদায় না করে। হযরত ওমর ফারুক (ﷺ) বলেন যে, এ ব্যাপারে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (ﷺ) কে আমি আমার চেয়ে নির্ভীক প্রস্তুত এবং শরীয়তের আদেশ নিষেধ প্রয়োগকারী পেয়েছি।[১০৯]

৪. খারিজীদের ফিৎনা

ইসলামের প্রারম্ভে যে সব ফিৎনার মুখোমুখি হতে হয়েছে ইসলামের ইতিহাসে এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় ও ব্যাপক ফিৎনা হিসেবে নামকরণ করা হয় খারিজীদের ফিৎনাকে। ঐতিহাসিকদের গ্রন্থরাজির মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে-খারিজীদের সূচনা হয় হযরত আলী (ﷺ) এর সময়ে। সিফ্ফীনের ময়দানে হযরত আলী (ﷺ) এবং মুয়াবিয়া (ﷺ) মধ্যে যখন তুমুল যুদ্ধ চলছিল, বিপুল সংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম ও তাবিয়ীন (রাঃ) শাহাদৎ বরণ করেন, তখন সিদ্ধান্ত হল যে উভয় পক্ষ থেকে দু'জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিকে বিচারক নির্ধারণ করবে, যারা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে যুদ্ধ সমাপ্তির পথ খুজে বের করবে। সুতরাং হযরত আলী (ﷺ)-এর পক্ষ থেকে হযরত আবু মূসা আবদুল্লাহ বিন কায়স আশয়ারী (ﷺ) এবং হযরত মুয়াবিয়া (ﷺ)-এর পক্ষে হযরত আমর বিন আস (ﷺ) কে বিচারক নিয়োগ করা হল এবং উভয়পক্ষের মধ্যে চুক্তিপত্র লিখিত হল। যার ভিত্তিতে যুদ্ধ বন্ধ হল। আল্লামা ইবনে আসির জাজরী (৬৩০ হি.) (রা.) "আল কামিল ফিত্তারিখ" গ্রন্থে খওয়ারেজদের সূচনাপর্বে লিপিবদ্ধ করেছেন[১১০]-

---

১০৯. ইমাম সুয়ূতি, তারিখুল খুলাফা : ৭২ পৃ.

১১০.(ক) আল কামিল ফিত তারিখ, ইমাম ইবনে আসীর : ৩/১৯৬ পৃ.

(খ) তারিখুল উমামি ওয়াল মুলুক, ইমাম তাবারী : ৩/১০৪ পৃ.

(গ) আল মুনতাজেম, ইমাম ইবনে জাওযী : ৫/১২৩ পৃ.

وَخَرَجَ الْأَشْعَثُ بِالْكِتَابِ يَقْرَؤُهُ عَلَى النَّاسِ، حَتَّى مَرَّ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، فِيهِمْ عُرْوَةُ بْنُ أُدَيَّةَ أَخُو أَبِي بِلَالٍ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ عُرْوَةُ: تُحَكِّمُونَ فِي أَمْرِ اللَّهِ الرِّجَالَ؟ لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ!

আসয়াছ বিন কায়স এ চুক্তিপত্র (যা হযরত আলী (ﷺ) এবং হযরত মুয়াবিয়া (ﷺ)-এর মধ্যে হয়েছিল) প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকদের পড়ে শুনান যখন তামীম সম্প্রদায়ে পৌঁছেন, তখন ওরওয়াহ বিন উদাইয়া (খারিজী) যিনি আবু বেলালের ভাই ছিল, তা ওরওয়াহকে এ চুক্তিপত্র পড়ে শুনান । তখন (তিনি) ওরওয়াহ খারিজী বললেন আল্লাহর নির্দেশের মধ্যে মানুষকে বিচারক নির্ধারণ করছ? لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ হুকুম নির্দেশ শুধু আল্লাহর । সে একথা বলে আশয়াছ বিন কায়েসের সওয়ারী বাহক প্রাণীকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করল । এতে হযরত আসয়াছ (ﷺ) নীচে পড়ে গেলেন এবং উভয়ের সম্প্রদায়ের লোকেরা একত্রিত হয়ে ঝগড়া শুরু করে দিল হযরত আলী (ﷺ) যখন সিফ্ফীন থেকে কুফা পৌঁছল তখন খারিজীদের লক্ষ্য ও কার্যাবলী সম্পর্কে উনাকে অবহিত করা হলে তিনি বললেন[১১১]-

كَلِمَةُ حَقٍّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ! إِنْ سَكَتُوا غَمَمْنَاهُمْ، وَإِنْ تَكَلَّمُوا حَجَجْنَاهُمْ، وَإِنْ خَرَجُوا عَلَيْنَا قَاتَلْنَاهُمْ.

-বক্তব্য সত্য কিন্তু লক্ষ্য ভুল ভ্রান্ত, যখন তারা নীরব আমরা তাদের আবৃত করে থাকব, যদি তারা কোন বক্তব্য রাখে আমরা প্রমাণ উপস্থাপন করব, আর যখন তারা আমাদের বিরুদ্ধে বের হবে আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করব ।[১১২]

খারিজীরা হযরত আলী (ﷺ) এর বিরুদ্ধে জনগণকে উত্তেজিত করতে থাকল এবং পরমর্শ দিতে থাকল পাহাড়ে বা অন্য শহরে চলে যেতে । তারা হযরত আলী (ﷺ) কার্যাবলীকে বিদআতে দলালাহ (বা ভ্রান্ত সৃষ্টি) বলল। পরিশেষে তারা পরস্পরের পরামর্শে لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ নির্দেশ শুধু আল্লাহর" এ

---

১১১ .(ক) আল-কামিল ফিত তারিখ, ইমাম ইবনে আসীর : ৩/১৯৬ পৃ.
(খ) তারিখুল উমামি ওয়াল মুলুক, ইমাম তাবারী : ৩/১০৪ পৃ.
(গ) আল মুনতাজেম, ইমাম ইবনে জাওযী: ৫/১২৩ পৃ.
১১২. (ক) আল কামিল ফিত তারিখ, ইমাম ইবনে আসীর : ৩/২১২, ২১৩ পৃ.
(খ) তারিখুল উমামি ওয়াল মুলুক, ইমাম তাবারী : ৩/১১৪ পৃ.

FOLLOW US

https://sunni-encyclopedia.blogspot.com

Download our APP

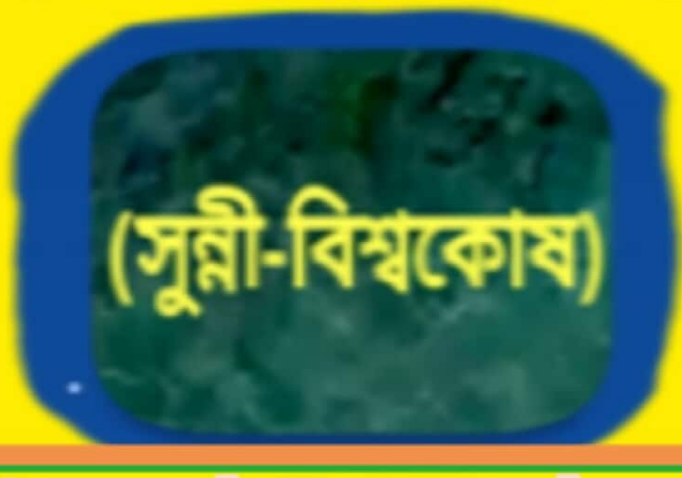

Sunni-Encyclopedia

বিধান প্রয়োগের জন্য "নাহরওয়ান" নামক স্থানকে মনোনীত করে সেখানে সবাই একত্রিত হল। নাহরাওয়ানর ঐ স্থানে এসব খারিজীদের সাথে হযরত আলী (ﷺ) ঐ সময় পর্যন্ত কোন যুদ্ধের সূত্রপাত হয়নি, যতক্ষণ পর্যন্ত খারিজীরা রাসূলে পাক (ﷺ) এর সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ বিন হুবাবাকে শহীদ করেনি। খারিজী কর্তৃক হযরত হুবাবকে শহীদ করার পর হযরত আলী (ﷺ) বলেন-

دُونَكُمُ الْقَوْمُ، قَالَ جُنْدَبٌ: فَقَتَلْتُ بِكَفِّي هَذِهِ بَعْدَ مَا دَخَلَنِي مَا كَانَ دَخَلَنِي ثَمَانِيَةً، قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ الظُّهْرَ، وَمَا قُتِلَ مِنَّا عَشَرَةٌ، وَلَا نَجَا مِنْهُمْ عَشَرَةٌ

এ সম্প্রদায়কে নাও (অর্থাৎ হত্যা কর) যুনদুব (ﷺ) বলেন, আমি জোহরের নামাজ পড়ার পূর্বে আটজন খারিজীকে হত্যা করেছি। আমাদের মধ্যে দশজন শহীদ হয়নি, তাদের থেকে ১০ দশজন ব্যক্তি বেঁচে থাকেনি।[১১৩] হযরত আলী (ﷺ) খিলাফতকালে এভাবে খারিজীদের ফিৎনা পরিণত পর্যায়ে পৌঁছে। এগুলো ঐ সব ফিৎনা ছিল যেগুলোর প্রতি রাসূলে পাক (ﷺ) সাহাবায়ে কেরামের অনুষ্ঠানে ইংগিত করেছিলেন এবং নবীয়ে পাক (ﷺ)-এর বেছালের পর বিকশিত হয়েছিল এসব ফিৎনাকেই محدثات الامور "নতুন সৃজনকৃত কার্যাবলী" নামে আখ্যায়িত করা হয়েছিল।

অতএব এ চার স্থর (নাবুয়তের দাবী, যাকাত আদায় অস্বীকারকারী, দীনত্যাগী মুরতাদ ও খাওয়ারিজ) লোকের ছহীহ্ রাওয়ায়েত অনুযায়ী নতুন সৃজনকারী محدثات কার্যাবলীর বাস্তবায়নকারী এবং হাদিস সমূহে احداث নতুন কিছু সৃষ্টিকারীকে ارتداد বা দীনত্যাগীদের সাথে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। অতএব احداث বা নতুন সৃষ্টিকারী হচ্ছে মুরতাদ বা দ্বীনত্যাগী এবং এটাই ভ্রান্ত বিদআত এবং দোজখে প্রবেশকারী হিসেবে পরিগণিত। খাওয়ারিজ সম্প্রদায় সম্পর্কিত কিছু হাদিস নিম্নের আলোচনায় লিপিবদ্ধ করা হল।

১. ইমাম মুসলিম (রহ.) (২৬১ হি:) খারিজীদের ফিৎনা ও কিছু চিহ্নাবলী সম্পর্কিত আলোচনায় হাদিস বর্ণনা করেন-

---

১১৩.(ক) আল মো'জামু ওয়াসিত, তাবলরী : ৪/২২৭ হাদিস: ৪০৫১
(খ) মাজমায়ুয যাওযায়েদ, হায়তমী : ৪/২২৭,

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْحَرُورِيَّةَ لَمَّا خَرَجَتْ، وَهُوَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالُوا: لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ قَالَ عَلِيٌّ: كَلِمَةُ حَقٍّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَ نَاسًا، إِنِّي لَأَعْرِفُ صِفَتَهُمْ فِي هَؤُلَاءِ، «يَقُولُونَ الْحَقَّ بِأَلْسِنَتِهِمْ لَا يَجُوزُ هَذَا، مِنْهُمْ، - وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ - مِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ اللهِ إِلَيْهِ مِنْهُمْ أَسْوَدُ، إِحْدَى يَدَيْهِ طُبْيُ شَاةٍ أَوْ حَلَمَةُ ثَدْيٍ فَلَمَّا قَتَلَهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: انْظُرُوا، فَنَظَرُوا فَلَمْ يَجِدُوا شَيْئًا، فَقَالَ: ارْجِعُوا فَوَاللهِ، مَا كَذَبْتُ وَلَا كُذِبْتُ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ وَجَدُوهُ فِي خَرِبَةٍ، فَأَتَوْا بِهِ حَتَّى وَضَعُوهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: وَأَنَا حَاضِرُ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِمْ، وَقَوْلِ عَلِيٍّ فِيهِمْ".

-রাসূলে পাক (ﷺ)-এর ভৃত্য হযরত ওবাইদুল্লাহ বিন আবি রাফে (ﷺ) বর্ণনা করেন-হারুরীয়ারা যখন প্রকাশ হয়েছিল তখন হযরত আলী (ﷺ)-এর সাথে ছিল। তারা (খারিজীরা) বলেছিল, আল্লাহ ছাড়া কোন বিচারক নেই। উত্তরে হযরত আলী (ﷺ) বলেছিলেন, কথা সত্য, কিন্তু তার উদ্দেশ্য ভ্রান্ত। রাসূলে পাক (ﷺ) কিছু চিহ্ন বলেছিলেন যা আমি পুরোপুরি স্মরণ রেখেছি। এসব চিহ্নাবলী তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। তারা নিজেদের মুখে সঠিক বলে, কিন্তু তাদের এ সঠিক কথা গলধঃকরণ হয় না। হযরত ওবাইদ নিজের গলার দিকে ইশারা করে দেখিয়েছেন এবং বলেছেন এরা আল্লাহ পাকের অভিশপ্তদের অন্যতম। তাদের মধ্যে একজন কাল বর্ণের ছিল, যার হাত গাভীর ওলানের মত বা মহিলাদের স্তনের মুখের মত। যখন হযরত আলী (ﷺ) তাদের সাথে যুদ্ধ করছিলেন তখন বলেছিলেন, ঐ ব্যক্তিকে অনুসন্ধান কর। তাকে তালাশ করা হয়েছে কিন্তু পাওয়া যায়নি, তখন তিনি বললেন, তার খোঁজ নিয়ে দেখ, আল্লাহর শপথ, আমি ভুল বলিনি বা আমাকে ভুল বলা হয়নি। একথা তিনি দুবার বা তিনবার বলেছেন। পরে অনেক তালাশের পর ঐ লোককে এক পতিতস্থানে পেয়েছে। লোকেরা তার লাশ এনে হযরত

আলী (ﷺ) সামনে রেখে দিল। ওবাইদুল্লাহ বলেন যে, সে সময় আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম।[১১৪]

ইমাম নাসায়ী (রা.) (৩০৩ হি:) কিতাবুল মোহারেবায় খারিজীদের সম্পর্কে হাদিস বর্ণনা করেন-

عَنْ شَرِيكِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: كُنْتُ أَتَمَنَّى أَنْ أَلْقَى رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَسْأَلُهُ عَنِ الْخَوَارِجِ، فَلَقِيتُ أَبَا بَرْزَةَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الْخَوَارِجَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُذُنِي، وَرَأَيْتُهُ بِعَيْنِي، أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَالٍ فَقَسَمَهُ، فَأَعْطَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ، وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ، وَلَمْ يُعْطِ مَنْ وَرَاءَهُ شَيْئًا، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ وَرَائِهِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مَا عَدَلْتَ فِي الْقِسْمَةِ رَجُلٌ أَسْوَدُ مَطْمُومُ الشَّعْرِ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَبْيَضَانِ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضَبًا شَدِيدًا وَقَالَ: وَاللهِ لَا تَجِدُونَ بَعْدِي رَجُلًا هُوَ أَعْدَلُ مِنِّي، ثُمَّ قَالَ: يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ كَأَنَّ هَذَا مِنْهُمْ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ، لَا يَزَالُونَ يَخْرُجُونَ حَتَّى يَخْرُجَ آخِرُهُمْ مَعَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ، وَالْخَلِيقَةِ-هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

-"হযরত শরীক বিন শিহাব (ﷺ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে-আমি উদগ্রীব ছিলাম রাসূলে পাক (ﷺ)-এর কোন একজন সাহাবীর সাথে সাক্ষাতের জন্য, যার কাছে খারিজীদের সম্পর্কে জানতে পারব। ইত্যাঃবসরে একদা আমি হযরত আবু বারজা (ﷺ)-এর সাথে ঈদের দিন তাঁর সাথী সহকারে দেখা হল। জিজ্ঞাসা করলাম আপনি খারিজীদের সম্পর্কে রাসূলে

১১৪. সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, বাবু তাহরীসে আ'লা কাতলিল খাওয়ারিজ। ২/৭৪৮ পৃ. হা/১০৬৬

পাক (ﷺ)-এর কাছে কিছু শুনেছেন? উত্তরে তিনি বললেন হ্যাঁ! আমি রাসূলে পাক (ﷺ)-এর সামনে উপস্থাপিত করা কিছু মাল বন্টন করতে নিজ চোখে দেখেছি এবং স্বীয় কর্ণকুহরে শুনেছি-নবীয়ে পাক (ﷺ) উনার ডান পাশে ও বাম পাশে বসা সাহাবীদের মালাবণ্টন করলেন। কিন্তু পিছনে বসা কাউকে কিছু দিলেন না। অতঃপর পিছন থেকে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, হে মুহাম্মদ! (ﷺ) আপনি ইনসাফ সহকারে বন্টন করেননি। লোকটা কাল বর্ণের, মাথা মুন্ডানো, ও সাদা কাপড় পরিধানকৃত ছিল। (ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রা.) আরো একটু বেশী বললেন যে, তার দু-চোখের মধ্যবর্তী কপালে সিজদার চিহ্ন বিরাজমান)। রাসূলে পাক (ﷺ) খুববেশী অসন্তোষ হলেন এবং বললেন, আল্লাহর শপথ! তুমি আমার পরে আমার থেকে বেশী ইনসাফকারী কাউকে পাবে না এবং বললেন শেষ জামানায় কিছু লোক সৃষ্টি হবে, তারাও এদের মধ্য থেকে হবে। (অন্য রাওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে-পূর্বাঞ্চল থেকে একটা সম্প্রদায় বের হবে এরা বা এ ব্যক্তি ও তাদের মধ্য থেকে অর্থাৎ আচার আচরণ একই রকম) তারা কুরআনে পাকের তেলাওয়াত করবে কিন্তু কুরআনে পাক তাদের গলধঃকরণ হবে না, তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বের হবে যেভাবে তীর শিকারের মধ্যে ছেদ করে বেরিয়ে পড়ে। তাদের চিহ্ন হবে, তাদের মাথা মুন্ডানো হবে এরা প্রতি যুগে বের হতে থাকবে, তাদের শেষ দল দাজ্জালের সাথে প্রকাশ পাবে। যদি তোমাদের কেউ তাদের পাও হত্যা কর, তারা সৃষ্টির নিকৃষ্ট জীব।"[১১৫]

(৩) ইমাম মুসলিম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (২৬১ হি.) "বাবুল খাওয়ারিজ সররুল খালকে ওয়াল খলিকাহ" অধীনে খারিজীদের সম্পর্কে আলোচনায় রাওয়ায়েত করেন-

عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ، هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الْخَوَارِجَ، فَقَالَ: سَمِعْتُهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ «قَوْمٌ

১১৫.(ক) সুনানু নাসায়ী, কিতাবু তাহরীমিদ দম, বাবু মিন শহরে সাইফুহু সুম্মা ওয়াদাহু ফিন নাসে : ৭/১১৯ হাদিস: ৪১০৩
(খ) আস সুনানুল কোবরা, ইমাম নাসায়ী : ২/৩১২ হাদিস: ৩৫৬৬
(গ) আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ৪/৪২১
(ঘ) আল মুসনাদ, ইমাম বাযযার : ৯/২৯৪ পৃ., ৩০৫ পৃ. হাদিস: ৩৮৪৬
(ঙ) আল মুস্তাদরাক, ইমাম হাকিম : ২/১৬০ হাদিস:২৬৪৭
(চ) আল মুসান্নাফ, ইমাম ইবনে আবি শায়বা : ৭/৫৫৯ হাদিস: ৩৭৯১৭

يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ بِأَلْسِنَتِهِمْ لَا يَعْدُو تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ، كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ»

ইয়াছির বিন আমর (ﷺ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে- আমি হযরত সহল বিন হানিফ (ﷺ) কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনি রাসূলে পাক (ﷺ) কে খারিজীদের সম্পর্কে কিছু বলতে শুনেছেন। উত্তরে তিনি বললেন হ্যাঁ, আমি রাসূলে পাক (ﷺ) কে পূর্বদিকে নিজহাতে ইংগিত করে বলতে শুনেছি যে খারিজীরা কুরআনপাক তেলাওয়াত করবে কিন্তু তাদের গলধঃকরণ হবে না। এবং তারা দীন থেকে এভাবে বের হবে যেভাবে তীর শিকার থেকে বের হয়।[১১৬]

(৪) ইমাম বুখারী (রা.) (২৫৬ হি.)

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ

এ আয়াতের[১১৭] অধীনে খারিজীদের নিকৃষ্টতম সৃষ্টি বলতে গিয়ে, নিম্নলিখিত হাদিস বর্ণনা করেন-

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللهِ، وَقَالَ: إِنَّهُمُ انْطَلَقُوا إِلَى آيَاتٍ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ، فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.

-"এবং ইবনে ওমর (ﷺ) এসব (খারিজীদের) নিকৃষ্টতম সৃষ্টি হিসেবে জানতেন, কেননা তারা আল্লাহ পাকের আয়াত যা কাফেরদের শানে অবতীর্ণ হয়েছে। সেগুলো মুসলিমদের প্রতি প্রয়োগ করে থাকে।[১১৮] ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন-

---

১১৬. (ক) সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, বাবুল খাওয়ারিজি সররুল খলকি ওয়াল খলিকাহ : ২/৭৫০ হাদিস: ১০৬৮
(খ) সহীহ্ বুখারী, কিতাবুত তৌহিদ, বাবু কিরাতুল ফাজিরি ওয়াল মুনাফিকি ওয়া আসওয়াতিহিম ওয়া তেলাওয়াতিহিম লা তাজা ওয়াজ হানজির হুম : ৬/২৭৪৮ হাদিস: ৭১২৩
(গ) আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ৩/৬৪ নং ১১৬৩২, ৩/৪৮৬
(ঘ) আল-মুসান্নাফ, ইমাম ইবনে আবি শায়বা : ৭/৫৬৩ পৃ. হা/৩৭৩৯৭
(ঙ) আল মুসনাদ, ইমাম আবু ই'য়ালা : ২/৪০৮ হাদিস: ১১৯৩
(চ) আল মু'জামুল কাবীর, ইমাম তাবরানী : ৬/৯১ পৃ. হাদিস: ৫৬০৯
(ছ) আস-সুন্নাহ, ইমাম ইবনে আবি আসিম : ২/৪৯০ হাদিস: ৯০৯
১১৭. আল কুরআন, সুরা তাওবা : ১১৫
১১৮.(ক) সহীহ্ বুখারী, কিতাবু এসতেতাবতিল মুরতাদিন ওয়াল মুয়ানেদীন ওয়া কেতালিহিম বাবু কাতলিল খাওয়ারিজে ওয়াল মুলহেদীন বা'দা একামতিল হুজ্জতে আলায়হিম : ৬/২৫৩৯

وَصَلَهُ الطَّبَرِيْ فِيْ مَسْنَدِ عَلِيْ مِنْ تَهْذِيْبِ الْآثَارِ مِنْ طَرِيْقِ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِ أَنَّهُ سَأَلَ نَافِعًا كَيْفَ كَانَ رَأْى اِبْنُ عُمَرَ فِي الْحَرُوْرِيَّةِ قَالَ كَانَ يَرَاهُمْ شِرَارُ خَلْقِ اللهِ اِنْطَلَقُوْا إِلَى آيَاتِ الْكُفَّارِ فَجَعَلُوْهَا فِي الْمُؤْمِنِيْنَ.

-"ইমাম (ইবনে হাজর) আসকালানী (রহ.) (৮৫২ হি:) ফতহুল বারী গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে ইমাম তাবারী "তাহজীবুল আসার" নামক কিতাবে বুকাইর বিন আবদুল্লাহ বিন আসজের সূত্রে এ হাদিসকে মসনদে আলী (রাঃ) এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন-যে তিনি নাফেয়র কাছে জিজ্ঞাসা করেছেন যে (খারিজীদের), হারুরীয়াদের সম্পর্কে আবদুল্লাহ বিন ওমরের মতামত কি ছিল? উত্তরে নাফে বললেন, হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর খারিজীদের নিকৃষ্টতম সৃষ্টি মনে করতেন। তারা আল্লাহপাকের আয়াতে পাক যে সব কাফেরদের শানে অবতীর্ণ হয়েছে এগুলোকে মুসলমানদের প্রতি প্রয়োগ করে থাকে।"[১১৯]

(৫) ইমাম নাসায়ী (৩০৩ হি.) আস্-সুনানুল কোবরা নামক গ্রন্থে খারিজীদের সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে নিম্নলিখিত হাদিস আলোচনায় আনেন-

عَنْ طَارِقِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَلِيٍّ إِلَى الْخَوَارِجِ، فَقَتَلَهُمْ ثُمَّ قَالَ: انْظُرُوا، فَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّهُ سَيَخْرُجُ قَوْمٌ يَتَكَلَّمُونَ بِالْحَقِّ لَا يُجَاوِزُ حُلُوقَهُمْ، يَخْرُجُونَ مِنَ الْحَقِّ كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ،

-"হযরত তারেক বিন জিয়াদ বর্ণনা করেন যে, আমরা হযরত আলী (রাঃ) এর সাথে খারিজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বের হয়েছি। হযরত আলী (রাঃ) তাদেরকে হত্যা করেছেন এবং বলেছেন যে, রাসূলে পাক (ﷺ)-

---

(খ) সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুজ যাকাত, বাবুল খাওয়ারিজ সররুল খলকে ওয়াল খলিকাতে ২/৭৫০, হাদিস: ১০৬৭

(গ) সুনানু আবি দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু ফি কেতালিল খাওয়ারিজ : ৪/২৪৩, হাদিস: ৪৭৬৫

(ঘ) সুনানু নাসায়ী, কিতাবু তাহরীমিদ দম, বাবু মন শহরা সাইফাহ সুম্মা ওয়াদায়াহ ফিন নাসে: ১১৯/৭, হাদিস: ৪১০৩

(ঙ) ইবনি মাযা, আল মুকাদ্দেমা, বাবু ফি জিকরীল খাওয়ারিজ : ১/৬০ হাদিস: ১৭০

(চ) আল মুসনাদ, আহমদ বিন হাম্বল : ৩/১৫, ২২৪, হাদিস: ১১১৩৩

(ছ) আস সহীহ্, ইবনি হাব্বান : ১৫/৩৮৭ হাদিস: ৬৯৩৯

১১৯. ফতহুল বারী, ইমাম ইবনে হাজার আসকলানী : ১২/২৮৬ পৃ. হাদিস: ৬৫৩২

এরশাদ করেছেন অনতিবিলম্বে এমন কিছু লোক বের হবে, তারা সঠিক বক্তব্য রাখবে যা তাদের গলধঃকরণ হবে না। তাদের এসব কথা সত্য থেকে এভাবে বেরিয়ে যাবে, যেভাবে তীর শিকার থেকে।"[১২০]

(৬) আল্লামা ইবনে জারীর তাবারী (রহ.) (৩১০ হি.) 'তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুকে' খারিজীদের দ্বন্দ্ব বিচ্ছিন্নতা, বিক্ষিপ্ততর গোলযোগপূর্ণ আচরণ ও সাহাবায়ে কেরামের সাথে শত্রুতার বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেন-

عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي حُرَّةَ أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا بَعَثَ أَبَا مُوسَى لِإِنْفَاذِ الْحُكُومَةِ اجْتَمَعَ الْخَوَارِجُ فِي مَنْزِلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ الرَّاسِبِيِّ مِنْ رُؤُوسِ الْخَوَارِجِ فَخَطَبَهُمْ خُطْبَةً بَلِيغَةً زَهَّدَهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا وَرَغَّبَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَالْجَنَّةِ، وَحَثَّهُمْ عَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ والنَّهي عَنِ الْمُنْكَرِ، ثُمَّ قَالَ: فَاخْرُجُوا بِنَا إِخْوَانَنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، إِلَى جَانِبِ هَذَا السَّوَادِ إِلَى بَعْضِ كُوَرِ الْجِبَالِ، أَوْ بَعْضِ هَذِهِ الْمَدَائِنِ، مُنْكِرِينَ لِهَذِهِ الْأَحْكَامِ الْجَائِرَةِ. -ثُمَّ اجْتَمِعُوْا فِي مَنْزِلِ شُرَيْحِ بْنِ أَوْفَى الْعَبَسِيِّ، فَقَالَ ابنُ وَهَبٍ: اِشْخَصُوْا بِنَا إِلَى بَلَدَةٍ نَجْتَمِعُ فِيْهَا لِإِنْفَاذِ حُكْمِ اللهِ فَإِنَّكُمْ أَهْلُ الْحَقِّ.

-"আবদুল মালেক আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রাঃ) যখন আবু মুছা আশয়ারী (রাঃ) কে (নিয়োগ করে) ইসলামী নির্দেশাবলী প্রয়োগ করার জন্য পাঠালেন, তখন খারিজীরা তাদের নেতা আবদুল্লাহ বিন ওয়াহাব রাসেবীর ঘরে একত্রিত হয়, সেখানে রাসিবী উপস্থিত খারিজীদের সামনে অত্যন্ত সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন। বক্তব্যের মধ্যে পার্থিব জগৎ পরিহার করে পরকালিন জীবন ও বেহেস্তের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করেন এবং সৎ কাজের নির্দেশ ও অসৎ কাজ পরিহার করতে বলেন। আরো বলেন যে-আমাদের উচিত আমরা হয়ত পাহাড়ের দিকে অথবা অন্য কোন শহরে প্রস্থান করে এসব বিদআতীদের প্রত্যাখান স্পষ্ট করা। অতঃপর সুরাইহ বিন আবি আউফা আবসীর ঘরে সবাই একত্রিত হলে ইবনে ওহাব বলেন, এখন এমন

---

১২০. (ক) আস সুনানুল কোবরা, ইমাম নাসায়ী : ৫/১৬১ পৃ. হাদিস: ৮৫৬৬
(খ) আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ১/১০৭ পৃ. হা/৮৪৮
(গ) তারিখে বোগদাদী, খতীবে বোগদাদী : ১৪/৩৬২ পৃ. হা/৭৬৮৯

কোন একটা শহর দেখে আমাদের স্থানান্তর হওয়া উচিত, যে শহরকে আমরা নিজেদের কেন্দ্র করে আল্লাহপাকের হুকুম প্রয়োগ করব কেননা, আমরাই আহলে হক।[১২১]

(৭) আল্লামা ইবনে জরীর তাবরী খারিজীদের বেয়াদবী, অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি এবং ছাহাবায়ে কেরামের প্রতি কুফুরী ফতওয়ার আলোচনা করতে গিয়ে লিখেন-

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَتَبَ إِلَى الْخَوَارِجِ بِالنَّهْرِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ عَبْدِ اللهِ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، إِلَى زَيْدِ بْنِ حُصَيْنٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ، وَمَنْ مَعَهُمَا مِنَ النَّاسِ. أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ ارْتَضَيْنَا حَكَمَيْنِ قَدْ خَالَفَا كِتَابَ اللهِ، وَاتَّبَعَا هَوَاهُمَا بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللهِ، فَلَمْ يَعْمَلَا بِالسُّنَّةِ، وَلَمْ يُنْفِذَا الْقُرْآنَ حَكَمًا، فَبَرِئَ اللهُ مِنْهُمَا وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، فَإِذَا بَلَغَكُمْ كِتَابِي هَذَا فَأَقْبِلُوا إِلَيْنَا، فَإِنَّا سَائِرُونَ إِلَى عَدُوِّنَا وَعَدُوِّكُمْ، وَنَحْنُ عَلَى الْأَمْرِ الْأَوَّلِ الَّذِي كُنَّا عَلَيْهِ. فَكَتَبُوا إِلَيْهِ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّكَ لَمْ تَغْضَبْ لِرَبِّكَ، وَإِنَّمَا غَضِبْتَ لِنَفْسِكَ، فَإِنْ شَهِدْتَ عَلَى نَفْسِكَ بِالْكُفْرِ، وَاسْتَقْبَلْتَ التَّوْبَةَ، نَظَرْنَا فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ، وَإِلَّا فَقَدْ نَبَذْنَاكَ عَلَى سَوَاءٍ، إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. فَلَمَّا قَرَأَ كِتَابَهُمْ أَيِسَ مِنْهُمْ، وَرَأَى أَنْ يَدَعَهُمْ وَيَمْضِيَ بِالنَّاسِ حَتَّى يَلْقَى أَهْلَ الشَّامِ.

-হযরত আলী (ﷺ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নাহরাওন থেকে খারিজীদেরকে চিঠি লিখেছেন-আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি, যিনি অতি দাতা ও দয়ালু। হে আল্লাহর বান্দারা! আমীরুল মোমেনীন হযরত আলী (ﷺ) পক্ষ থেকে যায়েদ বিন হোসাইন এবং আবদুল্লাহ বিন ওহাব এবং তাদের অনুসারীদের প্রতি, উল্লেখ্য যে-এ দু ব্যক্তি যাদের বিচারের উপর আমরা সন্তুষ্ট ছিলাম। এরা আল্লাহর কিতাবের বিরোধীতা করেছে এবং আল্লাহর হিদায়তের পরিবর্তে

---

১২১. (ক) ইমাম তবারী, তারিখুল উমামি ওয়াল মুলুক : ৩/১১৫ পৃ.
(খ) আল কামিল ফিত তারিখ, ইমাম ইবনে আসির : ৩/২১৩, ২১৪ পৃ.
(গ) আল বেদায়া ওয়ান নিহায়া, ইমাম ইবনে কাসির : ৭/২৮৫, ২৮৬ পৃ.
(ঘ) আল মুনতাজিম ফি তারিখি মুলুকি ওয়াল উমাম : ৫/১৩০, ১৩১

নিজেদের নফসের অনুসরণ করেছে। যখন তারা কুরআন সুন্নাহর ওপর আমল করেনি তখন আল্লাহ তার রাসূল এবং সব মুসলিম মিল্লাত তাদের থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে। তোমরা এ পত্র দেখামাত্র আমাদের দিকে চলে এসো, যাতে আমরা আমাদের ও তোমাদের শত্রুর মোকাবেলা এবং আমরা এখনো পূর্বে কথায় স্থির রয়েছি। এ পত্রের উত্তরে তারা (খারিজীরা) হযরত আলী (ﷺ) কে লিখেছেন উল্লেখ্য যে- তোমার গজব আল্লাহর জন্য নয় বরং এতে আমিত্ব রয়েছে। অতএব এখন তুমি যদি নিজের কুফুরীর সাক্ষী হও (বা নিজের কুফুরী নিজে স্বীকার করে নাও এবং নতুন করে তওবা কর তখন দেখা যাবে, না হয় আমরা তোমাদের বিতাড়িত করেছি কেননা আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের পছন্দ করেন না অতঃপর হযরত আলী (ﷺ) তাদের উত্তরপত্র পড়েছেন, তখন তাদের সঠিক পথে প্রত্যাবর্তনে নিরাশ হলেন এবং তাদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজের সৈন্যদের নিয়ে সিরিয়ায় গিয়ে মিলিত হলেন।[১২২]

কোন ধরণের কার্যাবলীকে مُحْدَثَاتُ الْأُمُوْرِ বলা হবে

উল্লেখিত বিভিন্ন রাওয়ায়েতে, আহাদিস ও আসারের বর্ণনায় এ মূল কথাটা দিবালোকের ন্যায় প্রতীয়মান হয়ে যে, مُحْدَثَاتُ الْأُمُوْرِ বা নবসৃষ্টিকৃত কার্যাবলী বলতে এমন সব ফিৎনা ও গোলযোগকে বুঝানো হয়েছে যা দীন পরিহারের ওপর নির্ভরশীল এবং যা ধর্মীয় শিক্ষার মূল বুনিয়াদকে নির্মূল করে বা ধর্মীয় শিক্ষার মূল বুনিয়াদকে অস্বীকারে বাধ্য করে। অতএব একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, বিদায়াতে দালালাহ বা ভ্রান্ত নবসৃষ্ট বলতে ছোট হালকা ধরণের কোন মতভেদ নয় বরং এমন ধরণের ফিৎনা বা গোলযোগ যা একজন মুসলমানকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় বা দীন পরিহারের কারণ হয়। নবীয়ে পাক (ﷺ)-এর সুন্নাত এবং দীনি কার্যাবলী বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং ব্যাপক মতবিরোধ সৃষ্টি করে উম্মতে মুসলেমার একতা ঐক্যকে ছিন্নভিন্ন করে। যেমন কোন ব্যক্তি দীনের বুনিয়াদে (আল্লাহর সাথে ঈমান,

---

১২২.(ক) তারিখুল উমামি ওয়াল মুলুক, ইমাম ইবনে জারীর ইবনি জাওযী তবারী : ৩/১১৭ পৃ.
(খ) আল কামিল ফিত তারিখ, ইমাম ইবনে আসীর : ৩/২১৬ পৃ.
(গ) আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইমাম ইবনে কাসীর : ৭/২৮৭ পৃ.
(ঘ) আল মুনতাজেম ফি তারিখিল মুলুকে ওয়াল উমাম, ইমাম ইবনে জাওযী : ৫/১৩০, ১৩১ পৃ.

ফেরেস্তা, পূর্বে অবতরণকৃত আসমানী গ্রন্থসমূহ, নবীগণ, আখিরাত, তাকদীর, মৃত্যুর পর পূনরুত্থানের উপর ঈমান আনার মধ্যে) কোন একটা অস্বীকার করে, ইসলামের পাঁচ ভিত্তি (আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের উপর ঈমান আনা, নামাজ, রোজা, হজ্ব এবং যাকাত) এর মধ্যে কোন একটা অস্বীকার, অথবা আরকানে ইসলাম (ইসলামের মূল পাঁচ স্তম্ভে কমবেশী করা, খতমে নাবুয়্যত (রাসূলে পাক (ﷺ) শেষ নবী হওয়াকে) অস্বীকার করা, তাহরীফে কুরআন (কুরআনে কমবেশী) করা নবীয়ে পাক (ﷺ)-এর সুন্নাতকে অস্বীকার করা, খারিজীদের গোলযোগের ন্যায় বাতিল আক্বীদার ভিত্তি, জিহাদের রহিতকরণ, সুদকে জায়েজ বলা, ইত্যাদি এ ধরণের বাতিল আক্বিদাকে প্রতিষ্ঠা করা, প্রচার করাকে কিয়ামত পর্যন্ত ধর্মের মধ্যে ভ্রান্ত বিদআত নামে আখ্যায়িত করা হবে। এধরণের ফিৎনা গোলযোগ যার অনুসরণকারীকে দোজখের ইন্ধন হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিদআত এবং মুহদাসাত এর উপর বর্ণিত আলোচনায় আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে إِحْدَاثُ فِي الدِّيْنِ বা দীনে নতুন কিছু সৃজন করা বলতে এমন ফিৎনা বা গোলযোগ সৃষ্টি করা যা দীন পরিহারের কারণ হয় এবং এ বিদআত বা নতুন সৃষ্টিই ভ্রান্ত, হাদিসে পাকে এ ভ্রান্ত সৃষ্টিকে জাহান্নামের ইন্ধন বলা হয়েছে। অতএব, অন্যান্য হালকা ছোট খাট শরয়ী কার্যাবলীর ওপর বিদআত শব্দের প্রয়োগ অজ্ঞতা ও ভন্ডামী। বিদআত বলতে শুধু ফিৎনায়ে এরতেদাদ বা ধর্মান্তরের মত বিভিন্ন অবয়বকে বুঝায়, যা রাসূলে পাক (ﷺ)-এর বেছালের সাথে সাথে সৃষ্টি হয়েছিল বা পরবর্তী বিভিন্ন সময় বিকশিত হয়েছিল, এ ছাড়া অন্য কিছুর ওপর বিদআতে দালালাহ বা ভ্রান্ত সৃষ্টি শব্দের প্রয়োগ শরীয়তের সাথে ঠাট্টা মজাকের প্রতিশব্দ। সুতরাং এ যুগে ও কোন কাজে বা বিষয়ে বিদআতে দালালাহ শব্দের প্রয়োগের পূর্বে ধর্মান্তরের মত বিষয়, কিনা যাচাই করে দেখতে হবে যে, এ নতুন সৃষ্ট বা নতুন কৃত কাজ বা বিষয়ের কারণে দীনের আরকানে বেশী-কম বা ধর্ম পরিহার হচ্ছে কিনা এবং এ নতুন সৃষ্টি ভ্রান্তের অন্তর্গত হবে কিনা।

যেভাবে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি যে ছোট ছোট শরীয়তের বিরোধিতা মাসয়ালা যেমন-মিলাদ, ওরস, ইসালে সাওয়াব ইত্যাদিকে বিদআত ও ভ্রান্ত مُحْدَثَاتُ الْأُمُوْرِ বলা যাবে না-কেননা এতে ইসলাম থেকে বের হাওয়া আবশ্যক নয় এবং ধর্মহীনও হয়না বরং এগুলো মূলতঃ শরীয়ত দ্বারা

প্রমাণিত। مُحْدَثَاتُ الْأُمُوْرِ ঐ সব গোলযোগকে বলা হচ্ছে যার মাধ্যমে উম্মতে মুসলিমায় ব্যাপক মতবিরোধ সৃষ্টি হয় এবং পরস্পর বিভক্ত হয়ে পৃথক সেনাবাহিনী গঠন করে যুদ্ধবিগ্রহে নিয়োজিত হয়ে হাজার হাজার তৌহিদী জনতা এসব ফিৎনার কারণে শাহাদৎ বরণ করেন।

আশ্চর্য ও দুঃখের বিষয় হল এসব ব্যক্তিবর্গ যারা নবীয়ে পাক (ﷺ)-এর মিলাদ, ইসালে ছওয়াব ইত্যাদির মত ভাল কাজ গুলোকে مُحْدَثَاتُ الْأُمُوْرِ এবং بِدْعَةٌ ضَلَالَةٌ নতুন সৃষ্ট বা ভ্রান্ত বিদআত বলেন। কেউ এসব কার্যাবলীর ওপর বিশ্বাস রাখুক বা না রাখুক এটা তাদের আলোচ্য নয়, কিন্তু এসব কার্যাবলীকে বিদআত বলা রাসূলে পাক (ﷺ)-এর প্রদত্ত বিদআতের সংজ্ঞাকে অস্বীকার করা, অস্বীকার করা হাদিসে পাককে, দৃষ্টতা স্বয়ং রাসুলে পাকের প্রতি। অন্য বর্ণনায়[১২৩]- ليس عليه امرنا 'র ও এ অর্থ- এসব কার্যাবলী ভালকাজ বরং দীনের মধ্যে পছন্দনীয় কার্যাবলী। ফকীহদের (শরীয়তের মাসয়ালা বিষয়ে ফিকহ নিয়ে যারা বিজ্ঞতা অর্জন করেছে) মধ্যে যথেষ্ঠ মতভেদ থাকতে পারে, কোন মাসয়ালা নিয়ে হালাল/হারাম, মুস্তাহাব/মাকরুহ মতপার্থক্য থাকাটা স্বাভাবিক। এ ধরনের মুস্তাহাব কার্যাবলীকে বিদআত বলা, এগুলোর উপর মুরতাদ ধর্মত্যাগ, কাফের, মুশরিকের ফতওয়া দেয়া স্বয়ং রাসূলে পাক (ﷺ)-এর প্রদত্ত সংজ্ঞা থেকে দিক পরিবর্তন করা। মুরতাদ্দিন (ধর্মত্যাগী) দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাতে ইসলামে জিহাদ, যারা শরীয়তের এসব মুস্তাহাব কার্যাবলীর ওপর বিশ্বাসী তাদের বিরুদ্ধে ফতুয়া প্রদানকারীরা কি তাদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করছে? চিন্তার বিষয়

---

১২৩. (ক) সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল বুয়ু, বাবুন নাজাস, ২/৭৫৩ পৃ. হাদিস: ২০৩৫
(খ) সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল আকদিয়া, বাবু নকদিল আহকামিল বাতিলা : ৩/১৩৪৩ হাদিস: ১৭১৮
(গ) আল-মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ৬/১৮০ পৃ. হাদিস: ২৫৫১১
(ঘ) আস-সুনান, ইমাম দারাকুতনী : ৪/২২৭ পৃ. হাদিস: ৮১
(ঙ) আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ইমাম মুনযিরী : ১/৪৪ পৃ. হাদিস: ৭৭
(চ) ইমাম ইবনে রযব হাম্বলী, জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম : ১/৬৫ পৃ.

অধ্যায়-৪

* মুবাহ বিদআত (নতুন সৃষ্টি করা অনুমতিপ্রাপ্ত পছন্দনীয় বস্তুর) গ্রহণ যোগ্যতা ও কুরআন[১২৪]-

(১) وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا

(২) مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ

(৩) إِلاَّ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ

(৪) فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا

(৫) فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ

বিদআতের ধারণা সম্পর্কে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়:

(ক) আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কোন কাজ করা না জায়েজ নয়, ভুল বুঝার পরিণাম।

(খ) বিদআতে হাসানার উদ্দেশ্যাবলীর অর্জন আবশ্যক

ইসলামী শরীয়ত এবং হালাল হারামের যৌক্তিক চিন্তা

শুধু "বিদআত" বলাতে কোন বস্তু অবৈধ হয় না

---

১২৪. সূরা হাদিদ-২৭

এটা স্বীকৃত ব্যাপার যে, প্রত্যেক বিদআত কুরআন-হাদিসের শিক্ষার পরিপন্থী বা বিরোধপূর্ণ নয়, বরং অসংখ্য বিদআত এমন রয়েছে যা কিতাব ও সুন্নাহ বিপরীত নয়, নয় শরিয়তের মূলধারার সংগে সাংঘর্ষিক। এগুলোকে বিদআত মুবাহা (অনুমতিপ্রাপ্ত সৃষ্টকাজ) (Permissible Innovations) বলা হয়। কোন কাজের অস্তিত্ব, উপকারিতা, প্রয়োজনীয়তা ও বৈধতাকে চিন্তায় না এনে বরং মূল মাসয়ালাকে পাশ কাটিয়ে প্রত্যেক নতুন কাজকে বিদআত বলে খারাপ ধারনা করা হলে খুলাফায়ে রাশেদা থেকে আজ পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ শরয়ী, এজতিহাদী, (কোরআন হাদিসের আলোকে প্রচেষ্টা চালিয়ে কোন মাসয়ালা বের করা) সম্মিলিত সিদ্ধান্ত, নির্দেশাবলী, মাজহাবী নিয়মাবলী ও মু'আমলাত (মা'জাল্লাহ) ভ্রান্ত ও ধিকৃত হয়ে যাবে, এবং সব সময়ের জন্য ধর্মীয় কার্যাবলীতে এজতিহাদ, এসতিহসান ও পরিশুদ্ধ সংস্কারের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। যাতে আবশ্যক ভাবে পরিবর্তনশীল অবস্থায় ইসলামের আমল করাও অসম্ভব হয়ে পড়বে। অতএব, কোন কাজ সম্পর্কে কুরআনে পাকে উল্লেখ না থাকে এবং রাসূলে পাক (ﷺ)-এর কোন নির্দেশ পাওয়া না যায় পরবর্তী উম্মতের বিজ্ঞ আলেমগণ ও নেককার ব্যক্তিবর্গ সময়ের প্রয়োজনে আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে-

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

-"প্রত্যেক কাজের ফলাফল নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল।"[১২৫] হাদিসকে সামনে রেখে বিদআতে মুবাহা হিসেবে গ্রহণ করে, তা হলে তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে, হবে ছওয়াব ও প্রতিদান পাওয়ার যোগ্য। শরীয়তে এটাকে বিদআতে হাসানা বা পছন্দীয় কাজ আখ্যায়িত করে।

১২৫.(ক) সহীহ্ বুখারী, কিতাব বদউল ওহী, বাবু কায়ফা কানা বদউল ওহীয়ি ইলা রাসূলিল্লাহে (ﷺ) : ১/৩ হাদিস: ১
(খ) সুনানু আবি দাউদ, কিতাবুত তালাক, বাবু ফিমা আন্নি বিহিত তালাক ওয়ান নিয়্যাত : ২/২৭২ হাদিস:২২০১
(গ) সুনানু ইবনি মাযা, কিতাবুজ জোহদি, বাবুন নিয়্যাতি : ১৪১৩/৩, হাদিস: ৪২২৭
(ঘ) মুসনাদ ইমাম আবি হানিফা, আবু নঈম : ১/২৬৯
(ঙ) আস সহীহ্, ইবনি হাব্বান : ২/১১৩, হাদিস: ৩৮৮
(চ) আল মুসনাদ, তায়ালিসি : ১/৯ হাদিস:৩৭
(ছ) আল মুসনাদ, রবি : ১/২৩ হাদিস: ১
(জ) আস সুনানুল কোবরা, বায়হাকী : ১/৪১ হাদিস:১৮১
(ঝ) আল মো'জামুল আওসত, তাবরানী : ১/১৭ হাদিস: ৪০

কুরআনে মজীদের সূরায়ে হাদীদে মহান আল্লাহ পাকের অনুমতি ব্যতীত নতুন কিছু করা (বিদআত) যে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য এবং এর উপর ছাওয়াব ও প্রতিদান প্রদান সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছে -

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ

-"অতঃপর আমি ঐসব পদাঙ্কনুসরণে অন্যান্য রাসূলদের প্রেরণ করেছি এবং তাদের পরে ইসা ইবনে মারয়মকে প্রেরণ করেছি এবং তাকে ইনজিল কিতাব প্রদান করেছি। আমি তাঁর (ঈসা আলাইহিস সালাম) সঠিক অনুসারীদের অন্তরে দয়া ও আন্তরিকতা সৃষ্টি করে দিয়েছি এবং রাহবানিয়ত (পাদরী) (অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদতের জন্য দুনিয়া পরিহার করে ভোগ বিলাস এড়িয়ে যাওয়া) কে আমি তাদের ওপর ফরজ (অবশ্য করণীয়) করিনি। কিন্তু তারা রাহবানিয়াত নামক বিদআত শুধু আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য (আরম্ভ করেছিল) অতঃপর তার কর্ম পরিচর্যা যা করার প্রয়োজন ছিল তা তারা করেনি। (অর্থাৎ সে আগ্রহ ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারেনি) অতএব আমি তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল (এবং বিদআত ও রাহবানিয়ত অব্যাহত রেখে) তাদের সাওয়াব ও পরিণাম প্রদান করেছি। তাদের অধিকাংশ লোক (যারা তা ছেড়ে দিয়েছে এবং পরিবর্তন হয়েছে) বড় অবাধ্য।[১২৬]

এ আয়াতে যাকে কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশাবলীর বাইরে নিজের থেকে কোন বিদআত শুরু করা, তার উপর আমল করা এবং আল্লাহর কাছে তা গ্রহণযোগ্য হওয়া সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে যা নিম্নে আলোচনা করা হল।

১. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا

আয়াতে পাকে ابْتَدَعُوهَا শব্দটা بِدْعَة বিদআত থেকে নিঃসৃত। এ শব্দেই বলে দিচ্ছে ইসা (আলাইহিস সালাম) এর ধর্মে পাদরীগিরি ফরজ ছিল না। এ সম্পর্কে ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর ধর্মে প্রথম থেকেই কোন উল্লেখ ছিলনা, বরং পরবর্তীতে

---

১২৬. আল কুরআন, সুরা আল হাদিদ : আয়াত ২৭

লোকেরা আল্লাহর কাছে পৌঁছতে বা আল্লাহর নৈকট্য লাভে নিজেরাই এ বিদআতের প্রচলন করেছিলেন।

২. مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ

এ শব্দ এ কথাই বলে দিচ্ছে যে, লোকেরা আল্লাহর কোন নির্দেশ ছাড়াই শুরু করেছিল। এ দ্বারা আরো স্পষ্ট যে আল্লাহ পাক ইসা (আলাইহিস সালাম) ধর্মে রহবানিয়াত" ফরজ ও করেনি বা একাজের অস্তিত্ব মানাও করেননি বরং এ বৈধতায় নেতিবাচক কিছু বলেন নি, অর্থাৎ- হারাম বা অবৈধ কোনটাই করেন নি। এখানে চিন্তার বিষয় হচ্ছে নবীয়ে পাক (ﷺ) বলেছেন- لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ -ইসলামে কোন বৈরাগ্যতা নেই।[১২৭] এতে একথা প্রতীয়মান হয় যে, পূর্বের শরীয়তে বৈরাগ্যতা ছিল এবং এ কাজ শরীয়ত সম্মত ছিল, চিন্তার বিষয় হল মহান রাব্বুল আলামীন বলেছেন বৈরাগ্যতা আমি ফরজ করিনি? তা হলে পূর্বের শরীয়তে বৈরাগ্যতা কোথেকে এল তবে তার সরাসরি উত্তর হল-প্রত্যেক ঐ নির্দেশ যা আল্লাহ পাক কর্তৃক অবতীর্ণ নয়, নয় রাসূলে পাক (ﷺ) কর্তৃক নির্ধারিত এবং এটা কোন নিষেধও করা হয়নি তখন ভাল প্রয়াস ও সৎ নিয়্যতের কারণে পছন্দের কাজের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে এবং শরীয়তে তার স্থান হয়ে গিয়েছে। এভাবে বৈরাগ্যতা আল্লাহর নির্দেশ না হওয়া সত্বেও বিদআতে হাসানার কারণে শরীয়তের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। একাজের উপর সাওয়াব ও প্রতিদান নিশ্চিত।

৩. إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ

ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর ধর্মাবলম্বীরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে অতিরিক্ত সাধনা, প্রচেষ্টা, কষ্ট ও ইবাদাতের দৃষ্টিকোণ থেকে বৈরাগ্যতা গ্রহণ করেছিল যেহেতু একাজ সৎ উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল, একারণে আল্লাহপাকও তা কবুল করেছেন। প্রমাণিত হল কোন কাজ-স্বত্বাগতভাবে বিদআত হলেও যদি তার দ্বারা সৎ নিয়্যত আল্লাহর সন্তুষ্ট অর্জনে হয়ে থাকে, তখন একাজ আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় এবং বিদআতে হাসানার চিত্র উদ্বেলিত হয়।

১২৭.(ক) ফতহুল বারী, ইমাম ইবনে হাজার আসকলানী : ৯/১১১পৃ.
(খ) শরহে সুনানে ইবনে মাযাহ, ইমাম সুয়ূতী : ১/২৮৯ হাদিস: ৪০১০
(গ) কাশফুল খাফা, আজলুনী : ২/৫১০, হাদিস হাদিস: ৩১৫৪
(ঘ) নায়লুল আউতার, শাওকানী : ৬/২৩১ পৃ.

৪. فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا

এ ভিত্তির উপর নির্ভর করে আন্তরিকভাবে বিদআতকে গ্রহণ করার পর প্রয়োজন ছিল যে বৈরাগ্যতার যাবতীয় চাহিদা পরিপূর্ণ ভাবে আদায় করা হয়, যাতে আত্মার সঠিক উপকার সহজে হয় কিন্তু তাদের অধিকাংশ ব্যক্তি এ প্রাসংগিক কার্যাবলী পূরণ করতে সক্ষম হয়নি। তাই তাদের অবাধ্য বলা হয়েছে।

৫. فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ

যারা সতর্কতার সাথে এ বিদআতে হাসানা বৈরাগ্যতার প্রয়োজনীয় প্রাসংগিক কার্যাবলী পূরণ করতে সমর্থ হয়েছে আল্লাহপাক তাদের পরিশ্রম গ্রহণ করেছেন এবং তাদের সাওয়াব ও পারিশ্রমিক দিয়ে ধন্য করেছেন। যদি বৈরাগ্যতার বিদআত স্বত্ত্বাগত ভাবে অবৈধ হত তা হলে কখনো মহান আল্লাহপাক এর সাওয়াব ভাল পরিণাম প্রদান করতেন না।

বিদআতের ধারণা সম্পর্কে দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

সূরায়ে হাদিদের আলোকিত আয়াতের চিন্তা চেতনায় নিম্নলিখিত দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোক ছাড়ায়-

(১) মহান আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনে সৃজনকৃত কার্যাবলী সাধারণত ঃ অবৈধ নয়।

(২) বিদআতে হাসানার উদ্দেশ্যাবলীর অর্জন প্রয়োজনীয়।

উল্লেখিত দুটো উদ্দেশ্যের প্রতি ইংঙ্গিত করতে গিয়ে আল্লামা সৈয়দ মাহমুদ আলুসী (رحمه الله) (১২৭০হি.) স্বীয় তাফসীরে লিখেন-

وَلَيْسَ فِي الْآيَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَمِّ الْبِدْعَةِ مُطْلَقًا، وَالَّذِيْ تَدُلُّ عَلَيْهِ ظَاهِرًا ذَمُّ عَدَمِ رِعَايَةِ مَا الْتَزَمُوْهُ،

-আয়াতে করীমায় বেদাআতের সামান্য খারাবীও বর্ণনা করা হয়নি। বরং প্রকাশ্য সাধারণভাবে যে খারাবী আলোচিত হয়েছে তা হল বৈরাগ্যতা (রাহবানিয়াত) সাধন করতে গিয়ে যে সব ধর্মীয় কার্যাবলী পালনে আবশ্যক হয়েছে তার (বদনামী করা হয়েছে)।[১২৮]

---

১২৮. রূহুল মায়ানী ফি তাফসীরিল কুরআন ওয়াস সাবয়ীল মাসানী, ইমাম মাহমুদ আলুসী : ১৪/১৯২ পৃ.

আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী (৭৯৫ হি.)'র মতে, 'বিদআত শুধু ঐসব কার্যাবলীকে বলা হবে, যার কোন উদাহরণ বা উপমা কুরআন-সুন্নাহয় নেই, কিন্তু যে সব নতুন কার্যাবলীর কোন মূল বা দলীল শরীয়তে বিরাজমান তা বিদআত নয়, বরং সে কাজ আসলে মুবাহ এবং বৈধ।' জামিউল উলুম ওয়াল হিকমে বিদআতকে আরো স্পষ্ট করে লিখেন-

وَالْمُرَادُ بِالْبِدْعَةِ: مَا أُحْدِثَ مِمَّا لَا أَصْلَ لَهُ فِي الشَّرِيعَةِ يَدُلُّ عَلَيْهِ، فَأَمَّا مَا كَانَ لَهُ أَصْلٌ مِنَ الشَّرْعِ يَدُلُّ عَلَيْهِ، فَلَيْسَ بِبِدْعَةٍ شَرْعًا، وَإِنْ كَانَ بِدْعَةً لُغَةً،

-বিদআত বলতে প্রত্যেক ঐ নতুন কাজ শরীয়তে যার কোন অস্থিত্ব নেই। যা বিদআতের উপর প্রয়োগ করা যাবে। তবে প্রত্যেক ঐ নতুন কাজ যার শরীয়তে কোন মূল বা আসল রয়েছে তা বিদআত নয়, যদিও শাব্দিকভাবে বিদআত।[১২৯]

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সৃজন স্বীকৃত কার্যাবলী সাধারণত: অবৈধ নয়

যদি মহান আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনে নতুন কোন কাজ যাকে প্রচলিত সমাজ বিদআত হিসাবে চিহ্নিত করে, যা প্রকৃত পক্ষে শরীয়ত বিরোধী নয় ইসলাম তাকে গ্রহণ করে। পছন্দনীয় কাজ (আমরে মোস্তাহসান) হিসেবে এ ধরণের কাজের উপর সাওয়াব পারিশ্রমিক এবং উপকারাবলী ও বারাকাতধার্য্য রয়েছে, এ স্থরের কার্যাবলী শরীয়তে বৈধ পরিচিতি রাখে। এগুলোকে সাধারণত; অবৈধ মনে করা অতিরিক্ত। এ ধরনের কার্যাবলী অভিধানিক ভাবে বিদআত হবে। কেননা এগুলো সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়, কিন্তু প্রশ্ন হল প্রত্যেক নতুন কাজ শুধুমাত্র নতুন হওয়ার কারণে শরীয়তে অবৈধ ও হারাম হবে?

আমরা পূর্বে আলোচনায় এনেছি যে শরীয়তের মূল ভিত্তির পরিমাপ যদি এটাই নির্ধারন হয় তা হলে ধর্মীয় শিক্ষা ও শরীয়তের বিরাট একটা অংশ অবৈধের আওতায় চলে আসবে। এভাবে এজতহাদের (ইমামদের সুচিন্তিত মতবাদ) সব অবয়ব, কিয়াস (শরীয়তের নতুন মাসয়ালা কুরআন সুন্নাহর উপর ভিত্তি করে মত প্রকাশ) এসতিহসান, এসতিসবাত এবং এসতিদলাল ইত্যাদির যাবতীয় প্রকরণগুলো অবৈধ হয়ে যাবে। এভাবে ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান যেমন উসূলে তাফসীর, হাদিস, ফিকহ, উসূলে ফিকহ এসবের প্রণয়ন

---

১২৯. জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম, ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী : ১/২৫২ পৃ.

শিক্ষা প্রদান এসব বিষয়াবলী বুঝার জন্য ইলমে চরফ, নাহু, মায়ানী, মনতিক, দর্শন এবং অন্যান্য পারিবারিক সামাজিক বা দ্বীনকে বুঝার জন্য প্রয়োজন, যুগের চাহিদানুযায়ী আবশ্যক, এসব শিক্ষা নেয়া দেয়া হারাম হয়ে যাবে। কেননা এসবের মূল ভিত্তি কুরআন, হাদিস বা সাহাবায়ে কেরামের দৈনন্দিন কার্যতালিকায় এর সত্যতা বিশ্বস্ততা পাওয়া যাবে না। এগুলো পরবর্তীতে যুগের চাহিদানুযায়ী ওলামা এবং ইসলামের মুজতাহিদগণ সৃজন করেছেন। এসব জ্ঞান বিজ্ঞানের বিষয়াবলী নিজ নিজ অবস্থানগত নতুন সৃজিত হলে তা আভিধানিকভাবে এগুলো বিদআতের আওতায় আসবে।

যদি এভাবে সব কার্যাবলীকে বিদআত বলা হয় এবং সব বিদআত ভ্রান্ত মানা হয় তা হলে এ অর্থের আলোকে প্রচলিত মাদ্‌রাসা শিক্ষা থেকে শুরু করে যাবতীয় লেখা-পড়ার কার্যাবলী বিদআত ও ভ্রান্ত হবে। কেননা বর্তমান সময়ের পদ্ধতিতে লেখা-পড়া রাসূলে পাক (ﷺ)-এর সময়ে ছিলনা। সাহাবায়ে কেরাম কেউ এভাবে শিক্ষা গ্রহণ করেন নি। বরং কুরআনে পাকের এভাবে একত্রিত মাসহাফ এবং সেখানে নুকতা, যের, যবর, পেশ দেয়া বিদআত ও ভ্রান্ত হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, মসজিদের সৌন্দর্যকরণ সেখানে মাইক লাগানো বা ব্যবহার বিভিন্ন ভাষায় মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে আলোচনা মসজিদের শ্রীবৃদ্ধি সহায়ক আধুনিকায়ন তথা সব ধরনের প্রস্তুতি আধুনিক আঙ্গিকে জীবন ধারনের যাবতীয় উপকরণ এক কথায় হারাম হয়ে যাবে। অতএব এ ধারণার প্রেক্ষিতে ইসলামের অসংখ্য মৌলিক বস্তু বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষা ও শিক্ষনীয় বিষয়াবলী বিদআতের সংজ্ঞায় আসবে এবং দীনের পরিহার যোগ্য সাব্যস্ত হবে।

ভুল ধারণার পরিণাম

প্রত্যেক নতুন সৃজিত বস্তুকে বিদআত মনে করে ভ্রান্ত বলা শুধু ভুল ধারণা বা অশুদ্ধ নয় বরং জ্ঞান এবং চিন্তার হিসেবেও লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়। যদি বিদআতের এ ধারণাকে ভুলের পরিমাপ নির্ধারণ করা হয়, তাহলে বর্তমান ও ভবিষ্যতে উৎপাদিত যাবতীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের টেকনোলজিক্যাল উন্নয়ন পরিহার করে মুসলিম মিল্লাত বর্তমান বিশ্বের সমস্ত অমুসলিমদের উন্নয়নের কাছে অবশ, অভাবী ও অজ্ঞতায় পর্যবসিত হবে। মহান রাব্বুল আলামীনের প্রতিশ্রুতি হল দীনে ইসলামকে সমস্ত বাতিল ভন্ড ধর্মাবলীর উপর প্রাধান্য, ইসলামী সংস্কৃতি, আচরণ, ধর্মীয় মার্যাদা, জীবন পদ্ধতি শ্রেষ্ঠত্ব উন্নতি

অর্জনের যাবতীয় প্রচেষ্টা অকার্যকর থেকে যাবে। অতএব প্রয়োজন এসব ভুলচিন্তাধারা মন ও মনন থেকে দূরীভূত করে বিদআতের মূল ধারণায় মনোনিবেশ করা।

বিদআতে হাসানার উদ্দেশ্যাবলী-অর্জন আবশ্যক

যে উদ্দেশ্যে বিদআতে হাসানাকে সৃজন করা হয়েছে ঐ উদ্দেশ্য যেন সঠিকভাবে পরিপূর্ণ হয়। এমন যেন না হয় যে বিদআতে হাসানার আশ্রয়ে কোন কাজ প্রচলন করবে অথচ তার মূল লক্ষ্য উপকারিতা, প্রয়োজনীয়তা বিলুপ্ত হবে, বরং তা শুধু এক প্রচলন হিসেবে বিরাজ করে। যেমন বাস্তবায়িত না করার কারণে এমনটি হয় যা সরাসরি অবাধ্যতার শামিল।

এ ধরণের নতুন কার্যাবলীর বৈধতা ও গ্রহনযোগ্যতার শর্ত হল এসব বিদআতে হাসানা, মুসতাহসিনাত বা পছন্দনীয় কাজ থেকে যাবে, দীনের আবশ্যকীয় হয়ে যাবে না। হাদিস শরীফে বিদআতের যে ভ্রান্ত বা খারাপ দিক এসেছে তা হল কুরআন সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক কোন নতুন কাজকে দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত করা। যে গুলোকে দ্বীনের আবশ্যকীয় মনে করা, এবং তা ত্যাগ করাকে ফরজ, সুন্নাত ত্যাগ বলে মনে করা। এতে এসব কার্যাবলী বিদআতে সাঈয়ি গণ্য হয়ে যায়, যদিও বিশ্বাসে এসব কার্যাবলী দ্বীনের আবশ্যকীয় অংশ মানা না হয় কিন্তু অভ্যাস বা পরিবেশগত কারণে যত প্রয়োজনীয় বা করণীয় ধারনা করা হউক, তা যতক্ষন শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক না হয় কোন অবস্থাতে অবৈধ ধারণা করা হবে না। কাজেই এখানে এ পয়েন্টে চিন্তার প্রয়োজন যে বিদআতও যদি মহান আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সৃজিত হয় তা হলে তাও পরম করুণাময় আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্যতা অর্জনে ধন্য হয়। এখানে একথাও মনে রাখতে হবে যে এভাবে ইসলামে শরীয়তের বিধি নিষেধকে বৈধতা প্রদানের প্রবণতা সৃষ্টি হওয়া অনুচিত।

ইসলামী শরীয়ত ও হালাল হারামের দর্শন

ইসলামের আঁচলে কোন সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা নেই বরং এটা সহজ স্পষ্ট ও আমলযোগ্য এক দীন। পবিত্র এ দ্বীনে ঐ বস্তু অবৈধতা পায় যা কুরআন সুন্নাহ বা ইজমার দৃষ্টিকোণ থেকে শরীয়ত অবৈধ ঘোষণা করে। কুরআনে

পাক যে বস্তু বা কাজকে পরিষ্কার ভাষায় অবৈধ বলে নি, তাকে শরয়ী দৃষ্টিকোন থেকে অবৈধ সাব্যস্ত করা যাবে না। এ জন্য যে ইসলামী শরীয়তের নিয়ম হল বৈধ এবং হালালের পরিসংখ্যান দেয়া নয়, বরং অবৈধ এবং হারাম বস্তুর তালিকা প্রনয়ন করা, যা আল্লাহ এবং রাসুল পাক (ﷺ) কর্তৃক নির্ধারিত স্পষ্ট নির্দেশাবলীর সন্নিবেশন যেমন- শুকর, প্রবাহিত রক্ত, মৃত বস্তু গায়রুল্লাহ বা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকারো নামে জবেহকৃত জন্তুর মাংসকে সরাসরি হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। এভাবে অন্যান্য পানীয়, আহার বা খাদ্য দ্রব্য, আত্মীয়তা, মুয়ামেলাত, আকায়েদের যাবতীয় হারামকে গণনা করে অবহিত করা হয়েছে যে, ঐসব বস্তু তোমাদের জন্য হারাম। এছাড়া বাকী সব হালাল, বৈধ।

(১) আল্লাহপাক এরশাদ করেন -

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

-তিনিই (আল্লাহ) যিনি ভূমন্ডলের যাবতীয় তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।[১৩০]

(২) আরো বলেছেন-

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ

এবং তিনি তোমাদের জন্য নভোমন্ডলে ও ভূমন্ডলে যা কিছু রয়েছে সবকিছু নিজের পক্ষ থেকে (সৃংখলা রক্ষার্থে) নিয়ন্ত্রণ করেছেন।[১৩১]

(৩) মূল কথা হল আল্লাহ পাক তাঁর যাবতীয় নিয়ামত মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং তার উপর মানুষকে বৈধ উপভোগের অধিকার দিয়ে উপকৃত করেছেন, যদি তিনি জগত সমূহের সৃজনকারী, দাতা, দয়ালু হয় তাহলে মানুষের উপর এসব নিয়ামতকে হারাম করে ঐগুলো উপভোগ করার, অনুমতি প্রদান করতেন না, তার কি হয়েছে যে-তিনি এ প্রতিশ্রুতি কেন তার জগত সমূহের প্রতিপালক হওয়ার উপর স্বাক্ষী সংগ্রহ সংরক্ষিত করেছেন এ প্রসঙ্গে বলেন-

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً

---

১৩০. আল কুরআন, সুরা বাকারাহ : ২৯

১৩১. আল কুরআন, আল জাসিয়া : ১৩

-হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা কি দেখনি মহান আল্লাহ পাক নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের যাবতীয় বস্তু নিয়ন্ত্রন করে রেখেছেন এবং তিনি তার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নিয়ামতাদি পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন।[১৩২]

এ আয়াতের অধীনে হালাল এবং বৈধ বস্তু সমূহ স্বাভাবিক আলোচনার পর যখন হারাম বস্তু সমূহের প্রতি চিন্তা করি তখন এখানেও আমাদেরকে তার দয়াবলী ও অগনিত মেহেরবাণী স্বীকারোক্তি দিতে হয়। এ কারণে যে সব বস্তু ইসলামে হারাম ঘোষণা করেছে তা মহান আল্লাহর সরাসরি নির্দেশে বা রাসূলে পাক (ﷺ)-এর সৃষ্টিশীল ও শরীয়তের বিধানগত অধিকারে হারাম করা হউক, উভয় অবস্থায় ঐ নির্দেশ বিশেষ কোন উপকার বা বিজ্ঞতাকে সামনে রেখে করা হয়েছে।

যেমন ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গিতে যে সব বস্তুকে হারাম করা হয়েছে সে বস্তুর খাদ্য-পানে যে সব ক্ষতি মূলক খারাপ দিক রয়েছে তা আধুনিক বিশ্ব, (Mordern Scientific Research) বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে আজ চৌদ্দশত বৎসর পর প্রকাশ করতে চলেছে।

শুধুমাত্র বিদআত বললে কোন বস্তু শরীয়তের বিধি বহির্ভূত হয়না। কোন বস্তুকে শুধু বিদআত বললে তা অবৈধ হয় না। শাব্দিক ভাবে কোন কাজ বিদআত হলে শুধু এতটুকু প্রমাণিত হয় যে কুরআন, হাদিস বা সাহাবায়ে কেরামের আমলের সাথে সরাসরি কোন সাদৃশ্যতা নেই। অতএব তা জায়েজের পর্যায়ে এসে যাবে। কেননা হুজুরে পাক (ﷺ) সাহাবায়ে কেরামের কোন কাজ ত্যাগ করাটা হারাম হওয়ার দলিল নয়। যে কোন নতুন কাজের হালাল হারাম অবগত হওয়ার নিয়ম হল, তাকে শরয়ী দলিলের সাথে সাদৃশ্যতা দেখা হবে, যদি শরয়ী দলিলের অনুরূপ হয় বিদআতে হাসানা। আর অনুরূপ না হলে বিদআতে সাইয়্যি বা মাজমুমা বলা হবে।

নোট : বিস্তারিত এ কিতাবের অধ্যায় নং-৮ এর ৩য় পাঠে এবাহতে আসলী এবং মুফাচ্ছিরীনের নুকতায়ে নজর দেখা যেতে পারে।[১৩৩]

---

১৩২. আল কুরআন, সূরা লুকমান : ২০: আয়াত ৩১

১৩৩. হুজুরে পাক (ﷺ) এর শরীয়তে অধিকার ও ক্ষমতা সর্ম্পকে লেখকের কিতাব আল হুকমুশ শরীয়ার পৃষ্ঠা নং ৮৪-১১৩ দৃষ্টব্য।

অধ্যায়-৫

বিদআত, আহাদিস ও আসারের আলোকে

প্রথম পাঠ :

বিদআতের চিত্র ও রাসূলে পাকের হাদিস সমূহ ।

দ্বিতীয় পাঠ :

বিদআতের চিত্র এবং সাহাবায়ে কেরামের (رضي الله عنهم) আছার ।

তৃতীয় পাঠ :

বিদআতের চিত্র এবং কিছু সমসাময়িক উপমা ও ঘটনাবলী ।

প্রথম পাঠ:

বিদআতের ধারণা এবং রাসূলে পাক (ﷺ)-এর আহাদিস

* হাদিসে পাকে বিদআত শব্দের ব্যবহারাবলী ।
* হাদিসে পাকে এহদাস শব্দের ব্যবহারাবলী ।

হাদিসে নববীতে বিদআত শব্দের ধারণা কি এ বিষয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্রতীয়মান হয় যে রাসূলে পাক (ﷺ) বিদআতের ধারণায় বিদআত বুঝাতে দুটো শব্দ ব্যবহার করেছেন :

(১) أحداث এহদাস (২) بدعة বিদআত ।

সর্বপ্রথম মনের মধ্যে একথাটা স্থীর করে নিতে হবে যে বিদআতের নির্ভরতা احداث এহদাস শব্দের উপর, রাসূলে পাক (ﷺ)-এরশাদ করেন -

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

অর্থাৎ : ঐ এহদাস (নতুন সৃষ্টি) পরিহারযোগ্য যা মূলতঃ দীনে নেই।[১৩৪] অন্য হাদিসে পাকে বলেছেন-

كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

-"প্রত্যেক নতুন সৃষ্টি বিদআহ এবং প্রত্যেক বিদআহ ভ্রান্ত।"[১৩৫] এখন দেখার বিষয় হল লোকেরা হাদিসে পাকের একটা অংশ

প্রত্যেক নতুন সৃষ্টি বিদআহকে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করে, কিন্তু এ মুহদিসা বা নতুন সৃষ্টি কিভাবে বিদআত হল তা কেউ দেখে না। মানুষ দু'টো শব্দের পরস্পরের সম্পর্ক ছিন্ন করে, এবং ভুল আলোচনায়, ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। হাদিসে পাকের শব্দে

كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»

প্রত্যেক নতুন সৃষ্টি বিদআহ এবং প্রত্যেক বিদআত ভ্রান্ত। এ হাদিসে চিন্তা করলে এ বাস্তবতা ফুটে উঠে যে শুধু ঐ বিদআত ভ্রান্ত হবে যা মুহদিসা হবে এবং মুহদিসা বলতে কি বুঝানো হয়েছে অন্য হাদিসে তা এভাবে-

---

১৩৪.(ক) সহীহ বুখারী, কিতাবুস সোলহে, বাবু ইজাস তালাহু আলাস সোলহে জাওরীন: ২/৯৫৯, নং ২৫৫০
(খ) সুনানু আবি দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু ফি লুজুমিস সুন্নাহ : ২০০/৪, নং ৪৬০৬,
(গ) আল মুসনাদ, আবু আওয়ানা : ৪/১৭১ নং ৬৪০৮
(ঘ) আল মুসনাদ, আবু এয়ালা : ৮/৭০ নং ৪৫৯৪
(ঙ) আল মুনতাকা, ইবনি জারুদ : ১/২৫১ নং ১০০২
(চ) আল এতেকাদ, বায়হাকী : ১/২২৯
(ছ) আল ফিরদাউস বেমাসুরিল খেতাব : ৩/৫৭৯ নং ৫৮১২
১৩৫. (ক) সুনানু আবি দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু ফি লজুমিস সুন্নাহ : ৪/২০০ নং ৪৬০৭
(খ) আজ জামেয়ু লিত তিরমিজী, কিতাবুল এলম, বাবু মা জায়া ফিল আখজে বিস সুন্নাহ: ৫/৪৪ নং ২৬৭৬
(গ) সুনানু ইবনে মাযাহ, মোকাদ্দেমা, বাবু এত্তেবায়ীস সুন্নাতিল খুলাফায়ীর রাশেদীন : ১/১৫নং ৪২
(ঘ) আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ৪/১২৬ পৃ.
(ঙ) আস সহীহ, ইবনি হাববান : ১/১৭৮ নং ৫

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অর্থাৎ মুহদিসা শুধু ঐ সব কার্যাবলীতে হবে যে গুলো مَا لَيْسَ فِيهِ এর শর্তে আবর্ত। যখন এহদাসের ধারণা পরিষ্কার হয়েছে তা হলে জেনে রাখা প্রয়োজন যে এ ব্যাখ্যা এজন্য প্রদান করা হল যে যদি এসব শব্দের অর্থ নির্ধারিত না হয়

বিদআতের জন্য মুহদিসা হওয়াটা জরুরী এবং যে বিদআত মুহদিসা হবে তাই ভ্রান্ত হবে কেননা বেদআতের নির্ভরতাই এহদাস। বরং শুধু মুহদিসা ও বিদআত শব্দদ্বয়ের গঠনের উপর আলোচনা করা হয় এবং এগুলোর শাব্দিক অর্থের ভিত্তিতে কুফর ও শিরকের ফতুওয়া প্রদান শুরু করে, তা হলে ধর্মীয় শিক্ষায় ও রাসূলে পাকের আহাদিসে অনেক ব্যত্যয় ঘটবে যা অর্থগত সন্দেহ, সংশয়ের সংমিশ্রন অন্তঃসার।

হাদিস সমূহে "বিদআত" শব্দের ব্যবহারাবলী

আমাদের দেশে শিরক শব্দের মত এহদাস এবং বিদআতকেও ব্যবহারিক অর্থে অন্যায়ভাবে ব্যবহারের কারনে জুলুমের স্তরে নিয়ে যায় এবং এগুলোর নেতিবাচক বিশ্লেষণ বিবরণ মুসলিম মিল্লাতকে মানসিক বিবাদ বিসংবাদে নিমজ্জিত করেছে। অথচ রাসূলে পাক (ﷺ)-এর হাদিস এবং সাহাবায়ে কেরামের আসারকে পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে শব্দদ্বয়ে দোষণীয় কিছু নেই।

নিম্নে হাদিসে পাকের কিতাব সমূহ থেকে কিছু উদাহরণ ও ঘটনা প্রবাহ উপস্থাপিত হচ্ছে যার মাধ্যমে শরীয়তের মূল মাসয়ালা বেরিয়ে আসবে, এবং একথা ও হৃদয়ঙ্গম হবে যে স্বত্বাগত শব্দদ্বয়ে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি নেই, বরং তার বিপরীতে আরববাসীর প্রবাদ বাক্যে এ শব্দগুলোর সঠিক ব্যবহার বহুল প্রচারিত। একারনে নবীয়ে পাক (ﷺ) সাহাবায়ে কেরাম বিভিন্ন স্থানে এ শব্দগুলোকে হ্যাঁ সূচক অর্থ ব্যবহার করেছেন। যাতে প্রতীয়মান হয় যে, নবীয়ে পাকের যুগে, সাহাবায়ে কেরামের যুগে বিদআত এমন কাজকেও বলা হয়, যা মূলত বৈধ এবং সুন্নাত এবং তা বিদআতে দালালাহর পরিধিতে আসেনা।

ইমাম বুখারী (رحمه الله) (২৫৬ হি.) বর্ণনা করেন যে, হযরত মুজাহিদ (رضي الله عنه) বলেছেন-

دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ عُمَرَ جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، وَإِذَا أُنَاسٌ يُصَلُّوْنَ فِي الْمَسْجِدِ صَلَاةَ الضُّحٰى، قَالَ: فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ؟ فَقَالَ: بِدْعَةٌ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ قَالَ: أَرْبَعٌ،

হযরত মুজাহিদ (ﷺ) বলেছেন আমি এবং ওরওয়া বিন জুবাইর (ﷺ) মসজিদে প্রবেশ করেছি। তখন সেখানে হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (ﷺ) হযরত আয়েশা (ﷺ) কক্ষের পাশে বসা ছিল এবং লোকেরা মসজিদে চাশতের নামাজ পড়ছিলেন। আমরা আবদুল্লাহ বিন ওমরের কাছে মানুষের নামজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করায় উনি উত্তর দিলেন বেদায়াত। এরপর আরজ করলাম, রাসূলে পাক (ﷺ) কয়বার ওমরাহ করেছেন? বললেন চার বার।[১৩৬]

এ হাদিসে হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমরের বর্ণনা ভংগি প্রকাশ করছে যে- বিদআত শব্দে ব্যবহার এত খারাপ অর্থে নয় যেমন ইদানিং বিশেষ কিছু লোকের দৃষ্টি ভংগিতে খারাপ করা হয়েছে। এ কারণে মসজিদে লোকদের চাশতে নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার সাথে সাথে তিনি বলে দিয়েছেন বিদআত (নতুন পদ্ধতি)।

চিন্তা করুন যদি كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ প্রত্যেক নতুন কাজ ভ্রান্ত হত তাহলে হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর এভাবে একত্রে সম্মিলিত ভাবে চাশতের নামাজ আদায়কারীদের নামাজ বন্ধ করে দিতেন এবং তৎক্ষণাৎ তাদের মসজিদ থেকে বের করে দিতেন এবং বলতেন, তোমরা হারাম কাজ করছ। কেননা ইবনে ওমরের মত মার্যাদা বান সাহাবী থেকে এ ধরণের আচরণ আশা করা যায়না যে, উনার সম্মুখে শরীয়ত বিরোধী কার্যাবলী হতে থাকবে, তিনি নীরবে তা পর্যবেক্ষণ করবেন। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে- হযরত ওরওয়া এবং

১৩৬.(ক) সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল ওমরাহ, বাবু কম এ'তিমারান নবীয়্যু (ﷺ) : ২/৬৩০ হাদিস: ১৬৮৫
(খ) মুসলিম শরীফ, কিতাবুল হজ্ব, বাবু বয়ানে আদদে ওমারিন নবীয়্যি ওয়া জিমানিহিম : ২/৯১৭, ১২৫৫
(গ) আস সহীহ্, ইমাম ইবনে খোজাইমাহ : ৪/৩৫৮ হাদিস: ৩০৭০
(ঘ) আস সহীহ্, ইমাম ইবনে হিব্বান : ৯/২৬৯ পৃ.হাদিস: ৩৯৪৫
(ঙ) আল মুসনাদ, আহমদ বিন হাম্বল : ২/১২৮ হাদিস: ৬১২৬
(চ) আল মোসান্নেফ, ইমাম ইবনে আবি শায়বা : ২/১৭২ পৃ. হাদিস: ৬১৬
(ছ) আল মুসনাদ, ইমাম ইবনে রাহওয়াই : ৩/৬১৪ হাদিস: ১১৮৭
(জ) ফতহুল বারী, ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী : ৩/৫২ হাদিস: ১১২১

মুজাহিদ ইবনে ওমরের কাছে "বেদআত" শুনে দুঃখ প্রকাশ না করে নীরব থাকলেন। এতে বুঝা যায় সর্ব শ্রেণীর সাহাবায়ে কেরামের কাছে সাধারণভাবে বিদআত বা নতুন কিছু সৃজন তার পরিত্যক্ত বা অবৈধ হওয়াকে আবশ্যক করে না। এ কারণেই হযরত মুজাহিদ ও ওরওয়াহ হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমরের উত্তর বিদআহ শুনার পর কোন বাদ প্রতিবাদ না করে পরবর্তী প্রশ্ন করে ছিলেন যে, রাসূলে পাক (ﷺ) কয়বার ওমরাহ করেছিলেন? উত্তরে বললেন, চার বার। পুরো হাদিসের প্রকৃতি পরিবেশ প্রকাশ করছে যে চাশতের নামাজকে বিদআত বলতে হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (رضي الله عنه) 'র মন ও মননে ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ঠতার কোন ধারনা ছিল না, ছিলনা উনার কাছে প্রশ্নকারীদের বিদআত শব্দের ওপর কোন আপত্তি। কেননা, সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম ও তাবিয়ীদের নিকট যে কোন নতুন কাজের জন্যে বিদআত শব্দের প্রয়োগ স্বাভাবিক ছিল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (رضي الله عنه) চাশতের নামাজকে কেন বিদআত বললেন, কেননা এটা তো প্রচলিত ছিল। হাদিসের কিতাবসমূহে এ নামাজের অসংখ্য ফজিলত আলোচিত হয়েছে। এর উত্তর এই যে নবীয়ে পাক (ﷺ) দু'একবার চাশতের নামজ ঘর থেকে মসজিদে এসে আদায় করেছেন, তারপর একথা মনে করে যে, আমাকে নিয়মিত পড়তে দেখে লোকেরা এটাকে ওয়াজিব মনে করে নিবে, তাই বাকী জীবন নিয়মিতি ঘরেই আদায় করেছেন। যেহেতু নবীয়ে পাক (ﷺ) মসজিদে আদায় করার প্রচলন করেননি অথচ এখন সাহাবা তাবিয়ীনরা মসজিদে একত্রিত হয়ে আদায় করে যাচ্ছে। একারণে ইবনে ওমর (رضي الله عنه) এভাবে মসজিদে একত্রিত হয়ে সম্মিলিতভাবে চাশতের নামাজ আদায় করাকে বিদআত বলেছেন, তবে যদি এ নামাজ ভ্রান্ত বিদআত হত তা হলে ইবনে ওমর (رضي الله عنه) তাৎক্ষণিক এ কাজ বন্ধ করে দিতেন। কেননা সে সময় শরীয়তের অনুশাসন অনুকরনে আবদুল্লাহ বিন ওমর ছাড়া আর কে হতে পারে। অথচ আবদুল্লাহ বিন ওমর (رضي الله عنه) তাদেরকে বারণ করেন নি এবং মুজাহিদ ও ওরওয়াহ বিন জুবাইর এটাকে ভ্রান্তও মনে করেননি, খারাপ মনে করেন নি ঐ সব সাহাবা, তাবিয়ীন যারা নামাজ পড়ছিলেন, কোন ফতুয়া প্রদান করেননি স্বয়ং ইমাম বুখারী (رحمه الله) হাদিস বর্ণনা করতে গিয়ে। উল্লেখিত বিস্তারিত আলোচনায় পরিষ্কার হয়েছে, বিদআত এমন কাজকেও বলা হয় যা মূলত বৈধ এবং বিধিসম্মত কাজেই শুধু বিদআত বললে সে কাজ

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ প্রত্যেক বিদআত[১৩৭] ভ্রান্তের সংজ্ঞায় পড়বে না কেননা, কোন বাচ বিচার না করে প্রত্যেক বিদআত বা নতুন সৃজনকৃত কার্যাবলীকে ভ্রান্ত বললে (আল্লাহ মাফ করুক) এ হাদিসের সাহাবায়ে কেরামের আমলকে কি বলা হবে? এখানে তো বিদআত শব্দের সাথে নে'মা শব্দও আসেনি, শুধুমাত্র বিদআত বলা হয়েছে। এতে প্রমাণিত যে সাহাবায়ে কেরাম যে কোন নতুন কাজের জন্য কোন সংকোচ না করে বিদআত শব্দের ব্যবহার করে বসেন এবং কোন কাজকে বিদআত বললে তার জন্য তাঁরা পরস্পরের মধ্যে ঝগড়াও করতেন না বা এর জন্য কোন ফতোয়া প্রদান করতেন না। তার কারণ হচ্ছে তাদের কাছে বিদআত শব্দ ঐ অর্থে ব্যবহার হত না যে অর্থে বর্তমান কিছু লোক বাধ্যতামূলকভাবে ব্যবহার করছে। এ জন্য যে, যদি এসব অর্থে ব্যবহার হত তাহলে হযরত ইবনে ওমর চাশতের নামাজকে বিদআত বলার সাথে সাথে অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম রাসূলে পাক (ﷺ)-এর হাদিস (প্রত্যেক বিদআত ভ্রান্ত) উপস্থাপন করতেন, কিন্তু কেউ তা করেননি। কারণ ঐ সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম দ্বীনের বিধি বিধান বুঝতেন, তাঁরা সাধারণত প্রত্যেক নতুন সৃজিত কাজকে বিদআত বলতেন না। শুধুমাত্র ঐ সব বিদআতকে ভ্রান্ত বলতেন যা কিতাব ও সুন্নাহর বিপরীত ও সাংঘর্ষিক হত।

(২) উপরে বর্ণিত ইমাম বুখারীর হাদিসটা ইমাম ইবনে আবি সায়বা (২৩৫ হিঃ) হযরত আরজ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন-

سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ صَلَاةِ الضُّحَى وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى حُجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «بِدْعَةٌ وَنِعْمَتِ الْبِدْعَةُ»

-আমি ইবনে ওমরের (رضي الله عنه) কাছে চাশতের নামাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম যখন তিনি নবীয়ে পাক (ﷺ)-এর কক্ষ মোবারকে হেলান দিয়ে বসেছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন বিদআত এবং কত উত্তম বিদআত।[১৩৮]

১৩৭.(ক) সুনানু আবি দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু ফি লযুমিস সুন্নাহ : ৪/২০০ হাদিস: ৪৬০৭
(খ) জামেউত তিরমিজী, কিতাবুল ইলম, বাবু মা যায়া ফিল আখজে বিস সুন্নাহ : ৫/৪৪ পৃ. হাদিস: ২৬৭৬
(গ) সুনানু ইবনি মাযা, মোকাদ্দেমা, বাবু এত্তেবায়ীস সুন্নাতিল খুলাফায়ীর রাশেদীন : ১/১৫ হাদিস: ৪২
(ঘ) আল-মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ৪/১২৬ পৃ.
(ঙ) আস সহীহ, ইবনি হাব্বান : ১/১৭৮ হাদিস: ৫
১৩৮.(ক) আল মুসান্নাফ, ইবনে আবি শায়বা : ২/১৭২পৃ. হাদিস : ৭৭৭৫
(খ) ফতহুল বারী, ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী : ৩/৫২ পৃ. হাদিস: ১১২১

(৩) এভাবে ইমাম বুখারী (রা.) (২৫৬ হি:) তার ছহীহ্ বুখারী শরীফের- كِتَابُ صَلَاةِ التَّرَاوِيْحِ এ باب فَضلِ مَنْ قَامَ رمضانَ তারাবীর নামাজ অধ্যায়ে রমজানের ফজিলত সম্পর্কিত পাঠে আবদুর রহমান বিন আবদুল কারী (رحمه الله) থেকে বর্ণনা করেন-

خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ؛ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، ويُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هٰؤُلَاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ، ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ على أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى، والنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِئِهِمْ، قَالَ عُمَرُ: نِعْمَ الْبِدْعَةُ هٰذِهِ، والَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُوْمُوْنَ. يُرِيْدُ آخِرَ اللَّيْلِ، وَكَانَ النَّاسُ يَقُوْمُوْنَ أَوَّلَهُ.

-আমি একদা রামজানে হযরত ওমর (رضي الله عنه)'র সাথে মসজিদে গিয়েছিলাম তখন লোকেরা বিক্ষিপ্ত ছিল, এক ব্যক্তি একাকী নামাজ পড়ছিলেন অন্য একজন কয়েকজন নিয়ে একত্রে পড়ছিলেন, এমতাবস্থায় হযরত ওমর (رضي الله عنه) বললেন, যে- আমার ধারণা সবাইকে একজন ক্বারীর পিছনে একত্র করে দিলে ভাল হয়। অতঃপর তিনি সবাইকে হযরত ওবাই বিন কা'ব এর পিছনে একত্রিত করে দেন, তারপর দ্বিতীয় দিন আমি হযরত ওমর (رضي الله عنه) সাথে মসজিদে গিয়ে দেখি সবাই তাদের ক্বারীর পিছনে একত্রে নামাজ পড়ছে, তখন হযরত ওমর (رضي الله عنه) বললেন- এটা কত উত্তম বিদআত এবং রাতের ঐ অংশ কত উত্তম যখন মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে তার থেকে ঐ অংশ. যে অংশে তারা নামাজ পড়ে। অর্থাৎ উনার বলার উদ্দেশ্য ছিল রাতের শেষাংশ যখন মানুষ ঘুমায় তার থেকে উত্তম প্রথমাংশ যখন মানুষ নামাজ পড়ে।[১৩৯]

---

১৩৯. (ক) সহীহ্ বুখারী, কিতাবু সালাতিত তারাহীহ, বাবু ফজলে মন কামা রামদানা : ২/৭০৭ হাদিস: ১৯০৬
(খ) আল মোয়াত্তা, ইমাম মালেক : ১/১১৪ পৃ. হাদিস: ২/২৫০
(গ) আল মুসান্নাফ, ইমাম আবদুর রাযযাক : ৪/২৫৮ পৃ. হাদিস: ৭৭২৩
(ঘ) আস সহীহ্, ইমাম ইবনে খোজায়মা : ২/১৫৫ পৃ. হাদিস: ১১০০
(ঙ) আস সুনানুল কোবরা, ইমাম বায়হাকী : ২/৪৯৩ পৃ. হাদিস: ৪৩৭৯
(চ) শোয়াবুল ঈমান, ইমাম বায়হাকী : ৩/১৭৭ পৃ. হাদিস: ৩২৬৯

নবীয়ে পাক (ﷺ) এ ভয়ে যে নামাজে তারাবীহ এবং চাশত উম্মতের উপর ফরজ হয়ে যাবে, কয়েকবার সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে বাহিরে পড়ার পরও ঘরে পড়া শুরু করেছিলেন যাতে উম্মতের বৃদ্ধ ও দুর্বলদের কষ্ট না হয়। হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (رضي الله عنها) (৫৮ হি:) বলেন এমন কিছু কাজ আছে যেগুলো রাসুলে পাক (ﷺ) পছন্দ করতেন কিন্তু নিয়মিত করতেন না। এ কারণে যে যেন ফরজ না হয় বা মানুষ তাকে ওয়াজিব না বুঝে এবং কষ্ট ও সমস্যায় না পড়ে। সহীহ বুখারী শরীফে রাওয়ায়েত রয়েছে যে, হযরত আয়েশা (رضي الله عنها) বলেন-

إِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ؛ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ، فَيُفْرَضُ عَلَيْهِمْ، وَمَا سَبَّحَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَةَ الضُّحٰى قَطُّ، وَإِنِّيْ لَأُسَبِّحُهَا.

-রাসূলে পাক (ﷺ) কোন কোন সময় কোন কাজ এ ভয়ে ছেড়ে দিতেন যে মানুষ একাজ করলে তাদের উপর ফরজ করে দেয়া হবে, অথচ এ সব করাটা রাসূলে পাক (ﷺ)-এর কাছে অত্যন্ত প্রিয় এবং রাসূলে পাক (ﷺ) চাশতের নামাজ (গুরুত্ব সহকারে) কখনো পড়েন নি অথচ আমি পড়ি।[১৪০]

রাসূলে পাক (ﷺ) সময়ের পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে জীবদ্দশায় তারাবির নামাজ মসজিদে জামাত সহকারে পড়তে নিষেধ করেছেন। এ কারণে তাঁর বেছালের পর সিদ্দিকে আকবরের (رضي الله عنه) সময়ে সাহাবায়ে কেরাম তারাবীহর নামাজ একাকী পড়ত, এমনকি ফারুকে আজমের খিলাফতের প্রাথমিক

১৪০.(ক) সহীহ্ বুখারী, আবওয়াবু তাকসীস্ সালাতে, বাবু তাহরীসিন নবীয়্যি আলাসালাতিল লায়ল : ১/৩৭৯ হাদিস:১০৭৬

(খ) সহীহ্ মুসলিম, কিতাবু সালাতিল মোসাফেরীনা, বাবু এসতিহবাবে সালাতি দ্দোহা : ১/৪১৭ হাদিস:৭১৮

(গ) সুনানু আবি দাউদ, কিতাবুত তা তাওয়ে, বাবু সালাতিদ্ দোহা : ২/২৮ পৃ. হা/১২৯৩

(ঘ) আল-মোয়াত্তা, ইমাম মালেক, কিতাবু কসরিস্ সালাতি ফিস্ সফরি, বাবু সালাতিদ দোহা: ১/১৫২ হাদিস: ৩৫৭

(ঙ) আল-মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ৬/১৭৮ পৃ. হাদিস: ২৫৪৯০

(চ) আস সহীহ্, ইমাম ইবনে হিব্বান : ২/১২ পৃ. হাদিস: ৩১৩

(ছ) ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ, ১/৮৬ পৃ. হা/১৯৬

(জ) আস-সুনানুল কোবরা, ইমাম নাসায়ী : ১/১৮০ হাদিস: ৪৮০

(ঝ) আল মুসনাদ, ইমাম আবু আওয়ানা : ২/২৬৭ পৃ.

(ঞ) আস সুনানুল কোবরা, ইমাম বায়হাকী : ৩/৫০ হাদিস: ৪৬৯২

অবস্থায়ও মানুষেরা তারাবিহর নামাজ একাকী পড়তেন। পরবর্তী পর্যায়ে হযরত ফারুকে আজম (ﷺ) একজন ইমামের পিছনে জামাতে তারাবিহর নামাজ আদায় করতে একত্রিত করে দিয়েছেন, এবং তারাবিহর নামাজ জামাতে আদায় করতে দেখে বলেছিলেন এটা কত উত্তম বিদআত।

লক্ষনীয় বিষয় হল যে, যদি বিদআত শব্দে এত দুষনীয় কিছু থাকত যে এ শব্দ শুধু পথভ্রষ্ট বা ভ্রান্তধারণার জন্যই ব্যবহার হয় তা হলে হযরত ফারুকে আজম (ﷺ) তারাবিহর মত ইবাদতের জন্য এ শব্দ ব্যবহার করতেন না। এ ছাড়া তিনি ভাষাগত ও আরবী ভাষা ভাষী যদি এ ধরণের দূষণীয় কিছু থাকত তিনি এ শব্দ প্রয়োগ না করে এর স্থলে অন্য শব্দ ব্যবহার করতেন। কিন্তু এসব কিছুর পরও তিনি বিদআত শব্দ ব্যবহার করেছেন, মকছদ হল যদিও প্রত্যেক নতুন কাজ নতুনত্বের কারনে বিদআত কিন্তু রাসূলে পাক (ﷺ)-এর ঘোষণা-

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ

-তোমাদের উপর আমার সুন্নাত এবং আমার খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত[১৪১] কারনে প্রত্যেক এ নতুন কাজ যা খুলাফায়ে রাশেদীনরা শুরু করেছেন তাও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত হিসেবে বিদআত হাসানা হবে। এ কারণে সৈয়্যদেনা ফারুকে আজম (ﷺ) যখন একজন ইমামের পিছনে সবাইকে একত্রিত করে তারাবিহর নামাজের জামাত চালু করে দিলেন, সে নামাজের জামাতকে نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هٰذِهٖ বা কি উত্তম বিদআত বলেছেন।

হাদিসে পাকে إِحْدَاثٌ এহদাস শব্দের ব্যবহারাবলী

বিদআত শব্দের মত إِحْدَاثٌ এহদাস শব্দকে ভুল ব্যবহারের কারণে ভ্রষ্ট এবং ভ্রান্তের সমার্থক করে দিয়েছে লোকেরা। অথচ সুন্দর ও ভাল নতুন সৃষ্টিকে

১৪১.(ক) সুনানু আবি দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু লুজুমিস সুন্নাহ : ৪/২০০ হাদিস: ৪৬০৭
(খ) জামেয় তিরমিজী, কিতাবুল ইলম, বাবু মা যায়া ফিল আখজে বিস সুন্নাহ : ৫/৪৪ পৃ. হাদিস: ২৬৭৬
(গ) সুনানু ইবনে মাযাহ, মোকাদ্দেমা, বাবু এত্তেবায়ীস সুন্নাতিল খুলাফায়ীর রাশেদীন : ১/১৫ হাদিস: ৪২
(ঘ) আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ৪/১২৬ পৃ.
(ঙ) আস সহীহ্, ইমাম ইবনে হিব্বান : ১/১৭৮ হাদিস: ৫
(চ) আল মু'জামুল কাবীর, ইমাম তাবরানী : ১৮/২৪৯ পৃ. হাদিস: ৬২৪
(ছ) আস সুনান, ইমাম দারেমী : ১/৫৭ পৃ. হাদিস: ৯৫
(জ) শুয়াবুল ঈমান, ইমাম বায়হাকী : ৬/৬৭ হাদিস: ৭৫১৬
(ঝ) আল মোস্তাদরক, ইমাম হাকেম : ১/১৭৪ হাদিস: ৩২৯

বিদআত ও ভ্রান্ত হিসেবে চিহ্নিত করাটাই অজ্ঞতা ও ভ্রষ্টতা। নিম্নে إِحْدَاث এবং مُحْدَثَة র সূত্রে কয়েকটা হাদিস উপস্থাপিত করা হচ্ছে। যার মাধ্যমে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে সাহাবায়ে কেরাম বিনা দ্বিধায় ভাল কাজের জন্যও এ শব্দ ব্যবহার করছিলেন। অতএব-

كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

(প্রত্যেক নতুন সৃজিত বস্তু বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআত ভ্রান্ত) সার সংক্ষেপের ভিত্তিতে রাসূলে পাক (ﷺ)-এর ইচ্ছা ও লক্ষ্য না বুঝে প্রত্যেক নতুন কাজকে তার ভাল খারাপ বিবেচনা না করে পথহারা, ভ্রান্ত বলা দ্বীনি ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি। প্রশ্ন হচ্ছে যে এ শব্দে (আল্লাহ ক্ষমা করুক) এতই ত্রুটিপূর্ণ দূষণীয় কিছু থাকলে তার সম্পর্ক রাসূলে পাক (ﷺ)-এর দিকে করা হত না ইমাম মুসলিম (রা.) (২৬১ হি:) স্বীয় সহীহ্ মুসলিম শরীফে -

كِتَابُ الصَّلٰوةِ بَابُ مَا يُقَالُ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ

সালাত অধ্যায়ে বাবু মা য়ুকালু ফির রুকুয়ে ওয়াচ সুজুদের মধ্যে বর্ণনা করেন যে সৈয়্যদিনা আয়েশা সিদ্দিকা (رضي الله عنها) বলেন[১৪২]-

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا هَذِهِ الْكَلِمَاتُ الَّتِي أَرَاكَ أَحْدَثْتَهَا تَقُولُهَا؟ قَالَ: جُعِلَتْ لِي عَلَامَةٌ فِي أُمَّتِي إِذَا رَأَيْتُهَا قُلْتُهَا {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ} [النصر: ١] إِلَى آخِرِ السُّورَةِ

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (رضي الله عنها) বর্ণনা করেন যে, নবীয়ে পাক (ﷺ) বেছালের পূর্বে বেশী বেশী এ শব্দগুলো পড়তেন-

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

১৪২.(ক) সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুস সালাত, বাবু মা য়ুকালো ফির রুকুয়ি ওয়াস সুজুদে : ৩৫১/১ হাদিস: ৪৮৪
(খ) আল মুসান্নাফ, ইমাম ইবনে আবি শায়বা : ৬/৪২ পৃ. হাদিস: ২৯৩৩২
(গ) আল-মুসনাদুল মোস্তখরেজু আলা সহীহীল ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু নুঈম : ২/৯৮ পৃ. হাদিস: ১০৭৬
(ঘ) জামেউল বয়ান আন তাবিলে আয়িল কোরআন, ইমাম তবারী : ৩০/৩৩৪

আমি রাসূলে পাক (ﷺ) কে আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! এখন আপনি এ শব্দগুলো কেন পড়া শুরু করেছেন, যেগুলো পড়তে আমি আপনাকে দেখছি। উত্তরে নবীয়ে পাক (ﷺ) বললেন, মহান আল্লাহপাক আমার উম্মতের একটা চিহ্ন নির্ধারণ করে রেখেছেন, যখন আমি উম্মতে সে চিহ্ন দেখি, তখন সূরায়ে নছর إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ পড়ি (এ সূরায় যে নির্দেশ রয়েছে তার উপর আমল করি)।[১৪৩]

উল্লেখিত হাদিসে পাকের আলোকে إِحْدَاثٌ এহদাস শব্দের উপর আলোকপাত করার পূর্বে প্রয়োজন যে, নবীয়ে পাক (ﷺ)-এর জবানে পাক নিসৃত প্রতিটা শব্দ সত্য।[১৪৪] তিনি যখন চান, যে সময় চান এবং যা চান বলতে পারেন এবং যা বলবেন তাই সুন্নাত এবং তাই - فِي أَمْرِنَا هَذَا (যা আমার মধ্যে রয়েছে) হয়ে যায়, তাই দ্বীন হয়ে যায়।[১৪৫] হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (رضي الله عنها) এসব কিছু জানার পর আকস্মিক বলে ফেললেন, রাসূলে পাক (ﷺ) এর এসব নতুন শব্দাবলী সম্পর্কে

مَا هَذِهِ الْكَلِمَاتُ الَّتِي أَرَاكَ أَحْدَثْتَهَا تَقُولُهَا

যে, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! এখন আপনি এসব শব্দাবলী কেন পড়া শুরু করেছেন? যে আপনাকে পড়তে আমি দেখছি।

এ হাদিসে إِحْدَاثٌ এহদাস শব্দের সর্ম্পক রাসূলে পাক (ﷺ) এর প্রতি করা হয়েছে, এতে প্রমাণ হচ্ছে যে কিছু কিছু শব্দ তা সুন্নাত হউক বা রাসূলে পাক (ﷺ)-এর জবান নিঃসৃতই হউক না কেন তারদিকে এহদাস শব্দের সম্পর্ক করা যায়। এভাবে পূর্বের হাদিসে চাশতে বিদআত শব্দের ব্যবহার হয়েছে। এতেও স্পষ্ট বুঝা যায় যে,

---

১৪৩. আল কুরআন: সূরা আন নাসর : ১

১৪৪.(ক) আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ২/১৬২ পৃ. হাদিস: ৬৫১১

(খ) আল মসতাদরক, হাকিম : ১/১৮৭ হাদিস: ৩৫৯

১৪৫.(ক) সহীহ্ বুখারী, কিতাবুস সোলহে, বাবু ইজাস তালাহ আলা সোলহে জাওরীন : ৯৫৯/২ হাদিস: ২৫৫০

(খ) সুনানু আবি দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু লজুমিস সুন্নাহ : ৪/২০০ হাদিস: ৪৬০৬

(গ) আল মুসনাদ, আবু আওয়ানা : ৪/১৭১ হাদিস:ং ৬৪০৮

(ঘ) আল মুসনাদ, আবু এয়ালা : ৮/৭০ হাদিস: ৪৫৯৪

(ঙ) আল ফিরদাউস বেমাসুরিল খেতাব দায়লমী : ৩/৫৭৯ হাদিস: ৫৮১২

كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

-প্রত্যেক নতুন সৃজিত বস্তু বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআত ভ্রান্ত।[১৪৬] দ্বারা যে ধারণা পোষণ করছে কিছু অবুঝ লোকেরা সাহাবায়ে কেরাম তা নিতেন না এ ধরনের যে কোন হাদিসের উপর যে কোন হুকুম নির্ধারনের পূর্বে দেখতে হবে হাদিসের গতিবিধি, ভাষার সাবলীলতা, চিন্তা করে দেখতে হবে হাদিসের অর্থগত উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে হাদিসে উপস্থাপন করেছেন। রাসূলে পাক (ﷺ)-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি ছিল? এ হাদিসের বর্ণনায়। অতএব যতক্ষন পর্যন্ত বিষয়বস্তুর সবদিক সামনে এনে পর্যালোচনা করা হবে না, ততক্ষন পর্যন্ত শুধুমাত্র শাব্দিক অর্থের উপর কোন চিন্তা না করে হুকুম প্রয়োগ করলে পথভ্রষ্টতা হবে। মূল উদ্দেশ্য ভিন্ন হয়ে যাবে।

যদি إِحْدَاثٌ এহদাস এবং بدعات বিদআত শব্দে এত কিছু দূষণীয় হয় তাহলে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (رضي الله عنها) এ শব্দ রাসূলে পাক (ﷺ)-এর জন্য ব্যবহার করতে পারতেন না। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (رضي الله عنها) রাসূলে পাক (ﷺ)-এর জন্য এহদাস শব্দ ব্যবহার এর অর্থ হল স্বত্বাগত শব্দের অর্থ এবং ধারনায় কোন দোষ নেই বরং দোষণীয় কাজ হচ্ছে তাদের ইসলামকে বুঝার মধ্যে যারা বাধ্যতামূলক ভাবে এ শব্দের অর্থ পথভ্রষ্ট ও ভ্রান্ত বানিয়েছে। যদি احداث এবং بدعات শব্দদ্বয় আরবী প্রচলনে ভাল অর্থে ব্যবহার না হত তাহলে কখনো ছাহাবায়ে কেরাম রাসূলে পাক (ﷺ)-এর জন্য এ শব্দ ব্যবহার করতেন না। বরং আল্লাহ পাকের আয়াত-

لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا

-তোমরা "রায়েনা" বলনা বরং "উনজুর না" বল।[১৪৭] এর অনুকরনে এদুটো শব্দ এহদাস ও বিদআত পরিবর্তন করে অন্য শব্দ ব্যবহারে তৎপর হত বেয়াদবী ও অবাধ্যতা থেকে পরিত্রানের নিমিত্তে। এতে বুঝা যায়

---

১৪৬. (ক) সুনানে আবি দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু ফি লুযুমিস সুন্নাহ : ৪/২০০ হাদিস: ৪৬০৭
(খ) তিরমিজী শরীফ, কিতাবুল এলম, বাবু মা যায়া ফিল আখজি বিস্ সুন্নাহ : ৫/৪৪ হাদিস: ২৬৭৬
(গ) সুনানু ইবনি মাযা, মোকাদ্দেমা, বাবু এত্তবায়ীস সুন্নাহ আল খুলাফায়ীর রাশেদীন : ১৫/১, হাদিস: ৪২
(ঘ) আল-মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ৪/১১২৬ পৃ.
(ঙ) আস সহীহ্, ইমাম ইবনে হিব্বান : ১/১৭৮ পৃ. হাদিস: ৫
১৪৭ .আল কুরআন, আল বাক্বারা : ২: আয়াত নং-১০৪

এহদাস শব্দ কুরআন হাদিস বা আরবী সাহিত্যের প্রতিটি স্থরে না সূচক বা নিষিদ্ধ অর্থে ব্যবহার হয় না বরং তা বৈধ মুবাহ। এখন দেখার বিষয় এর খারাপ অর্থ কখন হয় এবং ভাল কখন হয়। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) (৮৫৫ হি.) এ নিয়মকে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন-

إِنْ كَانَتْ مِمَّا يَنْدَرِجُ تَحْتَ مُسْتَحْسِنٍ فِي الشَّرْعِ فَهِيَ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا يَنْدَرِجُ تَحْتَ مُسْتَقْبَحَةٍ فِي الشَّرْعِ فَهِيَ بِدْعَةٌ مُسْتَقْبَحَةٌ.

-যখন এ বিদআত শব্দের ব্যবহার ভাল কাজের বর্ণনায় আসে তখন তা বিদআত হাসানা আর যদি খারাপ কাজের সাথে ব্যবহার হয় তখন তা বিদআতে সাইয়্যিয়া।[১৪৮]

উল্লেখিত হাদিসে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) রাসুলে পাক (ﷺ)-এর জবানে নতুন কিছু শুনে আরজ করা যে-হে আল্লাহর রাসূল -

مَا هَذِهِ الْكَلِمَاتُ الَّتِي أَرَاكَ أَحْدَثْتَهَا تَقُولُهَا

আপনি এ শব্দগুলো কেন পড়া শুরু করেছেন? যা আপনাকে আমি পড়তে দেখছি। উত্তরে রাসূলে পাক (ﷺ) এ এহদাসকে এহদাসে হাসান বা মুহদিসায়ে হাসানা বলা, এরশাদ হচ্ছে -

جُعِلَتْ لِي عَلَامَةٌ فِي أُمَّتِي إِذَا رَأَيْتُهَا قُلْتُهَا

দ্বারা প্রমাণ হয় যে একটা ভাল নতুন কাজ শুরু করা এহদাস হাসান বা ভাল নতুন কাজ এবং তা রাসূলে পাক (ﷺ)-এর সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত। অতএব, কোন নতুন অবয়বের বস্তু, নতুন কাজ, অথবা সৎকাজ বা উত্তম ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ভাল কাজ আরম্ভ করা বা প্রচলন করা সবকিছু রাসূলে পাক (ﷺ)-এর সুন্নাত, হাদিসে পাকে كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ এবং مَا أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا এ বিষয়ের উপর ভিন্ন হাদিস দ্বারা ভুল ব্যাখ্যার মাধ্যমে ভুল প্রমাণ উপস্থাপন করে প্রত্যেক নতুন কাজকে ভ্রান্ত ও ভ্রষ্টতা বলা সরাসরি অজ্ঞতা ও রাসূলে পাক (ﷺ)-এর মফহুম বা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য না বুঝারই প্রতিশব্দ। কেননা বিদআতে হাসানার মূল হচ্ছে রাসূলে পাক (ﷺ)-এর সুন্নাত। সুতরাং যে কাজের মূল সুন্নাতে রাসূল (ﷺ) হবে তা একটা হউক বা এক হাজার হউক তা সবই এহদাসে হাসানা বা বিদআতে হাসানা। এগুলোকে শুধু নিজেদের

---

১৪৮. উমদাতুল কারী শরহে সহীহ বুখারী, ইমাম আইনী : ১১/১২৬ পৃ.

ভুল বা বাতিল দলিল উপস্থাপনের মাধ্যমে এহদাস বা বিদআতে সাইয়্যিয়া বলা যাবে না।

আরো একটা হাদিস উপস্থাপিত হচ্ছে যেখানে অধিক সংখ্যক সাহাবা নবীয়ে পাক (ﷺ) সম্পর্কে এহদাস শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং নবীয়ে পাক (ﷺ) নিজের এ নতুন কাজকে মুহদিসায়ে হাসানা বলেছেন। যাতে প্রমাণিত হয় যে, এহদাসকে ভ্রান্ত ও ভ্রষ্টতার প্রতিশব্দ বলা যাবে না, আল্লামা নাসায়ী (رحمه الله) (৩০৩ হি.) আস সুনানুল কোবরায় রাফে ইবনে খাদিজ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করছেন-

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَخَرَةٍ إِذَا اجْتَمَعَ إِلَيْهِ أَصْحَابُهُ فَأَرَادَ أَنْ يَنْهَضَ قَالَ: «سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، عَمِلْتُ سُوءًا وَظَلَمْتُ نَفْسِي، فَاغْفِرْ لِي، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ» قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذِهِ كَلِمَاتٌ أَحْدَثْتَهُنَّ؟ قَالَ: " أَجَلْ، جَاءَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هُنَّ كَفَّارَاتُ الْمَجْلِسِ

-নবী করীম (ﷺ)-এর আশে পাশে যখন সাহাবায়ে কেরাম একত্রিত হতেন মজলিশ সমাপ্তির পর উঠার সময় সরকারে দোআলম (ﷺ) বলতেন, হে আল্লাহ তোমার জন্য পবিত্রতা এবং সমস্ত প্রশংসা আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার প্রতিই প্রত্যাবর্তন করছি। অন্যায় করেছি ও স্বীয় স্বত্বার উপর অত্যাচার করেছি। অতএব, তুমি আমাকে ক্ষমা কর নিশ্চয় তুমি ছাড়া অন্য কেউ গুনাহ ক্ষমা করার অধিকার রাখেনা। তখন রাসূলে পাক (ﷺ)-এর প্রতি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আপনি এ নতুন শব্দগুলো পড়লেন? উত্তরে সরকার বললেন, হ্যাঁ, এখনই আমার কাছে জিব্রাঈল (আ.) এসেছেন এবং আমার প্রতি আরজ করলেন, হে মুহাম্মদ (ﷺ)! এ শব্দগুলো মজলিশের বৈঠকের কাফ্ফারা।[১৪৯]

১৪৯.(ক) আস সুনানুল কোবরা, ইমাম নাসায়ী : ৬/১৩৩ পৃ. হাদিস: ১০২০
(খ) আল-মুস্তাদরাক, ইমাম হাকিম : ১/৭২১ পৃ. হাদিস: ১৯৭২
(গ) আত তারগীব ওয়াত তারহীব, মুনযিরী : ২/২৬৪ পৃ. হাদিস: ২৩৩৯
(ঘ) আমলুল ইয়ামে ওয়াল লাইলাহ, ইমাম নাসায়ী : ১/৩২০ হাদিস: ৪২৭

এ হাদিসে পাক থেকে দুটা কথা প্রমাণিত :

(১) এহদাস শব্দে মূলতঃ কোন দোষণীয় বা কোন খারাপ কিছু নেই। এ শব্দকে ভ্রান্ত বা ভ্রষ্টতার দিকে সম্পৃক্ততা করা সাহাবায়ে কেরামের আমল ও সুন্নাতের পরিপন্থী। কারণ এর মর্মে অন্যায় বা দোষণীয় কিছু হত তাহলে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (رضي الله عنها) এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম এ শব্দকে রাসূলে পাক (ﷺ)-এর জন্য ব্যবহার করতেন না।

(২) নতুন শব্দাবলী এবং নতুন ভাল কাজের প্রয়োগ রাসূলে পাক (ﷺ)-এর সুন্নাত মনে করে করা বৈধ এবং এটাকে বিদআতে হাসানা বলে। সংক্ষেপে সাহাবায়ে কেরাম বিনা সংকোচে সৎকাজ, উত্তম কাজের জন্য এহদাস এবং বিদআত শব্দ ব্যবহার করা এবং এসব শব্দগুলোকে নবীয়ে পাক (ﷺ)-এর দিকে সম্পর্কিত করা প্রমাণ করে যে, প্রত্যেক এহদাস এবং বিদআত ভ্রষ্ট এবং ভ্রান্ত নয়।

দ্বিতীয় পাঠ

বিদআতের ধারণা এবং সাহাবায়ে কেরামের আছার

১. কুরআনে পাক একত্রিকরণ এবং শায়খাইন (রা.)'র আমল।
২. জামা'ত সহকারে তারাবীহ নামাজের প্রারম্ভ।
৩. জুমার নামাযের পূর্বে দ্বিতীয় আযান।
৪. হাত কর্তনের শাস্তি পরিহার।
৫. চোরের হাত কাটার পরিবর্তে মালিকের দ্বিগুন মূল্য পরিশোধের নির্দেশ।
৬. মহিলাদের জামাত সহকারে মসজিদে নামায পড়া থেকে বাধা প্রদান।
৭. যাকাত আদায়ে অস্বীকারকারীদের সাথে যুদ্ধ।
৮. লাওয়াতাতের অপরাধে জ্বালিয়ে দেওয়ার শাস্তি।
৯. কিতাবী মহিলার সাথে বিবাহের নিষেধাজ্ঞা।
১০. মুয়াল্লাফাতুল কুলুব বা অন্তর জয় পর্বের সমাপ্তি।
১১. বিজয়ী ভূমির শৃংখলা রক্ষায় সিদ্ধান্ত।
১২. ব্যবসায়ীদের থেকে সম্পদের দশমাংশ আদায়।
১৩. অপরাধীদেরকে শহর থেকে বহিষ্কার রহিত করণ।
১৪. ঘোড়া বা আরোহী এবং গোলামদের উপর ছদকা নেয়া সর্ম্পকে নির্দেশ।
১৫. বায়তুল মাল থেকে মাসিক নির্ধারণ।

বিগত অধ্যায়গুলোতে বিদআতের ব্যবহার এবং এর ধারণার বর্ণনায় পরিষ্কার প্রকাশ পেয়েছে যে, বিদআত শব্দাগতভাবে প্রত্যেক নতুন বস্তুকে বলা হয়। এখন আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সাহাবায়ে কেরামের ধারণায় বর্ণিত আহাদিসে (আসারে) এর অস্তিত্ব ছিল কিনা? তার বর্ণনায় খুলাফায়ে রাশেদার আমলই আলোচ্য, সংক্ষেপে তা উপস্থাপন করা হচ্ছে। কেননা সরকারের দো আলম (ﷺ) পরে তাদের কার্যাবলীই উম্মতের কাছে অধিক নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য।

(১) কুরআনে মজীদের একত্রিকরণ এবং (শয়াখাইন) সিদ্দিকে আকবর (رضي الله عنه) ও ফারুকে আজম (رضي الله عنه)-এর আমল

ইমাম শাতবী (রা.) (৭৯০ হি:) নিজের প্রসিদ্ধ কিতাব আল এতিসামি কুরআনে মজীদ সংকলন ও একত্রিকরণ সম্পর্কে লিখেন-

أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِتَّفَقُوْا عَلٰى جَمْعِ الْمُصْحَفِ، وَلَيْسَ نَصٌّ عَلٰى جَمْعِهِ وَكُتْبِهِ.

-রাসূলে পাক (ﷺ)-এর সাহাবায়ে কেরাম কুরআনে পাকের সংকলনে ঐক্যমতে পৌছেছেন, অথচ তাঁদের কাছে এ ব্যাপারে অকাট্য কোন দলিল ছিল না।[১৫০]

এতে প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক নতুন কাজ যা দীনের কল্যাণ ও উন্নয়নের ভিত্তিতে হয়, তখন থাকে গ্রহণ করা সাহাবায়ে কেরামের সুন্নাত। শুধুমাত্র নতুন হওয়ার কারণে তাকে পরিহার করা যাবে না।

নবীয়ে পাক (ﷺ)-এঁর বেসালের পর যখন হযরত সৈয়্যদেনা সিদ্দিকে আকবর (رضي الله عنه) খিলাফতের মসনদে আসীন হলেন তখন নাবুয়তের মিথ্যা দাবীকারী মুসায়লমাতুল কাজ্জাবের বিরুদ্ধে ইয়ামামার যুদ্ধে ৭০০ এর মত হাফেজে কুরআন সাহাবী শাহাদাত বরণ করলেন, হযরত ফারুকে আযম (رضي الله عنه) অনুভব করলেন যে, এভাবে যুদ্ধ বিগ্রহ চলতে থাকলে এবং এতে সাহাবায়ে কেরাম ও হুফ্ফাজে কিরাম শহীদ হতে থাকলে, অদূর ভবিষ্যতে কুরআনে পাককে বুকে ধারণকারী লোক খোঁজে পাওয়া যাবে না। কঠিন সমস্যা হয়ে পড়তে পারে কুরআনে পাকের সংরক্ষণ। তিনি খলিফাতুর রাসূল হযরত সিদ্দিকে আকবরের দরবারে গিয়ে আরজ করলেন যে, হে রাসূলে

---

১৫০. আল ইতিসাম, ইমাম শাতেবী : ২/১১৫ পৃ.

পাক (ﷺ)-এর প্রতিনিধি! এভাবে যুদ্ধে হাফেজ, সাহাবায়ে কেরাম শহীদ হতে থাকলে কুরআনে পাকের সংরক্ষণ মুসলমানদের জন্য নতুন এক মাসয়ালায় রূপ ধারণ করবে। এ কারণে আমার প্রস্তাব হল কুরআনে পাকের বিক্ষিপ্ত আয়াত ও সূরা সমূহকে একত্রিত করে একটা কিতাবী রূপ দিয়ে কুরআনে মাজীদের হিফাজত নিশ্চিত করা যায়। একথা শুনার পর হযরত আবু বকর সিদ্দিকের মন ও মনন এদিকে সঞ্চারিত হল যে, তিনি বললেন-

كَيْفَ أَفْعَلُ شَيْئًا؟ مَا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

-আমি এমন কাজ কিভাবে করতে পারি যা রাসূলে পাক (ﷺ) করেন নি।[১৫১] হযরত ওমর ফারুক (ﷺ)'র দূর দৃষ্টিসম্পন্ন তীক্ষ্ণনজর এ বিজ্ঞময় গঠনমূলক উপকারী ঘটনা পর্যবেক্ষণ করছিল, যার মধ্যে সন্নিবেশিত ছিল কুরআন সংকলন। অতএব, তিনি উত্তর দিলেন আমীরুল মোমেনীন একথা সত্য যে, আমাদের আকা মাওলা (ﷺ) এ কাজ তাঁর জীবদ্দশায় করেননি কিন্তু هُوَ وَاللهِ خَيْرٌ আল্লাহর শপথ এটা অত্যন্ত উত্তম ও সঠিকের উপর স্থিত। অতএব আমাদের অবশ্যই করতে হবে।

পরস্পরের আলোচনা চলাকলীন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (ﷺ)'র অন্তরাত্মা প্রসারিত হল এবং বললেন, হে ফারুকে আজম! মহান আল্লাহপাক আপনার কবরকে উজ্জ্বল করুক। আপনি আপনার এ আলোচনায় আমার বক্ষকে আলোকিত করেছ। এ হাদিসের বর্ণনাকারী হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত আনসারী (ﷺ) বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু বকর (ﷺ) আমাকে বলেন, আপনি যুবক এবং বিজ্ঞ ব্যক্তি এছাড়া আপনি নবীয়ে পাক (ﷺ)-এর ওহী লিখক। এসব কিছু সামনে রেখে আমি আপনাকে কুরআন সংকলনের ন্যায় কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত করলাম। আপনি কুরআনে পাককে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত অবস্থা থেকে সংগ্রহ করে একত্রিত করুন। হযরত জায়েদ (ﷺ) কে যখন এ ধরনের বিশাল ও তীক্ষ্ণ কাজের দায়িত্ব অর্পন করা হল। তখন প্রার্থমিক পর্যায়ে তাঁর মন ও মননেও ঐ সব প্রশ্নাবলী উত্থিত হচ্ছিল, যা সিদ্দিকে আকবর (ﷺ)'র অন্তরে বিচরণ করছিল। এ কারণে তিনি বলছিলেন -

---

১৫১. সহীহ্ বুখারী, কিতাবুত তাফসীর, বাবু কাউলুহু "লাকদ যায়াকুম রাসুল: ৪/১৭২০ হাদিস: ৪৪০২

فَوَاللهِ لَوْ كَلَّفَنِي نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا أَمَرَنِي بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ، قُلْتُ: كَيْفَ تَفْعَلَانِ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هُوَ وَاللهِ خَيْرٌ.

-আমি মহান আল্লাহর শপথ নিয়ে বলছি (হযরত আবু বকর সিদ্দিক (ﷺ) যদি আমাকে একটা পাহাড় একস্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করার কষ্ট দিতেন তা কুরআনে পাকের সংকলন থেকে কঠিন ও ভারী হত না। (যায়েদ বিন সাবেত (ﷺ)) বলেন যে-আমি ওমর বিন খাত্তাব (ﷺ) এবং আবু বকর সিদ্দিক (ﷺ) প্রতি আরজ করি যে, আপনারা ঐ কাজ কীভাবে করেন যা রাসূলে পাক (ﷺ) করেন নি। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (ﷺ) বলেন যে-আল্লাহর শপথ এটা উত্তম কাজ।[১৫২]

এ আলোচনার পর হযরত যায়েদ (ﷺ)'র বক্ষ ও প্রশস্ততা পেল এবং তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হলেন। তিনি খেজুরের শাখা-প্রশাখা, সাদা পাথর ও মানুষের অন্তর থেকে কুরআনে পাকের সংগ্রহ ও একত্রীকরণের কাজ শুরু করলেন। এভাবে কুরআনে পাকের সংকলিত কিছু কপি হযরত সিদ্দিকে আকবর (ﷺ) ও ফারুকে আজম (ﷺ) এর কাছে গচ্ছিত ছিল। তার একটা কপি হযরত হাফসা (ﷺ)'র কাছে সংরক্ষিত হয়েছিল। পরবর্তীতে হযরত ওসমান (ﷺ) হযরত হাফসা (ﷺ) থেকে ঐ কপি সংগ্রহ করে বর্তমান অবয়বে সংরক্ষণ করেন।

উল্লেখিত হাদিসে পাকে বিবেচ্য বিষয় হল যে- হযরত যায়েদ বিন সাবেত (ﷺ)-এর প্রশ্ন كَيْفَ تَفْعَلَانِ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم (আপনারা দুজনে এমন কাজ কীভাবে করবেন যা রসূলে পাক (ﷺ)

১৫২.(ক) সহীহ্ বুখারী কিতাবুত তাফসীর, বাবু কাউলুহু "লকদ যায়াকুম রাসুল : ৪/১৭২০ হাদিস: ৪৪০২
(খ) সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল আহকাম, বাবু এয়াসতহিক্বু লিলকাতিবি আন ইয়াকুনা আমীনান আক্লোন : ৬/২৬২৯ হাদিস: ৬৭৬৮
(গ) জামেউত তিরমিজী, কিতাবুত তাফসীর, বাবু মিন সুরাতি তৌবাতি : ৫/২৮৩ হাদিস: ৩১০৩
(ঘ) আস-সুনানুল কোবরা, ইমাম নাসায়ী : ৫/৭ হাদিস: ২২০২
(ঙ) আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ১/১৩ পৃ. হাদিস: ৭৬
(চ) আস সহীহ্, ইমাম ইবনে হিব্বান : ১০/৩৬০ হাদিস: ৪৫০৬
(ছ) আল মু'জামুল কাবীর, ইমাম তাবরানী : ৫/১৪৬ পৃ. হাদিস: ৯০১
(জ) আল মুসনাদ, ইমাম আবু ই'য়ালা : ১/৯১ পৃ. হাদিস: ৯১
(ঝ) আস সুনানুল কোবরা, ইমাম বায়হাকী : ২/৪০ হাদিস: ৯১

করেননি?) উত্তরে সিদ্দিকে আকবর কিছু বলেন নি এবং এ কাজ বিদআত হওয়াকে অস্বীকার করেননি, বরং এর উত্তরে ফারুকে আজম শুধু বলেছেন هُوَ وَاللهِ خَيْرٌ আল্লাহর শপথ এটা উত্তম। এতে প্রমাণ হয় যে, প্রত্যেক ঐ নতুন কাজ যা দ্বীনের বিজ্ঞতা, প্রয়োজনীয়তা উপকারিতায় স্থিত এবং শরীয়তের কোন আদেশ নিষেধের সাথে সাংঘর্ষিক বা মুখোমুখি নয়। নিঃসন্দেহে তা মুবাহ, বৈধ এবং আইনসিদ্ধ। একাজ বাস্তবায়ন করা সাহাবায়ে কেরামের সুন্নাত।

২. জমা'ত সহকারে তারাবীহ নামাযের সূচনা

কুরআনে পাকের একত্রিকরণ, সংকলনের মত জামাত সহকারে তারাবীহর নামায আদায়ের কাজ ও ফারুকে আজম (ﷺ) এর নির্দেশের বাস্তবায়নে নিয়মিত আদায়ের সূচনা হয়েছে। বিদআত শব্দের হ্যাঁ সূচক ব্যবহারে এর থেকে বড় আর কি দলীল হতে পারে যে, হযরত ওমর ফারুক (ﷺ) জামাত সহকারে তারাবীহ আদায়ের মত পবিত্র ইবাদতকে نِعْمَ الْبِدْعَةِ বলেছেন। পবিত্র হাদিসে পাকে উল্লেখ রয়েছে যে, নবীয়ে পাক (ﷺ) স্বীয় জীবদ্দশায় পবিত্র রমজানে তিন রাতে তারাবীহর নামায জামাতে পড়িয়েছেন। এরপর ফরজ হয়ে যাওয়ার ভয়ে বাকী জীবন ঘরেই একাকী আদায় করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরাম একাকীভাবে নিজ নিজ নামায পড়তেন। রাসূলে মুকাররম (ﷺ)-এর বেছালের পর সিদ্দিকে আকবরের আড়াই বৎসর কাল খিলাফতের সময় ও সাহাবায়ে কেরাম তারাবীহর নামায একাকী পড়েছেন। যখন ফারুকে আজম (ﷺ) খিলাফতের সময় তিনি যখন সাহবায়ে কেরামকে বিভিন্ন অবয়বে তারাবীহ পড়তে দেখলেন, তিনি চিন্তা করলেন সময়ের বিবর্তনে মানুষেরা মসজিদে আসা-যাওয়া কমিয়ে দিবে, হয়ত এক সময় এ তারাবীহর নামাযেই ছেড়ে দিবে। অতএব সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত ওমর (ﷺ)র এ ইচ্ছাকে দৃঢ় করে সবাইকে হযরত উবাই বিন কা'ব (ﷺ) যিনি হাফেজে কুরআন ছিলেন তাঁর পেছনে তারাবীহ নামায জামাতে পড়ার জন্য একত্রিত করলেন। হযরত আবদুর রহমান বিন আবদুল ক্বারী বর্ণনা করেন -

خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بن الخَطَّابِ رضيَ الله عنهُ لَيلةً في رمضانَ إلى المسجدِ، فإذا النَّاسُ أَوزاعٌ مُتَفَرِّقُونَ؛ يُصلِّي الرَّجُلُ لِنَفسِهِ، ويُصلي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلاتِهِ

الرَّهْطُ، فقالَ عُمرُ: إنِّي أرى لَوْ جَمَعتُ هؤلاءِ على قارىءٍ واحِدٍ لكانَ أَمْثَلَ، ثمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ على أُبَيِّ بنِ كَعبٍ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعهُ لَيلَةً أُخرى، والنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصلاةِ قَارِئِهِمْ، قالَ عُمَرُ: نِعْمَ البِدْعَةُ هذهِ، والتي يَنامُونَ عَنها أَفْضَلُ مِنَ الَّتي يَقومُونَ. يُرِيدُ آخِرَ اللَّيلِ، وكانَ النَّاسُ يَقومُونَ أَوَّلَهُ.

আমি একদা রমজানে হযরত ওমর (ﷺ) এর সাথে মসজিদে গিয়েছিলাম। তখন লোকেরা (মুসল্লিবৃন্দ) বিক্ষিপ্ত ছিল, কেউ একাকী নামায আদায় করছে, আবার কেউ কিছু লোক নিয়ে জামাত সহকারে নামায আদায় করছে। হযরত ওমর (ﷺ) এ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে বললেন যে, আমার ধারণা সবাইকে একজন ইমামের পিছনে একত্রিত করলে মনে হয় ভাল হত। অতঃপর তিনি হযরত ওবাই বিন কা'ব (ﷺ) যিনি হাফেজ কুরআন ছিলেন এর পিছনে সবাইকে একত্রিত করে দিলেন। দ্বিতীয় দিন আবার হযরত ওমর (ﷺ) এর সাথে মসজিদে গিয়েছিলাম, দেখেছিলাম মানুষেরা একত্রে হযরত ওবাই বিন কা'ব (ﷺ) এর পিছনে জামাতে তারাবীহর নামায আদায় করছিলেন, তখন হযরত ওমর (ﷺ) বলেছিলেন "কত উত্তম এ বিদআত" এবং রাতের ঐ অংশ, যখন মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে। এর থেকে ঐ অংশ, যে অংশে মানুষ মহান রাব্বুল আলামীনের ইবাদতে নিমগ্ন থাকে। অর্থাৎ রাতের শেষাংশ ছিল, যখন রাতের প্রথমাংশে মানুষ আল্লাহর ইবাদতে নিয়োজিত।[১৫৩]

এ হাদিসে পাকে[১৫৪] স্বয়ং ফারুকে আজম (ﷺ) نِعْمَ البِدْعَةُ هذهِ বলে বিদআতকে প্রকরণ করে দিয়েছেন, প্রত্যেক বিদআত হারাম বা ভ্রান্ত নয়।

১৫৩.(ক) সহীহ্ বুখারী, কিতাবু সালাতিত্ তারাবীহ, বাবু ফজলে মন কামা রমজানা : ২/৭০৭ হাদিস: ১৯০৬

(খ) আল মোয়াত্তা, ইমাম মালেক : ১/১১৪ হাদিস:২/২৫০

(গ) আস সহীহ্, ইবনি খোজায়মা : ২/১৫৫ হাদিস: ১১০০

(ঘ) আস সুনানুল কোবরা, ইমাম বায়হাকী : ২/৪৯৩ হাদিস:৪৩৭৯

(ঙ) শোয়াবুল ঈমান, ইমাম বায়হাকী : ৩/১৭৭ পৃ. হাদিস:৩২৬৯

১৫৪.(ক) বুখারী শরীফ কিতাবু সালাতিত তারাবীহ, বাবু ফজলে মন কামা রমজানা : ২/৭০৭ হাদিস: ১৯০৬

(খ) আল মোয়াত্তা, ইমাম মালিক : ১/১১৪ পৃ.

(গ) আস সহীহ্, ইবনে খোজায়মা : ২/১৫৫ হাদিস: ১১০০

(ঘ) আস সুনানুল কোবরা, ইমাম বায়হাকী : ২/৪৯৩ পৃ. হাদিস:৪৩৭৯

(ঙ) শোয়াবুল ঈমান, ইমাম বায়হাকী : ৩/১৭৭ হা/৩২৬৯

বরং অসংখ্য বিদআত রয়েছে যেগুলো হাসানা ভাল ও উত্তম। যদি এ রকম উত্তম না হত তাহলে আজ পর্যন্ত যে সব ব্যক্তিরা পবিত্র রামজান মোবারকের পবিত্র রাত সমূহে মসজিদে একত্রিত হয়ে তারাবীহর নামাযের জামাতে হাফেজ সাহেবের পিছনে নামাযে অংশগ্রহনে মহান ঐশীগ্রন্থ আলকুরআনের তেলাওয়াত শুনে ধন্য হচ্ছে, তাও নাজায়েজ হত। কিন্তু আজো একাজে ভাল, উত্তম ও মুসতাহসান রয়েছে। প্রমাণিত হল বিদআতে হাসানা ও বিদআতে সাইয়্যিয়ার বিভাজন হাদিসে পাকের শুধুমাত্র আন্দাজে নয়, বরং স্বয়ং ফারুকে আজম (ﷺ) বক্তব্যে স্থিত। আল্লামা ইবনে আসীর জাজরী (ﷺ) (৬০৬ হি.) সৈয়্যদিনা হযরত ওমর ফারুকের (ﷺ) নির্দেশের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন-

وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ قولُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: نِعْمَت الْبِدْعَةُ هَذِهِ. لمَّا كَانَتْ مِنْ أَفْعَالِ الْخَيْرِ وَدَاخِلَةً فِي حَيِّزِ الْمَدْحِ سَمَّاهَا بِدْعَةً ومدَحها؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسَنَّها لَهُمْ، وَإِنَّمَا صَلَّاهَا لَيَالِيَ ثُمَّ تَرَكَها وَلَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، وَلَا جَمع الناسَ لَهَا، وَلَا كَانَتْ فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ، وَإِنَّمَا عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَمَعَ النَّاسَ عَلَيْهَا وندَبهم إِلَيْهَا، فَبِهَذَا سَمَّاهَا بِدْعَةً، وَهِيَ عَلَى الْحَقِيقَةِ سُنَّة، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وسنَّة الْخُلَفَاءِ الراشِدين مِنْ بعْدي» وَقَوْلِهِ «اقتدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ» وعَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ يُحمل الْحَدِيثُ الْآخَرُ «كُلُّ مُحْدَثة بدعةٌ» إِنَّمَا يُرِيدُ مَا خَالَفَ أُصُولَ الشَّرِيعَةِ وَلَمْ يُوَافِقِ السُّنَّة.

এ প্রকারের (বিদআতে হাসানা)'র মধ্য থেকে সৈয়্যদিনা ওমর ফারুক (ﷺ) এর বক্তব্য نِعْمَت الْبِدْعَةُ هَذِهِ. কত উত্তম এ বিদআত। অতএব যখন কোন কাজ উত্তম কাজগুলোর মধ্য থেকে হয় এবং প্রশংসার স্থরে উপনীত হয় তখন তাকে শাব্দিকভাবে বিদআত বলে ও তার সৌন্দর্য বর্ণনা করা হয়। কেননা নবীয়ে পাক (ﷺ) এ (জামাতে তারাবীহর নামায) কাজকে শরীয়ত সম্মত বলেননি, কয়েকদিন জামাত সহকারে পড়ে আবার ছেড়ে দিয়েছেন। পরে হযরত সিদ্দিকে আকবর (ﷺ) এর সময়েও তারাবীহর নামাজ জামাত

সহকারে পড়েননি। অতঃপর ফারুকে আজম (ﷺ) সবাইকে একত্রিত করে তারাবীহর নামায জামাতে আদায় করার প্রচলন করেন। একারনে এটাকে বিদআত বললেন। এমতাবস্থায় রাসূলে পাক (ﷺ)-এর বক্তব্য[১৫৫]-

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وسنَّة الْخُلَفَاءِ الراشِدين مِنْ بعْدي

এবং তাঁর নির্দেশ[১৫৬]-

اقتدُوا بِالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ

এর কারনে মূলত এ বিদআত ও সুন্নাত। এ মতামতের কারণে হাদিস كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ কে উসূলে শরীয়তের বিপরীত এবং সুন্নাতের অসাদৃশ্য'র ওপর প্রয়োগ করা হবে।"[১৫৭]

ইমাম কুরতবী (রা.) (৬৬৮ হি.) হযরত ফারুকে আজম (ﷺ) কর্তৃক তারাবীহর নামাজ জামাত সহকারে শুরু করানোকে প্রশংসিত ও উত্তম বিদআত হিসেবে উল্লেখ করে লিখেন -

وَيَعْضُدُ هَذَا قَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، لَمَّا كَانَتْ مِنْ أَفْعَالِ الْخَيْرِ وَدَاخِلَةً فِي حَيِّزِ الْمَدْحِ، وَهِيَ وَإِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صَلَّاهَا إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَهَا وَلَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، وَلَا جَمَعَ النَّاسَ، عَلَيْهَا، فَمُحَافَظَةُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهَا، وَجَمْعُ النَّاسِ لَهَا، وَنَدْبُهُمْ إِلَيْهَا، بِدْعَةٌ لَكِنَّهَا بِدْعَةٌ مَحْمُودَةٌ مَمْدُوحَةٌ. وَإِنْ كانت في خلاف ما أمر الله بِهِ وَرَسُولُهُ فَهِيَ فِي حَيِّزِ الذَّمِّ وَالْإِنْكَارِ، قَالَ مَعْنَاهُ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُ. قُلْتُ: وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

---

১৫৫. ১৫৯. (ক) সুনানু আবি দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু ফি লুজুমিস সুন্নাহ : ৪/২০০ পৃ. হাদিস: ৪৬০৭
(খ) তিরমিজী শরীফ, কিতাবুল ইলম, বাবু মা যায়া ফিল আখজে বিস্ সুন্নাহ : ৫/৪৪ পৃ. হাদিস: ২৬৭৬
(গ) সুনানে ইবনে মাযাহ, মোকাদ্দেমা, বাবু এত্তিবায়ীস সুন্নাতিল খুলাফায়ার রাশিদীন : ১/১৫ হাদিস: ৪২
(ঘ) আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ৪/১২৬ পৃ.
(ঙ) আস সহীহ্, ইমাম ইবনে হিব্বান : ১/১৭৮ পৃ. হাদিস: ৫
১৫৬. ১৫৭. (ক) সুনানু আবি দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু ফি লুজুমিস সুন্নাহ : ৪/২০০ হাদিস: ৪৬০৭
(খ) জামেয় তিরমিজী, কিতাবুল এলম, বাবু মা যায়া ফিল আখজে বিস সুন্নাহ : ৫/৪৪ হাদিস: ২১৭৬
(গ) সুনানে ইবনি মাযা, মোকাদ্দেমা, বাবু এত্তবায়ীস সুন্নাতিল খুলাফায়ীর রাশিদীন : ১/১৫ হাদিস: ৪২
(ঘ) আল মসনদ, আহমদ বিন হাম্বল : ৪/১২৬
(ঙ) আস সহীহ্, ইবনি হাব্বান : ১/১৭৮ হাদিস: ৩৫
১৫৭. ১৬০. আন নেহায়া ফি গরীবিল হাদিসে ওয়াল আসর ইবনি আসীর জাজরী : ১/১০৬ পৃ.

وَسَلَّمَ فِي خُطْبَتِهِ: وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ[১৫৮] يُرِيدُ مَا لَمْ يُوَافِقْ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً، أَوْ عَمَلَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، وَقَدْ بَيَّنَ هَذَا بِقَوْلِهِ: مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شي وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شي[১৫৯]. وَهَذَا إِشَارَةٌ إِلَى مَا ابْتُدِعَ مِنْ قَبِيحٍ وَحَسَنٍ.

-এবং তারাবীহর নামাজ, জামাতসহকারে আদায় করার ব্যাপারে হযরত ফারুকে আজম (ﷺ) এর বক্তব্য "কত উত্তম এ বিদআত" সুদৃঢ়তা দেয়, যা ভাল কাজের মধ্যে ছিল। এটা প্রসংশিত কার্যাবলীর অন্তর্ভূক্ত এবং তা হচ্ছে নিশ্চয় রাসূলে পাক (ﷺ) তারাবীহর নামায পড়ে ছিলেন, কিন্তু তা জামাত সহকারে আদায় করা ত্যাগ করেছেন, তা সংরক্ষণ করেন নি। একাজে মানুষকে একত্রিতও করেননি, পরে সময়ের চাহিদানুযায়ী হযরত ওমর (ﷺ) তারাবীহর নামাজ সংরক্ষণ করেছেন। একাজে মানুষকে একত্রিত করেছেন, উৎসাহিত করেছেন। তখন এটা বিদআত হয়েছে তবে তা প্রশংসিত ও উত্তম বিদআত। হ্যাঁ, যদি এ বিদআত আল্লাহ ও রাসূলে পাক (ﷺ)-এর নির্দেশের বিপরীত হয় তখন এটা খারাপ স্তরের হবে। এ অর্থ খাত্তাবী (ﷺ) সহ অন্যরাও করেছেন। ইমাম কুরতুবী বলেন যে, আমি বলেছি রাসুলে পাক (ﷺ)-এর খুৎবা দ্বারাও এ অর্থ প্রমাণিত। যেমন রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন-

---

১৫৮.(ক) সুনানু ইবনে মাযাহ, বাবু এজতিনাবিল বিদয়িল জাদল : ১/১৮ পৃ. হাদিস:৪৬
(খ) আস সহীহ্, ইবনে হিব্বান : ১/১৮৬ পৃ. হাদিস:১০
(গ) তাবরানী, আল মু'জামুল কাবীর : ৯/৯৬ পৃ. হাদিস/৮৫১৮
(ঘ) আল-মুসনাদ, ইমাম আবু ই'য়ালা : ৪/৮৫ হাদিস:২১১১
(ঙ) আল মুসনাদুল ফিরদাউস, ইমাম দায়লামী : ১/৩৮০ পৃ. হাদিস: ১৫২৯
১৫৯.(ক) সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, বাবুল হিচ্ছে আলাস্ সদকা : ২/৭০৫ হাদিস:১০১৭
(খ) সুনানু নাসায়ী, কিতাবুয যাকাত, বাবুত তাহরীসি আলাস্ সদকা : ৫/৫৫, ৫৬ হাদিস:২৫৫৪
(গ) সুনানু ইবনি মাযা, মোকাদ্দমা, বাবু সন্না সুন্নাতান হাসানাতান আউ সাইয়্যিয়াতান : ১/৭৪ হাদিস:২০৩
(ঘ) আল মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল : ৪/৩৫৭-৩৫৯
(ঙ) আস সহীহ্ ইবনি হাব্বান : ৮/১০১, ১০২ হাদিস: ৩৩০৮

وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ এর অর্থ হল ঐ সব কার্যাবলী যা কিতাব, সুন্নাহ এবং সাহাবায়ে কেরামের আমলের সাদৃশ্য না হয়। একাজ রাসূলে (ﷺ) এর ঐ বক্তব্য থেকেও পরিষ্কার যে, যে ব্যক্তি ইসলামে কোন ভাল বস্তু বা কাজের সূচনা করেছে সে তার ভাল কাজের প্রতিদান পাবে। এ কাজ অন্য যারা করবে তাদের ছাওয়াবও পাবে, এখানে কোন ত্রুটি হবে না। যে ব্যক্তি ইসলামে কোন খারাপ কাজের সূচনা করবে সে তার শাস্তি পাবে এবং তাকে অনুসরণ করে যারা করতে থাকবে প্রত্যেকের পরিণাম তাকে ভোগ করতে হবে, এতে কোন ত্রুটি হবে না। এ কথা ইংগিত বহন করে ঐ দিকে যারা ভাল বা মন্দ কাজের সূচনা করে।[১৬০]

৩. জুমার নামাযের পূর্বে দ্বিতীয় আযান

জুমার নামাযের পূর্বে মসজিদে খোতবার আগে দ্বিতীয় আজানের সূচনা হয়েছে হযরত ওসমান (رضي الله عنه)-এর সময়ে। ইমাম বুখারী (رحمه الله) (২৫৬ হি:) তার আলোচনায় লিখেছেন[১৬১]-

إِنَّ التَّأْذِيْنَ الثَّانِيْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، أَمَرَ بِهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، حِيْنَ كَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ.

-জুমার দিন মসজিদে দ্বিতীয় আযানের নির্দেশ হযরত ওসমান (رضي الله عنه), মসজিদে মুসল্লির সমাগম অধিক হওয়ার কারণে দিয়েছিলেন। ইমাম ইবনে আবি সায়বা (رحمه الله) (২৩৫ হি.) সৈয়্যিদিনা ইবনে ওমর (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেন যে-

عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: الْأَذَانُ الْأَوَّلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِدْعَةٌ

-"ইবনে ওমর (রা.) বলেছেন, জুমার প্রথম আযান বিদআত।"[১৬২]

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (رحمه الله) (৮৫২ হি.) এ হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন

فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَالَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْإِنْكَارِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُلُّ مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَمَنِهِ يُسَمَّى بِدْعَةً لَكِنَّ مِنْهَا مَا يَكُونُ حَسَنًا وَمِنْهَا مَا يَكُونُ بِخِلَافِ ذَلِكَ وَتَبَيَّنَ بِمَا

---

১৬০. ইমাম কুরতুবী, আহকামুল কোরআন, ২/৮৭ পৃ.

১৬১. (ক) সহীহ বুখারী, কিতাবুল জুমা, বাবুল জুলুসি আলাল মিম্বর : ১/৩১০ পৃ. হাদিস: ৮৭৩
(খ) আউনুল মা'বুদ, শামসুল হক আযিমাবাদি: ৩/৩০২ পৃ.
(গ) তোহফাতুল মোহতাজ, ওয়াদয়াসী : ১/৫০৬ পৃ. হাদিস:৬২৪
(ঘ) নায়লুল আওতার, শাওকানী : ৩/৩২৩ পৃ.

১৬২. (ক) আল মুসান্নাফ, ইবনে আবি শায়বা : ১/৪৭০ হাদিস:৫৪৩৭
(খ) ফতহুল বারী, ইবনে হাজার, আসকালানী : ২/৩৯৪ পৃ.

مَضَى أَنَّ عُثْمَانَ أَحْدَثَهُ لِإِعْلَامِ النَّاسِ بِدُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ قِيَاسًا عَلَى بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ فَأَلْحَقَ الْجُمُعَةَ بِهَا وَأَبْقَى خُصُوصِيَّتَهَا بِالْأَذَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْخَطِيبِ وَفِيهِ اسْتِنْبَاطُ مَعْنًى مِنَ الْأَصْلِ لَا يُبْطِلُهُ

-প্রথম সম্ভাবনা হচ্ছে যে এ নির্দেশ অস্বীকারের ভিত্তিতে, অন্য সম্ভাবনা হচ্ছে এর উদ্দেশ্য হল রাসূলে পাক (ﷺ)-এর সময়ে এ কাজের প্রচলন ছিল না এবং যে সব কার্যাবলী রাসূলে পাক (ﷺ)-এর সময়ে ছিল না তা বিদআত।

প্রকৃত ঘটনা হল রাসূলে পাক (ﷺ)-এর পরে নতুন সৃজনকৃত কার্যাবলী কিছু উত্তম ও ভাল আর কিছু খারাপ ও মন্দ পূর্বের অধ্যায়ে পরিষ্কার ভাষায় আলোচনা হয়েছে যে, হযরত ওসমান (رضي الله عنه) দ্বিতীয় আযানের এ প্রচলন অন্যান্য নামাযের উপর আন্দাজ করে মানুষকে নামাযের সঠিক সময়ের অবহিত করেন, সূচনা করেন এবং জুমাকে এ দ্বিতীয় আযানের সাথে সম্পৃক্ত করা। বিশেষ করে জুমার খতিবের সামনে দেয়ার বিশেষত্ব বহাল রাখা এর মাধ্যমে উৎপত্তি ঘটে যে এ কাজ সঠিক রয়েছে রহিত করা হয়নি।[১৬৩]

আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী (রা.) (৭৯৫ হি.) জুমার প্রথম আযানকে বিদআত বলতে গিয়ে লিখেন-

وَمِنْ ذَلِكَ: أَذَانُ الْجُمُعَةِ الْأَوَّلُ، زَادَهُ عُثْمَانُ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ، وَأَقَرَّهُ عَلِيٌّ، وَاسْتَمَرَّ عَمَلُ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: هُوَ بِدْعَةٌ[১৬৪]، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ مَا أَرَادَ أَبُوهُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ.

-এভাবে জুমার প্রথম আযান যা হযরত ওসমান (رضي الله عنه) মানুষের আধিক্যতার প্রয়োজনে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং হযরত আলী (رضي الله عنه) একে বহাল রেখেছিলেন। এর উপর নিজে আমল করেছেন, মানুষকেও আমলের সূচনা করিয়েছিলেন। হযরত ইবনে ওমর (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত তিনি জুমার দ্বিতীয় আযানকে বিদআত বলে ছিলেন। মনে হয় উনার ধারণাও ঐ রকম যা উনার সম্মানিত পিতা হযরত ওমর (رضي الله عنه) এর রমজানে তারাবীহর জামাত সম্পর্কে ছিল।[১৬৫]

---

১৬৩. ফতহুল বারী, ইবনে হাজার আসকালানী : ২/৩৯৪ পৃ.

১৬৪.(ক) আল মুসান্নাফ, ইবনে আবি শায়বা : ১/৪৭০ পৃ. হা/৫৪৩৭

(খ) ফতহুল বারী, ইবনে হাজার আসকালানী : ২/৩৯৪ পৃ.

১৬৫. জামেয়ুল উলুম ওয়াল হিকাম, ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী: ৩/২৫২ পৃ.

৪. হাত কর্তনের শাস্তি পরিহার

ইসলামে চুরির শাস্তি হাত কর্তন, সূরায়ে মায়িদায় আল্লাহপাক এরশাদ করেন-

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

চুরি যে করেছে পুরুষ-মহিলা উভয়ের হাত কেটে দাও।[১৬৬]

হযরত ওমর (ﷺ) এর সময়ে এক ব্যক্তি বায়তুল মাল থেকে চুরি করেছিল, ঘটনা যখন ঐ সময়ের খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত ওমর (ﷺ)-এর সামনে উপস্থাপিত হল, তখন হযরত ওমর (ﷺ) ঐ চোরের হাত কাটতে নিষেধ করলেন।

ইমাম ইবনে আবি শায়বা (রা.) (২৩৫ হি.) এ ঘটনার বিস্তারিত আলোচনায় লিখেন-

أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، فَكَتَبَ فِيهِ سَعْدٌ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى سَعْدٍ: لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ، لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ

-এক ব্যক্তি বায়তুল মাল (সরকারী কোষাগার) থেকে চুরি করেছিল, তখন হযরত সা'দ (ﷺ) হযরত ওমর (ﷺ) কে লিখলেন এ ব্যাপারে, উত্তরে হযরত ওমর (ﷺ) হযরত সা'দ (ﷺ) কে লিখেছেন যে তার হাত কাটা হবে না কেননা বায়তুল মালে তাঁরও অংশ রয়েছে।[১৬৭]

ইমাম মালেক (রা.) (১৭৯ হি.) স্বীয় কিতাব মুয়াত্তায় "কিতাবুল হুদুদ" এ বাবু মালা কতায়া ফিহে"র অধীনে লিখেন যে, আবদুল্লাহ বিন আমর আল হাদরমী (ﷺ) নিজের এক ভৃত্যকে ফারুকে আযমের দরবারে নিয়ে গিয়েছেন এবং বলেছেন-

اقْطَعْ يَدَ غُلَامِي هذَا. فَإِنَّهُ سَرَقَ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَاذَا سَرَقَ؟ فَقَالَ: سَرَقَ مِرْآةً لِامْرَأَتِي. ثَمَنُهَا سِتُّونَ دِرْهَماً. فَقَالَ عُمَرُ: أَرْسِلْهُ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ. خَادِمُكُمْ سَرَقَ مَتَاعَكُمْ.

---

১৬৬. আল-কুরআন, আল মায়িদা : আয়াত নং- ৩৮

১৬৭. আল মোসান্নফ, ইবনে আবি শায়বা : ১৫/৫১৮ হাদিস: ২৮৫৬৩

-আমার এ ভৃত্যের হাত কেটে দিন, কেননা সে চুরি করেছে। হযরত ওমর (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন, সে কি চুরি করেছে? উত্তরে সে বলল- সে আমার স্ত্রীর আয়না চুরি করেছে, যার দাম ৬০ (ষাট) দিরহাম। হযরত ওমর (ﷺ) বললেন তাকে ছেড়ে দিন তার হাত কাটা হবে না, কেননা তোমারই খাদেম তোমার সম্পদ চুরি করেছে।[১৬৮]

৫. চোরের হাত কাটার পরিবর্তে মালিকের দ্বিগুন মূল্য পরিশোধের নির্দেশ

যদিও বা ইসলামে চুরির শাস্তি হাত কাটা কিন্তু হযরত ওমর ফারুক (ﷺ) কোন এক অবস্থায় শরীয়ী রাজনৈতিক দৃষ্টি ভংগিতে চুরি করেছে, এমন এক ভৃত্য চোরকে ক্ষুধার কারণে মালিককে চুরিকৃত সম্পদের দ্বিগুন আদায় করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ঘটনার বিস্তারিত এভাবে- হযরত হাতেব বিন আবি বলতা'য়ার ভৃত্যরা মজনীয়া সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির উট চুরি করেছে। ঐ ভৃত্যদের হযরত ওমর (ﷺ) কাছে আনার পর তারা চুরির ঘটনা স্বীকার করেছে। তখন হযরত ওমর (ﷺ) কছির বিন ছালতকে নির্দেশ দিলেন যে, এদের (ভৃত্যদের) হাত কেটে দাও। কছির বিন ছালত যখন খলিফার নির্দেশ বাস্তবায়নে ভৃত্যদের নিকট গেলেন, তখন হযরত ওমর (ﷺ) ঐ ভৃত্যদের পূনঃরায় ডেকে বললেন-

لَوْلَا أَنِّي أَظُنُّ أَنَّكُمْ تُجِيعُونَهُمْ حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ أَتَى مَا حَرَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَقَطَعْتُ أَيْدِيَهُمْ

-আমার যদি একথা জানা না থাকত যে, তোমরা এসব ভৃত্যদের থেকে অধিক কাজ নিয়ে তাদের ক্ষুধার্ত রেখে দাও এবং অনেকে ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হয়ে হারাম খেয়ে নেয়, তখন তা তাদের জন্য হালাল হয়ে যায়, তাহলে আমি তাদের হাত কেটে নিতাম।[১৬৯]

এরপর হযরত ওমর (ﷺ) মাজনীকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, উটের দাম কত? তিনি উত্তর দিলেন ৪০০ চারশত দিরহাম, তখন তিনি (হযরত ওমর (ﷺ) ঐ সব ভৃত্যদের মালিক হাতেবকে ৮০০ আটশত দিরহাম পরিশোধ করার নির্দেশ দিলেন।

---

১৬৮. আল মোয়াত্তা, ইমাম মালেক, কিতাবুল হুদুদ, বাবু মালা কাতায়া ফিহি : ২/৮৩৯ পৃ. হাদিস: ১৫২৮
১৬৯. ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা : ৮/২৭৮ পৃ. হাদিস : ১৭২৮৭

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (২৪১ হি.) কে কোন এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিলেন কেউ ক্ষুধার তাড়নায় অনন্যোপায় হয়ে চুরি করলে তার হাতও কাটা হবে। উত্তরে তিনি বললেন-

لَا أَقْطَعُهُ إِذَا حَمَلَتْهُ الْحَاجَةُ، وَالنَّاسُ فِي شِدَّةٍ وَمَجَاعَةٍ.

-যখন প্রয়োজন তাকে বাধ্য করে এবং মানুষ ক্ষুধাও অসহায়ত্বের ক্রান্তিকাল অতিক্রম করে তখন হাত কাটা হবে না।[১৭০]

হযরত ওমর (রাঃ) ও অভাব অনটন ও দূর্ভিক্ষের সময় হাত কাটতে নিষেধ করেছেন, তিনি বলেছেন -

عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: لَا قَطْعَ فِي عَامِ سَنَةٍ.

-দূর্ভিক্ষের সময় হাত কাটা যাবে না।[১৭১]

৬. মহিলাদের জামাত সহকারে মসজিদে নামায পড়া থেকে বাধা প্রদান

নবীয়ে পাক (ﷺ)-এর সময় মহিলারা নবীয়ে পাক (ﷺ)-এর সাথে পুরুষদের পিছনে দাড়িয়ে জামাত সহকারে নামায আদায় করতেন। বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) বলেছেন-

كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الْفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلاَةَ، لاَ يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ»

-আমরা মুসলিম মহিলারা নবীয়ে পাক (ﷺ)-এর সাথে ফজরের নামাযে অংশগ্রহনের চাদর (ওড়নী) আবৃত করে নামাযে উপস্থিত হতাম। নামায শেষে ঘরে ফিরে যেতাম। অন্ধকারের কারণে আমাদেরকে কেউ চিনত না।[১৭২]

---

১৭০. আল মুগনী, ইবনে কুদামা আল মোকাদ্দিসী : ৯/১১৮ পৃ.

১৭১. আল মুগনী, ইবনি কুদামা আল মোকাদ্দিসী : ৯/১৩৬ পৃ.

১৭২.(ক) সহীহ্ বুখারী কিতাবু মওয়াকিতুস সালাত, বাবু ওয়াক্তিল ফজর : ১/২১০ পৃষ্ঠা ৫৫৩

(খ) সহীহ্ মুসলিম, ১/৪৪৫ পৃ. হা/৬৪৫

(গ) আস-সুন্নাহ, আবু দাউদ : ১/১১৫ পৃ. হাদিস: ৪২৩

(ঘ) সুনানু নাসায়ী : ১/২৭১ পৃ.

(ঙ) আল মোয়াত্তা, ইমাম মালেক : ১/৫ পৃ. হাদিস: ৪

(চ) আস সহীহ্, ইমাম ইবনে খুজায়মা : ১/১৮০ হাদিস: ৩৪৯, ৫৪৫

সময়ের দীর্ঘতার কারণে পরিবেশ পরিস্থিতি যখন পরিবর্তন হয়েছিল, তখন হযরত ওমর (ﷺ) সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শক্রমে মহিলাদের মসজিদে নামাযের জামাতে উপস্থিতি বন্ধ করে দেন।

৭. যাকাত আদায়ে অস্বীকার কারীদের সাথে যুদ্ধ

রাসূলে পাক (ﷺ)-এর বেছালের পর কিছু কিছু সম্প্রদায় যাকাত আদায় করতে অস্বীকার করেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক এদের বিরুদ্ধে ইসলামী শরীয়তের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যুদ্ধের ঘোষণা দেন, যারা কেন্দ্রে যাকাত আদায়ে অস্বীকার করেন। যদিও প্রাথমিক পর্যায়ে ফারুকে আজম (ﷺ) খলিফায়ে রাসূলের সাথে ভিন্নমত প্রকাশ করেন। কিন্তু যখন মহান রাব্বুল আলামীন তাঁকে দ্বীনের ক্ষেত্রে অন্তরের প্রশস্ততা প্রদান করেন, তখন তিনি বলেন, হযরত সিদ্দিকে আকবর (ﷺ) যা বলেছেন তাই সঠিক।

সহীহ্ বুখারী শরীফে হযরত আবু হুরাইরা (ﷺ) থেকে বর্ণিত বিস্তারিত এভাবে-

لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ كَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، لأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَمَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الزَّكَاةِ وَالصَّلاَةِ، وَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَقُّ.

(ছ) আস সুনান, ইমাম দারেমী : ১/৩০০ পৃ. হাদিস: ১২১৬
(জ) আস সুনানুল কোবরা, ইমাম বায়হাকী : ১/৪৫৩ হাদিস: ১৯৭২
(ঝ) আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ : ৬/৩৩ হাদিস: ২৪০৯৭
(ঞ) আল মুসান্নিফ, ইমাম আবদুর রায্যাক : ১/৫৭৩ হাদিস:২১১৮

FOLLOW US

https://sunni-encyclopedia.blogspot.com

Download our APP

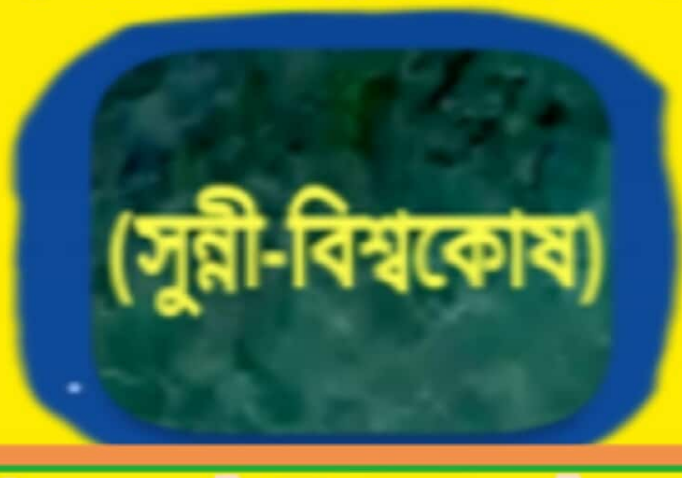

Sunni-Encyclopedia

-রাসূলে পাক (ﷺ) যখন ইনতিকাল করলেন এবং সিদ্দিকে আকবর (رضي الله عنه) কে খলিফা মনোনীত করা হল, তখন আরবের কিছু সম্প্রদায় মুরতাদ হয়ে গেল। হযরত ওমর (رضي الله عنه) বললেন, আপনি তাদের সাথে কীভাবে যুদ্ধ করবেন? যখন রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন, আমাকে মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে মানুষের সাথে যুদ্ধ করতে। যতক্ষন না তারা বলবে "আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই যে ব্যক্তি এ বাক্য স্বীকার করেছে সে নিজে জানমাল আমার (শাস্তি) থেকে বাঁচিয়েছে, কিন্তু আল্লাহর বান্দার হকের সাথে, এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক হিসাব নেবেন"। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (رضي الله عنه) বলেন- আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি আমি ঐ সব ব্যক্তিবর্গের সাথে যুদ্ধ করব যারা নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে, কেননা যাকাত সম্পদের হক। আল্লাহর শপথ কেহ যদি একটা রশি যা রাসূলে পাক (ﷺ) কে আদায় করত, রাষ্ট্রীয় কোষাগারে আদায় করতে অস্বীকার করে আমি তার সাথে যুদ্ধ করব। হযরত ওমর ফারুক (رضي الله عنه) বলেন- আল্লাহর সপথ, মহান আল্লাহ পাক হযরত সিদ্দিকে আকবরের অন্তর শরিয়তের বিধান বুঝতে প্রশস্ত করে দিয়েছেন। তিনি কোনটা সত্য ও সঠিক তা যথাযথ বুঝেছেন।[১৭৩] আল্লামা জালালুদ্দীন সয়ুতি (রা.) (৯১১ হি.) বর্ণনা করেন, প্রাথমিক অবস্থায় সিদ্দিকে আকবরের (رضي الله عنه) এ কঠোর সিদ্ধান্তে হযরত ফারুকে আযম বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। এ সিদ্ধান্তকে রাসূলে পাক (ﷺ)-এর সিদ্ধান্তের বিপরীত মনে করে সিদ্দিকে আকবর (رضي الله عنه) কে সম্বোধন করে বলেছেন-

---

১৭৩.(ক) সহীহ্ বুখারী, কিতাবুজ যাকাত, বাবু অজুবিজ যাকাতে : ২/৫০৭ পৃ. হাদিস: ১৩৩৫
(খ) সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল এতিসাম বিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ, বাবু একতিদায়ি বিসুনানি রাসুলিল্লাহ : ২৬২৭/৬ হাদিস: ৬৮৫৫
(গ) সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাবুল আমরি বিকিতালিন্নাস, হাত্তা এয়াকুলা লাইলাহা ইলাল্লাহ: ১/৫১ হাদিস: ২০
(ঘ) জামে তিরমিজি, কিতাবুল ঈমান, বাবু উমিরতু আন উকাতিলা : ৫/৩ পৃ. হাদিস:২৬০৭
(ঙ) সুনানু আবি দাউদ, কিতাবুজ যাকাত বাবু ওয়াজুবিহা, ২/৯৩ হাদিস: ১৫৫৬
(চ) সুনানু নাসায়ী, কিতাবুজ যাকাত, বাবু মানেয়ীজ যাকাত : ৫/১৪ হাদিস: ২৪৪৩
(ছ) আসসুনানুল কোবরা, ইমাম নাসাঈ : ২/২৮০ পৃ., হাদিস: ৩৪৩২, ৩৪৩৫
(জ) আল-মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ১/৪৭ পৃ. হাদিস: ৩৩৫
(ঝ) আস সহীহ্, ইমাম ইবনে হিব্বান : ১/৪৫০ হাদিস:২১৭
(ঞ) আল-মুসান্নিফ, ইমাম আবদুর রায্যাক : ৪/৪৪ পৃ. হাদিস: ৬৯১৬

يَا خَلِيْفَةَ الرَّسُوْلِ! تَأَلَّفِ النَّاسَ وَارْفُقْ بِهِمْ فَإِنَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَحْشِ،

-হে রাসূলে পাক (ﷺ)-এর খলিফা (প্রতিনিধি) মানুষের অন্তর জয় করতে নরম ব্যবহার করুন। কেননা, তারা চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়। এ কথা শুনে রাসুলে পাকের খলিফায়ে ওয়াক্ত (তখন খিলাফতের মসনদে আসীন) বললেন-

وَاللهِ لَأُجَاهِدَنَّهُمْ مَا اسْتَمْسَكَ السَّيْفُ فِيْ يَدِي وَإِنْ مَنَعُوْنِيْ عَقَالاً،

আমার হাতে যতক্ষণ তলোয়ার আছে আল্লাহর শপথ আমি যুদ্ধ চালিয়ে যাব যতক্ষন তারা যাকাতের পূর্ণ পরিমাণ আদায় না করে।[১৭৪] হযরত আবু বকর সিদ্দিক (ﷺ) এর বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা দেখে ফারুকে আযম (ﷺ) বললেন -

فَوَجَدْتُهُ فِي ذٰلِكَ أَمْضٰى مِنِّيْ وَأَحْزَمَ وَأَدَّبَ النَّاسَ عَلٰى أُمُوْرٍ

এ ব্যাপারে হযরত আবু বকর (ﷺ) কে আমার থেকে অধিক দৃঢ় প্রত্যয়ী শরীয়তের বিধান প্রয়োগে প্রস্তুত পেয়েছি।[১৭৫]

৮. লাওয়াতাতের অপরাধে জ্বালিয়ে দেওয়ার শাস্তি

কোন খারাপ কাজ বা তার দূষিত পরিবেশ থেকে সমাজকে নিরাপদ রাখতে কঠোর থেকে কঠোরতর শাস্তি দেয়া যায়। একদা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (ﷺ) সহমিলনে অভ্যস্থ এক অপারাধীকে আগুনে জ্বালিয়ে দগ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আল্লামা ইবনে হাজম জাহিরী (রা.) (৪৫৬হি.) এর বিস্তারিত আলোচনায় উল্লেখ করেন- হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (ﷺ) হযরত আবু বকর (ﷺ)-এর কাছে এক ব্যক্তি সম্পর্কে লিখে পাঠিয়েছিলেন যে-

أَنَّهُ وَجَدَ فِيْ بَعْضِ سَوَاحِلِ الْبَحْرِ رَجُلًا يُنْكَحُ كَمَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ،

সমুদ্র উপকূলে এমন এক ব্যক্তি রয়েছে যার সাথে মহিলার মত ব্যবহার করা হয়। সিদ্দিকে আকবর (ﷺ) সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করে উত্তর দিয়েছিলেন أَنْ يُحْرِقَهُ بِالنَّارِ তাকে যেন আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া হয়।[১৭৬]

---

১৭৪. ইমাম সুয়ূতী, তারিখুল খুলাফা : ৫৯ পৃ.
১৭৫. ইমাম সুয়ূতী, তারিখুল খুলাফা : ৫৯ পৃ.
১৭৬. (ক) আল-মহল্লী, ইবনে হাযম জাহিরী : ১১/৩৮১ পৃ.
(খ) নায়লুল আউতার, আল্লামা শাওকানী : ৭/২৮৭ পৃ.

৯. কিতাবী মহিলার সাথে বিবাহের নিষেধাজ্ঞা

এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, সময় এবং পরিস্থিতির পরিবর্তনে ও কালের চক্রে শরীয়তের মাসয়ালার পরিবর্তন হয়ে থাকে। এ পরিবর্তনশীল অবস্থায় যদি ইসলামী শরীয়তের প্রমাণাদির বাহ্যিকের উপর মানুষের জীবন ধারণের কার্যাবলী নির্ভরশীল রাখা হয় এবং শরীয়তের নির্দেশাবলীর মধ্যে অবস্থাদি ও যুগের চাহিদাকে পরিহার করা হয়, তা হলে মানুষ ভীষণ সংকটের মুখোমুখি হয়ে পড়বে। শরীয়তের অকাট্য দলীলাদির ব্যাপারে হযরত ওমর ফারুক (ﷺ) অবহিত ছিলেন। কিন্তু যুগের চাহিদানুসারে পরিবর্তনশীল মাসয়ালার জন্যে তিনি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও সহনশীল পরিবেশ গ্রহনে সচেষ্ট হন। এ বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে ঐ মাসয়ালার উপর চিন্তা করা যে কুরআনে পাকে প্রত্যেক কিতাবী মহিলাকে বিবাহ করার অনুমতি রয়েছে- সূরায়ে মায়িদাতে এরশাদ হচ্ছে-

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ

-এভাবে পবিত্র সতী মুসলিম মহিলা এবং পূর্ববর্তী যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে সতী মহিলা (তোমাদের জন্য হালাল বা বিবাহ করা বৈধ) যখন তোমরা তাদেরকে তাদের মোহর আদায় করে দিবে। শর্ত হচ্ছে তোমরা তাদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ (সৎ হিসেবে) কর। এজন্য নয় যে, তাদেরকে শুধুমাত্র প্রকাশ্য ব্যভিচার করার বা অপ্রকাশ্যে অন্যায় আচরন করার জন্য।[১৭৭]

হযরত ওমর (ﷺ) ইসলামী শরীয়তের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বা বিবেচনায় কিতাবী মহিলাদের বিবাহ নিষেধ করেছেন। এ মাসয়ালা বিস্তারিত আলোচনা করতে গিয়ে ইমাম আবু বকর জুস্‌সাস (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (৩৭০ হি.) এ ঘটনার অবতারণা করেন- হযরত হোজায়ফা (ﷺ) এক ইহুদী মহিলাকে বিবাহ করেছেন, এসংবাদ যখন হযরত ওমর (রা.) পেলেন তখন তিনি বিবাহ বিচ্ছেদের নির্দেশ দিলেন। হযরত হুজায়ফা (ﷺ) লিখলেন কেন এটা কি হারাম? উত্তরে হযরত ওমর (ﷺ) বললেন যে, আমি এ বিবাহ হারাম

---

১৭৭. আল-কুরআন, আল-মায়েদা : আয়াত নং-৫

বলছিনা, তবে আমি শংকিত যে, তোমরা এসব অসৎ মহিলাদের ফাঁদে আটকে না যাও।[১৭৮]

১০. মুয়াল্লাফাতুল কুলুব বা অন্তর জয় পর্বের সমাপ্তি

মানুষের অন্তর জয় করার জন্য যাকাতের একটা অংশ প্রদানের নির্দেশ কুরআনে পাকে বিদ্যমান। সূরায়ে তাওবায়[১৭৯] এরশাদ হচ্ছে-وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ অর্থাৎ নিশ্চয় সদকাত এমন লোকদের জন্যও রয়েছে, যার মাধ্যমে তাদের অন্তরে ইসলাম ধর্মের ভালবাসা পৃথিত করাই উদ্দেশ্য। দূর্বল চিত্তের ঈমানদারদেরকে যাকাত দেয়া স্বয়ং রাসূলে পাক (ﷺ) থেকে প্রমাণিত। হযরত ওমর ফারুক (رضي الله عنه) ওয়াইনা বিন হাসান (رضي الله عنه) এবং আকরায়া বিন হাবেছ (رضي الله عنه) কে অন্তর জয়ের জন্য যাকাতের সম্পদ দিতে অস্বীকার করেছেন -

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ كَانَ يَتَأَلَّفُكُمَا وَالْإِسْلَامُ يَوْمَئِذٍ قَلِيلٌ وَإِنَّ اللهَ قد أغنى الإسلام اذهبا فاجهدا جهد كما

-রাসূলে পাক (ﷺ) তোমাদের অন্তর বিজয়ে যাকাতের মাল ঐ সময় প্রদান করতেন যখন ইসলাম দূর্বল ছিল এবং মুসলিম জনসংখ্যা সীমিত ছিল। এখন মহান আল্লাহ পাক ইসলামকে সমৃদ্ধ করেছে, তোমরা যাও সম্পদ অর্জনে প্রচেষ্টা কর।[১৮০]

ওয়াইনা বিন হাসন (رضي الله عنه) এবং আকরায়া বিন হাবেছ (رضي الله عنه) দু'জন সাহাবী হযরত আবু বকর (رضي الله عنه)-এর দরবারে এসে বললেন, হে রাসূলে পাক (ﷺ)-এর খলিফা, এখানে এক খণ্ড জমীন পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে যেখানে ঘাসও জন্মেনা, আপনি আমাদেরকে এ জমি দিলে আমরা এতে কৃষিকাজ করতে পারি। হযরত আবু বকর (رضي الله عنه) তাদেরকে এ জমীন দিয়ে দিলেন এবং এ ব্যপারে একটা কাগজও লিখে দিলেন। তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ বা অন্য কেউ ওয়াইনা বিন হাসানকে বললেন, আমার মনে হয় হযরত ওমর (رضي الله عنه) ও এ ব্যপারে কোন হাত থাকবে, একারণে এ লিখা তাঁকেও পড়িয়ে নিন। হযরত

---

১৭৮. আহকামুল কুরআন, ইমাম আবু বকর জাস্‌সাস : ৩/২৪ পৃ.

১৭৯. আল কুরআন, সুরা তাওবা : ৯ : আয়াত নং- ৬০

১৮০ .আহকামুল কুরআন, ইমাম আবু বকর জাস্‌সাস : ৪/৩২৫ পৃ.

ওমর (ﷺ) যখন এ লেখা পড়লেন, তখন বললেন, অন্য সবাইকে বঞ্চিত করে এ জমি শুধু তোমাদের। তিনি এ লেখা মিটিয়ে দিলেন এবং বললেন রাসূলে পাক (ﷺ) তোমাদেরকে যখন দিতেন তখন ইসলাম দুর্বল ছিল। যাও নিজেদের প্রচেষ্টায় অর্থ উপার্জন কর।[১৮১] মানুষের অন্তর জয়ে বা মন রক্ষায় যাকাতের প্রদান সম্পর্কে হযরত ওমর (ﷺ) মত হল যখন ইসলাম দূর্বল ছিল তখন মানুষের মনজয়ে যাকাতের একটা অংশ প্রদান করা হত, যাতে তাদের ক্ষতি থেকে ইসলাম ও মুসলিম রক্ষা পায় এবং তারাও ইসলামে দীক্ষিত হয়। এখন যেহেতু মুসলিম সংখ্যা অধিক, তারা সম্মান ও সামর্থের অধিকারী, কাউকে মন রক্ষার জন্য যাকাতের সম্পদের একটা অংশ দেয়া বৈধ নয়।[১৮২] চাই অমুসলিমের অত্যাচার থেকে রক্ষার জন্য বা নব মুসলিমের অন্তর বিজয়ে, উভয় অবস্থায় অবৈধ। ইবনে কুদামা আল মুকাদসী (রা.) (৬২০হি.) উল্লেখ করেছেন- একদা হযরত ওমর (ﷺ)-এর কাছে এক ব্যক্তি কিছু মাল সম্পদ নিতে এল, তিনি তাকে মাল সম্পদ কিছুই দিলেন না বরং বললেন যার ইচ্ছা ঈমান আন যার ইচ্ছা কাফের থেকে যাও, বর্ণনা এভাবে -

أَنَّ مُشْرِكًا جَاءَ يَلْتَمِسُ مِنْ عُمَرَ مَالًا، فَلَمْ يُعْطِهِ، وَقَالَ: {فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ}

-এক অমুসলিম হযরত ওমর (ﷺ) কাছে কিছু মাল নিতে আসল, হযরত ওমর (ﷺ) তাকে দিলেন না বরং বললেন, যার ইচ্ছা ঈমান আন আর যার ইচ্ছা কাফের থেকে যাও।[১৮৩]

১১. বিজয়ী ভূমির শৃংখলা রক্ষায় সিদ্ধান্ত

নবীয়ে পাক (ﷺ)-এর সময়ে বিজিত ভূমির বন্টন ও ব্যবস্থাপনা দু'ভাবে প্রচলিত ছিল-

(১) বিজিত এলাকা সৈনিকদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হত।

(২) মূল অধিবাসীদের কাছে রেখে দেয়া হত।

---

১৮১ .(ক) আস-সুনানুল কোবরা, ইমাম বায়হাকী : ৭/২০ পৃ.
(খ) কিতাবুল আমওয়াল, ইবনে সালাম : ২৭৬ পৃ.
(গ) জামিয়ুল বয়ান ফি তাফসীরুল কুরআন, তবারী : ১৪/২১৫ পৃ.
১৮২ . আল জামেয়ু লি আহকামিল কুরআন, ইমাম কুরতুবী : ৮/১৮১ পৃ.
১৮৩ . আল মুগনী, ইমাম ইবনে কুদামা : ৬/৩২৭ পৃ.

হযরত ওমর ফারুক (ﷺ) জনকল্যাণে এব্যবস্থাকে সম্প্রসারণ করেন। ইরাক এবং সিরিয়া বিজয় হওয়ার পর ভূমি ও অন্যান্য সম্পদের ব্যাপারে পরামর্শ সভায় হযরত ওমর ফারুক (ﷺ) বলেন- এটা কিভাবে সম্ভব যে, বিজিত ভূমি আপনাদের মধ্যে বন্টন করে দেই এবং বংশ পরম্পরায় তা উপভোগ করে চলবে এবং অর্জিত আয় একটা নির্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ হয়ে যাবে। যদি এরকম হয়ে পড়ে তাহলে পরবর্তীতে সীমান্ত রক্ষা এবং অসহায় দরিদ্রদের দায়িত্ব কে নেবে? যদিও প্রাথমিক পর্য্যায়ে হযরত ওমর (ﷺ)'র এ প্রস্তাবের বিরোধীতা করেছিলেন শীর্ষস্থানীয় সাহাবায়ে কেরাম যথা: হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ এবং হযরত বেলাল (ﷺ) মত সাহাবায়ে কেরাম, কিন্তু ফারুকে আযম (ﷺ) এর গ্রহনযোগ্য যুক্তি উপস্থাপনের পর অধিকাংশ সাহাবা এ প্রস্তাবের সহায়তায় এগিয়ে আসেন। হযরত আলী (ﷺ), স্বীয় প্রস্তাবে বলেন-

دَعْهُمْ يَكُونُونَ مَادَّةً لِلْمُسْلِمِينَ فتركهم

ভূমিকে এভাবে রেখে দিতে হবে, যাতে অনাগত প্রজন্ম এর উপার্জনে উপকৃত হয়, কাজেই ভূমিকে এ লক্ষ্যে ছেড়ে দিতে হবে।[১৮৪]

১২. ব্যবসায়ীদের থেকে সম্পদের দশমাংশ আদায়

হযরত ওমর ফারুক (ﷺ)'র খিলাফতের পূর্বে ব্যবসায়ীদের উপর কোন কর ব্যবস্থা ছিল না। ফারুকে আজম (ﷺ) পরিবর্তনশীল পরিবেশ ও আন্তর্জাতিক চাহিদার কারনে ওশরের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। জেয়াদ বিন খদির আসাদী বলেন - যে আমি প্রথম ব্যক্তি যাকে ইরাক এবং সিরিয়ায় ওশর (সম্পদের এক দশমাংশ) আদায় করার জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল। অতএব তিনি বলেন,

بَعَثَنِي عُمَرُ عَلَى الْعُشُورِ «وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أُفَتِّشَ أَحَدًا»

১৮৪.(ক) আস সুনানুল কোবরা, ইমাম বায়হাকী : ৯/১৩৪ পৃ.
(খ) ফতহুল বারী, ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী : ৬/২২৪ পৃ.
(গ) আযিমাবাদি, আউনুল মা'বুদ শরহে সুনানে আবি দাউদ : ৮/১৯৫
(ঘ) মো'জামুল বোলদান, হাম্মুভী : ৩/২৭৫ পৃ.
(ঙ) নায়লুল আওতার শরহে মুনতকাল আহবার : ৮/১৬২ পৃ.

-হযরত ওমর (ﷺ) আমাকে ওশর আদায়ে প্রেরণ করেছিল এবং আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, কারো তাল্লাশী না নিই। ওশর আদায়ের সিদ্ধান্তের প্রয়োগ এভাবে যে, মুসলমানেরা যখন ভিনদেশে ব্যবসার উদ্দেশ্যে যেত, তাদের থেকে শতকরা দশ বা একদশমাংশ কর নেয়া হত।[১৮৫] হযরত ওমর (ﷺ) ব্যবসার উপর কর নির্ধারণ করেন। তবে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এখানে পার্থক্য নিরূপণ করেন। এভাবে-অমুসলিম থেকে এক দশামাংশ, জিম্মি থেকে এ পঞ্চমাংশ এবং মুসলিম থেকে ২.৫০% দু দশমিক পাঁচ শতাংশ নেয়া হত। এ ছাড়া কোন প্রকার বাড়াবাড়ি বা সম্পদের তালাশি নেয়া নিষেধ করেছিলেন। আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী (৮৫২ হি.) তালহিসুল খবিরে যিয়াদ বিন খাদিরের বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন-

اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى الْعُشُورِ، وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الْحَرْبِ الْعُشْرَ، وَمِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفَ الْعُشْرِ، وَمِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ رُبْعَ الْعُشْرِ.

-হযরত ওমর (ﷺ) ওশর আদায় করার জন্য আমাকে নিয়োগ দিয়ে পাঠিয়েছেন এবং আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন অমুসলিম ব্যবসায়ী থেকে এক দশমাংশ, জিম্মিদের থেকে এক পঞ্চমাংশ এবং মুসলিম ব্যবসায়ী থেকে দুই দশমিক পাঁচ শতাংশ কর আদায় করতে।[১৮৬]

হযরত ওমর (ﷺ) এ কাজে একথা স্পষ্ট যে দ্বীনে প্রত্যেক নতুন কাজ অবৈধ ও হারাম নয়, বরং সময়ের চাহিদা ও প্রয়োজনে অসংখ্য বৈধ ও হালালের প্রবর্তন ঘটেছে।

১৩. অপরাধীদেরকে শহর থেকে বহিষ্কার রহিত করণ

নবীয়ে পাক (ﷺ) অবিবাহিত ব্যভিচারকারীকে একশ বেত্রাগাত এবং এক বৎসর (দেশত্যাগ) শহর ত্যাগে নির্দেশ দিয়েছেন। সহীহ বুখারী শরীফে কিতাবুল মোহারেবীনে রয়েছে-এক ব্যক্তি নবীয়ে পাক (ﷺ)-এর সময়ে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার ঘটনা নিয়ে ছরকারের দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন- اَقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আমাদের মধ্যে

১৮৫.(ক) আল মুসান্নাফ, ইবনে আবি শায়বা : ৪/২১৬ হাদিস/১০৫৭২
(খ) আউনুল মাবুদ, আল্লামা আজীমাবাদী : ৮/২০৯ পৃ.
১৮৬. তালখীসুল হবীর, ইবনে হাজার আসকলানী: ৪/১২৮ পৃ.

আল্লাহর কিতাবের বিধান প্রয়োগ করুন। নবীয়ে পাক (ﷺ) তাঁর ছেলের শাস্তি ঘোষণায় বলেছেন,

عَلَى ابْنِكَ جِلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ،

তোমার ছেলের একশ বেত্রাঘাত এবং একবৎসর দেশ ত্যাগ।[১৮৭] দেশত্যাগের নির্দেশ রহিতকরনের বিস্তারিত এভাবে -যখন রাবিয়া বিন উম্মীয়া বিন খালফের মদ্যপানের শাস্তি হল এবং দেশান্তর করা হল তখন সে খৃষ্টান হয়ে গেল এবং রোমিদের সাথে মিলে গেল। এ ঘটনা ইমাম নাসায়ী (৩০৩ হি.) স্বীয় সুনানে হযরত সাঈদ বিন মোসায়্যিব থেকে বর্ণনা করেন-

غَرَّبَ عُمَرُ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ فِي الْخَمْرِ إِلَى خَيْبَرَ، فَلَحِقَ بِهِرَقْلَ فَتَنَصَّرَ، فَقَالَ عُمَرُ: «لَا أُغَرِّبُ بَعْدَهُ مُسْلِمًا»

-হযরত ওমর (ﷺ) রাবিয়া বিন উম্মায়হ্ কে মদ্যপানের শাস্তিতে দেশান্তর করে খায়বরে পাঠিয়েছেন। সে সেখান থেকে রোমসম্রাট হেরক্লের কাছে চলে গেলেন এবং খৃষ্টান হয়ে গেল। হযরত ওমর (ﷺ) বললেন, আজ থেকে আর কাউকে দেশান্তর করব না।[১৮৮]

১৪. ঘোড়া/আরোহী এবং গোলামদের উপর সাদকা নেয়া সর্ম্পকে নির্দেশ

নবীয়ে পাক (ﷺ) ঘোড়ার উপর সাদকা নির্ধারন করেননি। ইমাম বুখারী (রা.) (২৫৬ হি.) স্বীয় সহীহ কিতাবে "কিতাবুজ যাকাত", বাবু লাইসা আলাল মুসলিমে ফি ফরসিহি সদকাতুন" এ-হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত হাদিস বর্ণনা করেন, রাসূলে পাক (ﷺ)-এরশাদ করেন-

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ

-মুসলমানদের উপর তাদের ভৃত্য এবং ঘোড়ার উপর কোন যাকাত নেই।[১৮৯] এভাবে ইমাম তিরমিজি (২৭৯ হি.) যাকাত অধ্যায়ে হযরত আলী (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবীয়ে পাক (ﷺ)-এরশাদ করেন-

---

১৮৭. সহীহ্ বুখারী কিতাবুল মোহারিবীন, বাবুল এতিরাফি বিজজিনা : ৬/২৫০২ নং ৬৪৪০

১৮৮ . ইমাম নাসায়ী, আস্-সুনানিল কোবরা, কিতাবুল আশবাহ, বাবু তাগরীবি শারি বিল খমর: ৫/১০৫৭ হাদিস- ৫১৬৬

১৮৯. সহীহ্ বুখারী কিতাবুজ যাকাত, বাবু লাইসা আলাল মুসলিমে ফি ফরসিহি সদকাহ : ২/৫৩২ হাদিস: ১৩৯৪

قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ،

-আমি তোমাদের ঘোড়া এবং ভৃত্যের যাকাত মাফ করে দিয়েছি।[১৯০]

কিন্তু যখন ইসলামী সাম্রাজ্যে ব্যবসা এবং বিলাসিতার জন্য ঘোড়ার ব্যবহার ব্যাপকতা লাভ করে, তখন হযরত ওমর (ﷺ) মানুষের চাহিদা ও সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শে ঘোড়ার উপর যাকাত নির্ধারন করে দেন। ইমাম আবু জাফর তাহাবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (৩২১হি.) শরহে মা'য়ানিউল আসার (তাহাবী শরীফ) এ বর্ণনা করেন হযরত হারেছা বিন মদরব (ﷺ) বলেন-

حَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فَأَتَاهُ أَشْرَافٌ مِنْ أَشْرَافِ أَهْلِ الشَّامِ، فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا دَوَابَّ وَأَمْوَالًا، فَخُذْ مِنْ أَمْوَالِنَا صَدَقَةً تُطَهِّرُنَا بِهَا، وَتَكُونُ لَنَا زَكَاةً. فَقَالَ: هَذَا شَيْءٌ لَمْ يَفْعَلْهُ اللَّذَانِ كَانَا قَبْلِي، وَلَكِنِ انْتَظِرُوا حَتَّى أَسْأَلَ الْمُسْلِمِينَ، فَسَأَلَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيهِمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالُوا: حَسَنٌ، وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَاكِتٌ لَمْ يَتَكَلَّمْ مَعَهُمْ. فَقَالَ: مَا لَكَ يَا أَبَا الْحَسَنِ لَا تَتَكَلَّمُ قَالَ: قَدْ أَشَارُوا عَلَيْكَ، وَلَا بَأْسَ بِمَا قَالُوا، إِنْ لَمْ يَكُنْ أَمْرًا وَاجِبًا وَلَا جِزْيَةً رَاتِبَةً يُؤْخَذُونَ بِهَا.

-হযরত হারেছা বিন মদরব (ﷺ) বলেন-আমি হযরত ওমর ফারুক (ﷺ) সাথে হজ্ব করেছি উনার কাছে সিরিয়ার কিছু সম্মানিত ব্যক্তি এসেছে, তাঁরা ফারুকে আযম (ﷺ) কে বললেন, আমাদের কাছে সম্পদ এবং চতুষ্পদ জন্তু আছে আমাদের থেকে এসবের সাদকাহ নিয়ে আমাদেরকে পবিত্র করুন, তা আমাদের জন্য যাকাত হবে। ফারুকে আযম বললেন, এটা ঐ কাজ যা আমার পূর্বে দুজনই (সরকারে দো আলম (ﷺ), সিদ্দিকে আকবর (ﷺ)) করেননি- তবে আপনারা অপেক্ষা করুন, আমি মুসলমানদের থেকে জেনে নিই। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করলেন, যেখানে হযরত আলী (ﷺ)ও ছিলেন। মুসলমানেরা বললেন নিয়ে নেন, কিন্তু হযরত আলী (ﷺ)

---

১৯০ -সুনানু তিরমিজী, আবওয়াবুয যাকাত, বাবু মা যায়া ফিয যাকাতিল খাইলি ওয়াল ওরকে : ৩/১৬ হাদিস: ৬২০

নীরব থাকলেন, কিছু বললেন না। হযরত ওমর (ﷺ) বললেন, হে হাসানের বাবা! আপনি নীরব কেন? কথা বলছেন না কেন? এরপর তিনি বললেন সাহাবায়ে কেরাম যা বলেছেন তাতে কোন ক্ষতি নেই, যদি তা ফরজ না হয় এবং জিজিয়া হিসেবে না হয়।[১৯১] হযরত আনাস (ﷺ) বলেন-

أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ الْفَرَسِ عَشْرَةً ، وَمِنِ الْبِرْذَوْنِ خَمْسَةً

-হযরত ওমর (ﷺ) আরবী ঘোড়া থেকে দশ এবং অনারব ঘোড়া থেকে পাঁচ দিরহাম নিতেন।[১৯২]

১৫. বায়তুল মাল থেকে মাসিক নির্ধারণ

প্রাথমিক অবস্থায় খিদমতের বিনিময়ে বেতন নেয়া অপছন্দনীয় ছিল এবং একাজকে পরিচ্ছন্নতা, সততা ও সম্মানের পরিপন্থি মনে করা হত। কিন্তু বিস্তীর্ণ বিশাল এক সাম্রাজ্যের পরিচালনার নিয়ম ও সংস্কৃতির বিপরীত। কর্মচারীদের সততা ও সচ্ছতা স্থির রাখতে হযরত ওমর (ﷺ) তাদের জন্য বিবেচনা সম্মত বেতন নির্ধারন করেন। জেলা প্রশাসকদের বেতন পাঁচ হাজার পর্যন্ত হত এবং গনিমতের সম্পদ এর বাইরে আল এসতিয়াব ফি মা'রিফাতিল আসহাবে (الاستيعاب في معرفة الأصحاب) আল্লামা ইবনে আব্দিল বর (ﷺ) (৪৬৩ হি.) উদ্ধৃত করেন-

وَلَمَّا فَرَضَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِلنَّاسِ فَرَضَ لِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ خَمْسَةُ آلَافٍ، وَلِابْنِ عُمَرَ أَلْفَيْنِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَضَّلْتَ عَلَيَّ أُسَامَةَ، وَقَدْ شَهِدْتُ مَا لَمْ يَشْهَدْ؟ فَقَالَ: إِنَّ أُسَامَةَ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْكَ، وَأَبُوْهُ أَحَبَّ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَبِيْكَ.

-হযরত ওমর (ﷺ) লোকদের বেতন যখন নির্ধারন করলেন, তখন ওসামা বিন যায়েদের বেতন নির্ধারন করলেন ৫০০০/- পাঁচ হাজার এবং (নিজের ছেলের) ইবনে ওমরের বেতন নির্ধারন করলেন দু'হাজার। তখন ইবনে ওমর

---

১৯১. শরহে মা'য়ানিল আসার, ইমাম তাহাবী : ২/২৭পৃ. হাদিস : ৩০৪৫

১৯২.শরহে মা'য়ানিল আসার, তাহাবী, কিতাবুয যাকাত, বাবুল খাইল : ২/২৬পৃ. হাদিস : ৩০৪১

(ﷺ) আপত্তি করে বললেন যে, আপনি আমার উপর ওসামা ইবনে যায়েদকে প্রধান্য দিয়েছেন, অথচ আমি যতগুলো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি, তিনি করেননি। এরপর হযরত ওমর (ﷺ) বললেন, ওসামা তোমার থেকে রাসূলে পাক (ﷺ)-এর কাছে বেশী প্রিয় ছিল এবং তাঁর পিতা তোমার পিতা থেকে বেশী প্রিয় ছিল।[১৯৩]

হযরত ওমর (ﷺ) যখন খিলাফতের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, তখন তিনি সাহাবায়ে কেরামকে ডেকে পরামর্শ করলেন নিজের বেতন সম্পর্কে।

তাবকাতে কোরবায় ইবনে সা'দ (২৩০ হি.) বর্ণনা করেন-

وَأَرْسَلَ إِلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاسْتَشَارَهُمْ فَقَالَ: قَدْ شَغَلْتُ نَفْسِي فِي هَذَا الأَمْرِ. فَمَا يَصْلُحُ لِي مِنْهُ؟

-হযরত ওমর (ﷺ) সাহাবায়ে কেরামের কাছে লোক পাঠালেন এবং পরামর্শ নিলেন, বললেন, আপনারা আমাকে খিলাফতের কাজে ব্যস্ত করে দিলেন। এখন বায়তুল মাল থেকে আমার জন্য কতটুকু বেতন নেয়া সমীচীন হবে?[১৯৪]

---

১৯৩. আল ইস্তি'য়াব ফি মা'রিফাতিল আসহাব, ইবনে আবদিল বার্ : ১/৭৬ পৃ.

১৯৪. আত তাবকাতুল কোবরা, ইমাম ইবনে সা'দ : ৩/৩০৭ পৃ.

তৃতীয় পাঠ

বিদআতের ধরণ এবং কিছু সমসাময়িক উদাহরণ ও ঘটনাবলি:

(১) ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাসয়ালা

(২) আধুনিক মসজিদ নির্মাণের মাসয়ালা

(৩) কুরআনে পাকের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা (তাফসীর)

(৪) ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংকলন-সংরক্ষণ

(৫) ধর্মীয় মূল চেতনা বুঝার আবশ্যকতা।

ইসলামে কৌশল ও কল্যাণ কামনা ঐ স্থায়ী নিয়ম, যা যুগের ও সমাজের পরিবর্তিত অবস্থা ও জীবনের প্রয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত। এর পরিপূর্ণতার মাধ্যমে সমাজকে স্থায়ী প্রাণচঞ্চলতা, আন্দোলন ও ধারাবাহিকতা প্রদান করে। এ নিয়মাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় জড়তা সৃষ্টি হয় না।

এসব নিয়মাবলী ইসলামী শরীয়তের নির্দেশাবলীর স্থায়ী কর্মতৎপরতা এবং স্থায়ী সাদৃশ্যতা স্থির রাখে। যার মাধ্যমে এ ধরণের সমাজ ব্যবস্থা সজীব থাকে সব সময়। এলক্ষ্যে বিদআতের ধারণাকে আরো সহজভাবে বুঝার জন্য কিছু প্রতিবেদন, সমসাময়িক উদাহরণ, ও ঘটনাবলীর উপমা উপস্থাপিত হচ্ছে (যার মাধ্যমে) এতে পরিষ্কার করা হচ্ছে যে, ইসলাম মানুষের যুগের চাহিদা ও অবস্থার প্রেক্ষিতে কিছু ছাড় দিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির চাহিদা পূরণ করে যাবে।

১. ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাসয়ালা

ইসলাম মুসলমানদের মনোনীত রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা দিয়েছে, কিন্তু এর নিবার্চন কীভাবে হবে, রাষ্ট্রের অবয়ব কোন নিয়মের ভিত্তিতে করা হবে, এর অফিস গুলো কীভাবে সাজানো হবে, এখানে ক্ষমতা কিভাবে বন্টন করা হবে? এর বিস্তারিত আলোচনায় শরীয়তের নীরবতা পরিলক্ষিত, বা শরিয়ত নীরব রয়েছে। কেননা প্রত্যেক মুসলমান রাষ্ট্র পরিচালনায় নিজের চিন্তাধারায় যা উচিত মনে করেছে তাই গ্রহণের প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

এভাবে নিবার্চনের মত রাষ্ট্র পরিচালনায় ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার উপর ছেড়ে দিয়েছে। আপনি সমষ্টিগত প্রচেষ্টা রাষ্ট্র গঠন করুন যা একক সংসদীয় গণতান্ত্রিক বা রাষ্ট্রপতি শাসিত। এ সরকারকে আপনি প্রতিনিধিত্বশীল বা রাজতন্ত্র ইসলাম এবং শরীয়তে মুহম্মদীতে এর কোন প্রতিক্রিয়া নেই। হ্যাঁ যদি আইনসভা ইসলামী পরামর্শের ভিত্তিতে হয় তখন তা ইসলামী না হয়, অনৈসলামি হবে। যদি ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার চাবিকাটি ধর্মপ্রিয় মুসলিমের হাতে ইউক না কেন।

যেহেতু ইসলামে বিশেষ কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিধান চিহ্নিত নেই, তাই সরকারে দোআলম (ﷺ) উম্মতে মুসলিমায় বিকশিতব্য বিভিন্ন রাষ্ট্র ব্যবস্থার বর্ণনা দিয়ে এরশাদ করেছেন[১৯৫]-

---

১৯৫. আল মু'জামুল কাবীর, ইমাম তাবরানী : ১১/৭৩ পৃ. হাদিস নং ১১১৩৮

أَوَّلُ هَذَا الْأَمْرِ نُبُوَّةٌ وَرَحْمَةٌ، ثُمَّ يَكُونُ خِلَافَةً وَرَحْمَةً، ثُمَّ يَكُونُ مُلْكًا وَرَحْمَةً، ثُمَّ يَكُونُ إِمَارَةً وَرَحْمَةً، ثُمَّ يَتَكَادَمُونَ عَلَيْهَا تَكَادُمَ الْحَمِيرِ، فَعَلَيْكُمْ بِالْجِهَادِ، وَإِنَّ أَفْضَلَ جِهَادِكُمُ الرِّبَاطُ، وَإِنَّ أَفْضَلَ رِبَاطِكُمْ عَسْقَلَانُ»

এ দ্বীনে সর্বপ্রথম সূচনা হচ্ছে নাবুয়্যাত ও রহমত, তারপর খিলাফত ও রহমত, অতঃপর বাদশাহী (মুলুকিয়্যাত) ও রহমত। অতঃপর ইমারত ও রহমত। এর পর মানুষেরা গাদার মত রাষ্ট্রকে দাঁতে কাটবে। সে সময় তোমাদের যুদ্ধ অনিবার্য এবং তোমাদের সর্বোত্তম যুদ্ধ হল সীমান্ত রক্ষা। তোমাদের সর্বোত্তম সীমান্ত হচ্ছে আসকলান। (ফিলিস্তিনের[১৯৬] একটা পুরাতন শহর)।

এভাবে রাসূলে পাক (ﷺ) উম্মতে মুসলিমার পরবর্তী রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে আগত শাসকবৃন্দের আলোচনায় বলেছেন[১৯৭]-

سَيَكُونُ مِنْ بَعْدِي خُلَفَاءُ، وَمِنْ بَعْدِ الْخُلَفَاءِ أُمَرَاءُ، وَمِنْ بَعْدِ الْأُمَرَاءِ مُلُوكٌ، وَمِنْ بَعْدِ الْمُلُوكِ جَبَابِرَةٌ، ثُمَّ يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا، ثُمَّ يُؤَمَّرُ الْقَحْطَانِيُّ فَوَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ مَا هُوَ دُونَهُ

-রাসূলে পাক (ﷺ)-এরশাদ করেন অনতিবিলম্বে আমার পরে খালিফা হবে এবং খলিফার পর শাসক (ওমারা) হবে, শাসকের পর বাদশা হবে এবং বাদশাহর পর অত্যাচারী শাসক হবে, সর্বশেষে আমার আহলে বায়ত থেকে এমন এব ব্যক্তি আসবে যিনি ভূমন্ডলে ন্যায়-পরায়ণতায় পরিপূর্ণ করে দিবেন, যে ভাবে তার পূর্বে অন্যায় অত্যাচারে ভরপূর ছিল।

(খ) মাজমাউয যাওয়াইদ, ইমাম হায়সামী : ৫/১৯০ পৃ.

১৯৬. পুরাতন বৃহৎ ফিলিস্তিনের এক শহর যা ছলিবী যুদ্ধে এক গুরুত্বপূর্ণ সৈনিকদের স্থান, আল মুনজদ ফিল এলাম : ৩৭৪

১৯৭. (ক) মাযমাউয যাওয়ায়েদ, ইমাম হায়সামী : ৫/১৯০ পৃ.

(খ) আল মু'জামুল কাবীর, ইমাম তাবরানী : ২২/৩৭৪ পৃ. হাদিস: ৯৩৭

(গ) আল ফির দাউস বিমাসুরিল খিতাব, ইমাম দায়লামী : ৫/৪৫৬ হাদিস:৮৭৩১

(ঘ) ফতহুল বারী, ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী : ১৩/২১৪ পৃ.

(ঙ) আল জরহ ওয়াত তা'দীল, ইবনে আবি হাতেম আররাজি : ২/৪৯৪ হা/২০২৯

নবীয়ে পাক (ﷺ)-এর এসব নির্দেশাবলী এ কথা প্রমাণ করে যে ইসলামে কোন বিশেষ ব্যবস্থা রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য নির্ধারিত নেই। পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন পরিবর্ধন হয়ে থাকবে।

২. আধুনিক মসজিদ নির্মাণের মাসয়ালা

ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে পাকা ঘর-বাড়ী নির্মাণ অপছন্দনীয় মনে করা হত। এ কারণে পাকা শক্ত মসজিদ নির্মাণ ও অবৈধ ধারণা করা হত। এভাবে রাসূলে পাক (ﷺ)-এর সময়ে মসজিদের মেহরাবেরও প্রচলন ছিল না। আল্লামা নূর উদ্দীন সামহুদী (রাঃ) (৯১১হি.) ২০১ 'ওয়াফাউল ওয়াফা' কিতাবে উল্লেখ করেন মসজিদের মিহরাব নবীয়ে পাক (ﷺ) এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের সময়ে ছিল না। বরং সর্বপ্রথম একাজ করেছে হযরত ওমর বিন আবদুল আজিজ (১০১ হি.)।[১৯৮] পরে যখন ইসলামী রাষ্ট্রের পরিধি পূর্বে পশ্চিমে সম্প্রসারিত হল তখন স্বভাবে-সংস্কৃতি, চলন-বলন, ভিন্নতা-পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছিল মানুষ নিজেদের বসবাসের জন্য বিশাল-বিশাল, প্রসস্থ ঘর-বাড়ী তৈরী করতে শুরু করল, খিলাফতে উমাইয়া ও আব্বাসিয়া যুগে মুসলমানেরা নিজেদের বসবাসের জন্য সুরম্য প্রাসাদ তৈরী করতে আরম্ভ করল, সমকালিন ওলামায়ে উম্মত ইসলামের সম্মান ও মর্যাদা সুউচ্চ করতে মসজিদ সমূহকে ও সুউচ্চ অট্টালিকা তৈরী করতে শুধু বৈধই বলেননি বরং যুগের চাহিদানুসারে প্রয়োজন বলে ফতোয়া দিয়েছেন।

একটা বাস্তব সত্য ও প্রয়োজনীয় কথা হল দীন ইসলামকে যদি আমরা শুধুমাত্র বাহ্যিক শব্দ দ্বারা বুঝতে চেষ্টা চালায় তাহলে পথভ্রষ্টতা অনিবার্য। কিন্তু যদি ইসলামের মূল কর্মকৌশলের প্রতি লক্ষ্য করে শরীয়তের নির্দেশনাবলী পরখ করা হয়, তখন ইহা দ্বীনি হেদায়তের কারণ ও সঠিকতা উপলব্ধি হবে। যদি মসজিদ সমূহের নির্মাণশৈলীয় পরিবর্তনের প্রতি দৃষ্টি দেই তাহলে তার উপকারিতায় বুঝা যাবে যে, মানুষ যখন নিজের আবাস ঘর পাকা করেনি আল্লাহর ঘর পাকা না করাটা দোষনীয় নয়। কিন্তু যখন নিজেদের ঘর-বাড়ী মজবুত প্রসাদ তৈরী করে যাচ্ছে তাহলে আল্লাহর ঘরের

১৯৮.(ক) ওয়াফাউল ওয়াফা, আল্লামা সামহুদী : ১০/৩৭২ পৃ.
(খ) মাজমাউল ফাতওয়া, আল্লামা আবদুল হাই লাখনবী : ১০/১০৮ পৃ.

সৌন্দর্য শান-শওকত বৃদ্ধির ফাতওয়া দিয়ে দিল সমকালীন ওলামায়ে কেরাম।

৩. কুরআনে পাকের অনুবাদ ও তাফসীর (ব্যাখ্যা)

এভাবে কুরআনে পাকের শিক্ষা মানুষের দোরগোড়ায় পৌছে দিতে প্রয়োজন ছিল বিভিন্ন ভাষায় তার অনুবাদ পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকার প্রয়োজনানুসারে হওয়া। কিন্তু দ্বীনের মধ্যে সব সময় এক ধরনের গোড়ামী অদক্ষ, অনভিজ্ঞ জমাট মানসিকতার লোক প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক স্থানে বাধা (Resistance) হয়ে সামনে এসেছে। সুতরাং শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (১১৭৬ হি.) হিন্দুস্থানে তখনকার প্রয়োজনে কুরআনে পাকের ফারসী অনুবাদ করেছেন, তখন তৎকালীন ভারতবর্ষের উলামায়ে কিরাম তার বিরুদ্ধে হট্টগোল শুরু করল। এমনকি কাফের বিদআতের ফতোয়া দিয়ে বসল, কুরআনে পাককে আরবী থেকে ফাসীর্তে অনুবাদ করার কারনে, কিন্তু আগত ভবিষ্যত প্রমাণ করল, এ নতুন সৃষ্টি দ্বীনের প্রচার-প্রসারে সময়োপযোগী পদক্ষেপ ছিল, যদিও ফাতওয়াবাজ ওলামায়ে কেরাম অনাগত ভবিষ্যত সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল।

৪. ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংকলন সংরক্ষণ

ইমাম ইয্যুদ্দিন বিন আবদুচ্ছালাম আস-সালমী আশ শাফেয়ী (রহ.) (৬৬০ হি.) قواعد الأحكام في مصالح الأنام কিতাবে ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংকলনকে বিদআতে ওয়াজিবাহ বলে লিখেছেন যে[১৯৯] -

وَلِلْبِدَعِ الْوَاجِبَةِ أَمْثِلَةٌ. أَحَدُهَا: الِاشْتِغَالُ بِعِلْمِ النَّحْوِ الَّذِي يُفْهَمُ بِهِ كَلَامُ اللهِ وَكَلَامُ رَسُولِهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَذَلِكَ وَاجِبٌ لِأَنَّ حِفْظَ الشَّرِيعَةِ وَاجِبٌ وَلَا يَتَأَتَّى حِفْظُهَا إِلَّا بِمَعْرِفَةِ ذَلِكَ، وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ. الْمِثَالُ الثَّانِي: حِفْظُ غَرِيبِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنَ اللُّغَةِ. الْمِثَالُ الثَّالِثُ: تَدْوِينُ أُصُولِ الْفِقْهِ. الْمِثَالُ الرَّابِعُ: الْكَلَامُ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ لِتَمْيِيزِ الصَّحِيحِ

---

১৯৯ .কাওয়ায়েদুল আহকাম ফি মসালেহিল আনাম, ইয্যুদ্দিন ফাতওয়া আল ইয বিন আবদুস সালাম : ২/৩৩৭ পৃ., ১১৬ পৃ.

مِنَ السَّقِيمِ، وَقَدْ دَلَّتْ قَوَاعِدُ الشَّرِيعَةِ عَلَى أَنَّ حِفْظَ الشَّرِيعَةِ فَرْضُ كِفَايَةٍ فِيمَا زَادَ عَلَى الْقَدْرِ الْمُتَعَيَّنِ، وَلَا يَتَأَتَّى حِفْظُ الشَّرِيعَةِ إِلَّا بِمَا ذَكَرْنَاهُ.

-বিদআতে ওয়াজিবাহর কিছু উদাহরণ এরূপ, প্রথমতঃ আরবী ব্যাকরণ পড়া, কুরআন,হাদিস বুঝা যার উপর নির্ভরশীল, এটা একারণে ওয়াজিব যে, শরীয়তের জ্ঞান অর্জন ওয়াজিব এবং কুরআন-হাদিসের জ্ঞান ব্যতীত শরীয়তের জ্ঞানার্জন অসম্ভব। তাই যা অর্জনে কোন কিছু ওয়াজিব হয় মূলতঃ তা অর্জনও ওয়াজিব হয়। দ্বিতীয়তঃ কোরআন এবং হাদিস বুঝার জন্য আরবী শব্দের অভিধানিক অর্থ জানা বা অভিধানিক জ্ঞান অর্জন করা। তৃতীয়তঃ ধর্মীয় নিয়মাবলী ও উসূলে ফিকহ আয়ত্বে আনা চতুর্থঃ হাদিসের সনদ বা সূত্রের আলোচনা-সমালোচনার জ্ঞান অর্জন করা, যাতে সঠিক ও দূর্বল হাদিসের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে সমর্থ হয় এবং শরীয়তের নিয়ামাবলী একথা প্রমাণ করে, নিজের প্রয়োজনের চেয়ে অধিক পরিমাণ ইলমে শরীয়ত তথা শরীয়তের জ্ঞানার্জন ফরজে কিফায়াহ এবং এ শরীয়ী জ্ঞান উল্লেখিত জ্ঞান সমূহ ছাড়া অর্জন করা আদৌ সম্ভব নয়। যদি প্রত্যেক নতুন কাজ যা নবীয়ে পাক (ﷺ) ও সাহাবায়ে কেরামের সময়ে প্রচলিত না হওয়ার কারণেই অবৈধ হয়ে যায়, তা হলে ধর্মীয় শিক্ষা এবং ইসলামী ফিকহ (মাসয়ালা সম্পর্কীয় জ্ঞান) এর বিশাল একটা অংশ অবৈধ হিসেবে পরিণত হবে। এজতিহাদ (কুরআন সুন্নাহর ভিত্তিতে নতুন মাসয়ালার প্রবর্তন) এর যাবতীয় অবকাশ, কিয়াস, এসতিহাসান, এসতিসহাব, এসতিদলাল, এসতিসবাতের যাবতীয় অবয়ব অবৈধ বিবেচিত হবে। এভাবে ধর্মীয় জ্ঞান বিজ্ঞান যথা উসূলে তাফসীর, উসূলে হাদিস, ফিকহ ও উসূলে ফিকহ এগুলোর সংকলন এবং এগুলো বুঝার জন্য চরফ, নাহু, বালাগাত , মায়ানী, মানতিক, ফালসফাও অন্যান্য সামাজিক ও দৈনন্দিন জীবন ব্যবস্থার, যাবতীয় উপকরণ যা দীনকে বুঝার জন্য প্রয়োজন এবং যুগের চাহিদানুযায়ী অত্যাবশ্যকীয় এসব কিছু শিখা ও শিখানো হারাম হয়ে যাবে। কেননা এসব বিষয়াবলীর জ্ঞান বিজ্ঞান রাসূলে পাক (ﷺ)-এর যুগে পরবর্তী অবয়বে ছিল না, ছিল না সাহাবায়ে কেরামের সময়ে। এগুলোকে প্রয়োজনের তাগিদে পরবর্তীতে সংকলন ও সংস্করন করা হয়েছে। এসব বিষয়াবলীর জ্ঞান-বিজ্ঞান স্বীয় আকারে, নিয়মে পরিভাষায়, সংজ্ঞাগত নিয়ম-পদ্ধতির ভিত্তিতে অবশ্যই শাব্দিক ভাবে বিদআত হিসেবে পরিগনিত। উপরন্তু যদি প্রত্যেক নতুন কাজ

বিদআতে শরয়ী এবং ভ্রান্ত খারাপ চিহ্নিত হয় তা হলে প্রচলিত ধর্মীয় শিক্ষাঙ্গন, শিক্ষা প্রশিক্ষণ ও পাঠক্রমে অধিকাংশ পথভ্রষ্ট হিসেবে পরিগণিত হবে। কেননা বর্তমান দরসে নিজামীর পাঠক্রমানুসারে কোন ধরনের শিক্ষা প্রশিক্ষণ রাসূলে পাক (ﷺ) এবং কোন সাহাবী যুগে প্রচলিত ছিল না বা কেউ এভাবে জ্ঞানার্জন করেননি। তাদের সময় তা খুব সহজ প্রকৃতির ছিল এবং তা শুধু মাত্র কুরআন-হাদিস শুনতেন অন্যকে তা বর্ণনা করতেন।

৫. ধর্মীয় মূল চেতনা বুঝার আবশ্যকতা

ইসলামের সাথে এ বেদনাদায়ক ঘটনা সব সময় বিরাজমান যে শ্রেণী কক্ষে দ্রুত পঠনের মত লেখার পৃষ্ঠা উল্টিয়ে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কথাকে ঈমান ও কুফুরির মাসয়ালা বানিয়ে নেয়। অথচ শরীয়তের এসব কিতাবাদির লিখনির মধ্যে অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও তথ্য এড়িয়ে যায়। একারণে নবাগত প্রজন্মের সামনে দ্বীনের সঠিক তথ্যের পরিবর্তে শাব্দিক অর্থের কুটিলতার পরিচয়ে অনাগত ভবিষ্যত দ্বীনের মূল ধারণা থেকে অনেক দূরে ছিটকে পড়ে-কেন এমন হচ্ছে? এসব শুধু এ কারণে যে, কখনো ব্যক্তিগত স্বার্থে-কখনো সঠিক ধারণার অজ্ঞতার কারনে মাজহাব ও মিল্লাতের দায়িত্বশীল ব্যক্তিত্ব (কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া) শাব্দিক মুখরোচক ব্যাখ্যার মাধ্যমে দীনকে কঠিন করে দিয়েছেন। যার কারণে নতুন প্রজন্ম আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত। বিশেষ করে যারা পাশ্চাত্যের তাহজীব-তমুদ্দুন, আচার-আচরনে, মন ও মননকে ভিন্ন পরিবেশের সাথে পরিচিত করেছে, তারা দীনের পরিধি পেরিয়ে অনেক দূরে পতিত হয়েছে। এমতাবস্থায় আমরা আন্তরিকভাবে দীনের মূল বিধানাবলী ও শরীয়তকে আকর্ষণীয়ভাবে এসব হতাশাগ্রস্থদের সম্মুখে যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে পারি, তাহলে মানুষ আবার ইসলামের মান মর্যাদা রক্ষায় দৃঢ় প্রত্যয়ী হবে।

অধ্যায় - ৬

ইসলামের প্রথম যুগ এবং বিদআতের ধারণা :

* ইসলামের প্রথম যুগে কাদেরকে বিদআতী বলা হত।
  (১) খাওয়ারিজ
  (২) মুরজিয়া
  (৩) মু'তাজিলা
  (৪) জহমিয়া
  (৫) রাওয়াফিজ ও বাতেনিয়া
  (৬) কাদরীয়া
* ইসলামের প্রথম যুগে মুস্তাহাব এবং মুসতাহসান বস্তু সমূহের উপর বিদআত শব্দের ব্যবহার হত না।
* তাবিয়ীন ও তবে'তাবিয়ীন বিদআতীদের পরিহার করতেন।
* ইসলামের প্রথম যুগে বিদআতের ব্যবহার শুধুমাত্র কুফরী পর্যায়ের আক্বায়েদের উপরই হত।

ইসলামের প্রথম যুগে বিদআতী কাদের বলা হত ?

ইসলামের প্রথম যুগে রাসূলে পাক (ﷺ)-এর সাথে যারা বেয়াদবী করে, সাহাবায়ে কেরামের বিরোধীতা করে এবং যারা কুফুরী আক্বায়েদ ধারণ করে তাদেরকে বিদআতী বলা হত। বিভিন্ন আহাদিসে পাক এবং সাহাবায়ে কেরামের উদ্ধৃতি একথার সঠিক সাক্ষ্য বহন করে যে, রাসূলে পাকের সময়ে সাহাবায়ে কেরামের যুগে ভাল কাজ এবং নেক আমলের প্রবর্তকদের বিদআতী বলা হতনা বরং তার বিপরীতে ঐ সমস্ত ব্যক্তিবর্গকে বিদআতী বলা হত যারা -

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ

(অর্থাৎ তোমাদের উপর আমার সুন্নাত এবং আমার পথপ্রদর্শক খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাতের অনুসরণ ওয়াজিব[২০০]) এর বিরোধিতা করত এবং সমষ্টিগত ভাবে উম্মাহর অনুসরণ না করে নতুন সৃজিত কার্যাবলী ও ব্যাপক মতবিরোধের পিছনে পড়ে থাকত। এরা ঐ সব ব্যক্তিরা যারা বৃহত্তর জনগোষ্ঠির অনুকরনের পরিবর্তে নিজেদের সৃজিত আক্বায়েদ ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে উম্মতে মুসলিমার সংহতি সম্প্রীতিতে আঘাত হানায় অভিযুক্ত, এসব বিদআতী বাতিল দল সমূহের পরিচিত স্থর নিম্নরূপ :

(১) খাওয়ারিজ (২) মরজিয়া (৩) মু'তাজিলা (৪) জাহমিয়া (৫) রাওয়াফিজ বাতিনিয়া ও (৬) কাদরিয়া।

১. খাওয়ারিজ

ইসলামকে তার প্রাথমিক যুগে সর্ব প্রথম এবং সর্ববৃহত যে ফিতনা গোলযোগের সম্মুখিন হতে হয়েছিল তাকে ফিৎনায়ে খাওয়ারিজ বা খারিজীদের গোলযোগ বলা হয়। যদি ও খারিজীদের নিয়মতান্ত্রিক সূচনা সৈয়্যদুনা হযরত আলী (رضي الله عنه) এর সময়ে হয়েছিল, কিন্তু এ ফিৎনার প্রস্তুতি ও কূটনৈতিক তৎপরতা অনেক আগেই হয়েছিল। সুতরাং আল্লামা ইবনে তাঈমীয়া (৭২৮হি.) খারিজীদেরকে ইসলামের সর্ব প্রথম বিদআতী চিহ্নিত করে লিখেন-

---

২০০. (ক) সুনানু আবি দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু ফি লুযুমিস সুন্নাহ : ৪/২০০ পৃ. হাদিস: ৪৬০৭
(খ) জামেউত তিরমিজি, কিতাবুল এলম, বাবু মা যায়া ফিল আখজে বিস সুন্নাহ : ৫/৪৪ পৃ. হাদিস: ২৬৭১
(গ) সুনানু ইবনি মাজা, মোকাদ্দেমা, বাবু এত্তেবায়ীস সুন্নাহ আলখুলাফায়ির রাশিদীন : ১/১৫ হাদিস: ৪২
(ঘ) আল-মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ৪/১২৬ পৃ.
(ঙ) আস-সহীহ, ইমাম ইবনে হিব্বান : ১/১৭৮ হাদিস: ৫

فَكَانَ مِنْ أَوَّلِ الْبِدَعِ وَالتَّفَرُّقِ الَّذِي وَقَعَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ ' بِدْعَةُ الْخَوَارِجِ

অর্থাৎঃ উম্মতে মুসলিমায় সর্ব প্রথম বিদআত এবং বিচ্ছিন্নতা হল খারিজীদের বিদআত।"[২০১] অন্য যায়গায় আল্লামা ইবনে তাঈমীয়া বর্ণনা করেন যে, খাওয়ারিজ বিদআতীদের মধ্যে ঐ সব ব্যক্তিরা যারা নবীয়ে পাক (ﷺ)-এর বেছালের পর সর্ব প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছে তিনি নিজের ফাতওয়ায় লিখেন -

وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا ذَكَرَ الْخَوَارِجَ الحرورية لِأَنَّهُمْ أَوَّلُ صِنْفٍ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ خَرَجُوا بَعْدَهُ؛ بَلْ أَوَّلُهُمْ خَرَجَ فِي حَيَاتِهِ. فَذَكَرَهُمْ لِقُرْبِهِمْ مِنْ زَمَانِهِ

নবীয়ে পাক (ﷺ) খাওয়ারিজ হারুরীয়ার উল্লেখ করেছেন। কেননা এরা বিদআতীদের ঐস্থর যারা রাসূলে পাক (ﷺ)-এর ইনতিকালের পর সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করেছে।[২০২] বরং তাদের প্রথম পর্যায়ে সরকারে দো আলম (ﷺ)-এর সময়েই প্রকাশ পেয়েছে। রাসূলে পাক (ﷺ)-এর সময়ের নিকটতম হওয়ার সুবাদে তাদের উল্লেখ করেছেন।

খারিজীদের ফিৎনার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সিফফিনের যুদ্ধের (৩৭হি. ৬৫৭খ্রি) পর সিদ্ধান্ত হল যে, উভয়পক্ষ দু'জন বিশস্ত ব্যক্তিকে বিচারক নির্ধারিত করবেন, যারা কুরআন এবং সুন্নাহর আলোকে এমন প্রস্তাব নিয়ে আসবে যা যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটাবে। অতএব হযরত আলী (رضي الله عنه)-এর পক্ষে হযরত আবু মূসা আবদুল্লাহ বিন কায়েস আশয়ারী (رضي الله عنه) এবং হযরত মুয়াবিয়া (رضي الله عنه)-এর পক্ষে হযরত আমর বিন আস (رضي الله عنه) বিচারক নিয়োজিত হলেন এবং উভয়পক্ষে শপথ নামা লিপিবদ্ধ হল যার ফলে যুদ্ধ থেমে গেল। আসআস বিন কায়স শপথনামা লিপিবদ্ধ করে প্রত্যেক গোত্রের লোকদের শুনিয়ে দিলেন যখন তিনি বনি তামিমে আসলেন যাদের মধ্যে আবু বেলালের ভাই ওরওয়া বিন আদিয়াও ছিল এবং তাকেও পড়ে শুনালো তখন দালিলিক সূত্রে উচ্চস্বরে বললেন-

---

২০১. মাজমাউল ফাতওয়া, ইবনে তাইমীয়া : ১২/৪৭০ পৃ.
২০২. মাজমাউল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়া : ২৮/৪৭৬ পৃ.

تَحْكُمُوْنَ فِيْ أَمْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الرِّجَالَ! لَا حُكْمَ إِلا لِلّٰهِ،

"তোমরা আল্লাহ পাকের বিষয়ে মানুষকে বিচারক করছ? আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া কারো নির্দেশ নয়" ।[২০৩]

হযরত আলী (ﷺ) যখন সিফিফান থেকে কুফা পৌছলেন তখন খারিজীদের এ কার্যাবলী সম্পর্কে অবহিত হন । তখন তিনি বলেছেন -

كَلِمَةُ حَقٍّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ! إِنْ سَكَتُوا غَمَمْنَاهُمْ، وَإِنْ تَكَلَّمُوا حَجَجْنَاهُمْ، وَإِنْ خَرَجُوا عَلَيْنَا قَاتَلْنَاهُمْ.

-কথা সত্য কিন্তু উদ্দেশ্য ভ্রান্ত যদি সে নিশ্চুপ থাকে, আমরা পর্যবেক্ষনে থাকব যদি বক্তব্য রাখে আমরা প্রমাণ উপস্থাপন করব, আর যদি আমাদের বিরুদ্ধে আত্মপ্রকাশ করে আমরা তার সাথে যুদ্ধ করব ।[২০৪]

ইমাম মুসলিম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (২৬১ হি.) কিছু শব্দের পরিবর্তনে উল্লেখিত রাওয়ায়েতকে باب التحريض على قتل الخوارج -এ বর্ণনা করেন । হাদিসের ভাষা এভাবে-

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْحَرُورِيَّةَ لَمَّا خَرَجَتْ، وَهُوَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالُوا: لَا حُكْمَ إِلَّا لِلّٰهِ، قَالَ عَلِيٌّ: كَلِمَةُ حَقٍّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ،

-"রাসূলে পাক (ﷺ)-এর ভৃত্য হযরত আবদুল্লাহ বিন আবি রাফে (ﷺ) বর্ণনা করেন যে হারুরীয়ার যখন প্রকাশ ঘটল তখন হযরত আবদুল্লাহ বিন আবি রাফে (ﷺ) হযরত আলী (ﷺ)-এর সাথে ছিলেন এরা (খারিজীরা)

২০৩.(ক) তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক, তাবারী : ৩/১০৪
(খ) আল মোসান্নেফ, ইবনি আবি শায়বা : ৭/৫৫৭ হা/৩৭৯০৭
(গ) আত তবাকাতুল কোবরা, ইমাম ইবনে সা'দ : ৩/৩২ পৃ.
(ঘ) তারিখে বোগদাদ, ইমাম খতিবে বোগদাদ : ১/১৬০
(ঙ) আল কামিল ফিত তারিখ, ইমাম ইবনে আসীর : ৩/১৯৬ পৃ.
(চ) আল মোনতাজেম, ইমাম ইবনে জাওযী : ৫/১২৩ পৃ.
(ছ) ফতহুল বারী, ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী : ৬/৬১৯ হা/৩৪১৫
২০৪.(ক) আল কামিল ফিত তারিখ, ইমাম ইবনে আসীর : ৩/২১২, ২১৩
(খ) তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক, ইমাম তবারী : ৩/১১৪ পৃ.

বলল আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া কারো নির্দেশ নয়, তখন হযরত আলী (ﷺ) বললেন কথা সত্য কিন্তু উদ্দেশ্য ভ্রান্ত।[২০৫]

সংক্ষিপ্ত এভাবে যে, খারিজীরা হযরত আলী (ﷺ) সৈন্যদের থেকে বিছিন্ন হয়ে হারুরা গ্রামে গিয়ে হযরত আলী (ﷺ) বিরুদ্ধে জনগণকে উত্তেজিত করতে শুরু করল। তারা জনগনকে লোকালয় ছেড়ে পাহাড়ে বা অন্য শহরে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছিল। শুধু তাই নয়, হযরত আলী (ﷺ) কার্যাবলীকে বিদআত ও ভ্রান্ত বলা হল। পরিশেষে তারা পরস্পরের পরামর্শে ان الحكم الا لله নির্দেশ শুধু আল্লাহর একথা প্রচার করতে কুফা থেকে বের হয়ে নহরাওয়া নামক স্থানকে মনোনীত করল এবং সেখানে একত্রিত হল। খারিজীদের বাড়াবাড়ি গোলযোগ যখন বিস্ফোরক ও উত্তেজনা ছড়াচ্ছিল, তখন তাদের প্রতিহত করতে হযরত আলী (ﷺ) ৩৮ হিজরীর ৯ সফর নহরাওয়ায় তাদের সাথে যুদ্ধ করল। যুদ্ধে খারিজীরা শোচনীয় পরাজয় বরণ করল।

খারিজীদের উল্লেখযোগ্য বিদআত

১) কবীরাহ গুনাহকারী স্থায়ী জাহান্নামী তাদের সম্পদ ও প্রাণ হালাল।

২) যে ব্যক্তি নিজের কার্যাবলী এবং ত্রুটিপূর্ণ এমন মতামত দ্বারা কুরআনে পাকের বিরোধিতা করে সে কাফির।

৩) হযরত ওসমান, হযরত আলী ও হযরত মুয়াবিয়া (ﷺ) এবং তাঁদের অনুসারীদের বর্ণিত হাদিসকে অস্বীকার করেন।

৪) অত্যাচারি এবং ফাসেক বিচারকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মোকাবেলা আবশ্যক।

৫) হাদিসের মধ্যে খবরে ওয়াহেদ যেমন প্রস্তর নিক্ষেপের হাদিস সহ অন্যান্য হাদিস অস্বীকার করেন।[২০৬]

২০৫.(ক) সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, বাবু তাহরীসে আলা কতলিল খাওয়ারেজ : ২/৭৪৮ হাদিস: ১০৬৬

(খ) আস সুনানুল কোবরা, ইমাম নাসায়ী : ৫/১৬০ হাদিস: ৮৫৬২

(গ) আল মোসান্নাফ, ইমাম ইবনে আবি শায়বা : ৭/৫৬২ হাদিস: ৩৭৯৩০

(ঘ) আস সহীহ্, ইমাম ইবনে হিব্বান : ১৫/৩৮৭ হাদিস: ৬৯৩৯

(ঙ) আস সুন্নাহ্, ইমাম ইবনে আবি আসেম : ২/৪৫৩ হাদিস: ৯২৭

(চ) আস সুনানুল কোবরা, ইমাম বায়হাকী : ৮/১৭১

(ছ) আল মুসনাদুল মোস্তাখরজ আলা সহীহিল ইমাম মুসলিম : ৩/১৩৪ হাদিস: ২৩৭৮

৬) খারিজীদের কুফুরী আক্বায়েদ-বিশ্বাস সমূহ এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের অত্যাচারী ও দৃষ্টতাপূর্ণ আচরণের বর্ণনায় আল্লামা ইবনে তাঈমীয়া বলেন-

فَكَانُوا كَمَا نَعَتَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ " وَكَفَّرُوا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَعُثْمَانَ بْنَ عفان وَمَنْ وَالَاهُمَا وَقَتَلُوا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ مُسْتَحِلِّينَ لِقَتْلِهِ قَتَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُلْجِمٍ المرادي مِنْهُمْ وَكَانَ هُوَ وَغَيْرُهُ مِنَ الْخَوَارِجِ مُجْتَهِدِينَ فِي الْعِبَادَةِ لَكِنْ كَانُوا جُهَّالًا فَارَقُوا السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ؛ فَقَالَ هَؤُلَاءِ: مَا النَّاسُ إِلَّا مُؤْمِنٌ أَوْ كَافِرٌ؛ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ فَعَلَ جَمِيعَ الْوَاجِبَاتِ وَتَرَكَ جَمِيعَ الْمُحَرَّمَاتِ؛ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَهُوَ كَافِرٌ؛ مُخَلَّدٌ فِي النَّارِ. ثُمَّ جَعَلُوا كُلَّ مَنْ خَالَفَ قَوْلَهُمْ كَذَلِكَ فَقَالُوا: إِنَّ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا وَنَحْوَهُمَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ وَظَلَمُوا فَصَارُوا كُفَّارًا.

-তারা (খারিজীরা) এমন ব্যক্তি ছিল, যাদের পরিচিতি রাসূলে পাক (ﷺ) এভাবে দিয়েছেন যে, তারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করবে এবং মূর্তি পুজারীদের সাথে সন্ধি।[২০৭] তারা হযরত আলী (ﷺ) ও হযরত ওসমান (ﷺ) এবং তাদের অনুসারীদের কাফের বলেছেন এবং হযরত আলী (ﷺ) কে হত্যা করা বৈধ মনে করে তার সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছে।

অতঃপর হযরত আলী (ﷺ) কে আবদুর রহমান বিন মুলজম আল মুরাদি শহীদ করেছেন যে একজন খারিজী ছিল। তিনি এবং অন্যান্য খারিজীরা "মুজতাহেদ ফিল ইবাদৎ" ছিলেন, মূলত; তারা অজ্ঞ ছিল, তারা সুন্নাত এবং একতা খন্ডন করেছে। তাদের বিশ্বাসের (আক্বীদার) ভিত্তিতে মানুষ মুমিন এবং কাফের হত। অতঃপর তাদের কাছে ঐ ব্যক্তি মুমিন যারা সমস্ত

২০৬.(ক) আল ফরক বাইনাল ফেরাক, আবদুল কাহের বাগদাদী : ৭৩ পৃ.
(খ) ইবনে তাইমিয়া, মাজমাউল ফাতওয়া : ১৩/৩১ পৃ.
২০৭. (ক) সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া : ৩/১২১৯ হাদিস নং ৩১৬৬
(খ) সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, বাবু এ'তায়ীল মোয়াল্লিফা : ২/৭৪১ হাদিস: ১০৬৪
(গ) সুনানু আবি দাউদ : ৪/২৪৩ পৃ. হাদিস: ২৭৬৪
(ঘ) সুনানু নাসায়ী : ৫/৮৭ পৃ. হাদিস: ২৫৭৮
(ঙ) আল-মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ৩/৬৮ পৃ. হাদিস: ১১৬৬৬

ওয়াজিব কার্যাবলী আদায় করেন এবং যাবতীয় হারামকৃত পরিহার করবে। যে ব্যক্তি এরকম করবে না সে কাফের এবং স্থায়ী জাহান্নামী। এরপর তারা যে সব ব্যক্তিবর্গ তাদের বিরোধিতা করবে তাদেরকে কাফের বলবে। তারা বলেন ওসমান (ﷺ) আলী (ﷺ) এবং তাদের মত অন্যরা আল্লাহর অবতরনকৃত নিদের্শাবলী বিরুদ্ধে শাসনকার্য পরিচালনা করে অন্যায় করেছেন অতএব সবাই কাফের।[২০৮]

খারিজীদের আক্বিদা ও বিশ্বাস এবং তাদের বৈশিষ্টাবলী গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে এ কথায় প্রতীয়মান হয় যে, তারা শুধু সুন্নাত পরিহার করেনি বরং মুসলিম মিল্লাতের রক্তকেও হালাল ঘোষণা দিয়েছে। খারিজীদের এসব বৈশিষ্টাবলীর আলোচনায় আল্লামা ইবনে তাঈমীয়া লিখেন[২০৯]-

وَلَهُمْ خَاصَّتَانِ مَشْهُورَتَانِ فَارَقُوا بِهِمَا جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَأَئِمَّتَهُمْ: أَحَدُهُمَا: خُرُوجُهُمْ عَنْ السُّنَّةِ وَجَعْلُهُمْ مَا لَيْسَ بِسَيِّئَةٍ سَيِّئَةً أَوْ مَا لَيْسَ بِحَسَنَةٍ حَسَنَةً وَهَذَا هُوَ الَّذِي أَظْهَرُوهُ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ {قَالَ لَهُ ذُو الخويصرة التَّمِيمِيُّ: اعْدِلْ فَإِنَّك لَمْ تَعْدِلْ حَتَّى قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلَك وَمَنْ يَعْدِلُ إذَا لَمْ أَعْدِلْ؟ لَقَدْ خِبْت وَخَسِرْت إنْ لَمْ أَعْدِلْ}. فَقَوْلُهُ: فَإِنَّك لَمْ تَعْدِلْ جَعَلَ مِنْهُ لِفِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَفَهًا وَتَرْكَ عَدْلٍ وَقَوْلُهُ: " اعْدِلْ " أَمْرٌ لَهُ بِمَا اعْتَقَدَهُ هُوَ حَسَنَةً مِنْ الْقِسْمَةِ الَّتِي لَا تَصْلُحُ وَهَذَا الْوَصْفُ تَشْتَرِكُ فِيهِ الْبِدَعُ الْمُخَالِفَةُ لِلسُّنَّةِ فَقَائِلُهَا لَا بُدَّ أَنْ يُثْبِتَ مَا نَفَتْهُ السُّنَّةُ وَيَنْفِيَ مَا أَثْبَتَتْهُ السُّنَّةُ وَيُحَسِّنُ مَا قَبَّحَتْهُ السُّنَّةُ أَوْ يُقَبِّحَ مَا حَسَّنَتْ السُّنَّةُ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ بِدْعَةً وَهَذَا الْقَدْرُ قَدْ يَقَعُ مِنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ خَطَأً فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ[২১০]؛ لَكِنَّ أَهْلَ الْبِدَعِ يُخَالِفُونَ السُّنَّةَ الظَّاهِرَةَ

---

২০৮. মাজমাউল ফাতাওয়া, ইমাম ইবনে তায়মীয়া : ৭/৪৮১-৪৮২ পৃ.

২০৯. মাজমাউল ফাতাওয়া, ইমাম ইবনে তায়মীয়া : ১৯/৭৩ পৃ.

২১০.(ক) সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল আদব, বাবু মা জায়া ফি কাওলীর রাজুলে ওয়াইলকা : ৫/২২৮১ হাদিস: ৫৮১১

(খ) সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, বাবু জিকরিল খাওয়ারিজ ও সেফাতিহিম : ২/৭৪৪ হাদিস: ১০৬৪

الْمَعْلُومَةَ. وَالْخَوَارِجُ جَوَّزُوا عَلَى الرَّسُولِ نَفْسِهِ أَنْ يَجُورَ وَيُضِلَّ فِي سُنَّتِهِ وَلَمْ يُوجِبُوا طَاعَتَهُ وَمُتَابَعَتَهُ وَإِنَّمَا صَدَّقُوهُ فِيمَا بَلَغَهُ مِنَ الْقُرْآنِ دُونَ مَا شَرَعَهُ مِنَ السُّنَّةِ الَّتِي تُخَالِفُ - بِزَعْمِهِمْ - ظَاهِرَ الْقُرْآنِ. وَغَالِبُ أَهْلِ الْبِدَعِ غَيْرِ الْخَوَارِجِ يُتَابِعُونَهُمْ فِي الْحَقِيقَةِ عَلَى هَذَا؛ فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ الرَّسُولَ لَوْ قَالَ بِخِلَافِ مَقَالَتِهِمْ لَمَا اتَّبَعُوهُ كَمَا يُحْكَى عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ وَإِنَّمَا يَدْفَعُونَ عَنْ نُفُوسِهِمُ الْحُجَّةَ: إِمَّا بِرَدِّ النَّقْلِ؛ وَإِمَّا بِتَأْوِيلِ الْمَنْقُولِ. فَيَطْعَنُونَ تَارَةً فِي الْإِسْنَادِ وَتَارَةً فِي الْمَتْنِ. وَإِلَّا فَهُمْ لَيْسُوا مُتَّبِعِينَ وَلَا مُؤْتَمِّينَ بِحَقِيقَةِ السُّنَّةِ الَّتِي جَاءَ بِهَا الرَّسُولُ بَلْ وَلَا بِحَقِيقَةِ الْقُرْآنِ.

الْفَرْقُ الثَّانِي فِي الْخَوَارِجِ وَأَهْلِ الْبِدَعِ: أَنَّهُمْ يُكَفِّرُونَ بِالذُّنُوبِ وَالسَّيِّئَاتِ. وَيَتَرَتَّبُ عَلَى تَكْفِيرِهِمْ بِالذُّنُوبِ اسْتِحْلَالُ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْوَالِهِمْ وَأَنَّ دَارَ الْإِسْلَامِ دَارُ حَرْبٍ وَدَارَهُمْ هِيَ دَارُ الْإِيمَانِ. وَكَذَلِكَ يَقُولُ جُمْهُورُ الرَّافِضَةِ؛ وَجُمْهُورُ الْمُعْتَزِلَةِ؛ وَالْجَهْمِيَّةِ؛ وَطَائِفَةٌ مِنْ غُلَاةِ الْمُنْتَسِبَةِ إِلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَمُتَكَلِّمِيهِمْ.

খারিজীদের দু'টি প্রসিদ্ধ বৈশিষ্ট রয়েছে যে গুলোর মাধ্যমে তারা তাদের ও মুসলমানদের মাধ্যমে পার্থক্য নির্ধারণ করে রেখেছে। তাদের প্রথম বৈশিষ্ট এই যে তারা সুন্নাহকে পরিহার করেছে এবং রাসূলে পাক (ﷺ)-এর সুন্নাহ সমূহকে ভ্রান্ত বলেছে যা প্রকৃতপক্ষে ভ্রান্ত ছিলনা। অথবা এমন কিছু কার্যাবলীকে হাসানা বা ভাল বলেছে যা ভাল কাজ ছিলনা। এটা ঐ বাস্তবতা যা তারা রাসূলে পাক (ﷺ)-এর সম্মুখে করেছে, যখন জুল খোয়াইসরাহ তামীমি নবীয়ে পাক (ﷺ) কে বলেছিল اعدل فانك لم تعدل আপনি ইনসাফ

(গ) সুনানুল কোবরা, নাসায়ী : ৫/১৫৯ পৃ. হাদিস: ৮৫৬০, ৮৫৬১, ৬/৩৫৫ হাদিস:১১২২০
(ঘ) আল মুসনাদ, আহমদ বিন হাম্বল : ৩/৬৫ পৃ. হাদিস: ১১৬৩৯
(ঙ) আস সহীহ্ ইবনি হাব্বান : ১৫/১৪০ হাদিস: ৬৭৪১
(চ) আস সুনানুল কোবরা, ইমাম বায়হাকী : ৮/১৭১ পৃ.
(ছ) আল মুসান্নাফ, ইমাম আবদুর রায্যাক : ১০/১৪৬ পৃ.

করুন কেননা আপনি ইনসাফ করছেন না। তার একথার উত্তরে ছরকারে দোআলম (ﷺ) বলেছিলেন

وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ اِذَا لَمْ اَعْدِلُ؟ قَدْ خَبْتَ وَخَسِرْتَ اِنْ لَمْ اَعْدِلْ

তুমি ক্ষতিগ্রস্থ হও, আমি যদি ইনসাফ না করি তা হলে কে ইনসাফ করবে? আমি যদি ন্যায় বিচার না করি তা হলে অকৃতকার্য ও অসম্পূর্ণ থেকে যাব। জুল খোয়াইসরাহ তামীমি তার বক্তব্য فَاِنَّكَ لَمْ تَعْدِلِ (কেননা আপনি ন্যায় বিচার করেননি) দ্বারা নবীয়ে পাক (ﷺ)-এর কর্মকে অবিবেচক ও অন্যায় বিচারের উপর প্রয়োগ করেছেন এবং এভাবে তার বক্তব্য اعدل (ন্যায় বিচার করুন) দ্বারা তার বলার উদ্দেশ্য ও বিশ্বাস ছিল রাসূলে পাক (ﷺ) থেকে তার কথা অধিক ভাল। নবীয়ে পাক (ﷺ) যে বন্টন করেছিলেন, তা ন্যায় পরায়ন সুবিচার সম্পন্ন ছিলনা তার কাছে মা'যাল্লাহ খারিজীদের এ গুণটা হল বিদআত এবং সুন্নাহর পরিপন্থী। এ আক্বিদার বিশ্বাসী সরাসরি একথা প্রমাণ করে, যা সুন্নাহ নিষেধ করে এবং তারা এমন বক্তব্যকে পরিহার করছে যাকে সুন্নাহ প্রমাণ করছে। এভাবে একথার সৌন্দর্য্য ও ভাল বলছে, সুন্নাহ যাকে খারাপ বলছে এবং একথাকে খারাপ মনে করছে সুন্নাহ যাকে হাসানা বা ভাল বলছে। যদি তা বিদআহ না হয় এ ধরনের আচরনে কিছু কিছু জ্ঞানী ব্যক্তি ও কিছু মাসয়ালায় ভুল করে বসে সর্বোপরি বিদআতীরা (বিদআতীদের আলামত হল) প্রসিদ্ধ ও পরিচিত সুন্নাহর বিরোধীতা করা। খারিজীদের দৃঢ় প্রত্যয় হল যা তাদের মনগড়া যে, রাসূল (ﷺ) ও যদি কোন সুন্নাহ পরিহার করে বা ফিরে যায় তা হলে রাসুলের অনুকরণ ওয়াজিব নয়। এ খারিজীরা শুধু ঐ সব কাজকে সত্যায়িত করে যা তাদের কাছে কুরআনের অবয়বে পৌছছে এবং ঐসব প্রচলিত সুন্নাহর অস্বীকার করে যা তাদের ভুল ধারণা মতে কুরআনের সাংঘর্ষিক হয়।

খারিজীরা ছাড়া অন্যান্য বিদআতীদের অধিকাংশ মূলতঃ ঐ সব কাজে তাদের অনুসরণ করে যে তাদের চিন্তা চেতনার বিপরীতে রাসূল (ﷺ) ও যদি কথা বলে তারও অনুসরন করা হবে না। যেমন আমর বিন ওবাইদ থেকে বর্ণিত হাদিসে সাদেক মাসদুক রাসূলে পাক (ﷺ)-এর এরশাদ রয়েছে, সে নিজে নিজেকে ভেজাল মিশ্র হাদিসকে পরিহার করতে বা বর্ণনাকৃত হাদিসে ভুল অর্থ প্রয়োগের কারণে দলিল ও প্রমানের থেকে দুরে রাখে। এরা কখনো হাদিসের সনদে আবার কখনো হাদিসের মতনে (ভাষায়) ক্রটি বিচ্যুতি সৃষ্টি

করে। অথচ এরা প্রকৃতপক্ষে সুন্নাহর অনুসারী ও রক্ষক নয়, যা রাসুলে পাক (ﷺ) নিয়ে এসেছেন বা কুরআনে পাকের অনুসারীও নয়।[২১১]

খারিজী এবং বিদআতীদের দ্বিতীয় দল হল যারা গুনাহ এবং পাপের কারণে কাফের বলে এ পর্যায়ে তারা মুসলমানদের রক্ত ও সম্পদকে বৈধ মনে করে, তারা বলে দারুল ইসলাম তথা মুসলমানদের রাষ্ট্র হল দারুল হারব বা কাফেরদের রাষ্ট্র এবং তাদের ঘরবাড়ী ঈমানদারদের ঘরবাড়ী। এভাবে অধিকাংশ রাফিজীর, মু'তজিলা, জাহমিয়া এবং বাড়াবাড়িকারীদের একাংশ যারা নিজেদের কে হাদিস ফিকহ এবং মুতাকাল্লিমিন (আক্বায়েদ বিশেষজ্ঞদের) দিকে সম্পৃক্ত করে এটাই তাদের আক্বিদা। (নোট) খারিজীদের ব্যাপারে আরো জানতে পড়ুন লেখকের কিতাব الانتباه للخوارج الحروراء পড়ুন।

২. মুরজিয়া

মুরজিয়া মুসলিম মিল্লাহর এমন এক দল যারা বিশ্বাস রাখে যে, ঈমানের সম্পর্ক শুধুমাত্র জবান এবং বক্তব্যের সাথে; আমলের সেখানে কোন ভূমিকা নেই, তাদের কাছে ঈমান অগ্রজ আমল অনুজ। তাদের বিশ্বাস তারা নামাজ না পড়লে, রোজা না রাখলেও তাদের ঈমান তাদেরকে পরিত্রান দিবে। তারা এও বিশ্বাস রাখে যে, ঈমানবস্থায় পাপ কোন ক্ষতিসাধন করতে পারবেনা, যেভাবে কুফুরীবস্থায় আনুগত্যের আহবান কোন উপকার সাধিত করতে পারেনা। ইমাম আবু জাফর তবারী (ওফাত. ৩১০হি.) তাহজীবুল আসার নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, যখন সুফিয়ান বিন ওয়াইনাহকে মুরজিয়া সর্ম্পকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে তখন তিনি বলেছেন[২১২]-

فَأَمَّا الْمُرْجِئَةُ الْيَوْمَ فَهُمْ قَوْمٌ يَقُولُونَ: الْإِيمَانُ قَوْلٌ بِلَا عَمَلٍ، فَلَا تُجَالِسُوهُمْ، وَلَا تُوَاكِلُوهُمْ، وَلَا تُشَارِبُوهُمْ، وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ، وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ

ইদানিং মুরজিয়া এমন সম্প্রদায়কে বলা হয় যারা বলে যে ঈমান আমল ব্যতীত শুধু কাওল বা বক্তব্যের নাম। অতএব তোমরা এদের সাথে বস না

---

২১১. মাজমাউল ফাতাওয়া : ১৯/৭২, ৭৩ পৃ.

২১২. তাহজীবুল আসার, তবারী : ২/৬৫৯ পৃ. হাদিস : ৯৭৬

এদের সাথে পানাহার কর না, এদের সাথে সাক্ষাৎ করনা, এদের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া কর না।

মুরজিয়াদের কাছে শুধু অন্তরে আল্লাহ পরিচয় লাভ করার নাম ঈমান। মুরজিয়াদের মধ্যে যারা কঠোর তাদের বিশ্বাস গুনাহ এবং আনুগত্য কোন ক্ষতি ও করতে পারে না উপকারও না। মূল ঈমানে ফাসিক এবং পাপীর ঈমান হয়, রাসুল (ﷺ) এবং জিব্রাইল (আলাইহিস সালাম) এর ঈমানের মত। তাদের মধ্যে গায়লানে দামসকী অন্যতম। পরবর্তীতে বিভিন্নদলে বিভক্ত হয়ে একে অপরকে ভ্রান্ত বলে আখ্যায়িত করেছে।[২১৩]

আল্লামা আবদুল কাহের আলবোগদাদী (রা.) (৪২৯হি.) মুরজিয়ার তিনটি দলের উল্লেখ করেছেন; ১) যারা ঈমান এবং অধিকারে প্রত্যাশার শিক্ষা দেয়। গায়লান আবু মারওয়ান আদদামস্কী এবং আবু সমর মুহাম্মদ বিন আবি শায়ব আল বাসারী এ দলের অন্তর্ভূক্ত। ২) যারা ঈমান এবং অত্যাচার সম্পর্কে প্রত্যাশায় বিশ্বাসী। ৩) যারা ঈমানকে কর্মের উপর প্রধান্য দেয়। তারা ক্ষমতায় বিশ্বাসীদের অনুসারীদের অন্তর্ভূক্ত নন, জবর ও কদরে বিশ্বাসীও নন। শেষোক্ত সম্প্রদায়ে ইউনুস বিন আউন, গাসসান আবু সাওবান, আবু মা'জ, এবং বিশর বিন গেয়াস আল মরীসির অনুসারীদের অন্তর্ভূক্ত।[২১৪]

৩. মু'তাজিলা

এ সম্প্রদায়ের সূচনা উমাইয়্যাহ্র শাসনামলে হয়েছে। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিল ওয়াসিল বিন আতা। ৮০ হিজরীতে মদীনা পাকে তার জন্ম এবং ১৩১ হি. হিশাম বিন আবদুল মালেকের শাসনামলে মৃত্যু বরণ করে। ইমাম হাসান বসরী (১১০ হি.)র পাঠদানে সে বসেছিল।[২১৫]

আল্লামা আবদুল করীম শাহরস্থানী (রহ.) ৫৪৮ হি. বিশ্বখ্যাত কিতাব - الملل والنحل আল মেলাল ও নেহাল এ মুতাজালার উৎপত্তি সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেন যে, হযরত হাসান বসরী (রহ.) একদা নিজের পাঠশালায় বসে শিষ্যদের পাঠদান করে যাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় একজন

---

২১৩. ইমাম আবু মানসুর, আল ফরকু বায়নাল ফিরাক : ২০২পৃ.

২১৪. আল ফরকু বায়নাল ফেরাক, ইমাম আবদুল কাহের বাগদাদী : ১৯১ পৃ.

২১৫. (ক) মিযানুল ই'তিদাল, ইমাম যাহাবী : ৪/৩২৯ পৃ.

(খ) সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ইমাম যাহাবী : ৫/৪৬৫ পৃ.

দাঁড়িয়ে বললেন, জনাব আমাদের সময়ে এমন এক (খারিজীর) সম্প্রদায়ের বিকাশ ঘটেছে যারা কবীরা গুনাহকারীকে কাফের বলেন, তাদের কাছে কবীরা গুনাহ কুফর এবং কবীরা গুনাহকারী কাফের এবং দ্বীন থেকে বের হয়ে যায়। দ্বিতীয় অন্য একটা সম্প্রদায় (যাদের মুরজিয়া বলা হয়) যাদের বক্তব্য হল কবীরা গুনাহকারীকে কাফের বলা যাবে না। তাদের কাছে ঈমানবস্থায় কবীরা গুনাহ কোন ক্ষতি সাধন করতে পারেনা। কেননা তাদের মাজহাবে আমল ঈমানের অংশ নয়। কাজেই ঈমান থাকাবস্থায় গুনাহ ঈমানের কোন ক্ষতি করতে পারে না। যেমন কুফর অবস্থায় আনুগত্য বা নেক আমল কোন উপকারে আসেনা। সংক্ষিপ্ত ভাবে বলা যায় যে, তাদের কাছে যদি ঈমান সঠিক থাকে তা হলে কবীরা গুনাহর কারণে কুফুরী আবশ্যক নয়। আপনার এ সম্পর্কে মতামত কি?[২১৬]

ইমাম হাসান বসরী (رحمه الله) এ প্রশ্নের ব্যাপারে চিন্তা করছিলেন, এখনো উত্তর দেননি, ইত্যবসরে ওয়াসিল বিন আতা নিজের থেকে বললেন -

أَنَا لَا أَقُوْلُ أَنَّ صَاحِبَ الْكَبِيْرَةِ مُؤْمِنٌ مُطْلَقًا، وَلَا كَافِرًا مُطْلَقًا، بَلْ هُوَ فِيْ مَنْزِلَةٍ بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ: لَا مُؤْمِنٌ وَلَا كَافِرٌ. ثُمَّ قَامَ وَاعْتَزَلَ إِلَى أُسْطَوَانَةٍ مِنْ أُسْطَوَانَاتِ الْمَسْجِدِ يُقَرِّرُ مَا أَجَابَ بِهِ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الْحَسَنِ، فَقَالَ الْحَسَنُ: اِعْتَزَلَ عَنَّا وَاصِلٌ، فَسُمِّيَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ مُعْتَزِلَةً.

আমি বলছিনা যে কবীরা গুনাহকারী সাধারণত; মুমিন বা কাফির, বরং এ দু-অবস্থার মধ্যবর্তী অর্থাৎ সে মুমিনও নয়, কাফিরও নয়। অতঃপর সে দাঁড়িয়ে মসজিদের পিলার গুলোর মধ্যে একটার নিকট পৃথক হয়ে হাসান বসরীর শিষ্যদের মধ্যে নিজের আক্বিদা ও মতামত প্রচার করতে শুরু করল। তার এ অবস্থা দেখে হাসান বসরী (رحمه الله) তাকে বলল- اِعْتَزَلَ عَنَّا وَاصِلٌ ওয়াসেল আমাদের থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে। একারণে তাকে এবং তার অনুসারীদেরকে مُعْتَزِلَة মু'তজালা বলে।[২১৭]

---

২১৬. আল মেলাল ওয়ান নেহাল, আশ্ শাহরাস্তানী : ১/৬০ পৃ.

২১৭. (ক) আল মিলাল ওয়ান নিহাল, ইমাম আশ শাহরাস্তানী : ১/৬০

(খ) সিয়ারু আলামিন নুবালা, ইমাম যাহাবী : ৫/৪৬৪ পৃ.

(গ) আল ফরকু বায়নাল ফিরাক, আবদুল কাহের বোগদাদী : ২১/১১৮ পৃ.

আল্লামা ইবনে মনজুর (৭১১ হি.) মু'তাজালার নাম করণ সম্পর্কে لِسَانُ الْعَرَبِ লিসানুল আরব এ উল্লেখ করেন[২১৮]-

زَعَمُوا أَنهم اعْتَزَلوا فِئَتَي الضَّلَالَةِ عِنْدَهُمْ، يَعْنُون أَهلِ السُّنَّة والجماعةِ والخَوَارِجَ

অর্থাৎ: তাদের ধারণা ছিল তারা ভ্রান্ত ফেরকা সম্প্রদায় তথা আহলে সুন্নাহ এবং খারিজী উভয় থেকে পৃথক অবস্থান নিয়েছেন।

ওয়াসিল বিন আতা নিজের পূর্ববর্তী বিদআতেও প্রভাবিত হয়েছিলেন। এ কারনে তিনি তার শ্রোতামন্ডলীকে নিম্নবর্ণিত বিদআতের প্রতি আহবান জানিয়েছিলেন।

(১) উম্মতে মুহাম্মদী (ﷺ)-এর ফাসেক লোকেরা কুফর এবং ঈমানের মধ্যবর্তী স্তরে রয়েছে।[২১৯]

(২) তাকদীরের মাসয়ালায় সে মা'বদ আল জুহনীর মত গ্রহন করেন। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, সে বলে আল্লাহপাক বস্তু সৃষ্টির পূর্বেই এ সম্পর্কে জানতেন কিন্তু খারাপ কাজের প্রকাশ আল্লাহর ইচ্ছায় সংঘটিত হয় না।[২২০]

(৩) এরা আল্লাহ পাকের গুণাবলীতে অবিশ্বাসী ছিল।[২২১]

(৪) তাদের মতে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধে অংশগ্রহণ কারীদের এক পক্ষ ফাসেক এবং ইনাদের কারো সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।[২২২]

মু'তাজিলাদের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা হচ্ছে, খলকে কুরআন বা কুরআন সৃষ্ট। এটা এমন উত্তেজনাসূচক মাসয়ালা যা শতাব্দীর অধিক সময় মুসলিম মিল্লাতকে যুদ্ধ ও তর্কে ব্যস্ত রেখেছে। প্রথম পর্যায়ে এটাকে আল জায়াদ বিন দারহাম উপস্থাপন করেছে, তার থেকে আল-জহম বিন সাফওয়ান গ্রহন করেছে। বাদশা হারুনুর রশীদের শাসনামলে বশীর আল মরছি অন্তত : ৪০ চল্লিশ বৎসর নিয়মিত এর প্রচার প্রসার করেছে। কিন্তু বাদশা হারুনুর রশীদ তার কোন সহযোগিতা করেনি। তবে মামুনের শাসনামলে তিনি এটাকে শুধু

---

২১৮. ইবনে মুনযুর, লিসানুল আরব, ১১/৪৪০পৃ.

২১৯.(ক) সিয়ারু আলামিন নুবালা, ইমাম যাহাবী : ৫/৪৬৪ পৃ.

(খ) আল মিলাল ওয়ান নিহাল, ইমাম আশ-শাহরাস্তানী : ১/৬০ পৃ.

(গ) আল ফরকু বায়নাল ফিরাক, ইমাম আবদুল কাহের বোগদাদী : ১১৮ পৃ.

২২০.(ক) আল ফারকু বায়নাল ফেরাক, আবদুল কাহের বাগদাদী : ১১৭, ১১৯

(খ) আল মেলাল ওয়ান নেহাল, আশ্-শাহরাস্তানী : ১/৮৫ পৃ.

২২১. ঐ

২২২.(ক) ঐ

সাহায্য সহযোগিতায় সীমাবদ্ধ না রেখে রাষ্ট্রীয় আক্বিদা হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন এবং বিরোধিতাকারী বড় বড় মুহাদ্দিসীন ও বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গকে শাস্তি দিয়েছেন, অপমানিত করেছেন।

৪. জাহমিয়াহ

এ ফেরকার প্রতিষ্ঠাতা আবু মুহরেজ জহম বিন সাফওয়ান (১২৮হি.)। সে প্রাচীনকালে আল্লাহ সম্পর্কিত জ্ঞানী ছিল। সে বনি রাসেল (আজদের একটা গোত্র) এর ভৃত্য ছিল। আলহারেস বিন সুরাইজের লেখক হিসেবে উল্লেখ করা হয়। যিনি উমাইইয়া সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল এবং ১১৬ হি. ৭৩৮খ্রি; থেকে ১২৮ হি.৭৪৫খ্রি; পর্যন্ত পূর্ব খোরাসানের একাংশে কিছুদিন তুর্কীদের অধীনে শাসনাকার্য পরিচালনা করে।[২২৩]

হারিস বিন সরিজের ধৃত হওয়ার কয়েক দিন পূর্বে (১২৮হি.) জাহম বিন সাফওয়ানকে গ্রেপ্তার করে হত্যা করা হয়।

জহম বিন সাফওয়ানের ব্যক্তিগত চিন্তাধারার সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু আর বেশি বলা যাচ্ছে না। তিনি ভারতীয় গোত্র সুমানিয়ার খণ্ডনে আল্লাহ পাকের অস্থিত্বে আকলী দলিল উপস্থাপন করেন।[২২৪] এছাড়া অন্যান্য সে সব ধারণা যে গুলো তার দিকে সম্পৃক্ত করা হয় এগুলো জাহমীয়ার। যার ফিরকায়ে জাহমীয়ার উল্লেখ, তার মৃত্যুর সত্তর বৎসর পর আলোচনায় আসে।[২২৫]

জাহমিয়া সম্প্রদায়ের আক্বায়েদের সর্ম্পক হল তারা জাবরের আক্বিদা বিশ্বাসের পরিণত অবয়বকে গ্রহণ করেছে, যার আঙ্গিকে মানুষের দিকে কাজের সম্পর্ক শুধুমাত্র রূপক। যেমন সূর্যের অস্ত শুধু রূপক। তাদের বিশ্বাস ছিল কুরআন সৃষ্ট। আল্লাহপাকের জন্য পৃথক কোন জ্ঞানের গুণ প্রমাণিত হওয়াকে তারা অস্বীকার করে। তাদের ধারণা জাগতিক পরিবর্তনের জ্ঞান আল্লাহর কাছে প্রকাশ হওয়ার পরে হয়েছে।

এক কথায় তারা আল্লাহর যাবতীয় গুণাবলির পৃথক সত্তা অস্বীকার করে, একারণে এদের উপর এর অপবাদ আরোপ করা হয়েছে। কুরআনে পাকে যে সব গুণাবলী যথা হাত, চেহারাকে আল্লাহর দিকে সম্পর্কিত করেছে

---

২২৩. তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক, ইমাম তবারী : ২/১৫৭০ পৃ., ১৫৭৭ পৃ., ১৫৮৩ পৃ.

২২৪. আররদ্দু আলাজ জাহমীয়া, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ৫/৩১৩ পৃ.

২২৫. তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক তাবারী : ২/১৯১৮ পৃ.

এগুলোকে তারা আকলী ব্যাখ্যা দেয়। ঈমানের ব্যাপারে এদের আক্বায়েদ মুরজিয়ার মতই।[২২৬]

৫. রাওয়াফিজ এবং বাতিনীয়াহ

আল্লামা ইবনে জাওজী (রহ.) (৫৯৭ হি.) তালবিসে ইবলিস কিতাবে রাওয়াফিজের সূচনা এবং তাদের আক্বিদা ও বিশ্বাস সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বর্ণনা করেন-

وَكَمَا لَبَسَ إِبْلِيْسُ عَلَى هٰؤُلَاءِ الْخَوَارِجِ حَتّٰى قَاتَلُوْا عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ حَمَلَ آخَرِيْنَ عَلَى الْغُلُوِّ فِيْ حُبِّهِ فَزَادُوْهُ عَلَى الْحَدِّ فَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَقُوْلُ هُوَ الْإِلٰهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُوْلُ هُوَ خَيْرٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى سَبِّ أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ حَتّٰى أَنْ بَعْضَهُمْ كَفَّرَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ.

যেভাবে শয়তান খারিজীদের পথভ্রষ্ট করেছে। এমনকি তারা হযরত আলী (রাঃ)-এর সাথে ঝগড়া শুরু করে দিয়েছে, এভাবে তারা অন্যদেরকে হযরত আলী (রাঃ)'র মুহাব্বতে বাড়াবাড়ির কারণে আক্রমন করে। অতএব এরা যখন হযরত আলী (রাঃ) এর মুহাব্বতে সীমা লংঘন করে কেউ তাঁকে আল্লাহ আবার কেউ তাঁকে নবীদের থেকে উত্তম বলল। আবার কেউ কেউ হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) কে গালি দেয়া বা অযাচিত কথা বলা।[২২৭] আল্লামা ইব্রাহিম হালবী (রহ.) (৯৫৬) গুনিয়াতুল মুসতামলি শরহে মুনিয়াতুল মুসল্লিতে চরমপন্থি রাওয়াফিজের আলোচনায় লিখেন-

وَأَمَّا لَوْ كَانَ مُؤَدِّيًا إِلَى الْكُفْرِ فَلَا يَجُوْزُ أَصْلًا كَالْغَلَاةِ مِنَ الرَّوَافِضِ الَّذِيْنَ يَدَّعُوْنَ الْأُلُوْهِيَّةَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَوْ أَنَّ النُّبُوَّةَ كَانَتْ لَهُ فَغَلَطَ جِبْرَائِيْلُ وَنَحْوِ ذٰلِكَ مِمَّا هُوَ كُفْرٌ وَكَذَا مَنْ يَقْذِفُ الصِّدِّيْقَةَ أَوْ يُنْكِرُ صُحْبَةَ الصِّدِّيْقِ أَوْ خِلَافَتِهِ أَوْ يَسُبُّ شَيْخَيْنِ-

---

২২৬.(ক) মাকালাত, আল আশ'য়ারী : ১/২৭৯ পৃ.
(খ) আরদুদ আলায যানাদেকা ওয়াজ জহমিয়া, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ৫/৩১৩ পৃ.
(গ) সিয়ারু আলামিন নুবালা, যাহাবী : ৬/২৬ পৃ.
(ঘ) আল ফরকু বায়নাল ফেরাক, আবদুল কাহের বাগদাদী : ২১১, ২১২ পৃ.
২২৭. তালবীসুল ইবলীস, আল্লামা ইমাম ইবনে জাওযী : ৯৭

-যদি এসব রাওয়াফিজদের বিদআত তাদেরকে কাফির বানিয়ে দেয় তাহলে তাদের পিছনে নামায পড়া সম্পূর্ণ অবৈধ। যেমন ঐ সব চরমপন্থি রাওয়াফিজ যারা হযরত আলী (ﷺ) এর আল্লাহ হওয়ার দাবী করে, অথবা তাদের অন্য একটা দল মনে করে যে, নাবুয়্যত হযরত আলী (ﷺ) এর জন্য ছিল কিন্তু জিব্রাঈলের (আ.) ভুল হয়েছে অথবা এ ধরণের আরো কিছু আক্বিদা তাদের রয়েছে যা কুফুরী। বা এভাবেই তাদের আক্বিদা ও বিশ্বাস যে তাদের কেউ হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (ﷺ)'র প্রতি অপবাদ দেয়া বা হযরত আবু বকর (ﷺ) সাহাবী হওয়া বা খলিফা হওয়াকে অস্বীকার করা বা তাদের কেউ হযরত আবু বকর সিদ্দিক (ﷺ) ও হযরত ওমর (ﷺ) কে গালি দেয়া। (তাদের পিছনে নামায পড়া সম্পূর্ণ অবৈধ।)[২২৮]

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রাহঃ) (১৩০৬ হিঃ) رد المحتار على الدر المختار বা ফাতওয়ায়ে শামী কিতাবে রাওয়াফিজদের কুফুরী আক্বিদা ও বিশ্বাস নিয়ে আলোচনায় লিখেছেন-

لَا شَكَّ فِي تَكْفِيرِ مَنْ قَذَفَ السَّيِّدَةَ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا - أَوْ أَنْكَرَ صُحْبَةَ الصِّدِّيقِ، أَوْ اعْتَقَدَ الْأُلُوهِيَّةَ فِي عَلِيٍّ أَوْ أَنَّ جِبْرِيلَ غَلِطَ فِي الْوَحْيِ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الْكُفْرِ الصَّرِيحِ الْمُخَالِفِ لِلْقُرْآنِ،

অর্থাৎ : এব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, যে ব্যক্তি হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (ﷺ)-এর উপর অপবাদ দিবে সে কাফের অথবা যে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (ﷺ)-এর সাহাবিয়্যতকে অস্বীকার করবে সে কাফের বা হযরত আলী (ﷺ) কে খোদা মানবে বা ওহী আনতে হযরত জিব্রাঈল (আলাইহিস সালাম) ভুল করেছেন বা যে ব্যক্তি কুরআনে পাকের সরাসরি বিরোধিতা করবে এরা সবাই কাফের।[২২৯] আমরা পূর্বে আলোচিত অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছি যে- محدثات الامور বা احداث و بدعات (মুহদাসাতে উমুর বা এহদাস ও বিদআত) দ্বারা ঐ সব ফিৎনা বা গোলযোগ বুঝানো হয়েছে যে, যেসব ফিৎনা এরতিদাদের ধর্মত্যাগের উপর নির্ভর এবং দ্বীনের মূল শিক্ষাকে বিলুপ্ত করে বা অস্বীকারের কারণ হয়। অন্যভাবে বলা যায়, এর মধ্যে প্রত্যেক গোলযোগ

---

২২৮. গুনিয়াতুল মুসতামলি শরহে মুনিয়াতুল মোসাল্লী : ৪৮০ পৃ.

২২৯. রদ্দুল মোহতার আ'লা দুররুল মোখতার : ৪/২৩৭ পৃ.

(ফিৎনা) ইসলাম ধর্ম থেকে মানুষকে বের করে দেয় এবং ব্যাপক মতভেদের আকারে উম্মতে মুসলেমার ঐক্যকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়। এহদাস (নতুন সৃষ্টি) এবং বিদআতের এ ধারণার আলোকে তারা যা-

* হযরত আলী (ﷺ) কে আল্লাহ বিশ্বাস করা।
* ওহী আনতে হযরত জিব্রাঈল (আ.) এর ভুল মানা যে, হযরত আলী (ﷺ) এর নিকট ওহী আনতে গিয়ে ভুলে মুহাম্মদ (ﷺ)-এর কাছে নিয়ে আসা।
* কুরআনে পাকের পরিবর্তন পরিবর্ধনে বিশ্বাস রাখা।
* যে উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (ﷺ)'র উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়।
* এ বিশ্বাস রাখা যে, নবীয়ে পাক (ﷺ)-এর বেছালের পর তিন চার জন সাহাবা ছাড়া বাকীরা সব মুরতাদ হয়ে গিয়েছে।
* যে ব্যক্তি হযরত আবু বকর সিদ্দিক (ﷺ) এর সাহাবা হওয়াকে অস্বীকার করে।

উল্লেখিত আক্বিদা ও বিশ্বাসে বিশ্বাসী সবার কুফুরী নিশ্চিত ও অকাট্য। কেননা উল্লেখিত আকায়েদের কারনে দীনে এ রকম পরিবর্তন পরিবর্ধন সৃষ্টি হয় যাতে দ্বীনের অবয়ব নষ্ঠ হয়, ফলে ইসলাম থেকে বেরিয়ে মুরতাদ হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে।

আল্লামা ইবনে জাওযী রাফিজীদের আক্বিদা ও অবস্থা বর্ণনা করার পর বাতিনীয়াহর আলোচনায় লিখেন-

اَلْبَاطِنِيَّةُ قَوْمٌ تَسَتَّرُوْا بِالْإِسْلَامِ وَمَالُوْا إِلَى الرَّفْضِ وَعَقَائِدِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ تَبَايُنُ الْإِسْلَامِ بِالْمَرَّةِ فَمَحْصُوْلُ قَوْلِهِمْ تَعْطِيْلُ الصَّانِعِ وَإِبْطَالُ النُّبُوَّةِ وَالْعِبَادَاتِ وَإِنْكَارِ الْبَعْثِ وَلٰكِنَّهُمْ لَا يَظْهَرُوْنَ هٰذَا فِي أَوَّلِ أَمْرِهِمْ بَلْ يَزْعَمُوْنَ أَنَّ اللهَ حَقٌّ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَالدِّيْنُ صَحِيْحٌ لٰكِنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ لِذٰلِكَ سِرٌّ غَيْرُ ظَاهِرٍ وَقَدْ تَلَاعَبَ بِهِمْ إِبْلِيْسُ فَبَالَغَ وَحُسِّنَ لَهُمْ مَذَاهِبُ مُخْتَلِفَةٌ.

যারা ইসলামকে লুকায়িত রাখে এবং ইসলামকে অস্বীকারের দিকে আসক্ত তাদেরকে বাতিনীয়া বলে। তাদের আক্বায়েদ ও বিশ্বাস এবং কার্যাবলী সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী যেমন-তাদের আকীদানুযায়ী সৃষ্টির (কায়িনাতের)

স্রষ্টার কার্যক্রম বন্ধ। সর্বোপরি তারা নবুয়্যত, ইবাদত, এবং পূনরুত্থানের অস্বীকার করে। কিন্তু তারা প্রাথমিক পর্যায়ে একথা প্রকাশ করে না, বরং বলে আল্লাহ সত্য, মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহ প্রেরিত পুরুষ এবং ইসলাম সত্য ধর্ম। কিন্তু এর সাথে সাথে তারা এও বলে যে এসব গোপনীয় অস্পষ্ট ব্যাপার। মূল কথা হল শয়তান এদেরকে প্রতারনায় রেখেছে এবং বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদ সুন্দর করে তাদের সামনে উপস্থাপন করে দেখাচ্ছে।[২৩০]

নোট: বাতিনীয়া ও অন্যান্য বাতিল ফিরকার বিস্তারিত اَلْفَرْقُ بَيْنَ الْفِرَقِ وَبَيَانُ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ লিখক : আবদুল কাহের বোগদাদী, ১১৪, ইবনে তাইমীয়ার مجموع الفتاوى ২৮. ৪৬৮-৪৮৪, এবং আবু জুহরার تاريخ المذاهب الاسلامية পড়ুন।

৬. কাদরীয়া

কাফের মুশরিকরা নিজেদের শিরক ভ্রান্ত কার্যাবলীকে বৈধ করার জন্য তাকদীরের আশ্রয় নেয়। এদের ব্যাপারে কুরআনে পাকে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন-

لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ

যদি মহান আল্লাহ পাক ইচ্ছা করতেন তা হলে আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করতাম না। না আমরা না আমাদের বাবা-দাদারা। তার নির্দেশের বাহিরে কোন বস্তুকে হারাম বলতাম না।[২৩১] এসব কাফের মুশরিকদের দাবি হল আমাদের এ কার্যাবলী যদি মহান আল্লাহর পছন্দ না হত তা হলে তিনি কঠোর ভাবে এসব নিষেধ করে দিতেন, আমরা এ সব করার সামর্থ হতাম না। আল্লাহ পাক তাদের সন্দেহাবলীর দূরীকরণে এরশাদ করেন-

فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

---

২৩০. ইমাম ইবনে জাওযী, তালবীসুল ইবলিস-৯১-৯২ পৃ.

২৩১ .আল কুরআন, আন নাহল : ৩৫

-অতঃপর রাসূলদের দায়িত্ব (আল্লাহর বাণী ও নির্দেশাবলী) স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া ছাড়া অন্য কিছু ?[২৩২] আল্লাহ পাকের বাণীর মর্ম এই যে, হে সত্যকে অস্বীকারকারী! ঘটনা এ রকম নয়, যা তোমরা ধারণা করে যাচ্ছ যে, আল্লাহ পাক তোমাদেরকে এসব বাতিল কার্যাবলী থেকে নিষেধ করেন নি। বরং তার বিপরীতে আল্লাহপাক এসব অবৈধ বাতিল কার্যাবলী থেকে তোমাদেরকে কঠোরভাবে বারণ করেছেন এবং এসব পরিহারের জন্য সর্তক করেছেন। এ উদ্দেশ্য সফল করতে এবং সত্যের বাণী পৌঁছাতে তিনি প্রত্যেক উম্মত এবং মানুষের প্রতিটা স্থরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠিয়েছেন।[২৩৩]

কুরাইশের মুশরিকরা তাকদীরের ব্যাপারে ঝগড়া করত এবং আল্লাহর ইবাদত এবং একত্ববাদ পরিহারে তাকদীরকে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করত। রাসূলে পাক (ﷺ) স্বীয় সাহাবায়ে কেরাম ও মুসলিম মিল্লাহকে কাদরীয়াহর ধারণাবলী ও চিন্তাদি থেকে দূরত্বে অবস্থান এবং সম্পর্ক ছিন্ন করার পরামর্শ দিয়ে কাদরীয়াকে এ উম্মাহর মাজুসী বলেছেন। ইমাম আবু দাউদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (২৭৫ হি:) কিতাবুস্ সুন্নাহয় নকল করেন যে, নবীয়ে পাক (ﷺ)-এরশাদ করেন-

الْقَدَرِيَّةُ مَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ: إِنْ مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، وَإِنْ مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ

-কাদরীয়া উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মাজুসী, যদি এরা অসুস্থ হয় এদের সেবা শুশ্রূষা করোনা, যদি মারা যায় এদের জানাজায় অংশ গ্রহণ করোনা।[২৩৪]

কাদরীয়ার উপর আলোচনা-সমালোচনার সূচনা সাহাবায়ে কেরামের যুগের শেষাংশে আবদুল মালিক বিন মারওয়ান বিন হাকামের (৮৬ হি:) সময়ে হয়েছে।[২৩৫] প্রথম ব্যক্তি যিনি তাকদীরের উপর কথা বলেছেন তিনি হল মা'বদ আল জুহানী।[২৩৬] ইমাম আওযায়ী বলেন, তাকদীরের উপর প্রথম আলোচনার সূচনা করেছে ইরাকবাসীর পক্ষে "সুসন"[২৩৭] নামের ব্যক্তি যিনি

---

২৩২. আল কুরআন, আন নাহল : ৩৫

২৩৩. তাফসীরুল কুরআনিল আজীম, ইমাম ইবনে কাসীর : ৪/১৯৩ পৃ.

২৩৪. (ক) সুনানু আবি দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু ফিল কাদরি : ৪/২২২ হাদিস: ৪৬৯১

(খ) কিতাবুস সুন্নাহ, ইমাম ইবনে আবি আসেম : ১/১৪৪ পৃ.

(গ) আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ : ৫/৪০৬ পৃ.

২৩৫. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ইমাম যাহাবী : ৪/২৬৪

২৩৬. আল কামেল ফিত তারিখ, ইমাম ইবনে আসীর : ৪/৭৫ পৃ.

২৩৭. তাহজীবুত তাহজীব, ইবনে হাজার আসকালানী : ১০/২২৬ পৃ.

প্রথমে নাসারা ছিল, পরে ইসলাম গ্রহণ করে, পরে আবার নাসারা হয়ে গিয়েছে। তার চিন্তাধারাকে মা'বাদ আলজুহানী গ্রহণ করেছে, যাকে আবদুল মালেক বিন মারওয়ান ৮০ হি: তে হত্যা করেছেন[২৩৮] এবং মা'বদ আল জুহনী থেকে এ ভ্রান্ত আক্বিদা গায়লান বিন মুসলিম আদ-দামিস্কী গ্রহণ করে প্রসারিত করেছে।[২৩৯]

মুতাজিলারা কাদরীয়াহ থেকে এ স্তর গ্রহণ করেছে যে, মহান আল্লাহপাক বান্দার কার্যাবলী বাস্তবায়িত হওয়ার আগেই জানেন। কিন্তু খারাপ কাজ এবং এসব খারাপ আল্লাহর সৃষ্টি থেকে নয়। বরং এসব শুধু বান্দাদের কাজ। এর পর কাদরীয়ার কয়েকটা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে প্রত্যেকে অন্যকে কাফির বলতে শুরু করল।[২৪০]

মু'তাজিলারা বলে যে, আল্লাহ পাকের ইনসাফে বান্দা যদি শাস্তি এবং পুরস্কারের মালিক হওয়া আবশ্যক, তা হলে স্বীয় কাজে বান্দার স্বাধীন হওয়াও আবশ্যক।[২৪১]

ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুস্তহাব্বাত ও মুস্তাহসনাত বস্তুসমূহের উপর বিদআত শব্দের প্রয়োগ হত না

ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসতাহাব ও মোস্তাহসান কার্যাবলী অর্থাৎ নেক ও ভাল কার্যাবলী (ফরজ, ওয়াজিব ছাড়া অতিরিক্ত নফল ইবাদত)-এর উপর বিদআত শব্দের প্রয়োগ হত না, নবীয়ে পাক (ﷺ) তাঁর জীবদ্দশায় এহদাস এবং বিদআতের ধারণা ও পরিধি নির্ণয় করে দিয়েছেন। পরিষ্কার করেছেন যে, কোন ধরনের কার্যাবলী মুহদাসাত বা বিদআত কার্যাবলীর অন্তর্ভূক্ত হবে কোনগুলো হবে না। যদি প্রত্যেক নতুন কাজকে তার মূলত্ব, উপকারিতা, উদ্দেশ্য, বিধানগত যাচাই করা ছাড়া বিদআত বলে খারাপ ধারণা পোষণ করা হয়, তাহলে খুলাফায়ে রাশিদার সময় থেকে আজ পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ ধর্মীয় বিধান, এজতিহাদি (শরীয়তের ইমামও ইসলামী চিন্তাবিদের উদ্ভাবিত শরয়ী) মাসায়িল এবং ইমামদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত, নির্দেশাবলী, ধর্মীয় প্রথা, ব্যবসা-

---

২৩৮. আল এবারু ফি খবরে মিন গিবার : ১/৬৮ পৃ.

২৩৯.(ক) এতেকাদে আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাত, ইমাম লালকায়ী : ১/৪২১ হাদিস: ১৩৯৮

(খ) আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইমাম ইবনে কাসীর : ৯/৩৪

২৪০.আল ফরকু বায়নাল ফিরাক, আবদুল কাহের বাগদাদী : ১১৪

২৪১. আল মিলাল ওয়ান নাহাল, আশ-শাহরস্তানী : ১/৫৪ পৃ.

বাণিজ্য (আল্লাহ না করুক) ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হয়, সর্বকালের জন্য ধর্মীয় লেনদেন এ এজতিহাদ (উদ্ভাবন) এসতিহসান, সংশোধন, সংযোজনের পথ চিরতরে বন্ধ হয়ে যেত। যার কারণে পরিবর্তনশীল অবস্থায় ইসলাম তার কর্মযোগ্যতা হারিয়ে ফেলত, অসম্ভব হয়ে পড়ত কার্যকর পদক্ষেপ। অতএব কোন কাজ সম্পর্কে কোরআনে উল্লেখ না থাকে, রাসূলে পাকের (ﷺ) হাদিসে এ ধরনের নির্দেশ না থাকে এবং পরবর্তীতে মুসলিম উম্মাহর কোন বিজ্ঞ পণ্ডিত নিজেরা কোন নতুন কাজ অর্থাৎ "বিদআতে মুবাহা" চালু করে এবং এর গতিবিধি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন হয় তখন- إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (প্রত্যেক কাজ নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল[২৪২]) এর আদলে এ বিদআত আল্লাহর কাছে গ্রহনযোগ্য সাওয়াব পাওয়ায় কারণ হবে এবং একে বিদআতে হাসানা বা আমরে মুস্তাহসান বলবে। নেক এবং ভাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্যাবলীর উপর বিদআত ও এহদাসের প্রয়োগ করাটাই মুহদসাহ বা দলালাহ। এভাবে ধর্মীয় ভাল কার্যাবলী, নফল ইবাদাত সমূহ, দান-সদকা এসব ধর্মের প্রয়োজনীয় বস্তু নয়, নয় ধর্মীয় বিষয়াবলীতে অতিরিক্ত। অতএব, এসব কার্যাবলীকে বিদআত বলা শরীয়তে গোলযোগ সৃষ্টি করা ও ধর্মীয় কৌশলের পরিপন্থী। কেননা নবীয়ে পাক (ﷺ) এবং খুলাফায়ে রাশিদীন দ্বীনে শুধুমাত্র ফিৎনায়ে ইরতিদাদ, (ধর্মত্যাগের ফিৎনা) ফিৎনায়ে ইনকারে যাকাত (যাকাত অস্বীকারের ফিৎনা) ফিৎনায়ে এদ্দায়ায়ে নাবুয়্যাত (নাবুয়তের দাবী করার ফিৎনা) এর পর্যায়ের কার্যাবলীকে বিদআত বলেছেন। এ ছাড়া বাকীগুলোকে মুসতাহাব্বাত, মুসতাহসনাত এবং ভাল সুন্দর হিসেবে প্রশংসা করেছেন।

প্রত্যেক নতুন কাজকে বিদআত মনে করে গোমরাহির (ভ্রান্ততা) প্রয়োগ করা শুধু ভুল ধারণা বা অশুদ্ধ নয় বরং জ্ঞান এবং চিন্তার দিক থেকেও লজ্জাকর ও অনুশোচনাকর। যদি বিদআতের এ ধারণাকে ভ্রান্তের পরিমাপ চিহ্নিত করা হয়, তাহলে সমকালীন ও অনাগত ভবিষ্যতের যাবতীয় বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক উন্নয়ন থেকে চক্ষু বন্ধ করে মুসলিম উম্মাহ অন্যান্য অমুসলিম, বাতিল, খোদাদ্রোহী সম্প্রদায়ও জাতির মোকাবেলায় অপারগ, অভাবী ও যুগের চাহিদার সাথে অপরিচিতি, অজ্ঞ থেকে যাবে। মহান রাব্বুল আলামীনের

২৪২.(ক) সহীহ্ বুখারী, কিতাবু বদউল অহী, বাবু কাইফা কানা বদউল অহি ইলা রাসুলিল্লাহে (দঃ) ১/৩ নং ১
(খ) সুনানু আবি দাউদ, কিতাবুত তালাক, বাবু ফিমা আনি বিহিত তালাক ওয়ান নিয়্যাত : ২/২৭২ হাদিস: ২২০১
(গ) সুনানু ইবনে মাযাহ, কিতাবুল যুহদ, বাবুন নিয়্যাত : ২/১৪১৩ পৃ. হাদিস: ৪২২৭

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইসলামকে অন্যান্য ধর্মাবলীর উপর প্রাধান্য দিয়ে এবং ইসলামের আচার আচরণ, সংস্কৃতি, ধর্মীয় মর্যাদা দৈনন্দিন জীবন চলার বিধি বিধানে উন্নত শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের সমস্ত প্রচেষ্টা অকার্যকর হয়ে যাবে। ধর্মের এসব কৌশলের প্রেক্ষিতে ইসলামের প্রাথমিক যুগে উদ্ভাসিত ও পছন্দনীয় ধরণের কার্যাবলীর উপর বিদআতে দালালাহর প্রয়োগ হত না বরং দীনের চাহিদা ও প্রয়োজনে ধর্মের এসব উদ্ভাবনী কাযাবলীকে মর্যাদা স্তরে দেখা হত। এ সূত্রে কয়েকটি ঘটনা প্রবাহ ও উপমা লক্ষ্যনীয় :

(১) কুরআন সংকলনের জন্য হযরত ওমর (ﷺ) তৎকালীন খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (ﷺ) এর কাছে আবেদন করলেন যে সময়ের চাহিদানুযায়ী অতি দ্রুত কুরআনে পাককে একত্রিত করে একটা কিতাবের অবয়বে সংকলিত করা হউক, যাতে তার যথাযথ সংরক্ষণের সরাসরি ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হয়, তখন সিদ্দিকে আকবর (ﷺ) এর মন ও মননে ভেসে উঠল যে, যে কাজ সরকারে দোআলম (ﷺ) করেন নি, একাজ আমি কীভাবে করি। সাথে সাথে উনি বললেন

كَيْفَ أَفْعَلُ شَيْئًا؟ لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

আমি এ ধরণের কাজ কিভাবে করতে পারি, যা রাসূলে পাক (ﷺ) করেন নি?[২৪৩] হযরত ফারুকে আযম (ﷺ) এর দূরদৃষ্টি সম্পন্ন চক্ষুর চাহনি এ বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ এবং কল্যাণের প্রত্যক্ষ করছিল, যা কুরআন সংকলনে নিহিত ছিল। এ কারণে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন হে আমীরুল মোমেনীন। এ কথা সত্য যে, সরকার তাঁর জীবদ্দশায় জাহেরী হায়াতে তৈয়্যবায় কুরআনে পাকের সংকলন করেননি, তবে আল্লাহর শপথ নিয়ে বলছি এ কাজের ভিত্তি অত্যন্ত ভাল এবং উত্তম কাজেই একাজ অবশ্যই করা উচিত।[২৪৪]

২৪৩.(ক) সহীহ্ বুখারী, কিতাবুত তাফসীর, বাবু কাওলিহি লাকাদ জায়াকুম রাসূলুম : ৪/১৭২০ হাদিস: ৪৪০২

(খ) সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল আহকাম, বাবু এযাস্তাহিকুলিল কাতেবে আন এয়াকুনা আমিনান আলেমান: ৬/২৬২৯ হাদিস: ৬৭৬৮

(গ) তিরমিজি শরীফ, কিতাবুত তাফসীর, বাবু মিন সুরাতি তৌবা : ৫/২৮৩ পৃ., হাদিস: ৩১০৩

(ঘ) আস-সুনানুল কোবরা, নাসায়ী : ৫/৭ পৃ., হাদিস:২২০২

(ঙ) আল-মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ১/১৩ পৃ. হাদিস: ৭৬

(চ) আস-সহীহ্, ইমাম ইবনে হিব্বান : ১০/৩৬০ হাদিস: ৪৫০৬

(ছ) আল মো'জামুল কাবীর, ইমাম তাবরানী : ৫/১৪৬ পৃ. হাদিস: ৪৯০১

২৪৪ . ঐ

ইতোমধ্যে সিদ্দিক আকবর (ﷺ)'র এনশেরাহে ছদর হয়েছে, তাঁর মন ও মননকে মহান রাব্বুল আলামীন রহমতের আলোয় উদ্ভাসিত করেছেন। অন্তর খুলে গেছে তখন তিনি হযরত যায়েদ বিন সাবিত আনসারী (ﷺ) কে কুরআনে পাকের সংকলনের দায়িত্ব প্রদান করলেন। প্রাথমিক পর্যায়ে হযরত যায়েদ বিন সাবেত আনসারী (ﷺ) এর অন্তরেও ঐ প্রশ্ন উদিত হল যা সিদ্দিকে আকবরের (ﷺ) অন্তরে উদিত হয়েছিল। জিজ্ঞাসা করে বললেন-

كَيْفَ تَفْعَلَانِ شَيْئًا؟ لَمْ يَفْعَلْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هُوَ وَاللهِ خَيْرٌ.

-আপনারা কীভাবে করবেন ঐ কাজ যা রাসূলে পাক (ﷺ) করেনি? উত্তরে সিদ্দিকে আকবর (ﷺ) বললেন- আল্লাহর শপথ নিয়ে বলছি একাজ সঠিক ও কল্যাণকর।[২৪৫]

উল্লেখিত হাদিসে পাকে হযরত যায়েদ বিন সাবেত আনসারী (ﷺ) এর প্রশ্ন যে, যে কাজ রাসূলে পাক (ﷺ) করেননি তা আপনারা দু'জন কীভাবে করতে পারেন? উত্তরে সিদ্দিকে আকবর (ﷺ) কিছু বলেননি বরং ফারুকে আযম (ﷺ) বলেছিলেন- هو والله خير আল্লাহর শপথ এটা ভাল ও কল্যাণময় কাজ। ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রত্যেক নতুন সৃজিত কাজ যা বিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ ও কল্যাণের উপর গঠিত এবং দীনের সহায়ক হয় এ ধরনের কাজকে শুধু বৈধ ধারণা করত না বরং এ ধরনের কাজকে বাস্তবায়িত করা সুন্নাতে সাহাবা হিসেবে চিহ্নিত করা হত।

(২) আহাদিসে মুবারকায় উল্লেখ রয়েছে যে, নবীয়ে পাক (ﷺ) নিজের পার্থিব হায়াতে তৈয়্যবায় রমজান মোবারকে তিন রাত শুধু তারাবীহর নামাজ জামাত সহকারে পড়িয়েছিলেন। এর পর ফরজ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় বাকী জীবন নিজ ঘরে একাকী পড়েছেন, সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম (ﷺ) ও একাকী নিজে নিজে তারাবহীহর নামাজ পড়ে নিতেন। রাসূলে পাক (ﷺ)-এর ইন্তিকালের পর ও সিদ্দিকে আকবর (ﷺ) আড়াই বৎসর শাসনামলে সাহাবায়ে কেরাম এভাবে একাকী তারাবীহর নামাজ পড়তেন। সৈয়্যদুনা হযরত ওমর ফারুক (ﷺ)-এর খিলাফতের সময় তিনি দেখলেন যে, সাহাবায়ে কেরাম তারাবীহর নামাজকে বিভিন্ন আঙ্গিকে বিভিন্নভাবে আদায় করে যাচ্ছে। তিনি

---

২৪৫. সহীহ্ বুখারী, কিতাবুত তাফসীর বাবু কাওলীহি লাকাদ জাআকুম রাসূল : ৪/১৭২০ হাদিস:৪৪০২

চিন্তা করলেন যে, সময়ের বিবর্তনে মানুষ একাকী ঘরে পড়ে নিলে মাসজিদের আসা যাওয়ায় শীথিলতা চলে আসবে। হয়ত ধীরে ধীরে তারাবীহর নামাজই লোকে ছেড়ে দিবে। অতঃপর সহীহ্ বুখারী শরীফে হযরত আবদুর রহমান (ﷺ) থেকে বর্ণিত যে হযরত ওমর ফারুক (ﷺ) তারাবীহর নামাজের এ আমলকে দৃঢ় মনে করে হযরত উবাই বিন কা'ব (ﷺ) যিনি হাফেজ কোরআন ছিলেন তাঁর পিছনে একত্রে জামাত সহকারে তারাবীহর নামাজ আদায় করার জন্য একত্রিত করে দিলেন। হযরত আবদুর রহমান বিন আবদুল কারী (ﷺ) বর্ণনা করেন যে আমি যখন দ্বিতীয় রাত হযরত ওমর (ﷺ) এর সাথে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে বের হয়েছি, তখন দেখলাম যে, লোকেরা (সাহাবায়ে কেরাম) তাদের জন্য নির্ধারিত ইমামের পিছনে নামাজ পড়ছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের জামাত সহকারে তারাবীহর নামাজ আদায় করতে দেখে হযরত ফারুকে আযম (ﷺ) বললেন-

قَالَ عُمَرُ: نِعْمَ الْبِدْعَةُ هذِهِ، والتِي يَنامُونَ عَنها أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقومُونَ. يُرِيدُ آخِرَ اللَّيلِ، وكانَ النَّاسُ يَقومُونَ أَوَّلَهُ.

-এটা কত উত্তম বিদআত। রাতের ঐ অংশ যখন মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে শেষাংশ থেকে কত উত্তম, যখন প্রথমাংশে নামাজ পড়ে।[২৪৬]

এ হাদিসে হযরত ওমর (ﷺ) নিজের জবানে পাকে বিদআহ শব্দের উচ্চারণে স্পষ্ট করেছেন যে, দীনে ইসলামে প্রত্যেক নতুন কাজ ভ্রান্ত বিদআত নয় বরং অসংখ্য নতুন ভাল কাজ রয়েছে। না হয়, আজ উম্মতে মুসলিমা পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় অসংখ্য মুসলমান মসজিদে জামাত সহকারে তারাবীহর নামায আদায় কালে কোরআন পাক শুনছেন তা অবৈধ হত। কিন্তু সব সময় এ কাজ মুসতাহসানই রয়েছে। প্রমাণিত হল যে, ছাহাবায়ে কেরামের সময় নব সৃজিত ভাল ও কল্যাণময় কার্যাবলীকে এসতিহসানের দৃষ্টিতে দেখা হত এবং প্রত্যেক নতুন কাজের উপর বিদআত শব্দের প্রয়োগ হত না।

---

২৪৬. (ক) সহীহ্ বুখারী, কিতাবু সালাতীত তারাবীহ্, বাবু ফাদলে মান কামা রমজান : ২/৭০৭ হাদিস: ১৯০৬
(খ) আল মোয়াত্তা, ইমাম মালেক : ১/১১৪ হাদিস: ২/২৫০
(গ) আস সহীহ্, ইমাম ইবনে খুজায়মা : ২/১৫৫ হাদিস: ১১০০
(ঘ) আস সুনানুল কোবরা, ইমাম বায়হাকী : ২/৪৯৩ পৃ. হাদিস: ৪৩৭৯
(ঙ) শোয়াবুল ঈমান, বায়হাকী : ৩/১৭৭ হাদিস:৩২৬৯

(৩) ইমাম বুখারী (রা.) (২৫৬ হি.) জুমার নামাজের পূর্বে মসজিদে দ্বিতীয় আযান সম্পর্কে আলোচনায় লিখেছেন-

إِنَّ التَّأْذِيْنَ الثَّانِيْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، أَمَرَ بِهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، حِيْنَ كَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ.

-অর্থাৎ : জুমার দ্বিতীয় আজানের নির্দেশ হযরত ওসমান বিন আফ্ফান (ﷺ) দিয়েছেন। যখন মসজিদে মসজিদবাসী তথা মুসল্লির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।[২৪৭] আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী (রা.) (৭৯৫ হি.) জুমার প্রথম আযানকে বিদআত বলে লিখেন[২৪৮]-

وَمِنْ ذَلِكَ: أَذَانُ الْجُمُعَةِ الْأَوَّلُ، زَادَهُ عُثْمَانُ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ، وَأَقَرَّهُ عَلِيٌّ، وَاسْتَمَرَّ عَمَلُ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَيْهِ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: هُوَ بِدْعَةٌ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ مَا أَرَادَ أَبُوهُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ.

-এভাবে জুমার প্রথম আযান যাকে হযরত ওসমান (ﷺ) মানুষের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য করে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, এবং হযরত আলী (ﷺ) তাকে স্থির রেখে ছিলেন এবং লোকেরা এর উপর আমল করা শুরু করেন। আবদুল্লাহ বিন ওমর (ﷺ) থেকে বর্ণিত যে তিনি জুমার দ্বিতীয় আযান সম্পর্কে বলেছেন যে, এটা বিদআত, মনে হয় তাঁর মনোভাব তাঁর বাবার মত, তাঁর বাবা হযরত ওমর বিন খাত্তাব (ﷺ) রমজানের তারাবীহর নামাজের জামাতকে যেভাবে বিদআত বলেছিলেন- نِعْمَ الْبِدْعَةُ কত না উত্তম বিদআত।"

উল্লেখিত তিনটি (কুরআন সংকলন, তারবীহর জামাত, জুমার দ্বিতীয় আযান) কাজ যদিও রাসূলে পাক (ﷺ)-এর হায়াতে তৈয্যবায় বর্তমান অবস্থায় ছিল না, তারপরও যেহেতু এগুলোর মূল ভিত ভাল এবং কল্যাণময়। অতএব সাহাবা, তাবিয়ীন থেকে আজ পর্যন্ত মুসলিম উম্মার প্রত্যেক মুসলিম এর

---

২৪৭ .(ক) সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল জুমা, বাবু লজুলুসে আলাল মিম্বার : ১/৩১০ হাদিস: ৮৭৩
(খ) আউনুল মা'বুদ, শামসুল হক আযিমাবাদি : ৩/৩০২
(গ) তোহফাতুল মোহতাজ, ওয়াদএয়াসী : ১/৫০৬ হাদিস: ৬২৪
(ঘ) নায়লুল আওতার, আল্লামা শাওকানী : ৩/৩২৩ পৃ.
২৪৮ . জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম, ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী : ৩/২৫২

উপর আমল করে আসছে কেউ এগুলোকে ভ্রান্ত বিদআত বলে মত প্রকাশ করেনি বা এগুলোর উপর ভ্রান্ত বিদআত শব্দ প্রয়োগ করে নি।

তাবি'য়ীন ও তবে' তাবি'য়ীন বিদআতীদেরকে পরিহার করতেন

রাসূলে পাক (ﷺ) ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে এহদাস এবং বিদআতপন্থীদের ফিৎনার কঠোর সমালোচনা করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম, তাবিয়ীন ও তবে তাবিয়ীন (ﷺ) প্রত্যেকেই নিজ নিজ সময়ে বিদআতী এবং কুরিপু পূজারীদের পরিহার করেছেন এবং সাধারণ জনগণ তথা মুসলিম মিল্লাহকে এহদাস এবং বিদআত থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে সতর্ক করেছেন।

উল্লেখিত বিষয় বস্তুর আলোকে আমরা রাসুলে পাক (ﷺ)-এর কয়েকটা হাদিস উল্লেখ করার প্রয়াস পাব। তারপর একই সূত্রে তাবিয়ীন এবং তবে তাবিয়ীনের কিছু বক্তব্য উপস্থাপন করব। যার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যাবে মুসলিম উম্মাহ প্রারম্ভিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত বিদআতীদেরকে পরিহার করে চলেছে।

(১) ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী (রা.) (২৫৬ হি:) এবং ইমাম মুসলিম (রা.) (২৬১ হি:) হযরত আলী (ﷺ) থেকে নবীয়ে আকরম (ﷺ)-এর এ এরশাদ বর্ণনা করেন যেখানে নবীয়ে পাক (ﷺ) নতুন ফিৎনা সৃষ্টিকারী বিদআতীদের দুর্নাম উল্লেখ করে বলেছেন-

الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ.

-মদীনায়ে মুনাওয়ারায় মকামে ই'র থেকে ছাওর পর্যন্ত হেরম। যে ব্যক্তি এ অঞ্চলে কোন ধরনের ফিৎনা সৃষ্টি করে বা ফিৎনা লালনকারীকে আশ্রয় দেয়, তার উপর আল্লাহ পাকের, ফেরেস্তাদের, এবং সমস্ত মানব জাতির লানত, অভিশাপ। কিয়ামতের দিন তাদের কোন নেক আমল ফরজ হউক বা নফল হউক আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে না।[২৪৯]

২৪৯.(ক) সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল ফরায়েজ, বাবু ইসমে মন তবররা মিন মাওয়ালিহে : ৬/২৪৮২ হাদিস: ৬৩৭৪

(খ) সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল হজ্ব, বাবু ফদলীল মদীনাতে : ২/৯৯৫ হাদিস: ১৩৭০

(২) ইমাম ইবনে মাযা (২৭৩ হি:) হযরত খোজায়ফা (ﷺ) থেকে রাসূলে পাক (ﷺ)-এর হাদিস বর্ণনা করেন, যেখানে সরকারে দো আলম (ﷺ-এরশাদ করেন : দীনে (ইসলাম ধর্মে) ফিৎনা সৃষ্টিকারীর কোন ইবাদাত গ্রহণ হবে না। সর্বোপরি সে দীন থেকে এরকম বেরিয়ে যাবে যেভাবে আটার খামি থেকে চুল বেরিয়ে যায়। হাদিসের ভাষা এরকম-

لَا يَقْبَلُ اللهُ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ صَوْمًا، وَلَا صَلَاةً، وَلَا صَدَقَةً، وَلَا حَجًّا وَلَا عُمْرَةً، وَلَا جِهَادًا، وَلَا صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا تَخْرُجُ الشَّعَرَةُ مِنَ الْعَجِينِ

-মহান আল্লাহ পাক কোন ফিৎনা লালনকারী বিদআতী ব্যক্তির রোজা, নামাজ, সদকা, হজ্ব, ওমরাহ, জিহাদ, ফরজ ইবাদৎ, নফল ইবাদাত গ্রহণ করেন না। ফিৎনা লালনকারী বিদআতী ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম থেকে এভাবে বের হয়ে যায় যেভাবে আটার খামি থেকে চুল বের করে আনা হয়।[২৫০]

(৩) ইমাম আবুল কাশেম হেবাতিল্লাহ লালকায়ী (৪১৮ হি.) - এর সনদেও এ ধরনের একটা রাওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন[২৫১]-

عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «صَاحِبُ بِدْعَةٍ لَا يَقْبَلُ اللهُ لَهُ صَلَاةً، وَلَا صِيَامًا، وَلَا حَجًّا، وَلَا عُمْرَةً، وَلَا جِهَادًا، وَلَا صَرْفًا، وَلَا عَدْلًا».

(৪) ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রা:) (২৪১ হি.) হযরত গদীফ বিন হারস আসসামালী (ﷺ) থেকে হুজুর নবীয়ে আকরম (ﷺ)-এর এ এরশাদ বর্ণনা করেন, নবীয়ে পাক বলেন -

مَا أَحْدَثَ قَوْمٌ بِدْعَةً إِلَّا رُفِعَ مِثْلُهَا مِنَ السُّنَّةِ فَتَمَسُّكٌ بِسُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ إِحْدَاثِ بِدْعَةٍ

(গ) আলমুসনদ, ইমাম আবু আওয়ানাহ : ৩/২৩৯ হাদিস: ৪৮১২
(ঘ) আল মুসনদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ১/৮১ পৃ. হাদিস: ৬১৫
(ঙ) আলমুসনদ, ইমাম আবু ই'য়ালা : ১/২২৮ হাদিস: ২৬৩
(চ) আসসুনানুল কোবরা, ইমাম বায়হাকী : ৫/১৯৬ হাদিস: ৯৭৩৩
(ছ) আল মুসনাদুল মুস্তাখরাজু আলা সহীহিল ইমাম মুসলিম : ৪/৪০ পৃ. হাদিস:৩১৭৩
(জ) আল মুসনাদ, ইমাম তায়ালসী : ১/২৬ পৃ. হাদিস: ১৮৪
২৫০. ইবনে মাযাহ, আস্-সুনান, ১/১৯পৃ. হাদিস : ৪৯
২৫১.ইতেকাদে আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামায়াত, ইমাম লালকায়ী : ১/৮০

-যখন কোন সম্প্রদায় ইসলামে কোন ফিৎনার উদ্ভব ঘটায় মহান আল্লাহ পাক তখন একটা সুন্নাত উঠিয়ে নেন। অতএব নতুন ফিৎনা বিদআতে সাইয়্যেয়ার প্রবর্তন থেকে সুন্নাতের কঠোর অনুশীলন অনেক উত্তম।[২৫২]

(৫) ইমাম তাবরানী (৩৬০হি.) হযরত আনাস (ﷺ) থেকে হুজুরে পাক (ﷺ)-এর এ বাণী বর্ণনা করেছেন। নবীয়ে পাক (ﷺ) বলেছেন-

إِنَّ اللهَ حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ

-নিশ্চয় মহান রাব্বুল আলামীন প্রত্যেক ফিৎনালালনকারীর জন্য তাওবার দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন।[২৫৩]

(৬) ইমাম বায়হাকী (রা.) (৪৫৮ হি.) ইব্রাহিম বিন মায়ছর এর মাধ্যমে রাসূলে পাক (ﷺ)-এর হাদিস বর্ণনা করেন। রাসূলে পাকের এরশাদ- (২৫৫)

مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى هَدْمِ الْإِسْلَامِ»

যদি কোন ব্যক্তি কোন ফিৎনাবাজকে সম্মান করল, সে যেন ইসলাম ধর্মকে ধ্বংস করায় সহায়তা করল।[২৫৪]

---

২৫২ (ক) আলমুসনদ, আহমদ বিন হাম্বল : ৪/১০৫ হাদিস: ১৭০৯৫
(খ) মজমাউজ জাওয়ায়েদ হায়সামী : ১/১৮৮
(গ) আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ইমাম মুনযিরী : ১/৪৫ হাদিস নং ৮৩
(ঘ) ফয়জুল কাদীর, আল্লামা মানাভী : ৫/৪১৩ পৃ.
(ঙ) জামেয়ুল উলুমে ওয়াল হিকাম, ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী : ১/২৬৬ পৃ.
(চ) মু'জামুস্ সাহাবা, ইমাম আবদুল বাকী : ২/৩১৬ হাদিস নং ৮৫৫
২৫৩ .(ক) আল মুসনাদ, ইমাম ইবনে রাহওয়াই : ১/৩৭৭ হাদিস: ৩৯৭
(খ) আস সুন্নাহ, ইমাম ইবনে আবি আসেম : ১/২১ পৃ. হাদিস: ৩৮
(গ) আল মু'জামুল আওসাত, ইমাম তবারী : ৪/২৮১ হাদিস: ৪২০২
(ঘ) শোয়াবুল ঈমান, ইমাম বায়হাকী : ৭/৫৯ হাদিস: ৯৪৫৭
(ঙ) আততারগীব ওয়াত তারহীব, ইমাম মুনযিরী : ১/৪৫ পৃ. হাদিস: ৮৭
(চ) মাজমাউয জাওয়াইদ, ইমাম হায়সামী : ১/১৮৯
(ছ) আল ই'লালুল মুতানাহিয়া, ইবনে জাওযী : ১/১৪৫ হাদিস: ২১১
২৫৪.(ক) আল মু'জামুল আওসাত, ইমাম তাবরানী : ৭/৩৫ পৃ.
(খ) শোয়াবুল ঈমান, ইমাম বায়হাকী : ৭/৬১ পৃ. হাদিস: ৯৪৬৪
(গ) ফয়জুল কাদীর, আল্লামা মানাভী : ৬/২৩৭ পৃ.
(ঘ) শরহে সুনানে ইবনি মাযা, ইমাম সুয়ুতী : ১/২৬৪ হাদিস: ৩৭১০
(ঙ) হলিয়াতুল আউলিয়া, ইমাম আবু নঈম ইস্পাহানী : ৫/২১৮
(চ) তাহজীবুত তাহজীব, ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী : ২/২৮১ হাদিস: ৫৬৭
(ছ) মিযানুল এ'তেদাল ফি নকদির রেজাল, ইমাম যাহাবী : ২/৭৩ হাদিস: ১৩৩১

(৭) হযরত ওমর (ﷺ) বলেন যে- নবীয়ে পাক (ﷺ) হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (ﷺ) কে বলেছেন-

(إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً إِنَّمَا هُمْ أَصْحَابُ الْبِدَعِ وَأَصْحَابُ الْأَهْوَاءِ وَأَصْحَابُ الضَّلَالَةِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، يَا عَائِشَةُ إِنَّ لِكُلِّ صَاحِبِ ذَنْبٍ تَوْبَةً غَيْرَ أَصْحَابِ الْبِدَعِ وَأَصْحَابِ الْأَهْوَاءِ لَيْسَ لهم توبة وأنا برئ مِنْهُمْ وَهُمْ مِنَّا بُرَآءُ)

-যারা ইসলাম ধর্মকে খন্ড-বিখন্ড করেছে, করেছে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত, তারা মুসলিম উম্মার ফিৎনা লালনকারী বিদআতী ও পথভ্রষ্টকারী ভ্রান্ত। হে আয়েশা (ﷺ)! ফিৎনা লালনকারী, কুরিপুর পুজারী ছাড়া অন্য সব পাপীদের পাপ মহান আল্লাহ পাক মাফ করেন, ফিৎনা লালনকারী বিদআতী ও কুরিপুর পুজারীর গুনাহ মাফ হয় না। এ ধরনের ব্যক্তিবর্গ থেকে আমি মুক্ত এবং তারা আমার থেকে মুক্ত। তাদের প্রতি আমি অসন্তুষ্ট, আমার প্রতি তারা অসন্তুষ্ট।[২৫৫]

(৮) হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (ﷺ) কুরআনে পাকের আয়াত[২৫৬]-

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ

এর তাফসীরে বলেছেন-

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَبْيَضُّ وُجُوهُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ أَهْلِ الْبِدْعَةِ.

অর্থাৎ: আহলে সুন্নাহর বা সুন্নাহর অনুসারীদের চেহরা উজ্জ্বল থাকবে এবং বিদআতীদের চেহরা কালো হয়ে যাবে।"[২৫৭] হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (ﷺ) (৭৩ হি.) ও এ আয়াতের তাফসীর রাসূলে পাক (ﷺ) থেকে এভাবে বর্ণনা করেছেন।[২৫৮]

২৫৫.(ক) হিলয়াতুল আউলিয়া, আবু নুঈম ইস্পাহানী : ৪/১৩৮
(খ) আস-সুন্নাহ, ইবনে আবি আসেম : ১/৮ পৃ. হাদিস নং ৪
(গ) আল জামেয়ু লি আহকামিল কুরআন, ইমাম কুরতবী : ৭/৯৭
(ঘ) আল ইতিসাম, ইমাম শাতেবী : ১/৬০ পৃ.
২৫৬. আলে-ইমরান- ১০৬
২৫৭.(ক) আল-ফিরদাউস বিমাসুরিলি খিতাব, ইমাম দায়লামী : ৫/৫২৯
(খ) আল জামেয়ু লি আহকামিল কুরআন, ইমাম কুরতুবী : ৪/১০৭
(গ) তাফসীরুল কুরআনিল আজীম, ইমাম ইবনে কাসীর : ১/৫৮৪
(ঘ) মিফতাহুল জান্নাত, ইমাম সুয়ুতী : ১/৬৫ পৃ.
২৫৮.(ক) আল ফিরদাউস বিমাসুরিলি খিতাব, ইমাম দায়লামী : ৫/৫২৯

(৯) হযরত আবদুল্লাহ বিন মোবারক ইমাম আউযায়ী (ﷺ) থেকে বর্ণনা করছেন যে, হযরত আতা খুরাসানী (রা.) বলেছেন-

مَا يَكَادُ اللهُ أَنْ يَأْذَنَ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ بِتَوْبَةٍ»

-'আল্লাহপাক কোন ফিৎনা লালনকারী বিদআতীর দোয়া কবুল করেন না।''[২৫৯]

(১০) ইউসুফ বিন আসবাত বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ বিন নদর আল হারেসী (রা.) বলেছেন-

مَنْ أَصْغَى سَمْعَهُ إِلَى صَاحِبِ بِدْعَةٍ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ صَاحِبُ بِدْعَةٍ، نُزِعَتْ مِنْهُ الْعِصْمَةُ، وَوُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ»

-যে ব্যক্তি তার কর্নকুহরকে ফিৎনা লালনকারী বিদআতীদের কথা শুনতে নিয়োজিত রাখে অথচ সে জানে যে, ফিৎনা লালনকারী বিদআতী, তখন তার থেকে হিফাজত বা রক্ষার হাত উঠিয়ে নেয়া হয় এবং তাকে তার রিপুর উপর ছেড়ে দেয়া হয়।[২৬০]

(১১) ইমাম হাসান বসরী (রা.) (১১০ হি.) বলেন-

لَا تُجَالِسْ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَإِنَّهُ يُمْرِضُ قَلْبَكَ

-কোন ফিৎনালালনকারী বিদআতীর বৈঠকে বস না কেননা, সে তোমার অন্তরকে অসুস্থ করে দিবে।[২৬১]

(১২) ইসমাঈল আত-তুসী বলেন যে আমাকে আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক (১৮১ হি:) বলেছেন-

يَكُونُ مَجْلِسُكَ مَعَ الْمَسَاكِينِ، وَإِيَّاكَ أَنْ تَجْلِسَ مَعَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ

তোমার বৈঠক শুধু মিসকিনদের সাথে হওয়া উচিত, ফিৎনা লালনকারী বিদআতীদের বৈঠক পরিহার কর।[২৬২]

(খ) আল জামেয়ু লি আহকামিল কুরআন, ইমাম কুরতবী : ৪/১০৭ পৃ.

২৫৯.(ক) ইতিকাদু আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাত, ইমাম লালকায়ী : ১/৮১

(খ) হিলইয়াতুল আউলিয়া, ইমাম আবু নুঈম ইস্পাহানী : ৫/১৯৮ পৃ.

(গ) তাহযীবুল কামাল, ইমাম মিয্যী : ২০/১১২ পৃ.

২৬০. ইতিকাদু আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামাত, ইমাম লালকায়ী : ১/৭৮

২৬১ (ক) আল এ'তিসাম, ইমাম শাতেবী : ১/৮৩ পৃ.

(খ) শোয়াবুল ঈমান, ইমাম বায়হাকী : ৪/৩৭৪

(১৩) ইমাম আউজায়ী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (১৫৮ হি.) বর্ণনা করেন যে এয়াহয়া বিন আবি কসীর বলেছেন-

إِذَا لَقِيتَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَخُذْ فِي طَرِيقٍ غَيْرِهِ

-যখন তুমি কোন ফিৎনা লালনকারী বিদআতীর সাথে রাস্তায় মিলিত হও তখন তুমি রাস্তা পরিবর্তন করে নাও।[২৬৩]

(১৪) হযরত ফুজায়েল বিন আয়্যাদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বিদআতীদের থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান এবং সম্পর্ক ছিন্ন রাখার আহবান জানিয়ে বলেন-

لَا تَجْلِسْ مَعَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ أَحْبَطَ اللهُ عَمَلَهُ، وَأَخْرَجَ نُورَ الْإِسْلَامِ مِنْ قَلْبِهِ، وَإِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْدًا طَيَّبَ لَهُ مَطْعَمَهُ[٢٦٤]- صَاحِبُ الْبِدْعَةِ لَا تَأْمَنْهُ عَلَى دِينِكَ، وَلَا تُشَاوِرْهُ فِي أَمْرِكَ، وَلَا تَجْلِسْ إِلَيْهِ، فَمَنْ جَلَسَ إِلَى صَاحِبِ بِدْعَةٍ وَرَّثَهُ اللهُ الْعَمَى[٢٦٥] وَقَالَ: «إِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً يَطْلُبُونَ حِلَقَ الذِّكْرِ، فَانْظُرْ مَعَ مَنْ يَكُونُ مَجْلِسُكَ، لَا يَكُونُ مَعَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَعَلَامَةُ النِّفَاقِ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ وَيَقْعُدَ مَعَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ[٢٦٦] وَقَالَ: «أَدْرَكْتُ خِيَارَ النَّاسِ، كُلُّهُمْ أَصْحَابُ سُنَّةٍ، وَيَنْهَوْنَ عَنْ أَصْحَابِ الْبِدَعِ[٢٦٧] لَا يُرْفَعُ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ إِلَى اللهِ عَمَلٌ[٢٦٨].

-ফিৎনা লালনকারী বিদআতীদের বৈঠকে বস না, কেননা আল্লাহপাক তাদের আমলকে নষ্ট করে দিয়েছে এবং ইসলামের নূর তাদের অন্তর থেকে বের করে

২৬২.(ক) এ'তিকাদু আহলিস সুন্নাতে ওয়াল জামাত, ইমাম লালকায়ী : ১/৭৯
(খ). শোয়াবুল ঈমান, ইমাম বায়হাকী : ৭/৬৪
(গ) হিলইয়াতুল আউলিয়া, ইমাম আবু নঈম ইস্পাহানী : ৮/১০৪
২৬৩.(ক) এ'তেকাদু আহলিস সুন্নাতে ওয়াল জামাত, ইমাম লালকায়ী : ১/৭৯ পৃ.
(খ) শোয়াবুল ঈমান, ইমাম বায়হাকী : ৭/৬০ নং ৯০৩৬
(গ) হিলইয়াতুল আউলিয়া, আবু নুঈম ইস্পাহানী : ৩/৬৯ পৃ.
(ঘ) সিয়ারু এলামিল না বালা, ইমাম যাহাবী : ২/২৯
২৬৪. এ'তেকাদু আহলিস সুন্নাতে ওয়াল জামাত, ইমাম লালকায়ী : ১/১৫৫পৃ. হাদিস : ২৬৩
২৬৫. এ'তেকাদু আহলিস সুন্নাতে ওয়াল জামাত, ইমাম লালকায়ী : ১/১৫৬পৃ. হাদিস : ২৬৪
২৬৬. এ'তিকাদু আহলিস সুন্নাতে ওয়াল জামাত, ইমাম লালকায়ী : ১/১৫৬পৃ. হাদিস : ২৬৫
২৬৭. এ'তিকাদু আহলিস সুন্নাতে ওয়াল জামাত, ইমাম লালকায়ী : ১/১৫৬পৃ হাদিস : ২৬৭
২৬৮. এ'তিকাদু আহলিস সুন্নাতে ওয়াল জামাত, ইমাম লালকায়ী : ১/১৫৭পৃ. হাদিস : ২৭২

দিয়েছেন। যখন আল্লাহপাক কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন তাদের খাদ্য সামগ্রী পবিত্র বরকতময় করে দেন। আরো উল্লেখ করেছেন যে কোন ফিৎনা লালনকারী বিদআতীকে দীনের নিরাপত্তার দায়িত্ব দিওনা। তার পরামর্শ নিওনা, এবং তার কাছে বস না। কেননা, যে কোন বিদআতীর পাশে বসবে, আল্লাহপাক তার হাসর অন্ধদের সাথে করবে। অন্য যায়গায় বলেছেন- আল্লাহপাকের কিছু সংখ্যক ফেরেস্তা এরকম রয়েছে যারা সব সময় আল্লাহর যিকিরের বৈঠকের অনুসন্ধানে থাকে। অতএব তুমি চিন্তা কর কোন সমাবেশে তুমি বসবে, বিদআতীদের সাহচর্য গ্রহণ করনা, কেননা আল্লাহপাক তাদের উপর সুনজর দয়ার দৃষ্টি রাখেন না। মুনাফেকীর চিহ্ন হল যে, তার আসা যাওয়া উঠা-বসা বিদআতীর সাথে হবে। সর্বোপরি আমি মুসলিম উম্মার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের সুন্নাহর ধারক বাহক পেয়েছি, যারা সব সময় বিদআতীদের পরিহার করতে পরামর্শ দিতেন। তারা বলতেন বিদআতীদের কোন আমল আল্লাহর কাছে গ্রহণের জন্য পৌছে না।[২৬৯]

(১৫) আল্লামা ইবনে যরীর তাবারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (৩১০ হি.) বর্ণনা করেন যে- সুফিয়ান বিন ওয়াইনা বলেছেন-

وَقَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: كُلُّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ ذَلِيل وتلا هذه الاية إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

-প্রত্যেক বিদআতী অসম্মানী এবং কুরআনে পাকের এ আয়াত তেলাওয়াত করেন, (নিশ্চয় যারা গো-বাছুরকে উপাসক মেনে নিয়েছে তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে গজব ও অসন্তুষ্টি পৌছবে এবং পার্থিব জগতে অসম্মানী)।[২৭০]

(১৬) ইমাম হাসান বসরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (১১০ হি.) বলেন- ফিৎনা লালনকারী বিদআতীদের চেহরায় লাঞ্ছনার প্রতিফলন বিরাজমান, যদিও সে পার্থিব চাকচিক্যতার বাহক।[২৭১]

---

২৬৯ .(ক) এ'তেকাদু আহলিস সুন্নাতে ওয়াল জামাত, ইমাম লালকায়ী : ১/২৬৩-২৭২পৃ.
(খ) হিলইয়াতুল আউলিয়া, আবু নঈম ইস্পাহানী : ৮/১০৩ পৃ.
(গ) সিয়ারু আলামিন নুবালা, যাহাবী : ৮/৪৩৫ পৃ.
(ঘ) আলজামেয়ু লি আহকামিল কুরআন, কুরতুবী : ৭/১৩ পৃ.
২৭০.(ক) জামেয়ুল বায়ান আন তাবিলে আইয়্যিল কুরআন, ইমাম তবারী : ৯/৭০ পৃ.
(খ) তাফসীরুল কুরআনিল আজীম, ইমাম ইবনে কাসীর : ২/২৯৫
(গ) তাফসীরে রুহুল মা'য়ানী, ইমাম মাহমুদ আলুসী : ৫/৭০
২৭১. তাফসীরুল কুরআনিল আজীম, ইমাম ইবনে কাসীর : ২/৩৯৫ পৃ.

(১৭) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.) (১৮১ হি.) ফিৎনা লালনকারীদের বাহ্যিক দুর্ভাগা চিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে এরশাদ করেন-

صَاحِبُ الْبِدْعَةِ عَلَى وَجْهِهِ الظُّلْمَةُ، وَإِنِ ادَّهَنَ كُلَّ يَوْمٍ ثَلَاثِينَ مَرَّةً

বিদআতী ফিৎনালালনকারীর চেহরায় অন্ধকার আচ্ছন্ন থাকে যদিও দৈনিক ত্রিশবার এ চেহরাকে ধৌত করে।[২৭২]

(১৮) ইমাম আ'মশ বলেন যে, হযরত ইব্রাহিম (রহ.) বলেন-

لَيْسَ لِصَاحِبِ الْبِدْعَةِ غِيبَةٌ

-বিদআতীর (ফিৎনাবাজের ব্যাপারে জনসমক্ষে প্রকাশ করা) গিবত দূষণীয় নয়।[২৭৩]

(১৯) এভাবে ইমাম হাসান বসরী (১১০ হি.) বর্ণনা করেন- (২৬৯)

ثَلَاثَةٌ لَيْسَتْ لَهُمْ حُرْمَةٌ فِي الْغِيبَةِ: أَحَدُهُمْ صَاحِبُ بِدْعَةٍ الْغَالِي بِبِدْعَتِهِ

-তিন ব্যক্তি এমন যাদের গিবত করা হারাম নয়, তন্মধ্যে এক কঠোর বিদআতী যে-তাঁর বিদআতে ফিৎনা লালনে অত্যন্ত কঠোর।[২৭৪]

(২০) মু'মেল বিন ইসমাঈল বলেন, আমি হযরত সুফিয়ান সূরীকে বলতে শুনেছি যে-

الْمُسْلِمُونَ كُلُّهُمْ عِنْدَنَا عَلَى حَالَةٍ حَسَنَةٍ إِلَّا رَجُلَيْنِ: صَاحِبَ بِدْعَةٍ، أَوْ صَاحِبَ سُلْطَانٍ

-আমাদের কাছে দু প্রকারের মুসলমান ছাড়া বাকী সবাই ভাল অবস্থায় এক ফিৎনা লালনকারী বিদআতী, দ্বিতীয় শাসকদের তল্পীবাহক।[২৭৫]

(২১) কালামে পাকের আয়াত[২৭৬]-

فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ

---

২৭২. এ'তেকাদু আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাত, ইমাম লালকায়ী : ১/১৫৯পৃ. হাদিস : ২৮৪
২৭৩. এ'তেকাদু আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাত, ইমাম লালকায়ী : ১/১৫৮পৃ. হাদিস : ২৭৬
২৭৪.(ক) এ'তেকাদু আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাত, ইমাম লালকায়ী : ১/১৫৮পৃ. হাদিস : ২৭৮
(খ) শুয়াবুল ঈমান, বায়হাকী : ৭/১১০পৃ. হাদিস : ৯৬৬৯
২৭৫.(ক) এ'তিকাদু আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাত, ইমাম লালকায়ী : ১/১৫৪পৃ. হাদিস : ২৫৫
২৭৬. আল কুরআন, আন-নিসা : আয়াত ১৪০

এর অধীনে আল্লামা মাহমুদ আলুসী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) লিখেন-

وَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ بِالْآيَةِ عَلَى تَحْرِيمِ مُجَالِسَةِ الْفَاسِقِ وَالْمُبْتَدِعِيْنَ مِنْ أَيِّ جِنْسٍ كَانُوْا، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ اِبْنُ مَسْعُوْدٍ وابراهيم وَأَبُوْ وَائِلٍ، وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ.

-কোন কোন ওলামায়ে কেরাম এ আয়াতে পাক থেকে দলিল নিয়েছেন যে, প্রত্যেক ধরনের ফাসেক এবং ফিৎনা লালনকারীর সাথে বসা হারাম। একথা হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু), ইব্রাহিম (রাদিয়াল্লাহু আনহু), আবু ওয়ায়েল (রা.) এবং ওমর বিন আবদুল আজিজ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এরও।[২৭৭]

(২২) এ আয়াতের তাফসীরে ইমাম কুরতুবী (রা.) বলেন- (২৭৩)

عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: دَخَلَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ كُلُّ مُحْدِثٍ فِي الدِّيْنِ مُبْتَدِعٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

-ইমাম দেহাক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন যে, এ আয়তের অধীনে প্রত্যেক ঐসব ব্যক্তিবর্গ অন্তর্ভূক্ত যে দীনে নতুন কথা বলেছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক ফিৎনালালনকারী এ আয়াতের অন্তর্ভূক্ত।[২৭৮]

(২৩) আল্লামা ফখরুদ্দিন রাজী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (৬০৬ হি.) কোরআনে পাকের আয়াত[২৭৯]-

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ

এর তাফসীর করতে গিয়ে কুরআনে পাকের তাফসীরকারকদের শিরোমণি ইমামে তাফসীর হযরত মুজাহিদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (১০২ হি.) এর সূত্রে উল্লেখ করেন-

قَالَ مُجَاهِدٌ: إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ هُمْ أَهْلُ الْبِدَعِ وَالشُّبَهَاتِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْآيَةِ الْحَثُّ عَلَى أَنْ تَكُونَ كَلِمَةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةً وَأَنْ لَا يَتَفَرَّقُوا فِي الدِّينِ وَلَا يَبْتَدِعُوا الْبِدَعَ

-হযরত মুজাহিদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন যে, এ উম্মতে মুহাম্মদীয়ায় ধর্মকে যারা খন্ড-বিখন্ড করেছে তারা হলেন ফিৎনা লালনকারী এবং সন্দেহ পোষণ কারী।

---

২৭৭. রুহুল মায়ানী ফি তাফসীরিল কুরআনীল আজীম ওয়াস সাবয়িল মাসানি, ইমাম আলুসী : ৩/৭৪ পৃ.
২৭৮. আল জামেয়ু লি আহকামিল কুরআন, ইমাম কুরতুবী : ৫/২৬৮ পৃ.
২৭৯. আল কুরআন, আন-আম : ১৫৯

আয়াতে পাকের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হল মুসলিম উম্মাহর একতা ও একক কলেমার প্রতি উদ্দীপ্ততা এবং বহুধা বিভক্তি ও বিদআত থেকে বাঁচা।[২৮০]

ইসলামের প্রাথমিক যুগে বিদআতের প্রয়োগ শুধুমাত্র কুফুরী আক্বিদা ও বিশ্বাসের উপর ছিল

ইসলামের প্রাথমিক যুগে বিদআতের প্রয়োগ শুধুমাত্র কুফুরী আক্বিদা ও বিশ্বাসের উপর ছিল, তখন বিদআত শব্দের উচ্চারণে এমন ফিৎনা ও গোলযোগ বুঝানো হত, যা দীনের মূল শিক্ষাকে নিশ্চিন্ন করে দেয় অথবা তাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে এবং তা অবশ্যই ধর্মত্যাগের মত ঘটনা হত।

অতএব, বিদআতে দালালাহ বলতে ক্ষুদ্র ও হালকা ধরনের মতবিরোধ নয়, বরং ঐ পর্যায়ের ফিৎনা যার প্রতিটা ফিৎনা ও মতবিরোধ মুসলিম মিল্লাহর প্রতিটি ব্যক্তিকে দীনে ইসলাম থেকে বের করে দীন ত্যাগে (মুরতাদ হতে) বাধ্য করে বা দীন ত্যাগের কারণ হয়। রাসূলে পাক (ﷺ)-এর সুন্নাহ এবং ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতিবন্ধক ও ব্যাপক মতবিরোধ ঘটিয়ে উম্মতের সম্মুখে প্রকাশিত হয় যেমন-যদি কোন ব্যক্তি দীনে ইসলামের মূল বিশ্বাস (আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস, ফেরেস্তা, আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে অবতরণকৃত ইসলাম, পূর্বের আসমানী কিতাবসমূহ, আম্বিয়ায়ে কেরাম, ইয়াওমে আখেরাত বা কিয়ামত, এবং বে'সত বা মৃত্যুর পর পুনরুত্থান থেকে কোন একটাকে অস্বীকার, ইসলামের পঞ্চস্তম্ভ (আল্লাহ ও রাসূল (ﷺ)-এর উপর ঈমান, নামায, রোজা, হজ্ব ও যাকাত) থেকে কোন একটাকে অস্বীকার অথবা ইসলামের মূল আরকানে কম-বেশী, রাসূলে পাক (ﷺ)-এর শেষ নবী হওয়াকে অস্বীকার, তাহরীফে কুরআন (কুরআনে পাকের ভাষায় কম-বেশী) সুন্নাতে রাসূল (ﷺ) কে অস্বীকার, কোন বাহ্যিক ফিৎনার মত বাতিল মসলকের ভিত্তি স্থাপন, জিহাদকে বিলুপ্ত করা, সুদের প্রচলন বা বৈধতা প্রদানের মত অনৈসলামিক কুফুরী আক্বায়েদ ও বিশ্বাসের প্রতিস্থাপন করে। তখন এ ধরণের ফিৎনা ও বিদআতকে আগত ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্ত বিদআতে দালালাহ বা ভ্রান্ত বিদআত বলা হবে। এগুলো এমন ফিৎনা যেগুলোর অনুসারী ও আনুগত্যকারীকে দোজখের আগুন জ্বালানোর সহায়ক বানানোর প্রতিশ্রুতি শুনানো হয়েছে। যে রকম পূর্বে

---

২৮০. তাফসীরে কাবীর, ইমাম রাজী : ১৩/৯ পৃ.

আলোচিত হয়েছে যে- ইসলামের প্রাথমিকযুগে বিদআত এবং এহদাস ফিদ দীনের প্রয়োগ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা প্রশাখা ও মতবিরোধের উপর নয় বরং ঐসব কার্যাবলীর উপর যার কারণে ইসলাম ধর্ম থেকে বের হাওয়া বা ধর্মত্যাগ আবশ্যক হয় এবং উম্মতে মুসলেমাহ ব্যাপক মতবিরোধে লিপ্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ও তার ঐক্য টুকরো টুকরো হয়ে যায়। হাদিসে পাকে এ ধরণের ভ্রান্ত বিদআতকে দোজখের আগুন প্রজ্জলনের সহায়ক বলা হয়েছে। অতএব বিদআত বলতে শুধুমাত্র ঐসব ফিৎনায়ে এরতেদাদ বা ধর্মত্যাগের ফিৎনা এবং তার বিভিন্ন আকৃতিকে বুঝানো হয়েছে, যা নবীয়ে পাক (ﷺ)-এর বেছালের পর সাথে সাথে সৃজিত হয়েছিল বা পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে বিকশিত হয়েছিল। তবে, দ্বিতীয় স্তর তথা পরবর্তী সময়ে বিকাশের উপর ভ্রান্ত বিদআত শব্দের প্রয়োগ হবে না। অতঃপর আজো কোন ঘটনা প্রবাহ সমস্যার উপর বিদআতে দলালাহর ব্যবহারে এরতিদাদ এমন এক সর্বজনীন বিধান যাকে সামনে রেখে আমরা সহজেই বলতে পারি যে এটা বিদআতে দালালাহ বা বিদআতে দালালাহ নয়? সুতরাং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখা নিয়ে মত বিরোধ মাসয়ালা যথা মিলাদ, ওরস, ইসালে ছাওয়াব ইত্যাদিকে বিদআত এবং ভ্রান্ত মুহদাসাতে উমুর বলা যাবে না। কেননা, এতে কোন খুরুজ আনিল ইসলাম বা ইসলাম ত্যাগ আবশ্যক হবে না। আবশ্যক হবে না, এরতিদাদ বা ধর্মত্যাগ বরং মূলতঃ এগুলো শরীয়াতের বিধান কর্তৃক প্রমাণিত। মুহদাসাতে উমুর ঐসব কার্যাবলীকে বলা হয়েছে যেগুলোর কারণে উম্মতে মুসলিমায় ব্যাপক মত বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। হয়েছে ক্ষত বিক্ষত, গঠিত হয়েছে পৃথক সেনাবাহিনী, হয়েছে যুদ্ধ এবং শাহাদাৎ বরণ করেছেন সহস্রাধিক মুসলিম জনতা।

অবাক হতে হয় ঐ সব ব্যক্তি বর্গের উপর যারা নবীয়ে পাক (ﷺ)-এর মিলাদ এবং ইসালে সাওয়াব ইত্যাদির মত সৎ কাজকে মুহদাসাতুল উমুর বা বিদআতে দালালাহ বলেছেন। কেউ একার্যাবলীর উপর বিশ্বাস রাখুক বা না রাখুক, এসব কাজ আদায়কারীরা সাওয়াব পাবে। কিন্তু ভক্তদেরকে ইসলাম ধর্মে বিদআতী ঘোষণা করা নবীয়ে পাক (ﷺ) সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবিয়ীনের সুন্নাতের অস্বীকার, হাদিসের অস্বীকার, এবং রাসূলে পাক (ﷺ)-এর উপর দাম্ভিকতা। لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا এ অর্থ। এগুলো মূলতঃ ধর্মে মুস্তাহাব কার্যাবলী যেগুলোকে কোন যুগে কোন দীনদার সত্যবাদী কখনো এহদাস বা বিদআতী মন্তব্য করেননি, ঘোষণা দেননি।

FOLLOW US

https://sunni-encyclopedia.blogspot.com

Download our APP

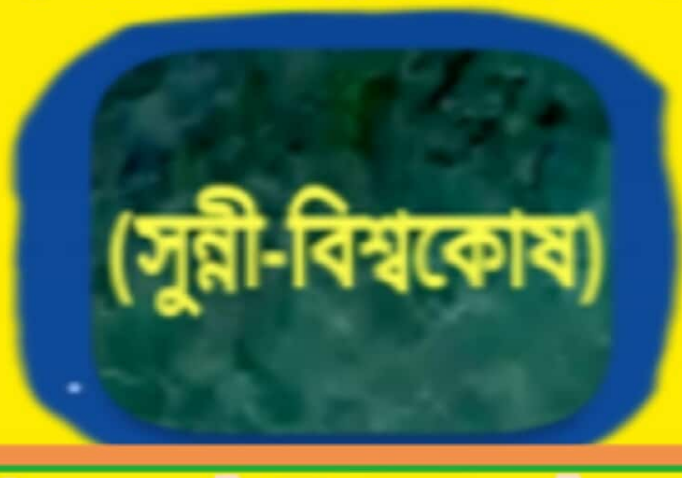

Sunni-Encyclopedia

অধ্যায়-৭

এজতিহাদ (গবেষণা) এবং বিদআতের ধারণা

* اجْتِهَادِ الرَّأْيِ দ্বারা নতুন ভাল কার্যাবলীর প্রয়োগে এসতিদলাল (প্রমাণ উপস্থাপন)
* এজতিহাদ (গবেষণা) এর উপর প্রতিদান ও সাওয়াবের সুসংবাদ
* ভাল কার্যাবলীর প্রচলন প্রতিদান ও বিদআতের ধারণা
* উদাহরণ দ্বারা বুঝিয়ে বলা
* আলোচনার সংক্ষিপ্ত সার

মানবজীবন প্রতিটা উন্নয়ন গবেষণা ও প্রচেষ্টার কাছে ঋণী। গবেষকদের সর্বশ্রেষ্ঠ উপহারই মানবজীবনের সম্ভাব্যতাকে বাস্তবায়িত করে উন্নয়নের রাজপথে পতিত করে। ইসলাম ধর্মের স্বভাবে মহান আল্লাহ পাক এ ধরনের উৎফুল্লতা ও স্থায়ী সৌন্দর্যতা বিরাজ রাখে যে একদিকে এসব অবস্থাদি ও পরিবেশ সমূহ এবং স্থান-কালের সমন্বয়ে সমাজের একক ও সমষ্টিগত প্রয়োজনাবলীকে পরিপূর্ণ করবে, অন্যদিকে নিজেদের যাবতীয় মূল বস্তুসমূহ ও ভিত্তির উপাদান সমূহকে বিধি বিধানানুযায়ী স্থীর রেখে নিজের মূল অবয়বকে বহাল রাখে।

নিম্মে হাদিসে নববীর আলোকে "এজতিহাদ (গবেষণা) ও বিদআতের ধারণার" সূত্রে বিস্তারিত বর্ণনা করব, যাতে মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কিত উদিত হওয়া সন্দেহাদি দূরীকরণে সহায়ক হয়।

হাদিস اجْتِهَادِ الرَّأْيِ দ্বারা নতুন ভাল কার্যাবলীর প্রয়োগে (এসতিদলাল) প্রমাণাদি উপস্থাপন

যদি কোন মাসয়ালার সিদ্ধান্ত কুরআনে পাক এবং হাদিসে পাকে পাওয়া না যায়, তা হলে গবেষণা করে এর সমাধান দেয়া শুধু বৈধ নয় বরং রাসূলে পাক (ﷺ)-এর নির্দেশের উপরই এ নির্দেশও গবেষণা শুধু কুরআন মজীদ বা সুন্নাতে রাসূল (ﷺ) না থাকার কারণে ভাল এবং ধর্মীয় প্রয়োজন ও পরিশুদ্ধির বৈধতা প্রদান করেনি বরং এধরণের স্থান কাল পাত্র বিশেষে গবেষণাকে সুন্নাতের মর্যাদা দিয়েছেন।

এ বাস্তবতায় হযরত মুয়াজ বিন জবল (رضي الله عنه) এর হাদিস ন্যায় পরায়ন সাক্ষী। ইমাম আবু দাউদ (رحمه الله) (২৭৫ হি:) স্বীয় সুনানে

بَابُ اجْتِهَادِ الرَّأْيِ فِي الْقَضَاءِ

রাওয়ায়েত করেন যে, হযরত মায়ায বিন জবল (رضي الله عنه) কে ইয়ামানের বিচারক নিয়োগ দিয়ে প্রেরণের সময় নবীয়ে পাক (ﷺ) জিজ্ঞাসা করেছিলেন-

كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟»، قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللهِ قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللهِ؟»، قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا فِي كِتَابِ اللهِ؟» قَالَ:

أَجْتَهِدُ رَأْيِي، وَلَا آلُو فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، وَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ، رَسُولِ اللهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللهِ.

-হে মুয়া'জ! তোমার সামনে যখন কোন বিষয় ফায়সালার জন্য উপস্থাপন করা হবে, তুমি কিভাবে তার সমাধান করবে? উত্তরে হযরত মু'য়াজ (ﷺ) রাসূলে পাক (ﷺ) কে বললেন- আমি কুরআনে পাকের অনুসরণে ফয়সালা করব। তখন নবীয়ে পাক (ﷺ) বললেন যদি তুমি কুরআনে পাকে এর ফয়সালা না পাও, তখন হযরত মু'য়াজ (ﷺ) রাসূলে পাক (ﷺ) কে বললেন, আমি আমার বিবেক থেকে ইজতিহাদ (চিন্তা গবেষণা) করে ফায়সালা দিব এবং কোন সংকোচন করব না। হযরত মু'য়াজ (ﷺ) বলেন অতঃপর সরকারে দোআলম (ﷺ) নিজের রহমত ও দয়ার হাত মোবারক আমার বক্ষে লাগিয়ে বললেন, সমস্ত প্রশংসা ঐ মহান আল্লাহ পাকের, যিনি রাসুল (ﷺ) কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধিকে এমন সমর্থন দিয়েছেন, যা আল্লাহর রাসুল (ﷺ)-এর সন্তুষ্টির কারণ হয়।[২৮১]

এ হাদিসে পাকে হযরত মু'য়াজ (ﷺ) কর্তৃক উচ্চারিত শব্দ اجْتِهَادِ الرَّأْيِ (আমি নিজ বিবেক ও গবেষণায় সিদ্ধান্ত দেব) বলা, এবং এর উপর সরকারে দো আলম (ﷺ)-এর জবানে পাক নিসৃত বক্তব্য-

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ، رَسُولِ اللهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللهِ

এ হযরত মু'য়াজ বিন জবল (ﷺ)-এর বক্তব্যের উত্তরে শুধু সন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ নয় বরং একথাও প্রমাণিত যে, যে কাজ কুরআনে পাক ও হাদিসে রাসূল (ﷺ) অনুপস্থিত তা নয় বরং রাসূলে পাক (ﷺ)-এর দরবারে অনুমোদনের মাধ্যম, এ বিধানই "বিদআতে হাসানা" এ হাদিস নিসৃত কার্যকরী শিক্ষা। সৈয়্যদুনা হযরত ওমর (ﷺ) নবাগত মাসয়ালার সিদ্ধান্ত

---

২৮১ .(ক) সুনানে আবি দাউদ, কিতাবুল কাজা, বাবু এজতিহাদির রাই ফিল কাজা : ৩/৩০৩ হাদিস: ৩৫৯২

(খ) জামেউত তিরমিজি, আবওয়াবুল আহকাম, বাবু মা যায়া ফিল কাজি : ৩/৬/৬ হাদিস: ১৩২৭

(গ) আল সুনানুল কোবরা, ইমাম বায়হাকী : ১০/১৪৪ হাদিস: ২০৩৩৯

(ঘ) আল মুসান্নাফ, ইমাম ইবনে আবি শায়বা : ৪/৫৪৩ পৃ.

(ঙ) আল মুসনাদ, ইমাম আবু দাউদ তায়লসী : ১/৭৬পৃ. হাদিস: ৫৫৯

(চ) আল মুসনাদ, ইমাম আবদ বিন হুমাইদ : ১/৭২ হাদিস: ১২৪

(ছ) আল মু'জামুল কাবীর, ইমাম তাবরানী : ২০/১৭০ হাদিস: ৩৬২

বিবেকের প্রচেষ্টায় কার্যকর করতেন এবং নিজেদের বুদ্ধি বিবেচনায় নবাগত মাসয়ালার সিদ্ধান্ত খুঁজতে সবাইকে নির্দেশ দিতেন।

আল্লামা ইবনে কাইয়্যুম জাওযী (৭৫১ হি:) ই'লামুল মু'কিয়ীনে উল্লেখ করেন যে, হযরত ফারুকে আযম (রা.) দুরাবস্থায় নিজেদের চিন্তা ও গবেষণায় এবং বিজ্ঞ আলেমদের পরামর্শের নির্দেশ দিয়ে কাজী সুরাইহ (রা.) (৭৬ হি.) কে বলেছিলেন-

اقْضِ بِمَا اسْتَبَانَ لَكَ مِنْ كِتَابِ اللهِ، فَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ كُلَّ كِتَابِ اللهِ فَاقْضِ بِمَا اسْتَبَانَ لَكَ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ كُلَّ أَقْضِيَةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاقْضِ بِمَا اسْتَبَانَ لَكَ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُهْتَدِينَ، فَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ كُلَّ مَا قَضَتْ بِهِ أَئِمَّةُ الْمُهْتَدِينَ فَاجْتَهِدْ رَأْيَكَ، وَاسْتَشِرْ أَهْلَ الْعِلْمِ وَالصَّلَاحِ.

-"যে সব ব্যাপারে রাসূলে পাক (ﷺ)-এর সিদ্ধান্ত স্পষ্ট থাকে সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত দিন, যদি রাসূলে পাক (ﷺ)-এর সিদ্ধান্তাবলী সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকে, তা হলে বিজ্ঞ সৎ ঈমামগণের প্রদত্ত সিদ্ধান্ত ফায়সালা করুন। যদি তাঁদের সিদ্ধান্তের জ্ঞান না থাকে তা হলে নিজেদের বিবেকে ও এজতিহাদ (চিন্তা ও গবেষণা) কর এবং বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করুন।"[২৮২]

এ হাদিসে পাকে এ বিধানও প্রতিফলিত হয় যে, যদি কোন মাসয়ালার বৈধতা বা সমাধান সরাসরি কুরআনে পাক ও হাদিসে নববী (ﷺ) এ দ্বারা প্রমাণিত না থাকে তখন তার সমাধানের ভিত্তি যে বিবেক চিন্তা ও গবেষণা তা সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। অতএব বিষয়টা সরাসরি বা তার সমাধান সম্পূর্ণ নতুন হওয়ার কারণে বিদআত হলেও সমাধানের মাধ্যম শরীয়ত সম্মত হওয়ার কারণে এটা সুন্নাহর অনুকরণে। কিন্তু নতুনত্বের কারণে এ আমলটা শাব্দিক ভাবে বিদআত হয়েছে। তবে শরীয়ত সম্মত কারণে পদ্ধতিগত ভাবে বিদআতে হাসানা হয়েছে। এটা এক স্থায়ী বিধান যা ইসলাম ধর্মের শিক্ষাকে কাল ও সমাজের বিবর্তনে, অবস্থাদি ও জীবনের নব নব সৃজিত প্রয়োজনাদির পরিপূর্ণতায় স্থায়ী পরিবর্তন ও ধারবাহিকতা প্রদান করে। এসব বিধানাবলীর

---

২৮২. ইবনুল কাইয়্যুম, ইলামুল মুয়াক্কীন : ১/১৫৬পৃ.

কারণে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অনুশাসনে জড়তা সৃষ্টি হতে পারে না। এসব বিধানাবলী ইসলামী অনুশাসনের স্থায়ী ও পরিবর্তনশীল কার্যক্রম ও ধারবাহিক কার্যক্রমতাকে স্থির রাখে যার মাধ্যমে এ অনুশাসনে সতেজতা বিরাজ থাকে।

এজতিহাদ (গবেষণা)'র প্রতিদান ও সাওয়াবের সুসংবাদ

যখন কোন গবেষক খাঁটি নিয়্যতে গবেষণার মাধ্যমে কোন মাসয়ালা সৃজন করেন এবং তা সঠিক হয় তখন মহান আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে সে দুটি প্রতিদান প্রাপ্ত হয়। আর যদি তার গবেষণালব্ধ মাসয়ালা বা হুকুম ভুল হয় তখন তার গবেষণার পরিশ্রমের জন্য মহান আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে একটা প্রতিদান প্রাপ্ত হন। হযরত আবু হুরায়রা (ﷺ) থেকে বর্ণিত রাসূলে পাক (ﷺ)-এরশাদ করেন-

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ، كَانَ لَهُ أَجْرٌ

-যখন কোন হাকেম (বিচারক) তার বিচার কার্য গবেষণায় (চিন্তা ও বিবেকের প্রচেষ্টায়) সমাধান করে বা নির্দেশ দেয় এবং তাঁর বিচারকার্য সঠিক হয় তখন তার জন্যে দুটি প্রতিদান, আর যদি এজতিহাদের মাধ্যমে সমাধান করার পর তা ভুল হয়, তখন তার জন্য একটা প্রতিদান রয়েছে (মহান আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে)।[২৮৩] প্রশ্ন হয় যে- গবেষকদেরকে এভাবে উৎসাহিত কেন করা হচ্ছে? তাদের ভুল-ত্রুটির উপরও তাদেরকে প্রতিদান দিয়ে সম্মানিত করা হচ্ছে। কারণ একটাই যে, যদি গবেষক এবং বিজ্ঞ আলেমদেরকে তাদের কর্মক্ষেত্রে এভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় যে তারা রাসূলে পাক (ﷺ) এবং সাহাবায়ে কেরামের যুগের বিচারকার্য ও সমাধানকে সামনে

২৮৩.(ক) সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল এতিসাম, বাবু আজরিল হাকেম ইজাজ তাহাদা : ৬/২৬৭৬ হাদিস: ৬৯১৯
(খ) সহীহ মুসলিম, কিতাবুর আকজিয়া, বাবু বায়ানে আজরিল হাকেম ইজাজ তাহাদা ফা আসাবা আউ আখতায়া : ৩/১৩৪২ হাদিস: ১৭১৬
(গ) জামে তিরমিজি, আব ওয়াবুল আহকাম, বাবু মা জায়া ফিল কাজী যুসীবু আউ যুখতী : ৩/৬১৫ হাদিস: ১৩২৬
(ঘ) সুনানু আবি দাউদ, কিতাবুল কাজা, বাবু ফিল কাজি যুখতী : ৩/২৯৯ হাদিস: ৩৫৭৪
(ঙ) সুনানু নাসায়ী, কিতাবু আদাবিল কাজা, বাবুল এসাবতি ফিল হুকুম : ৮/২২৩ হাদিস: ৫৩৮১
(চ) সুনানু ইবনে মাযাহ, কিতাবুল আহকাম, বাবুল হাকেম এয়াজতাহিদু ফাযুসীবুল হক : ২/৭৭৬ হাদিস: ২৩১৪

রেখেই কাজ করতে, অন্য কোন নতুন কাজ বিদআত মনে করে পরিহার করবে। তখন নতুন পুরাতনের পার্থক্য বা দূরত্ব বিরাজমান থাকবে। পরিণতিতে ইসলামী জীবন পদ্ধতিতে ঝড়তা ও স্থিরতা আবশ্যক হয়ে পড়বে। কেননা গবেষকরা নিজেদের চিন্তা ও বিবেক-বিবেচনা দিয়ে নতুন নতুন সৃজিত সমস্যার সমাধান দিয়ে দীনের চলমান প্রক্রিয়ার জড়তা ও স্থবিরতা দূরীভুত করে, ফলে তাদের চিন্তা গবেষণা শরীয়তের নির্দেশাবলীর গতি ও ধারাবাহিকতাকে স্থির ও বহাল রাখার কারণ হয়। এটাই একমাত্র কারণ যে কারো গবেষনার ফলাফল ভুল হলেও তার আন্তরিক স্বচ্ছতা ও সৎ ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত গবেষণালব্ধ কর্ম ও প্রচেষ্ঠায় উৎসাহ প্রদানে তাকে প্রতিদান দিয়ে সম্মানিত করা হয় সমাধান স্পষ্ট যে এক "নতুন পদক্ষেপ"। যদি তাদের গবেষণালব্ধ কুরআন-সুন্নাহ অথবা রাসূলে পাক (ﷺ) এবং সাহাবায়ে কেরামের সময়ে প্রমাণিত বস্তু হত তা হলে তা গবেষণালব্ধ ফলাফল হত না, বরং তা নস (অকাট্য দলীল) নির্দেশিত বিধান হত। যেহেতু গবেষণা প্রসূত ফলাফল শরীয়তের মূল উৎপত্তিস্থল থেকে বা সুন্নাহ ব্যাপ্তি কালের প্রমাণিত বস্তু নয়, তাই শাব্দিকভাবে ইহা বিদআত সৃজন প্রক্রিয়ায় গবেষণা, আবশ্যকতায় কল্যাণ, নির্দেশনায় হাসানা, এ ধরণের কাজকে বিদআতে হাসানা বলা হয়। এ ধরণের গবেষণায় প্রতিদান দেয়া হয় এবং এটা রাসুলে পাক (ﷺ)-এর নির্দেশ, মূলতঃ সুন্নাতে নবী (ﷺ)-এর অনুকরণ।

ভাল কার্যাবলী প্রয়োগ ও বিদআতের ধারণা

ইমাম মুসলিম (রা.) (২৬১ হি.) কিতাবুয যাকাতের "আল হিচ্ছু আলাচ ছদকা" অধ্যায়ে রাওয়ায়েত করেন যে, নবীয়ে পাক (ﷺ) ভাল কার্যাবলী এবং সৎ ও সুন্দর নির্দেশাবলীর প্রচলনে উৎসাহ প্রদান করতে এরশাদ করেন-

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا

-যে ব্যক্তি ইসলামে কোন সৎকাজের সূচনা করেছে, সে একাজের নিজের আমলের সওয়াব পাবে এবং পরবর্তীতে যে সব ব্যক্তিবর্গ এসব কাজ করবে তাদের আমলের সওয়াব পাবে। আগত ভবিষ্যতে আমলকারীদের আমলের সওয়াবে কোন ত্রুটি হবে না এবং যে ব্যক্তি ইসলামে কোন খারাপ কাজের সূচনা করেছে সে নিজের খারাপ কাজের গুনাহ পাবে আরো পাবে পরবর্তীতে আগত ব্যক্তিদের খারাপ কাজের গুনাহ। আগত ভবিষ্যতে ঐ খারাপ কাজের গুনাহে কোন ত্রুটি বা কমি হবে না।[২৮৪]

ইমাম এয়াহয়া বিন শরফ নববী (ﷺ) (৬৭৬ হি.) উল্লেখিত হাদিসের বিশ্লেষণে ভাল কার্যাবলীর প্রচলনের সপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করতে লিখেছেন-

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً[২৮৫] وَفِي الْحَدِيْثِ الْآخَرِ مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ هَذَانِ الْحَدِيْثَانِ صَرِيْحَانِ فِي الْحَثِّ عَلَى اسْتِحْبَابِ سَنِّ الْأُمُوْرِ الْحَسَنَةِ وَتَحْرِيْمِ سَنِّ الْأُمُوْرِ السَّيِّئَةِ.

---

২৮৪ .(ক) সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, বাবুল হিচ্ছে আলাস সদকা : ২/৭০৫ পৃ. হাদিস: ১০১৭

(খ) সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল এলম, বাবু মান সান্না সুন্নাতান হাসানাতান আউ সাইয়্যেতান : ৪/২০৫৯ হাদিস:২৬৭৪

(গ) সুনানু নাসায়ী, কিতাবুয যাকাত, বাবুত তাহরীসে আলাস সদকা : ৫/৫৫, ৫৬, হাদিস: ২৫৫৪

(ঘ) সুনানু ইবনে মাযাহ, মোকাদ্দেমা, বাবু মান সান্না সুন্নাতান হাসানাতান আও সাইয়্যেতান : ১/৭৪ হাদিস: ২০৩

(ঙ) আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ৪/৩৫৭-৩৫৯ পৃ.

(চ) আস-সহীহ্, ইমাম ইবনে হিব্বান : ৮/১০১, ১০২ পৃ. হাদিস: ৩৩০৮

(ছ) আস-সুনান, ইমাম দারেমী : ১/১৪১ হাদিস: ৫১৪

(জ) আল মুসান্নাফ, ইমাম ইবনে আবি শায়বা : ২/৩৫০ হাদিস: ৯৮০৩

(ঝ) আস-সুনানুল কোবরা, ইমাম বায়হাকী : ৪/১৭৫ হাদিস: ৭৫৩১

২৮৫.(ক) সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল এলম, বাবু মান সান্না সুন্নাতান হাসানাতান আও সাইয়্যেতান ওয়ামান দায়া লা হুদা আও দালালাহ : ৪/২০৬০ হাদিস:২৬৭৪

(খ) সুনানু তিরমিজি, কিতাবুল এলম আন রাসূলিল্লাহে (ﷺ) বাবু মা জায়া ফিমান দায়া ইলা হুদা ফাত্তাবে, আও ইলা দালালাহ : ৫/৪৩ পৃ.

(গ) সুনানু আবি দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ বাবু লুযুমিস সুন্নাহ : ৪/২০১ হাদিস: ৪৬০৯

(ঘ) সুনানু ইবনে মাযাহ, আল মোকাদ্দেমা, বাবু মান সান্না সুন্নাতান হাসানাতান আও সাইয়্যেয়াতান : ১/৫৫ হাদিস: ২০৬

(ঙ) সহীহ্ ইবনি হিব্বান, বাবু জিকরিল হুকুম ফিমন দায়া ইলা হুদা আউ দালালাহ ফাত্তাবেয় আলাইহে : ১/৩১৮ হাদিস: ১১২

(চ) আস-সুনান, ইমাম দারেমী : ১/১৪১ পৃ. হাদিস: ৫১৩

(ছ) আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ২/৩৯৭ পৃ. হাদিস: ৯১৪৯

নবীয়ে পাক (ﷺ) এর হাদিস - مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً

এবং অন্য এক হাদিসে পাকে- مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ

এ দু'হাদিস সৎকাজের প্রচলন মুসতাহাব এবং খারাপ কাজের প্রচলন নিষিদ্ধ হওয়ার উপর অকাট্য দলিল।

যদি হাদিসেপাকের শব্দগুলোকে একটু গভীরভাবে এবং চিন্তাসহকারে দেখি, তা হলে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, এখানে সুন্নাত শব্দের ব্যবহার সুন্নাতে শরয়ী নয় বরং সুন্নাতে লুগাবী বা আভিধানিক বিদআত শব্দের অনুরূপ সুন্নাত শব্দের ব্যবহারও দুভাবে।[২৮৬] যদি مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ দ্বারা সুন্নাতের শরয়ী অর্থে সুন্নাতে রাসূল (ﷺ) বা সুন্নাতে সাহাবা (رضي الله عنهم) নেয়া হত তাহলে سُنَّةً حَسَنَةً (ভাল ও সৎ সুন্নাত) এবং سُنَّةً سَيِّئَةً (খারাপ সুন্নাত) বলে দুভাগে করা হত না। কেননা, সুন্নাতে রাসূল (ﷺ) কখনো سَيِّئَةً (খারাপ) হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। সব সময় حَسَنَةٍ ভাল ও সৎ ই হয়। এখানে রাসূলে পাক (ﷺ) সুন্নাত শব্দ ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তার ব্যবহার হাসানা, সাইয়্যিয়া দু'ভাবে বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে একটার প্রতিদান সুসংবাদ দিয়েছেন, এবং দ্বিতীয় গুনাহ শাস্তির উল্লেখ করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, সুন্নাতের প্রকরণ হাসানা ও সাইয়্যিয়ায় সরাসরি করা হয়েছে। যাতে অস্বীকারের কোন সম্ভাবনা না থাকে।

সুতরাং এ পর্যায়ে এর ব্যাখ্যা শুধুমাত্র এভাবেই করতে হবে যে, সুন্নাত শব্দের ব্যবহার অভিধানিক ভাবে নেয়া হয়েছে, শরয়ী ভাবে নয় এবং এখানে সুন্নাত শব্দের অর্থ কোন নতুন রাস্তার প্রচলন বের করা।

উদাহরণ দ্বারা বুঝিয়ে বলা

(১) ইসলামের প্রারম্ভিক সময়ে নিয়ম ছিল যে, রাসূলে পাক (ﷺ) নামাযের ইমামতি করার মধ্যবর্তী সময়ে কেউ আসলে নামাযরত কারো কাছে নামায কয় রাকাত বা কতটুকুন হয়েছে তা জিজ্ঞাসা করে প্রথমে তা পড়ে নিয়ে

(অ) আল মুসনাদ, আবু আওয়ানা : ৩/৪৯৪ হাদিস: ৫৮২৩

২৮৬. শরহ সহীহ মুসলিম, নববী : ১৬/২২৬পৃ.

তারপর রাসূলে পাক (ﷺ)-এর সাথে নামাযে শরীক হতেন। একদিন হযরত মু'য়াজ (রা:) এসেছেন এবং বলেছেন-

لَا أَجِدُهُ عَلَى حَالٍ أَبَدًا إِلَّا كُنْتُ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَضَيْتُ مَا سَبَقَنِي.

-আমি রাসুলে পাক (ﷺ) কে নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে যে অবস্থায় পাব সে অবস্থায় মিলিত হব, এবং যতটুকু নামায মিলিত হওয়ার পূর্বে ছুটে গিয়েছে তা রাসূলে পাক (ﷺ) নামাযের সালাম ফিরানোর পর পড়ে নেব।[২৮৭]

অতঃপর রাসূলে পাক (ﷺ) নামাযের সালাম ফিরানোর পর দাঁড়িয়ে বাকী নামায পড়ে নিলেন। নবীয়ে পাক (ﷺ) মু'য়াজ বিন জাবল (رضي الله عنه) কে বাকী নামাযের জন্য দাঁড়াতে দেখে বললেন-

إِنَّهُ قَدْ سَنَّ لَكُمْ مُعَاذٌ فَهَكَذَا فَاصْنَعُوا

-"হযরত মু'য়াজ (رضي الله عنه) তোমাদের জন্য একটা উত্তম পথ বের করেছে, তোমরাও এখন থেকে এভাবে করতে থাক।"[২৮৮]

এখানে একটা ব্যাপার লক্ষণীয় যে, হযরত মু'য়াজ বিন জাবাল নিজের মত, বিবেক ও এজতিহাদে ঐ নিয়ম পরিহার করেছে, যা অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম করে আসছিল। কিন্তু হযরত মুয়াজ বিন জাবাল (رضي الله عنه) আন্তরিক ও শিষ্টাচার সম্মত আমল করলেন, যা সরকারে দো আলম (ﷺ)-এর পছন্দ হল, তিনি এ কজের সুনাম বর্ণনা করতে গিয়ে সবাইকে এ নতুন কাজ গ্রহণ করার নির্দেশ দিলেন।

(২) কুরআনে পাকের একত্রিকরণ ও সংকলন সাহাবায়ে কেরামের এক গবেষণালব্ধ বিবেক সম্পন্ন চিন্তার সিদ্ধান্ত। যদিও এটা একটা "নতুন কাজ" এবং সরাসরি সাহাবায়ে কেরামের নিকট সঠিক কোন নির্দেশনা ছিল না কুরআন সংকলনের ব্যাপারে। কিন্তু তারপরও তারা নিজেদের গবেষণা ও

---

২৮৭. আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ৫/২৪৬পৃ. হাদিস: ২২৪৭৫

২৮৮. ক. ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ, ৩৬/৪৩৬পৃ. হাদিস : ২২১২৪

(খ) সুনানে আবি দাউদ, কিতাবুস সালাত, বাবু কায়ফাল আযান : ১/১৩৯ হাদিস: ৫০৬

(গ) আল মু'জামুল কবীর, ইমাম তাবরানী : ২০/১৩৪ হাদিস: ২৭১

(ঘ) আল মুজামুল কবীর, ইমাম তাবরানী : ২০/১৩৩ হাদিস: ২৭০

(ঙ) আস সুনানুল কোবরা, ইমাম বায়হাকী : ৩/৯৩ হাদিস: ৪৯২৫

(চ) আসসুনানুল কোবরা, ইমাম বায়হাকী : ২/২৯৬ হাদিস: ৩৪৩৩

(ছ) আদদেরায়া ফি তাখরীজে আহাদীসিল হেদায়া, ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী : ১/২৩৪

(জ) আল-তালখীসুল হবীর, ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী : ২/৪২ হাদিস: ৫৯৬

দূরদৃষ্টি কাজে লাগিয়ে এ "নতুন কাজটি" সৎ ও ভালভাবে কুরআনে পাককে একত্রি করণ ও সংকলনের অবয়বে এক মহৎ কাজ সম্পন্ন করেছেন। আল্লামা শাতেবী (رحمه الله) (৭৯০ হি.) স্বীয় প্রসিদ্ধ কিতাব আল এ'তিসামে কুরআন সংকলন ও একত্রিকরণ সূত্রে লিখেছেন-

أَنَّ أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِتَّفَقُوْا عَلَى جَمْعِ الْمُصْحَفِ، وَلَيْسَ ثَمَّ نَصٌّ عَلَى جَمْعِهِ وكَتْبِه.

-রাসূলে পাক (ﷺ)-এর সাহাবায়ে কেরাম কুরআনে করীমকে একটি কিতাব আকারে একত্রিকরণে ঐক্যমত হয়েছেন। একমত হয়েছেন কিন্তু কুরআনে পাককে একত্রিকরণ ও লিখার ব্যাপারে তাদের নিকট সরাসরি কোন নির্দেশ ছিল না।[২৮৯]

এ বক্তব্য থেকে আমরা এ ফলাফলে উপনীত হতে পারি যে, ভাল এবং ধর্মীয় কল্যাণ নির্ভরশীল কার্যাবলী বাস্তবায়িত করা সাহাবায়ে কেরামের সুন্নাত। এ ধরণের কার্যাবলী শুধুমাত্র নতুন কাজ হওয়ার কারণে পরিহার করা যাবে না। তার প্রমাণ হল যে, যখন হযরত ওমর ফারুক (رضي الله عنه)'র চিন্তা চেতনায় কুরআনে পাকের সংকলনের ব্যাপার সন্নিবেশিত হল। তিনি সিদ্দিকে আকবর (رضي الله عنه) দরবারে এসে বললেন যে আমার প্রস্তাব হল কুরআনে পাককে এখনই এক কিতাবের অবয়বে একত্রিকরণ করা হউক, যাতে উত্তম উপায়ে কুরআনে পাক সংরক্ষণ হয়। সৈয়্যদুনা সিদ্দিকে আকবর (رضي الله عنه) প্রথমে বলেছিলেন -

كَيْفَ أَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থাৎ আমি এমন কাজ কীভাবে করতে পারি? যে কাজ রাসূলে পাক (ﷺ) করেন নি। উত্তরে হযরত ওমর ফারুক (رضي الله عنه) বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন একথা সত্য যে, আকা মাওলা (ﷺ) নিজের হায়াতে তৈয়্যবার কারণে কুরআনে পাকের সংরক্ষণ প্রয়োজন মনে করেননি কিন্তু فَوَ اللهِ خَيْرٌ আল্লাহ শপথ নিয়ে বলছি, এটা অত্যন্ত ভাল কাজ। একাজ অবশ্যই করতে হবে, করা উচিত।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (رضي الله عنه) এর অন্তর যখন কুরআন সংকলনের মত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে (শরহে সুদুর) সম্প্রসারিত হল। তিনি হযরত যায়েদ বিন

---

২৮৯ . ২৮৪. আল-ই'তিসাম, ইমাম শাতেবী : ২/১১৫ পৃ.

সাবেত আনসারী (ﷺ) কে বললেন, আপনি বিজ্ঞ যুবক ব্যক্তি এবং কাতেবে ওহী ছিলেন। অতএব আপনি কুরআনে পাককে বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করে একত্রিত করুন। হযরত যায়েদ বিন সাবেত (ﷺ) এতবড় সূক্ষ্ম ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রাপ্ত হওয়ার পর বললেন, আল্লাহর শপথ নিয়ে বলছি যে, সিদ্দিকে আকবর (ﷺ) যদি আমাকে বলতেন যে এ পাহাড়টা এখান থেকে সরিয়ে অন্য যায়গায় নিয়ে যান তাহলে একাজটা কুরআন সংকলন থেকে ভারী হতনা। হযরত যায়েদ বিন সাবেত (ﷺ) এ নতুন কাজের দায়িত্ব প্রাপ্তির সূত্রে হযরত ওমর (ﷺ) এবং সিদ্দিকে আকবরকে বললেন-

كَيْفَ تَفْعَلُونَ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هُوَ وَاللهِ خَيْرٌ.

-আপনারা এ কাজ কীভাবে করতে পারেন, যে কাজ রাসুলে পাক (ﷺ) করেন নি? হযরত আবু বকর (ﷺ) বললেন, আল্লাহর শপথ এটা উত্তম কাজ।[২৯০] যখন হযরত যায়েদ (ﷺ) এর কাছে এর প্রয়োজনীয়তা অনুধাবিত হল তিনি এ বরকতময় পূণ্যময় কাজে সচেষ্ট হলেন।

এ হাদিসে পাকে গুরুত্বপূর্ণ কথা হল হযরত যায়েদ বিন সাবেতের প্রশ্নের -

كَيْفَ تَفْعَلُونَ شَيْئًا؟ لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

উত্তরে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (ﷺ) এ কাজ বিদআত অর্থাৎ নতুন হওয়ার অস্বীকার করেছেন এবং ফারুকে আজম (ﷺ) ঐ শব্দই পূনরাবৃত্তি করেছেন هُوَ وَاللهِ خَيْرٌ আল্লাহর শপথ! ইহা উত্তম কাজ। এতে প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কেরাম সদ্য নব সৃজিত মাসায়েল জীবন ধারনে ইজতিহাদ ও

---

২৯০. (ক) সহীহ বুখারী, কিতাবুত তাফসীর, বাবু কাউলিহি লাকাদ জায়াকুম রাসূল: ৪/১৭২০ হাদিস: ৪৪০২

(খ) সহীহ বুখারী, কিতাবুল আহকাম, বাবু এয়াস্তাহিকুলিল কুতুবে আন এয়াকুনা আমীনান আকেলান : ২৬২৯/৬ নং ৬৭৬৮

(গ) জামেউত তিরমিজী, কিতাবুত তাফসীর, বাবু মিন সুরাতি তোবা : ৫/২৮৩ হাদিস: ৩১০৩

(ঘ) আস-সুনানুল কোবরা, ইমাম নাসায়ী : ৫/৭ পৃ. হাদিস: ২২০২

(ঙ) আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ১/১৩ পৃ. হাদিস: ৭৬

(চ) আস সহীহ, ইমাম ইবনে হিব্বান : ১০/৩৬০ পৃ. হাদিস: ৪৫০৬

(ছ) আল মো'জামুল কাবীর, ইমাম তাবরানী : ৫/১৪৬ পৃ. হাদিস: ৪৯০১

(জ) আল মুসনাদ, আবু ই'য়ালা : ১/৯১ পৃ. হা/৯১

(ঝ) আস-সুনানুল কোবরা, ইমাম বায়হাকী : ২/৪০ পৃ. হাদিস: ২২০২

বিদআতের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য করতেন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৎকার্যাবলী ও ভাল নির্দেশাবলী শুধুমাত্র নতুন হওয়ার কারণে পরিহার করার পরিবর্তে এ হাদিস শরিফ[২৯১]- مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً এর অধীনে ব্যাপক ও প্রশস্ত অন্তরে স্থান দিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরামের এ গবেষণামূলক পদক্ষেপ প্রমাণ করছে যে, যে সব কাজ বিজ্ঞতা ও কল্যাণময় দীনের জন্য এবং শরয়ী বিধানের পরিপন্থী ও সাংঘর্ষিক না হয়। এগুলো নিঃসন্দেহে ও নিঃসংকোচে মুবাহ, বৈধ ও শরীয়ত সম্মত।

(৩) সৈয়্যদুনা হযরত ওমর ফারুক (ﷺ) তারাবীহর নামায জামাত সহকারে আদায় করার ব্যবস্থাপনা এবং এটাকে نِعْمَ الْبِدْعَةُ هٰذِهٖ কত উত্তম বিদআত এটা বলাটা সর্বকালের জন্য বিদআত এবং ইজতিহাদের পাথর্ক্যকে স্পষ্ট করে দিয়েছে। জামাতসহকারে তারাবীহ'র নামাযের পূর্ব সূত্র হল রাসূলে পাক (ﷺ)-এর তিন রাতে তারাবীহর জামাত পড়ানো ছাড়া বাকী সময়ে না পড়ানো, তারপর সিদ্দিকে আকবরের আড়াই বৎসর খিলাফত কালে না পড়ানোই সাহাবায়ে কেরামের আমল থাকার পর সৈয়্যদুনা হযরত ওমর (ﷺ) এর খিলাফতের সময় তিনি মনে করলেন যে সময়ের ব্যবধানে হয়ত নামাযে তারাবীহই বিলুপ্ত হয়ে না যায় তাই তিনি হযরত ওবাই বিন কা'ব (ﷺ) কে যিনি হাফেজে কুরআন ছিলেন ইমামতির দায়িত্ব দিয়ে সাহাবায়ে কেরামকে একত্রিত করে ছিলেন। হযরত আবদুর রহমান বিন আবদুল ক্বারী (ﷺ) বর্ণনা করেন[২৯২]-

---

২৯১. (ক) মুসলীম শরীফ, কিতাবুয যাকাত, বাবুল হিছে আলাস সদকা : ২/৭০৫ হাদিস: ১০১৭
(খ) সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল এলম, বাবু মান সন্না সুন্নাতান হাসানাতান আউ সাইয়্যিয়াতান : ৪/২০৫৯ হাদিস: ২৬৭৪
(গ) সুনানু নাসায়ী, কিতাবুয যাকাত, বাবুত তাহ্বীসে আলাস সাদকা : ৫/৫৫-৫৬ পৃ. হাদিস: ২৫৫৪
(ঘ) সুনানু ইবনে মাযাহ, মোকাদ্দমা, বাবু মান সান্না সুন্নাতান হাসানাতান আউ সাইয়্যিয়াতান : ১/৭৪ হাদিস: ২০৩
(ঙ) আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ৪/৩৫৭-৩৫৯ পৃ.
২৯২. (ক) সহীহ্ বুখারী, কিতাবু সালাতিত তারাবীহ, বাবু ফজলে মান কামা রমজানা: ২/৭০৭ হাদিস: ১৯০৬
(খ) আল মোয়াত্তা, ইমাম মালেক : ১/১১৪ পৃ. হাদিস: ২/২৫০
(গ) আস সহীহ, ইমাম ইবনে খুজাইমা : ২/১৫৫ পৃ. হাদিস: ১১০০
(ঘ) আসসুনানুল কোবরা, ইমাম বায়হাকী : ২/৪৯৩ হাদিস: ৪৩৭৯
(ঙ) শোয়াবুল ঈমান, ইমাম বায়হাকী : ৩/১৭৭ হাদিস:৩২৬৯

خَرَجتُ مَعَ عُمَرَ بن الخَطَّابِ رضيَ الله عنهُ لَيلةً في رمضانَ إلى المسجدِ، فإذا النَّاسُ أَوزاعٌ مُتَفَرِّقُونَ؛ يُصلِّي الرَّجُلُ لِنَفسِهِ، ويُصلي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلاتِهِ الرَّهْطُ، فقالَ عُمرُ: إنِّي أَرى لَوْ جَمَعتُ هؤلاءِ على قارىءٍ واحِدٍ لكانَ أَمْثَلَ، ثمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ على أُبَيِّ بنِ كَعبٍ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعهُ لَيلَةً أُخرى، والنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصلاةِ قَارِئِهِمْ، قالَ عُمَرُ: نِعْمَ البِدْعَةُ هذهِ، والتي يَنامُونَ عَنها أَفْضَلُ مِنَ الَّتي يَقومُونَ. يُرِيدُ آخِرَ اللَّيلِ، وكانَ النَّاسُ يَقومُونَ أَوَّلَهُ.

-রমজানের এক রাতে আমি হযরত ওমর (ﷺ) এর সাথে মসজিদে নববীতে গিয়ে দেখি মানুষেরা বিচ্ছিন্ন ছিল। একজন একাকী নামাজ পড়ছে আর একজন দলগতভাবে। এ অবস্থা দেখে হযরত ওমর (ﷺ) বললেন, আমার মনে হয় সবাইকে একজন ইমামের পিছনে একত্রিত করে দেয়াটা উত্তম হবে। অতঃপর তিনি হযরত ওবাই বিন কা'ব (ﷺ) এর পিছনে সবাইকে একত্রিত করে দেন। পরদিন আমি আবার উনার সাথে মসজিদে গিয়ে দেখি, লোকেরা নির্ধারিত ইমামের পিছনে একত্রিত হয়ে নামাজ আদায় করছে। হযরত ওমর (ﷺ) দেখে বললেন, এটা কত উত্তম বিদআত এবং ঐ অংশ যখন মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে, তার থেকে উত্তম ঐ অংশ যখন মানুষ নামাজ পড়ে, মানুষেরা রাতের শেষাংশে ঘুমিয়ে পড়ে এবং রাতের প্রথমাংশ ইবাদত করে। জামাত সহকারে তারাবীহর নামায সৈয়্যদুনা হযরত ওমর (ﷺ)র এক গবেষণা ও বিবেচনা প্রসূত (ইজতিহাদী) কর্ম। তিনি نِعْمَ البِدْعَةُ هذه এটা কত উত্তম বিদআত বলে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, যদিও এটা একটা নতুন কাজ কিন্তু প্রত্যেক নতুন কাজ অবৈধ ও নিষিদ্ধ নয়। বরং অসংখ্য নতুন কাজ ভালও হয়। তিনি نِعْمَ البِدْعَةُ هذه কত উত্তম বিদআত এটা, একথা বলে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, বিদআতে হাসানা এবং সাইয়্যিয়ার বিভাজন হাদিস সম্মত। এটা শুধু আন্দাজে নয়। সংক্ষিপ্ত হল সাইয়্যদুনা হযরত ফারুকে আযম (ﷺ) তারাবীহর নামাযের জামাতে ব্যবস্থাকে বিদআত এবং নেয়ামাহ্ বা হাসানাও বলেছেন। কেননা এ কাজটা বাহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে অবস্থা ও আচরণে নতুন ছিল, যা রাসূলে পাক (ﷺ) স্থায়ীভাবে গ্রহণ করেণ নি। একারনে একে বিদআত বলেছেন। কিন্তু ভাল এবং কল্যাণের উপর ভিত্তির

কারনে নিয়ামা বা হাসানা বলেছেন। আল্লামা ইবনে আসির জাজরী (রা.) (৬০৬ হি.) হযরত ওমর ফারুক (ﷺ) এর এ বিজ্ঞময় নির্দেশের ব্যাখ্যায় লিখেছেন-

وَإِنَّمَا عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَمَعَ النَّاسَ عَلَيْهَا وَنَدَبهم إِلَيْهَا، فَبِهَذَا سَمَّاهَا بِدْعَةً، وَهِيَ عَلَى الْحَقِيقَةِ سُنَّة، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وسنَّة الْخُلَفَاءِ الراشِدين مِنْ بعْدي[২৯৩]» وَقَوْلِهِ «اقتدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ[২৯৪]» وعَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ يُحمل الْحَدِيثُ الْآخَرُ «كُلُّ مُحْدَثة بدعةٌ[২৯৫]» إِنَّمَا يُرِيدُ مَا خَالَفَ أُصُولَ الشَّرِيعَةِ وَلَمْ يُوَافِقِ السُّنَّة[২৯৬].

-অতঃপর সৈয়্যদুনা হযরত ওমর (ﷺ) মানুষকে এই (তারাবীহর নামাযে জামাতে)র উপর একত্রিত করেছেন এবং নিজের দিকে সম্বোধন করার কারণে বিদআত বলেছেন অথচ রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদিস-

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وسنَّة الْخُلَفَاءِ الراشِدين مِنْ بعْدي

-তোমাদের উপর আমার সুন্নাত এবং আমার পর খুলাফায়ে রাশিদার সুন্নাত পালন করা আবশ্যক।" এবং-

اقتدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ

---

২৯৩. (ক) সুনানু আবি দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু লুযুমিস সুন্নাহ : ৪/২০০ পৃ. হাদিস: ৪৬০৭
(খ) জামেউত তিরমিজি, কিতাবুল ইলম বাবু মা জায়া ফিল আখজি বিস সুন্নাহ : ৫/৪৪ পৃ. হাদিস: ২৬৭৬
(গ) সুনানু ইবনি মাযা, মোকাদ্দমা, বাবু ইত্তবায়ীস সুন্নাহ আল খুলাফায়ীর রাশিদীন : ১/১৫ পৃ. হাদিস: ৪২
(ঘ) আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ৪/১২৬ পৃ.
(ঙ) আস সহীহ্, ইমাম ইবনে হিব্বান : ১/১৭৮ পৃ. হাদিস: ৫
(চ) আল মু'জামুল কাবীর, ইমাম তাবরানী : ১৮/২৪৯ হাদিস:৬২৪
২৯৪. জামেউত তিরমিজী, আবওয়াবুল মানাকেব, বাবু মানাকেবে আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ : ৫/৬৭৬ হাদিস: ৩৮০৫
২৯৫.(ক) সুনানু আবি দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু ফি লুযুমিস সুন্নাহ : ৪/২০০ হাদিস: ৪৬০৭
(খ) জামেউত তিরমিজী, কিতাবুল এলম, বাবু মা জায়া ফিল আখজে বিস সুন্নাহ : ৫/৪৪ হাদিস:২৬৭৬
(গ) সুনানু ইবনি মাযা, মোকাদ্দামা, বাবু এত্তেবায়ীস সুন্নাহ আলখোলাফায়ীর রাশেদীন : ১/১৫ হাদিস: ৪২
(ঘ) আল-মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ৪/১২৬ পৃ.
(ঙ) আস সহীহ্, ইমাম ইবনে হিব্বান : ১/১৭৮ পৃ. হাদিস: ৫
২৯৬. আন নিহায়া ফি গরীবিল হাদিসি ওয়াল আসর, ইমাম ইবনে আসীর জাযরী : ১/১০২ পৃ.

(আমার পর আমার সাহাবা বিশেষ করে আবু বকর এবং ওমর (ﷺ) কে অনুসরণ কর) অনুযায়ী সুন্নাত। এ ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে হাদিস كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ কে শরীয়তের মূল বিধানের পরিপন্থী ও সাংঘর্ষিক বস্তুর উপর প্রয়োগ করতে হবে।

(৪) জুমার নামাযের দ্বিতীয় আযান যা খোতবার পূর্বে দেয়া হয় এর প্রচলন হয়েছে হযরত ওসমান (ﷺ) এর শাসনামলে। সৈয়্যদুনা ওসমান গনি (ﷺ) দ্বিতীয় আযানের প্রচলন অন্যান্য নামাযের উপর কিয়াস করে মানুষদের নামায শুরুর অবিহিত করণে চালু করেন এবং জুমাকে এ আযানের সাথে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এ আযানকে খতিবের বরাবর দেয়ার বিশেষত্ব ও অব্যাহত রেখেছেন। এতে উৎকলিত হয় যে, এজতিহাদী আমলেই হচ্ছে অর্থগতমূল একে শুধু বিদআত বলে প্রত্যাখান করা যাবে না। ইমাম বুখারী (رحمه الله) (২৫৬ হি:) এ আলোচনায় লিখেছেন যে-

إِنَّ «التَّأْذِيْنَ الثَّانِيْ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، أَمَرَ بِهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، حِيْنَ كَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ،

-জুমার দিন দ্বিতীয় আযানের নির্দেশ হযরত ওসমান (ﷺ) মসজিদে মুসল্লির সমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে দিয়েছেন।[২৯৭]

আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী (رحمه الله) (৭৯৫ হি:) জুমার প্রথম আযানকে বিদআতে হাসানা বলে বর্ণনা করেন-

وَمِنْ ذَلِكَ: أَذَانُ الْجُمُعَةِ الْأَوَّلُ، زَادَهُ عُثْمَانُ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ، وَأَقَرَّهُ عَلِيٌّ، وَاسْتَمَرَّ عَمَلُ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: هُوَ بِدْعَةٌ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ مَا أَرَادَ أَبُوهُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ.

-এভাবে জুমার প্রথম আযান যা হযরত ওসমান গণি (ﷺ) মানুষের প্রয়োজনে চালু করেছেন। অতঃপর হযরত আলী (ﷺ) এটা বহাল রেখেছেন এবং এর উপর মানুষ আমল করে চলেছেন। ইবনে ওমর (ﷺ) থেকে বর্ণিত

২৯৭.(ক) সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল জুমা বাবুল জুলুসি আলাল মিম্বার : ১/৩১০ পৃ. হাদিস: ৮৭৩
(খ) আউনুল মাবুদ, শামসুল হক আযিমাবাদি : ৩/৩০২ পৃ.
(গ) তোহফাতুল মোহতাজ, ওয়াদ্দএয়াসী : ১/৫০৬ পৃ. হাদিস: ৬২৪
(ঘ) নায়লুল আওতার, আল্লামা শাওকানী : ৩/৩২৩

তিনি জুমার দ্বিতীয় আযান সম্পর্কে বলেছেন যে, ইহা বিদআত। মনে হয় উনার খেয়াল উনার আববার (ফারুকে আযম) ন্যায় (রমজানে তারাবীহর মত) অর্থাৎ জুমার দ্বিতীয় আযানও نِعْمَ الْبِدْعَةُ কত উত্তম বিদআত।[২৯৮]

(৫) শরীয়তের বিধান প্রয়োগের মূলস্তর হচ্ছে সমাজ। কাজেই যখনই সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন পরিবর্ধন আসবে তখন আবশ্যকভাবে গবেষণা কর্মের সূচনায় শরীয়তের বিধানসমূহের চিত্র অবয়বে পরিবর্তন আসবে। নতুন অবস্থার প্রেক্ষিতে নতুন আহকামে শরয়ীকে বিদআত ও ভ্রান্ত বলা কতটুকু বুদ্ধিমানের কাজ। একথাটাকে নিম্নলিখিত নিয়মে বুঝার চেষ্টা করব। ইসলামে চুরির শাস্তি হাত কাটা। সূরা মায়িদায় এরশাদ হচ্ছে-.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

চুরি করা পুরুষ ও মহিলার হাত কেটে দাও।[২৯৯]

হযরত ওমর (ﷺ) এর সময়ে এক ব্যক্তি বায়তুল মাল থেকে চুরি করেছিল, যখন ঘটনা খলিফার দরবারে উত্থাপিত হল তিনি ঐ ব্যক্তির হাত কাটতে নিষেধ করলেন। ইমামে ইবনে আবি শায়বা কুফী (ﷺ) (২৩৫ হি:) এ ঘটনার বিস্তারিত আলোচনায় বর্ণনা করেন-

أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، فَكَتَبَ فِيهِ سَعْدٌ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى سَعْدٍ: لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ، لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ

-এক ব্যক্তি বাইতুল মাল থেকে চুরি করেছে হযরত সা'দ (ﷺ) সৈয়্যদুনা ওমর ফারুক (ﷺ) কে লিখিত অভিযোগ দিলেন, তখন হযরত ওমর ফারুক (ﷺ) হযরত সা'দকে লিখলেন তাঁর হাত কাটা হবে না কেননা, বাইতুল মালে তারও অংশ আছে।[৩০০]

ইমাম মালেক (রা.) (১৭৯ হি.) তাঁর সংকলিত মু'য়াত্তার কিতাবুল হুদুদের كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَالاَ قَطْعَ فِيهِ অধ্যায়ে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ বিন আমর আল হাদরমী নিজের এক ভৃত্যকে ফারুকে আজম (ﷺ) এর দরবারে নিয়ে বললেন-

---

২৯৮ .জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম, ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী : ৩/২৫২ পৃ.

২৯৯.আল কুরআন, আল মায়িদা : আয়াত ৩৮

৩০০. আল মুসান্নেফ, ইবনি আবি শায়বা : ১৫/৫১৮ পৃ. হাদিস: ২৮৫৬৩

اقْطَعْ يَدَ غُلاَمِي هذَا. فَإِنَّهُ سَرَقَ. فَقَالَ لَهُ (١) عُمَرُ: مَاذَا سَرَقَ؟ فَقَالَ: سَرَقَ مِرْآةً لِامْرَأَتِي. ثَمَنُهَا سِتُّونَ دِرْهَماً. فَقَالَ عُمَرُ: أَرْسِلْهُ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ. خَادِمُكُمْ سَرَقَ مَتَاعَكُمْ.

আমার এ ভৃত্যের হাত কেটে দিন কেননা সে চুরি করেছে, হযরত ওমর (ﷺ) বললেন কি চুরি করেছে? উত্তরে বললেন, আমার স্ত্রীর আয়না চুরি করেছে। যার মূল্য ষাট (৬০) দিরহাম। হযরত ওমর (ﷺ) বললেন, তাকে ছেড়ে দাও, তার হাত কাটা হবে না, কেননা তোমারই ভৃত্য তোমার মাল চুরি করেছে।[৩০১]

সার সংক্ষেপ :

উল্লেখিত উপমা ও ঘটনাবলীর আলোচনায় দিবালোকের মত পরিষ্কার হয় যে, গবেষণা ও নতুন পদ্ধতি ঐসব স্থায়ী বিধান যা এ ধর্মের স্বভাবগত শিক্ষাকাল ও সমাজের বিবর্তনে মানব জীবণের বিভিন্ন অবস্থার প্রয়োজনে স্থায়ীভাবে কার্যকর ও ধারাবাহিকতা প্রদান করে। এ ধরণের গবেষণামূলক কার্যাবলীর কারণে শরীয়তে জড়তা সৃষ্টি হয় না, এসব নিয়মাবলী শরয়ী বিধানের স্থায়ী ও কার্যকর কর্মতৎপরতাকে ধারাবাহিকভাবে স্থীরতা প্রদান করে, যার মাধ্যমে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সতেজতা ও আকর্ষণ বহাল থাকে।

৩০১. আল-মোয়াত্তা, কিতাবুল হুদুদ, বাবু মালা কাতায়া ফি, ইমাম মালেক : ২/৮৩৯ পৃ., হাদিস: ১৫২৮

অধ্যায়- ৮

ইবাহত এবং বিদআতের ধারণা :

প্রথম পাঠ :

মূলত : সব বস্তুই মুবাহ, বৈধ ।

দ্বিতীয় পাঠ :

মূল এবাহত এবং মুফাচ্ছিরীনদের সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি ।

তৃতীয় পাঠ :

কোন বস্তুর উল্লেখ না করা হারামের দলিল নয় ।

প্রথম পাঠ :

মূলত : সব বস্তুই মুবাহ, বৈধ

* আসল বৈধতা জানার পদ্ধতিগত নিয়ম ।
* ইসলাম সহজ দীন, সহজ দীনের উপর কুরআনী দলিল, সহজ দীনের উপর হাদিসে নববীর দলিল ।
* শরীয়তের বিধি- বিধানে সহজতরের বর্ণনা ।
* হারাম বস্তু সম্পর্কে কুরআনী দৃষ্টিভঙ্গি ।

মানবজীবনের অসংখ্য বস্তু রয়েছে, যেগুলোর হালাল-হারামের ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহ নীরব। এ কারণে যতক্ষণ পর্যন্ত এসবের অবৈধ বা হারাম হওয়ার ব্যাপারে সরাসরি শরয়ী দলিল উপস্থাপিত হবে না এগুলোকে বৈধ, জায়েজ এবং শরীয়ত সম্মত বলা হবে। শুধুমাত্র উল্লেখ না থাকার কারণে হারাম বলা যাবে না। ওলামায়ে কেরাম মুহাদ্দেসীন এ ধারার উপর ঐক্যমত যে, রাসূলে পাক (ﷺ) এর কোন কাজ করাটাই তার বৈধ হওয়ার দলিল। কিন্তু কোন কাজ রাসূলে পাক (ﷺ) না করলে সেটা হারাম নয়, যতক্ষন পর্যন্ত তা হারাম হওয়ার উপর শরীয়তের কোন দলিল কায়েম না হয়। আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী (রহ:) (৭৫২ হি:) ফতহুল বারী শরহে ছহীহ্ বুখারীতে এ নিয়ম বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন যে-

اَلْفِعْلُ يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ وَعَدَمُ الْفِعْلِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ

-"কোন কাজ করাটা তার বৈধ হওয়ার দলিল, কিন্তু কোন কাজ না করাটা অবৈধ হওয়ার দলিল নয়।"[৩০২] এ নিয়মের ভিত্তিতে মুসলিম মিল্লাহ বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম প্রসিদ্ধ ধারা গঠন করেছেন-

اَلْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

-"প্রত্যেক বস্তুর মূলে রয়েছে এবাহত বা বৈধতা।[৩০৩]

শরীয়তের এ ধারা অনুযায়ী এ বাস্তবতা স্পষ্ট হয় যে, স্বত্বাগত কোন কাজ শরীয়তমত ততক্ষন পর্যন্ত নিষিদ্ধ হয় না, যতক্ষণ কুরআন সুন্নাহর অকাট্য দলিল দ্বারা হারাম প্রমাণিত না হয়।

আসল বৈধতা জানার পদ্ধতিগত নিয়ম

কোন বস্তুর হালাল হারাম সম্পর্কে অবগত হওয়ার পদ্ধতিগত নিয়ম হচ্ছে যে, আমরা যে কাজটা রাসূলে পাক (ﷺ) এর সময় বা সাহাবায়ে কেরামের সময় ছিল না। পরবর্তীতে কালের বিবর্তনে, সময়ের প্রয়োজনে কাজটা সামনে এসেছে তাকে আমরা কুরআন-সুন্নাহর সামনে পেশ করব, যদি কোনভাবে কুরআন-সুন্নাহ বিপরীত প্রমানিত হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে তা অবৈধ, হারাম এবং ভ্রান্ত ধারণা করা হবে। কিন্তু যদি এ কাজের সাথে কুরআন-সুন্নাহর কোন প্রকারের পরিপন্থী বা সাংঘর্ষিক না হয়, তাহলে তাকে হারাম বা ভ্রান্ত বলা দীনের কৌশলগত দিকের

---

৩০২. ফতহুল বারী, ইবনে হাজার আসকলানী : ১০/১৫৫ পৃ.

৩০৩. (ক) রদ্দুল মোহতার, ইমাম ইবনে আবেদীন শামী : ৬/৪৫৯ পৃ.

(খ) আল মবসুত, ইমাম সারাখসী : ২৪/৭৭ পৃ.

(গ) ফতহুল বারী, ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী : ৯/৬৫৬ পৃ.

(ঘ) আল আশবাহ ওয়ান নাজায়ের, ইমাম সুয়ুতী : ১/৬০ পৃ.

বিপরীত। ইসলামের নির্ধারিত হালাল-হারাম থেকে সরিয়ে সীমালংঘনকারীর সমপর্যায়ের হবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা প্রশাখা বিভিন্ন মত পার্থক্যজনিত বিদআত ও শিরক হওয়ার ফতওয়া প্রকাশ করে শরীয়তের কোন দলিলছাড়া নিজের পক্ষ থেকে হালাল বা হারামের ফতওয়া দিয়ে বেদআত শিরক বলার দুর্নামে মহান আল্লাহ পাকের বাণী-

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

-মিথ্যা বলোনা যা তোমাদের মুখ থেকে বের হয় যে এটা হালাল এটা হারাম এভাবে যে তোমরা আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ দিবে, নিশ্চয় যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ দিবে তারা কৃতকার্য হয়না।[৩০৪]

এই নিয়মটাকে বুঝানোর জন্য-

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

নিম্নে দু'টা উদাহরণ দেয়া হল যাতে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে বস্তুর আমল হচ্ছে মুবাহ বা বৈধ, হারাম নয়।

প্রথম উদাহরণ

যদি কেউ বলে আমি অমুকের কাছে টাকা পাব বা সে আমার ঋনী তা হলে তাকেই স্বাক্ষী উপস্থাপন করতে হবে যে, অমুক আমার ঋনী। আর যিনি নিয়েছেন তার প্রয়োজন নেই যে, একথা প্রমাণ করবে যে আমি ঋন নিই নি। কেননা, এটা মূলের বিপরীত। এ কারণে যে কেউ মায়ের পেট থেকে ঋনী হয়ে জন্ম গ্রহণ করেন না। ইমাম আবু বকর বায়হাকী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (৪৫৮ হিঃ) السنن الكبرى কিতাবে রেওয়ায়েত করেন যে, নবীয়ে পাক (ﷺ) বলেছেন-

اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

-"যে ব্যক্তি দাবী করবে, সে সাক্ষী প্রমাণ উপস্থাপন করবে কিন্তু দাবী যদি যার প্রতি করা হচ্ছে সে অস্বীকার করে তখন তাকে শপথ করতে হবে।"[৩০৫]

---

৩০৪. আল কুরআন, সুরা আন নাহল : ১৬ ঃ আয়াত নং১১৬

৩০৫. (ক) আস সুনানুল কোবরা, ইমাম বায়হাকী : ৮/১২৩
(খ) ইবনে মাযা, কিতাবুল আহকাম বাবু আল বায়্যেনাতু আলাল মুদ্দায়ী : ২/৭৭৮
(গ) সহীহ্ বুখারী, কিতাবুস শাহাদাৎ, বাবু আল বাইয়্যেনাতু আলাল মুদ্দায়ী : ২/৯৩১
(ঘ) জামে তিরমিজী : ৩/৬২৬ হাদিস/১৩৪১
(ঙ) সুনানু দারে কুতনী, ইমাম দারু কুতনী : ৪/১৫৭ পৃ.
(চ) আল মোসান্নাফ, ইমাম ইবনে আবি শায়বা : ৫/৪৪১ পৃ.

ইমাম তিরমিজি (রা.) (২৭৯) এ হাদিসকে আবওয়াবুল আহকামে উল্লেখ করেন যে, নবীয়ে পাক (ﷺ) এরশাদ করেন-

اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

দলীল প্রমাণ উপস্থাপন করতে হয় দাবী কারীকে, যার উপর দাবী করা হচ্ছে তার ওপর শপথ।[৩০৬]

দ্বিতীয় উদাহরণ

যখন আপনি কোন ভাল কাজ করলেন অন্য এক ব্যক্তি এতে আপত্তি করল যে মিলাদ পড়া, আংটি চুমা, মাযারে হাজির হওয়া, ইছালে ছাওয়াব করা এসব কাজ বিদআতে সায়্যেয়াহ এবং হারাম। এমতাবস্থায় এসব কার্যাবলীকে হালাল এবং বৈধ বলার জন্য আপনাকে দলিল উপস্থাপন করতে হবে না, বরং ঐ আপত্তি উত্থাপনকারী স্পষ্ট হাদিস[৩০৭]- اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي (দাবী কারীর উপর সাক্ষী প্রমাণ উপস্থাপন) এর ভিত্তিতে এ কাজগুলো হারাম এবং অবৈধ হওয়ার সাক্ষী প্রমাণ পেশ করবে। কেননা, মূলতঃ কোন কাজ হারাম হয়না বরং মুবাহ ও বৈধ হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত কুরআন-হাদিস তার হারাম হওয়া সাব্যস্ত না করে।

সর্বোপরি কুরআনে পাকের আয়াত এবং নবীয়ে পাক (ﷺ) এর হাদিস যেমন-

---

(হ) জামেয়ুল উলুম ওয়াল হিকাম, ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী

(জ) শরহে সুনানে ইবনে মাযা : ১/১৫৮ পৃ.

৩০৬. (ক) সুনানু তিরমিজি, আবওয়াবুল আহকাম, বাবু মা যায়া আন্নাল বায়্যানাতা আলাল মুদ্দায়ী : ৩/৬২৬ হাদিস:১৩৪১

(খ) ইবনে মাযাহ, কিতাবুল আহকাম, বাবু আলবাইয়্যেনাতু আলাল মুদ্দায়ী : ২/৭৭৮ পৃ.

(গ) সুনানু দারাকুতনী, ইমাম দারু কুতনী : ৪/১৫৭ পৃ.

(ঘ) আল মুসান্নাফ, ইমাম ইবনে আবি শায়বা : ৫/৪৪১ পৃ.

(ঙ) সুনানু কোবরা, ইমাম বায়হাকী : ৮/১২৩ পৃ.

(চ) আত তামহীদ, ইমাম ইবনে আবদিল বার্ : ২৪/২৯৬ পৃ.

(ছ) মুসনাদে আবি আওয়ানা, আবু আওয়ানা আল আসফবাইনী : ৪/৫৩ পৃ.

(জ) শরহ সুনানে ইবনে মাযাহ, ইমাম সুয়ুতী : ১/১৫৮

৩০৭. (ক) তিরমিজি শরীফ, আবওয়াবুল আহকাম, বাবু মা জায়া আন্নাল বাইয়্যেনাতা আলাল মুদ্দায়ী : ৩/৬২৬ নং ১৩৪১

(খ) ইবনে মাজাহ, কিতাবুল আহকাম, বাবু আল বাইয়্যেনাতু আলাল মুদ্দায়ী : ২/৭৭৮,

(গ) সুনানু দারে কুতনী, ইমাম দারাকুতনী : ৪/১৫৭ পৃ.

(ঘ) আল মুসান্নাফ, ইমাম ইবনে আবি শায়বা : ৫/৪৪১ পৃ.

(ঙ) সুনানুল কোবরা, ইমাম বায়হাকী : ৮/১২৩ পৃ.

(চ) আত তামহীদ, ইমাম ইবনে আবদিল বার্ : ২৪/২৯৬ পৃ.

(ছ) মুসনাদে আবি আওয়ানা, আবু আওয়ানা আল আসফবাইনী : ৪/৫৩ পৃ.

(জ) শরহ সুনানে ইবনে মাযাহ, সুয়ুতী : ১/১৫৮ পৃ.

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ

এ ছাড়া তোমাদের জন্য সব হালাল করা হয়েছে।[৩০৮] পবিত্র কুরআনে আছে[৩০৯]-

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

প্রিয় নবির হাদিসে আছে-

وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ-

-"কিতাবুল্লাতে যা নিষেধ করা হয়নি নিরবতা অবলম্বন করা হয়েছে তা মাফ।"[৩১০] ফকিহগণের উসূল হল[৩১১]-

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

দ্বারা স্পষ্ট সহায়তা হয়। উল্লেখিত ব্যক্তি যেহেতু কাজটা অবৈধ, মাকরূহ হওয়ার দাবী করেছে এবং তার এ দাবী ভিত্তিহীন। অতএব তাকেই দলীল আনতে হবে যে এ বস্তুটা কিসের ভিত্তিতে হারাম? যদি সে বলে যে এটা কুরআন হাদিসের কোথাও নেই, তাহলে তার উত্তর হল যে কাজ সম্পর্কে কুরআন-হাদিসে উল্লেখ নেই তা হালাল, মুবাহ এবং বৈধ। অর্থাৎ যে কাজের হালাল বা হারাম হওয়া নিয়ে কুরআন-সুন্নাহ নীরব, মূলতঃ তা হালাল এবং বৈধ, উল্লেখ না হওয়ার মধ্যেও মহান আল্লাহ পাকের কোন কৌশলগত কারণ রয়েছে। কাজেই মহান আল্লাহ পাকের এ কৌশলগত কারণে নীরবতার জন্য বিবাদ সৃষ্টি না করা উচিত। মহান আল্লাহপাক বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

---

৩০৮. আল কুরআন, আন নিসা : ২৪

৩০৯. আল কুরআন, আন-আম : ১১৯

৩১০. (ক) তিরমিজী শরীফ, কিতাবুল লেবাস, বাবু ফি লুবসিল ফরায়া : ৪/২২০ হাদিস: ১৭২৬
(খ) ইবনে মাজাহ, কিতাবুল আতয়েমা, বাবু আকলিল জবন ওয়া সমন : ২/১১১৭ হাদিস: ৩৩৬৭
(গ) আল মো'জামুল কাবীর, ইমাম তাবরানী : ৬/২৫০ পৃ. হাদিস: ৬১২৪
(ঘ) আল মুস্তাদরাক, ইমাম হাকেম : ৪/১২৯ পৃ. হাদিস: ৭১১৫
(ঙ) আস সুনানুল কোবরা, ইমাম বায়হাকী : ১০/১২
(চ) আল ফিরদাউস বেমাসুরিল খিতাব, ইমাম দায়লামী : ২/১৫৮ হাদিস: ২৮০০

৩১১. (ক) রদ্দুল মোহতার, শামী : ৬/৪৫৯ পৃ.
(খ) আল মবসুত, সারাখসী : ২৪/৭৭ পৃ.
(গ) ফতহুল বারী, ইমাম ইবনে হাজার আসকলানী : ৯/৬৫৬ পৃ.
(ঘ) আল আশবাহ ওয়ান নাজায়ের, সুয়ুতী : ১/৬০ পৃ.

-"হে মুমিনরা তোমরা এমন বিষয়ে প্রশ্ন কর না (যার ব্যাপারে কুরআন নীরব) যদি তা তোমাদের সম্মুখে প্রকাশ করা হয় তা হলে তোমরা সমস্যায় পড়বে (তোমাদের খারাপ লাগবে) আর তার ব্যাপারে তোমরা যদি এ মুহূর্তে প্রশ্ন কর যখন কুরআন অবতীর্ণ হতে চলেছে, তা তোমাদের উপর (কুরআন অবতীর্ণের মাধ্যমে) প্রকাশ (নির্দিষ্ট) করা হবে (যাতে তোমাদের সচ্ছতা বিনষ্ট হবে এবং একটা নির্ধারিত হুকুম মানতে বাধ্য হয়ে পড়বে) মহান আল্লাহ পাক (এ সব কথা ও প্রশ্ন) থেকে (এখন পর্যন্ত) ক্ষমার দৃষ্টিতে আছেন এবং আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, ধৈর্য্যশীল।"[৩১২]

উল্লেখিত আয়াতে পাকে পরিষ্কার ভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, যদি কোন বস্তুর হালাল-হারাম সম্পর্কে কুরআনে পাক নীরব থাকে তা হলে বুঝা গেল যে ঐ বস্তু হালাল বৈধ। কাজেই কোন মুসলিমের এ বস্তুত হালাল-হারাম নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন নেই। যদি ইচ্ছাকৃত এ কাজ করতে গিয়ে নিজেরাই নিজেদের কর্ম পরিধিকে সংকোচিত করবে যেন মুছা (আলাইহিস সালাম) এর উম্মাত প্রশ্নের ওপর প্রশ্ন করে সংকোচিত করে নিয়েছিল।[৩১৩] প্রশ্ন না করত তা হলে আল্লাহ পাকের নির্দেশের উপর যে কোন রংয়ের বা যে কোন ধরণের গাভী জবেহ করলে হয়ে যেত। অথচ তারা যত প্রশ্ন করেছে উত্তরে তাদের পরিধি সংকোচিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত এক প্রকারের গাভীর উপর স্থীর হয়েছে এবং সেটাই জবেহ করার নির্দেশ হয়েছে। এভাবে তারা উদ্দেশ্য বিহীন প্রশ্ন করে নিজেদেরকে সংকোচিত করেছে, নিমজ্জিত হয়েছে সমস্যায়।

ইসলাম সহজ-সরল ধর্ম:

ইসলাম এমন এক সহজ সরল ধর্ম যার সুশীতল ছায়াতলে মানুষ প্রাকৃতিক নিয়ামাবলীর অনুসরনে শান্তিময় জীবন যাপনে সক্ষম হয়। এর প্রশস্ত আচলে এমন কোন কষ্টদায়ক ও যন্ত্রনাদায়ক কিছু নেই, যাকে আপন করে নেয়া কঠিনতর হয়। ইসলাম যে সহজ ও সরল দীন এ প্রসঙ্গে কিছু আয়াতে কুরআনী ও রাসূলে পাক (ﷺ) এর আহাদিস উপস্থাপনের প্রয়াস পাব। দীন সহজতর সম্পর্কে কুরআনে পাকের আয়াত সমূহ:

সহজ দ্বীনের ওপর কোরআনী দলিল:

কুরআনে পাকে ইসলাম ধর্মের সহজতর হওয়ার বেশ কিছু আয়াত রয়েছে নিম্নে আমরা সেখান থেকে কিছু উপস্থাপন করব।

(১) لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ -"দীনে কোন কাঠোরতা নেই।"[৩১৪]

---

৩১২. আল কুরআন, আল মায়েদা : আয়াত ১০১

৩১৩. আল কুরআন, আল বাকারাহ : ২। আয়াত ৬৭-৭৩

৩১৪. আল কুরআন, বাকারাহ : ২ : আয়াত ২৫৬

(২) وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ -এবং তিনি তোমাদের উপর ধর্মে কোন সংকীর্ণতা রাখেন নি।"[৩১৫]

(৩) يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ -"মহান আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সহজতর চায় তোমাদের জন্য কঠোরতা চান না।"[৩১৬]

(৪) يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا -"মহান আল্লাহ পাক তোমাদের থেকে বোঝা হালকা করতে চায় এবং মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।"[৩১৭]

(৫) لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا -"আল্লাহ পাক কোন প্রাণী কে তার শক্তি অতিরিক্ত কষ্টদেন না।"[৩১৮]

(৬) فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ -"অতঃপর আমি আপনার ভাষায় তা (কুরআনে পাক) কে সহজ করে দিয়েছি যাতে সে উপদেশ গ্রহণ করে।"[৩১৯]

(৭) وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ -"এবং তাদের জন্য পবিত্র দ্রবাদি হালাল এবং অপবিত্র বস্তুসমূহ হারাম করেন তাদের থেকে কষ্টদায়ক ও শৃংখলতা (যা অন্যায়-আচরনের কারনে তাদের ধৃত করেছিল) পরিহার করে স্বাধীনতার মুক্ত আলোতে উন্মুক্ত করেছিল।"[৩২০]

কুরআনে পাকের উল্লেখিত আয়াত সমূহের আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, মানব জাতিকে ইসলামের আঙ্গিকে যে দীন দেয়া হয়েছে তা মানব সম্প্রদায়কে যাবতীয় যন্ত্রনা ও কঠোরতা থেকে পরিত্রান দেয়। কেননা, সরকারে দোআলম (ﷺ) সৃষ্টিকে যাবতীয় যন্ত্রনা, কঠোরতা, অশান্তিতে নিমজ্জিত করার জন্য আসেনি বরং অশান্তি ও কষ্টদায়ক যন্ত্রনা থেকে মুক্তি দিতেই এসেছেন।

এসব আয়াত সমূহ সরাসরি প্রমাণ করে মানুষের জন্য কোরআনে পাক শরয়ী বিধানে কতটুকু সহজতর ও সরলতর। এ প্রসঙ্গে আল্লামা শাতবী (رحمه الله) লিখেন-

إِنَّ الأَدِلَّةَ عَلَى رَفْعِ الْحَرَجِ فِي هٰذِهِ الأُمَّةِ بَلَغَتْ مَبْلَغَ الْقَطْعِ

-"এ মুসলিম উম্মাহর কষ্ট পরিহার অকাট্য দলিলে প্রমাণিত।"[৩২১]

---

৩১৫. আল কুরআন, হাজ্ব : ২২ ঃ আয়াত ৭৮
৩১৬. আল কুরআন, আল বাকারাহ : ২ ঃ আয়াত ১৮৫
৩১৭. আল কুরআন, আন নিসা : ৪ ঃ আয়াত ২৮
৩১৮.আল কুরআন, আল বাকারাহ : ২ ঃ আয়াত ২৮৫
৩১৯. আল কুরআন, আদ-দোখান : ৪৪ ঃ আয়াত ৫৮
৩২০. আল কুরআন, আল আ'রাফ : ৭ ঃ আয়াত ১৫৭
৩২১ .আল মোয়াফেকাত, ইমাম শাতেবী : ১/৩৪০ পৃ.

সহজ দীনের উপর হাদিসে নববীর দলিল:

কুরআনে পাকের সাথে সাথে রাসূলে পাক (ﷺ) এর হাদিসেও ইসলাম ধর্মের সহজ সরল হওয়ার উপর স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। মহান রাব্বুল আলামীন সহজ সরল ধর্ম দিয়েই আকা মাওলা (ﷺ) কে প্রেরণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে কয়েকটা হাদিস নিম্নে আলোচিত হল। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রা.) (২৪১ হি.) মুসনাদে আহমদে বর্ণনা করেন যে রাসূলে খোদা (ﷺ) এরশাদ করেছেন-

بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ

-"আমি এমন দীনে হানিফ সহ প্রেরিত হয়েছি যা সহজ-সরল।"[৩২২]

(২) হযরত আবু উমামা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত তিনি রাসূলে পাক (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন-

إِنَّمَا بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ، وَلَمْ أُبْعَثْ بِالرَّهْبَانِيَّةِ الْبِدْعَةِ

-"নিশ্চয় আমি এমন দীনে হানিফসহ প্রেরিত হয়েছি যা অত্যন্ত সহজতর আমি স্বপ্রণোদিত বৈরাগ্যতা নিয়ে প্রেরিত হইনি।"[৩২৩]

(৩) এ প্রসঙ্গে আল্লামা খতিবে বোগদাদী (رحمة الله عليه) (৪৬৩ হি.) হযরত যাবের (رضي الله عنه) থেকে এ হাদিসটা বর্ণনা করেন-

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ- أَوِ السَّهْلَةِ- وَمَنْ خَالَفَ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

-"আমি অত্যন্ত সহজ সরল দীন সহকারে প্রেরিত হয়েছি, যে আমার সুন্নাহর বিরোধিতা করেছে সে আমার (অনুসারী) নয়।"[৩২৪]

---

৩২২. (ক) আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ : ৫/২৬৬ পৃ. হাদিস:২২৩৪৫
(খ) আল মু'জামুল কাবীর, ইমাম তাবরানী : ৮/১৭০ পৃ. হাদিস নং ৭৭১৫
(গ) মজমাউজ যাওয়ায়েদ, ইমাম হায়সামী : ২/২৬০
(ঘ) আল মুসনাদ, ইমাম রুয়ানী : ২/৩১৭ হাদিস: ১২৭৯
(ঙ) ফয়জুল কদীর, ইমাম মানাবী : ৩/২০৩ পৃ.
(চ) তাদরীবুর রাবী, ইমাম সুয়ুতী : ২/৩২৮ পৃ.

৩২৩. (ক) আল মু'জামুল কাবীর, ইমাম তাবরানী : ৮/১৭০ হাদিস: ৭৭১৫
(খ) মাজমাউয জাওয়ায়েদ, ইমাম হায়সামী : ৪/৩০২
(গ) আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ : ৫/২৬৬ হাদিস: ২২৩৪৫
(ঘ) আল মুসনাদ, ইমাম রুয়ানী : ২/৩১৭ হাদিস: ১২৭৯
(ঙ) ফয়জুল কাদীর, মানাবী : ৩/২০৩
(চ) তাদরীবুর রাবী, ইমাম সুয়ুতী : ২/৩২৮

৩২৪.(ক) তারিখে বোগদাদ, ইমাম খতিবে বাগদাদী : ৭/২০৯ পৃ. ক্রমিক.: ৩৬৭৮
(খ) আল মু'জামুল কাবীর, ইমাম তাবরানী : ৮/১৭০ হাদিস: ৭৭১৫

(৪) হযরত যাবের (ﷺ) থেকে মারফু (যে হাদিস কোন সাহাবী নবীয়ে পাক (ﷺ) থেকে সরাসরি বর্ণনা করেন) হাদিসে বর্ণিত নবীয়ে আকরাম (ﷺ) এরশাদ করেন-

بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ مَنْ خَالَفَ فَقَدْ كَفَرَ

-"আমি এমন দীনে হানিফসহ প্রেরিত হয়েছি যা অত্যন্ত সহজ সরল, যে এ দীনের বিরোধিতা করবে সে (আমার সুন্নাহর অস্বীকার করল) কুফুরী করল।"[৩২৫]

(৫) ইবনে হায়্যান আনসারী (رحمه الله) (৩৬৯হিঃ) তাবকাতুল মোহাদ্দেসীন বিআসবিহান নামক কিতাবে বর্ণনা করেছেন-হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (ﷺ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলে পাক (ﷺ) এরশাদ করেছেন,

خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ

-তোমাদের ধর্মের উত্তম দিক হচ্ছে সহজ সরল আমল।[৩২৬]

(৬) হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (رضي الله عنها) রাসুলে পাক (ﷺ) স্বীয় উম্মতের জন্য সহজ দীন মনোনীত করা প্রসঙ্গে বলেন-

مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم بين أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا

(গ) মজমাউজ যাওয়াদে, ইমাম হায়সামী : ৪/৩০২ পৃ.
(ঘ) আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ : ৫/২৬৬ হাদিস: ২২৩৪৫
(ঙ) আল মুসনাদ, ইমাম রুয়ানী : ২/৩১৭ হাদিস: ১২৭৯
(চ) ফয়জুল কদীর, ইমাম মানাবী : ৩/২০৩ পৃ.
(ছ) তাদরীবুর রাবী, ইমাম সুয়ুতী : ২/৩২৮ পৃ.
(জ) কাশফুল খাফা, আল্লামা আজলুনী : ১/৩৪০ হাদিস: ৯১৪
৩২৫. (ক) ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, লিসানুল মিযান,: ৬/৩০
(খ) আল মো'জামুল কাবীর, ইমাম তাববানী : ৮/১৭০ হাদিস: ৭৭১৫
(গ) মাজমাউয যাওয়াদে, হায়সামী : ৪/৩০২ পৃ.
(ঘ) আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ : ৫/২৬৬ হাদিস: ২২৩৪৫
(ঙ) আল মুসনাদ, ইমাম রুয়ানী : ২/৩১৭ হাদিস: ১২৭৯
(চ) ফয়জুল কাদীর, মোনাবী : ৩/২০৩
(ছ) তাদরীবুর রাবী, ইমাম সুয়ুতী : ২/৩২৮
৩২৬.(ক) তাবকাতুল মোহাদ্দেসীন বেআসবিহান, ইমাম ইবনে হিব্বান : ৩/২১৪
(খ) আল মুসনাদ, আহমদ বিন হাম্বল : ৩/৪৭৯ পৃ.
(গ) আল মুসনাদ, ইমাম আবু দাউদ তায়ালিসি : ১/১৮৩ হাদিস: ১২৯৬
(ঘ) আর মু'জামুল কাবীর, ইমাম তাবরানী : ১৮/২৩০ হাদিস: ৫৭৩
(ঙ) মসনদুস শিহাব, কাযায়ী : ২/২১৯ হাদিস: ১২২৪
(চ) মাজমাউজ যাওয়াদে, ইমাম হায়সামী : ৩/৩০৯
(ছ) আল ইসাবা, ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী : ৩/১৩৩

-যখনই রাসূলে পাক (ﷺ) দু'টো কাজের মধ্যে এখতিয়ার দেয়া হয়েছে, তখনই তিনি সহজতর গ্রহণ করেছেন যদি সেখানে গুনাহ না হয়।[৩২৭]

(৭) সৈয়্যদা আয়েশা সিদ্দিকা (رضي الله عنها) থেকে বর্ণিত রাসূলে পাক (ﷺ) এরশাদ করেন-

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُقْبَلَ رُخَصُهُ، كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ-

-নিশ্চয় আল্লাহপাক (অনুমতি) দিতে পছন্দ করেন যেভাবে আজিমত দিতে (উত্তম কাজে) পছন্দ করেন।[৩২৮]

(৮) হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত রাসূলে পাক (ﷺ) এরশাদ করেন-

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى رُخَصُهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ

-নিশ্চয় আল্লাহপাক ভাল কাজের অনুমতি দিতে পছন্দ করেন যেভাবে তিনি অপছন্দ করেন গুনাহকে।[৩২৯]

(৯) ইমাম বুখারী (رحمه الله) (২৫৬ হি.) থেকে বর্ণিত, হুজুরে পাক (ﷺ) বলেছেন,

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ

-নিশ্চয় এ দীন অনেক সহজতর। যে ব্যক্তি এ দ্বীনকে কঠিন করবে, এ দ্বীন তার উপর প্রভাব ফেলবে।[৩৩০]

---

৩২৭. (ক) সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল আদব, বাবু কাওলীন নবীয়ে (ﷺ) এয়াছেরু ওয়ালা তু'য়াছেরু : ৫/২২৬৯ হাদিস:৫৭৭৫

(খ) মুসলিম শরীফ, কিতাবুল ফজায়েল, বাবু মবায়েদাতিহি (ﷺ) লিল আসাম : ৪/১৮৩৩ নং ২৩২৭

(গ) সুনানুল কোবরা, নসায়ী : ৫/৩৭০ হাদিস: ৯১৬৩

(ঘ) আল মুসনাদ, আহমদ বিন হাম্বল : ৬/১১৪ হাদিস: ২৪৮৭৪

(ঙ) আস সুনানুল কোবরা, বায়হাকী : ৭/৪৫ হাদিস: ১৩০৮১

(চ) আল মুসনাদ আবু এয়ালা: ৭/৪৩১ নং ৪৪৫২

(ছ) আল মো'জমুল আওসাত, তাবরানী : ৭/২৫৬ হাদিস: ৭৪৩৪

৩২৮ .(ক) আল মোসান্নেফ ইবনে আবি শায়বা : ৫/৩১৭

(খ) আল মো'জামুল আওসাত, ইমাম তাবরানী : ৮/৮২ হাদিস: ৮০৩২

(গ) আত তামহীদ, ইবনে আবদির বার : ২৪/৬৭

(ঘ) আল মো'জাম, ইমাম আবু এয়ালা : ১/১৪২ নং ১৫৪

৩২৯ .(ক) আস-সহীহ্, ইবনে খুজায়মা : ২/৭৩ হাদিস: ৯৫০

(খ) মসনদুর রেয়ানী, রুয়ানী : ২/৪২১

(গ) আত তাহকীক ফি আহাদিসীল খেলাফ, ইবনে জাওযী : ১/৪৯৫

৩৩০ . ৩২৫. (ক) সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল ইমান, বাবু আদ্দীন য়ুসরুন : ১/২৩ হাদিস: ৩৯

(খ) সুনানু নসায়ী, কিতাবুল ইমান ওয়া শরায়েয়ীহী, বাবু আদ্দীনু য়ুসরুন : ৮/১২২ হাদিস: ৫০০৪

(গ) আস সুনানুল কোবরা, ইমাম নাসায়ী : ৬/৫৩৭ নং ১১৭৬৫

(ঘ) আস সহীহ্, ইমাম ইবনে হিব্বান : ২/৬৩ হাদিস: ৩৫১

(ঙ) আসসুনানুল কোবরা, ইমাম বায়হাকী : ৩/১৮ হাদিস: ৪৫১৮

(১০) নবীয়ে পাক (ﷺ) হযরত মু'য়াজ বিন জবল ﷺ এবং হযরত আবু মূছা আশয়ারী ﷺকে ইয়ামন প্রেরণে বলেছিলেন-

يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا

-তোমরা দু'জন সহজতর কর, সংকীর্ণতা ও কঠোরতা কর না, মানুষকে সুসংবাদ প্রদান কর ঘৃনা সৃষ্টি কর না, পরস্পর সহযোগিতায় কাজ কর, বিরোধ করো না।[৩৩১]

(১১) নবীয়ে পাক (ﷺ) সাহাবায়ে কেরামকে দীনের সহজতর হওয়ার শিক্ষা প্রদানে এরশাদ করেন-

إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ

-তোমাকে সহজতর সৃষ্টিতে প্রেরণ করা হয়েছে, কঠোরতার জন্য নয়।[৩৩২]

(১২) হযরত আনাস বিন মালেক (ﷺ) বর্ণনা করেন যে, নবীয়ে পাক (ﷺ) এরশাদ করেছেন-

يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا، وَسَكِّنُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا

-সহজতর ও সরলতা সৃষ্টি কর কঠোরতা নয়। সুসংবাদ প্রদান কর ঘৃণা প্রসার কর না।[৩৩৩]

(চ) আল মুসনাদিস শিহাব, ইমাম কাদ্বায়ী : ২/১০৪ হাদিস: ৯৭৬

(ছ) আত তামহীদ, ইমাম ইবনে আবদির বার্ : ৫/১২১

৩৩১. (ক) সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার বাবু মা য়ুকরাহু মিনা তানাজুয়ে : ৩/১১০৪ নং ২৮৭৩

(খ) সহীহ্ মুসলিম কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার, বাবু ফিল আমরে বিত তাইসীর ওয়া তরকী তানফীর : ৩/১৩৫৯ হাদিস: ১৭৩৩

(গ) আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ৪/৪১৭ পৃ.

(ঘ) আস সুনানুল কোবরা, ইমাম বায়হাকী : ১০/৮৬ পৃ.

(ঙ) আল মোসান্নেফ, ইমাম ইবনে আবি শায়বা : ৫/৩১৮

(চ) আল মোসান্নাফ, ইমাম আবদুর রাজ্জাক : ৮/১৩৮

(ছ) আল মুসনাদ, ইমাম বায্যার : ৮/১৩৮ পৃ.

(জ) আল মুসনাদ, আবু আওয়ানা : ৪/২১৫ পৃ.

৩৩২. (ক) সহীহ্ বুখারী, কিতাবুস সালাত, বাবু হুকমিল মায়ে অলাল বাউল ফিল মসজিদে : ১/৮৯ হাদিস:২১৭

(খ) সুনানু তিরমিজি, আবওয়াবুত তাহারাত, বাবু মা যায়া ফিল বাউলে বেআইকিল আরদে : ১/২৭৫ হাদিস:১৪৭

(গ) সুনানু আবি দাউদ, কিতাবুত তাহারাত, বাবুল আরদে মুসিবুহাল বাউলে : ১/১০৩ হাদিস: ৩৭৬

(ঘ) সুনানু নসায়ী, কিতাবুত তাহারাত, বাবু তরকীত তোকিত ফিল মায়ে : ১/৪৮ হাদিস: ৫৬

(ঙ) আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ২/২৩৯ হাদিস:৭২৫৪

(চ) আস সহীহ্, ইমাম ইবনে হিব্বান : ৪/২৪৪ নং ১৩৯৯

(ছ) আল মোসান্নেফ, ইমাম আবদুর রাজ্জাক : ১/৪২৩ হাদিস: ১৬৫৮

(জ) আল মুসনাদ, ইমাম আবুল ই'য়ালা : ১/২৭৮ হাদিস: ৫৮৭৬

৩৩৩ .(ক) সহীহ্ বুখারী কিতাবুল এলম বাবু মাকানা নবী (দ:) এযাতাহাওয়ালাহুম বিল মাওয়েজাতে : ১/৩৮ হাদিস: ৬৯

উল্লেখিত হাদিস সমূহের আলোচনায় একথা স্পষ্ট হয়েছে যে, ইসলামই একমাত্র দীন, যা মানুষকে যাবতীয় সহজ ও সরলতা প্রদান করে। এটা এমন এক জীবন বিধান, যা মানবজাতিকে যাবতীয় অপছন্দনীয় ও কষ্টদায়ক যন্ত্রণা থেকে পরিত্রান দেয়।

শরীয়তের বিধি বিধানে সহজতরের বর্ণনা

নিম্নে এমন কিছু বিষয়ের উল্লেখ করা হচ্ছে যেখানে বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে শরীয়ত (রোখসত) অনুমতি দিয়েছে-

(১) নামায মুসলিম উম্মাহর প্রত্যেকের উপর ফরজ, কিন্তু কষ্টের কারণে সফরে সহজতর করতে নামাযে কসর (অর্থাৎ চার রাকাতের স্থলে দু'রাকাত) পড়ার নির্দেশ দিয়েছে শরীয়ত।[৩৩৪] এভাবে আরাফা এবং মুজদালফায় হাজীদের কষ্ট লাঘবে সহজতর করার জন্য জোহর এবং আছরের নামাজ এবং মাগরিব ও এশার নামায একত্রে পড়ার বিধান রাখা হয়েছে।

(২) পবিত্র রামজান মাসে সফর এবং অসুস্থতার জন্য রোজা কাযা করার সুযোগ দেয়া হয়েছে।[৩৩৫]

(৩) প্রচন্ড ক্ষুধায় হারাম বস্তু ছাড়া হালাল বস্তু পাওয়া না গেলে জীবন রক্ষার্থে হারাম খাওয়ার অনুমতি শরীয়ত দিয়েছে।[৩৩৬]

শরীয়াহ মুসলিম উম্মাহকে জীবন যাপনে সহজতর করার জন্য এসব সুযোগ দিয়েছে এবং প্রত্যেক ধরনের পীড়াদায়ক ও কষ্টদায়ক যন্ত্রণাকে দূরীভুত করেছে। দীনের সহজ এবং আমলযোগ্য হওয়া এ কাজের সহায়ক যে কুরআন-সুন্নাহ এসব কিছুর বর্ণনা বিস্তারিত আলোচিত হয়, যা তুলনামূলক কম ও সীমিত হয়, যাতে মানব জাতি এগুলো সহজে আয়ত্তে আনতে পারে। কুরআনে পাকের বর্ণনা ভংগি হচ্ছে সাধারণ গঠনমূলক ও বিধানমূলক পথ দেখানো বিস্তারিত আলোচনা নয়,

---

(খ) ওয়া তরকিত তানফির : ৩/১৩৫৮ হাদিস:১৭৩২

(গ) সুনানে আবি দাউদ, কিতাবুল আদব, বাবু ফি কারাহিতীল মাবয়ে : ৪/২৬০ হাদিস: ৪৭৩৫

(ঘ) আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ৪/৩৯৯

(ঙ) আল মুসনাদ, ইমাম আবু আওয়ানা : ৪/২১৫ হাদিস: ৬৫৫৮

(চ) আল মুসনাদ, ইমাম আবু ই'য়ালা : ১৩/৩০৬ হাদিস: ৭৩১৯

(ছ) আল জামেয়ুস সগীর, ইমাম সুয়ূতী : ১/১০৫ হাদিস নং ১৪৩

(জ) ফয়জুল কাদীর, মানাভী : ৫/১১২

৩৩৪ .৩২৯. আল কুরআন, আন নিসা : ৪ : আয়াত ১০

৩৩৫ . আল কুরআন, আল বাকারাহ : ২: আয়াত ১৮৪

৩৩৬ .আল কুরআন, আল বাকারাহ : ২ :আয়াত ১৭৩

কারণ কুরআন যদি প্রত্যেক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যায় তখন মানুষ সমস্যায় পড়ে যাবে। এ কারনে যখন আমরা হালাল হারামের বিস্তারিত জানার জন্য কুরআনে পাকের দ্বারস্থ হই, দেখতে পাই যে, কুরআন হালালের পরিবর্তে হারাম বস্তুরই ব্যাপক আলোচনা করে, কেননা হারাম হালালের থেকে পরিসংখ্যানে কম ও সীমিত।

হারাম বস্তু সম্পর্কে কুরআনী দৃষ্টিভঙ্গী

মহান রাব্বুল আলামীন প্রতি নিয়ত বান্দাদের প্রত্যেক কিছু সহজতর করতে চান। একারনে শুধু হারাম নিষিদ্ধ বস্তু এবং কার্যাবলীর তালিকায় বর্ণনায় আনেন। যা সীমিত বাকী সব কিছু জায়েজ ও বৈধভাবে ছেড়ে দিয়েছেন সংখ্যা গণনা না করে। হারামের তালিকা প্রণয়নে এবং অন্যান্য সব কিছুকে উম্মুক্ত রাখায় কুরআনী দর্শন মোতাবেক সেগুলো জায়েজ, বৈধ ও হালালের দলিল[৩৩৭]- وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ নিম্নে কুরআনে পাকের হালাল এবং হারামের বিধানাবলীর বিস্তারিত বর্ণনাকৃত কিছু আয়াতকে উপমার অবয়বে উপস্থাপিত করা হচ্ছে, যার মাধ্যমে আমাদের কাছে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে- সাধারনত কুরআনে পাক শুধুমাত্র নাযায়েজ ও হারাম বস্তু আলোচনা করে হাজারো বস্তুকে জায়েয ও হালাল হিসেবে রেখে দিয়েছে, যা এ বিধান সৃষ্টি করেছে যে, হারাম ছাড়া অন্য কিছুর উল্লেখ না করাটা অন্য সবকিছুকে হারাম বলা নয় বরং বাকী সব কিছু জায়েয ও বৈধ হওয়ার দলিল।

(১) কোন কোন মহিলার সাথে বিবাহ জায়েজ এবং কাদের সাথে জায়েয নয় তার বিস্তারিত আলোচনায় কুরআনে পাকের সুরায়ে নিসায় এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে-

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ

---

৩৩৭. (ক) জামে তিরিমিজি কিতাবুল লেবাস বাবু ফি লুবসিল ফরায়া : ৪/২২০ হাদিস: ১৭২৬
(খ) সুনানু ইবনে মাজা, কিতাবুল আতয়েমা বাবু আকলিল জবন ওয়া সামন : ২/১১১৭ হাদিস: ৩৩৬৭
(গ) আল মু'জামুল কাবীর, ইমাম তাবরানী : ৬ /২৫০ পৃ. হাদিস: ৬১২৪
(ঘ) আল মোস্তাদরাক, ইমাম হাকেম : ৪/১২৯ হাদিস: ৭১১৫
(ঙ) আসসুনানুল কোবরা, ইমাম বায়হাকী : ১০/২২ পৃ.
(চ) আল ফিরদাউস বেমাসুরিল খেতাব, ইমাম দায়লামী : ২/১৫৮ হাদিস: ২৮০০

تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

-তোমাদের উপর তোমাদের মায়েরা, মেয়েরা, বোনেরা, ফুফুরা, খালারা, ভাইয়ের মেয়েরা, বোনের মেয়েরা, দুধ মায়েরা, দুধ বোনেরা এবং শাশুড়িরা তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে এবং (এভাবে) তোমাদের কোলে লালন পালন হওয়া ঐসব মহিলা, যারা তোমাদের মিলিত (সহবাস) হওয়া মহিলাদের পেটে জন্মধারণ করেছে (এরাও হারাম)। হ্যাঁ যদি তোমরা ঐ সব মহিলাদের সাথে সহবাস না কর, তা হলে তাদের মেয়ে তোমাদের জন্য জায়েজ। বিয়ে করতে কোন অসুবিধা নেই এবং ঐসব ছেলেদের বিবিরা (তোমাদের জন্য হরাম)। যারা তোমাদের পিঠ থেকে জন্ম নিয়েছে। এবং (তোমাদের উপর হারাম) দু'বোন এক সাথে বিবাহ করা। তবে অতীতে যা ঘটে গেছে তা মাফ করা হল, নিশ্চয় মহান আল্লাহপাক ক্ষমাশীল ও দয়াবান।[৩৩৮]

যে সব মহিলাদের বিবাহ করা অবৈধ কুরআনে পাক তাদের পরিষ্কার তালিকা দিয়েছে। এখন প্রশ্ন হল, এছাড়া অন্যান্য সম্পর্কের মহিলাদের কি হুকুম? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হচ্ছে[৩৩৯]-

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ

এগুলো ছাড়া (যাদের ব্যাপারে কুরআনে পাকে কিছু উল্লেখ হয়নি ঐসব মহিলা) বিবাহ করা তোমাদের জন্য হালাল।

(২) এভাবে সূরা বাকরায় হারাম জন্তুর তালিকা দেয়া হয়েছে, এরশাদ হচ্ছে-

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

-(মহান আল্লাহ পাক) তোমাদের উপর মৃতবস্তু, রক্ত, শুকুরের মাংস ঐ জন্তু, যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে জবেহ করা হয়েছে তা হারাম করেছে। এছাড়া যে ব্যক্তি একান্ত বাধ্য হয়ে, আল্লাহর অবাধ্য হয়ে নয়, সীমা লংঘন করে নয়, (শুধুমাত্র জীবন রক্ষার্থে যতটুকু খেলে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবে, খেয়ে নিলে) কোন গুনাহ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ অত্যন্ত দয়াবান ও ক্ষমাশীল।[৩৪০]

(৩) এ বিষয়বস্তুকে সূরা মায়িদায় আরো বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন-

---

৩৩৮ .আল কুরআন, আন নিসা : ৪ : আয়াত ২৩

৩৩৯ .আল কুরআন, আন নিসা : ৪ : আয়াত ২৪

৩৪০ . আল কুরআন, আল বাকারাহ : ২ : আয়াত ১৭৩

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ

-(তোমাদের উপর মৃত (অর্থাৎ শরীয়া মোতাবেক জবেহ ব্যতীত জন্তু) হারাম করা হয়েছে এবং (প্রবাহিত) রক্ত, শুকুরের গোস্ত, ঐ জন্তু, যা জবেহ করার সময় আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয়েছে, গলা রোধ মারা হয়েছে (জন্তু) ধারালো ছুরি ব্যতীত অন্যকিছুর চাপে বা আঘাতে মারা জন্তু বা ওপর থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে মারা যাওয়া জন্তু অথবা অন্য জানোয়ারের শিং এর আঘাতে মরা জন্তু, অথবা ঐ জন্তু, যেটাকে অন্য জন্তু ছিঁড়ে ফেলেছে বা মৃত্যুর পূর্বে শরীয়া মোতাবেক জবেহ করা হয়নি (যা মৃত্যুর পূর্বে শরীয়া মোতাবেক জবেহ করা হয়েছে সে গুলো বৈধ), যে সব জন্তু বাতিল উপাসক (মূর্তির জন্য নির্দিষ্ট কুরবানীর স্থলে) এর নামে জবেহকৃত (এও হারাম) যা ফাঁসি দিয়ে মারা হয়েছে বা ফাঁসি দিয়ে ভাগ্য নির্ণয় করা এসব কঠোর অপরাধ।[৩৪১]

উল্লেখিত আয়াতে কুরআনী সমূহে মহান আল্লাহপাক নিজ আঙ্গিকে শুধু মাত্র হারাম বস্তু সমূহের তালিকা প্রকাশ করেছেন। এছাড়া যে সব জন্তু হালাল ও বৈধ রয়েছে, সেগুলোর তালিকা বর্ণনা আনেননি। যদি ঘটনা তার বিপরীত হত যে শরীয়তে ইসলামীয়া শুধু কিছু বৈধ পণ্যের তালিকা বর্ণনা করত, তখন বৈধ পণ্যের তালিকা সীমিত হয়ে পড়ত। এমতাবস্থায় মানবের জীবন ধারণে সংকুচিত ও অবর্ণনীয় সংকটে নিপতিত হত এবং মানুষের শরীয়ত মোতাবেক জীবন ধারণ কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে যেত। অতপর মহান আল্লাহ যত কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করি তা কম হত। পরম করুণাময় আল্লাহপাক, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আমাদের জন্যে সহজ-সরল জীবন বিধান দিয়ে প্রেরণ করেছেন। সে জন্য নবিজী বলেছেন[৩৪২]-

بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ

---

৩৪১ . আল কুরআন, আল মায়েদা : ৫ : আয়াত নং- ৩

৩৪২ .(ক) আল-মুসনাদ, ইমাম আহমদ : ৫/২৬৬ পৃ. হাদিস: ২২৩৪৫

(খ) আল মু'জামুল কাবীর, ইমাম তাবরানী : ৮/১৭০ পৃ. হাদিস: ৭৭১৫

(গ) মাজমাযুয যাওয়ায়েদ, ইমাম হায়সামী : ২/২৬০ পৃ.

(ঘ) আল মুসনাদ, ইমাম রুয়ানী : ২/৩১৭ হাদিস: ১২৭৯

(ঙ) ফয়জুল কাদীর, ইমাম মানাবী : ৩/২০৩ পৃ.

(চ) তাদরীবুর রাবী, ইমাম সুয়ুতী : ২/৩২৮ পৃ.

দ্বিতীয় পাঠ

মূলতঃ বৈধ এবং মুফাচ্ছেরীনের দৃষ্টিভঙ্গী

(১) ইমাম আবু বকর যুস্সাস আল হানাফী (রহ.) (৩৭০ হি.)
(২) ইমাম আবু আবদুল্লাহ মালেকী আল কুরতুবী (রহ.) (৩০৮ হি.)
(৩) ইমাম আবুল কাশেম আয যামাখশরী (রহ.) (৫৩৮ হি.)
(৪) ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মাহমুদ আন-নসফী (রহ.) (৭১০ হি.)।

বেদনাদায়ক দিক
হালাল হারামের দর্শনের আলোকে বিদআতের ধারণা।

নিম্নে আমরা আমাদের লক্ষ্য- الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ "সকল বস্তুর মূল বৈধ।"[৩৪৩] এর সহায়তায় কয়েকজন মুফাচ্ছেরীনের দৃষ্টিকোণ উপস্থাপনের প্রয়াস পাব, যার মাধ্যমে একথা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, দৈনন্দিন ব্যবহারের অসংখ্য বস্তু, যে গুলোর ব্যাপারে শরীয়ত নীরব অথচ এগুলো বৈধ, জায়েয। যতক্ষণ পর্যন্ত এগুলো না জায়েয বা হারাম হওয়ার ব্যাপারে শরীয়তের দলীল পাওয়া যাবে না, শরীয়তের নীরবতার কারণে এগুলোকে হারাম বলতে পারি না।

১. ইমাম আবু বকর আহমদ বিন আলী যুস্সাস আল হানাফী (رحمه الله) (৩৭০ হি.)

ইমাম আবু বকর আহমদ বিন আলী যুস্সাস হানাফী (رحمه الله) কুরআনে পাকের বিভিন্ন আয়াতে মুকাদ্দসা থেকে বস্তুর মূল যে বৈধতার প্রমাণাদি বর্ণনা করে বলেছেন-

قَوْلِهِ [هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً] وَقَوْلِهِ [وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ] وَقَوْلِهِ [قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ] يُحْتَجُّ بِجَمِيعِ ذَلِكَ فِي أَنَّ الْأَشْيَاءَ عَلَى الْإِبَاحَةِ مِمَّا لَا يَحْظُرُهُ الْعَقْلُ فَلَا يَحْرُمُ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا قَامَ دَلِيلُهُ

-মহান আল্লাহ পাক ঐ সত্তা, যিনি ভূমন্ডলের যাবতীয় বস্তু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।[৩৪৪] মহান আল্লাহ পাকের বর্ণনা, তিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের যাবতীয় কিছু তোমাদের জন্য নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছেন।[৩৪৫] আল্লাহপাক এরশাদ করেন- হে মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি বলে দিন, এ আরাম বিলাসিতাকে কে হারাম করেছে যা তিনি বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং পাক পবিত্র খাদ্য দ্রব্য (কে হারাম করেছে)[৩৪৬]

---

৩৪৩. (ক) ইমাম শামী, রদ্দুল মোহতার : ৬/৪৫৯ পৃ.
(খ) আল-মাবসুত, ইমাম সারাখসী : ২৪/৭৭ পৃ.
(গ) ফতহুল বারী, ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী : ৯/৬২৬ পৃ.
(ঘ) আল আশবাহ ওয়ান নাজায়ের, ইমাম সুয়ুতী : ১/৬০ পৃ.

৩৪৪. আল-কুরআন-আল-বাকারাহ : ২ : আয়াত নং-২৯

৩৪৫. আল জাসীয়াহ : ১৩ : আয়াত নং- ৪৭

৩৪৬. আল আরাফ : ৭ : আয়াত নং-৩২

এসব আয়াতে করীমা থেকে এ প্রমাণই বিকশিত হয় যে সব বস্তুর মূল হচ্ছে জায়েয ও বৈধ, যা বিবেকের পরিপন্থী নয়। এগুলো থেকে কোন একটাকে হারাম বলা যাবে না, যতক্ষণ তার হারাম হওয়ার উপর নির্দিষ্ট দলীল না থাকে।[৩৪৭]

২. ইমাম মাহমুদ বিন ওমর আজ জামাখশরী (রহ.) (৫৩৮ হি.)

ইমাম জারুল্লাহ জামাখশরী (রহ.) هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً এ আয়াতের[৩৪৮] তাফসীরে লিখেন-

لَكُمْ لِأَجْلِكُمْ وَلِانْتِفَاعِكُمْ بِهِ فِي دُنْيَاكُمْ وَدِينِكُمْ. (خَلَقَ لَكُمْ) عَلَى أَنَّ الْأَشْيَاءَ الَّتِي يَصِحُّ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا وَلَمْ تَجْرِ مَجْرَى الْمَحْظُورَاتِ فِي الْعَقْلِ خُلِقَتْ فِي الْأَصْلِ مُبَاحَةً مُطْلَقًا لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَتَنَاوَلَهَا وَيَسْتَنْفِعَ بِهَا.

-"(لَكُمْ) তোমাদের জন্য তোমাদের দীন-দুনিয়ার উপকারার্থে সৃষ্টি করেছেন। এ নিয়মের উপর ভিত্তি করে যে সব বস্তু থেকে উপকৃত হওয়া সম্ভব এবং বিবেকের পরিহারযোগ্য নয়। মূলত: তা বৈধই সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রত্যেকেই এসব খাওয়া এবং এর থেকে উপকৃত হওয়ার দাবীদার।[৩৪৯]

৩. ইমাম মুহাম্মদ বিন আহমদ মালেকী আল কুরতুবী (রহ.) (৬৭১ হি.):

ইমাম কুরতুবী (রহ.) وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ আয়াতের[৩৫০] তাফসীরে লিখেছেন-

اسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ إِنَّ أَصْلَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يُنْتَفَعُ بِهَا الْإِبَاحَةُ بِهَذِهِ الْآيَةِ وَمَا كَانَ مِثْلَهَا- كَقَوْلِهِ: " وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ «٢» " [الجاثية: ١٣] الْآيَةَ- حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى الْحَظْرِ. وَعَضَّدُوا هَذَا بِأَنْ قَالُوا: إِنَّ الْمَآكِلَ الشَّهِيَّةَ خُلِقَتْ مَعَ إِمْكَانِ أَلَّا تُخْلَقَ فَلَمْ تُخْلَقْ عَبَثًا، فَلَا بُدَّ لَهَا مِنْ مَنْفَعَةٍ. وَتِلْكَ الْمَنْفَعَةُ لَا يَصِحُّ رُجُوعُهَا إِلَى اللهِ تَعَالَى لِاسْتِغْنَائِهِ بِذَاتِهِ، فَهِيَ رَاجِعَةٌ إِلَيْنَا. وَمَنْفَعَتُنَا إِمَّا فِي

---

৩৪৭. আহকামুল কুরআন, আল্লামা জাস্সাস : ১/২৮ পৃ.

৩৪৮. আল-কুরআন-আল-বাকারাহ : ২ : আয়াত নং-২৯

৩৪৯. যামাখশারী, আল কাশশাফ : ১/১১২ পৃ.

৩৫০. আল জাসীয়াহ : আয়াত নং- ১৩

نَيْلِ لَذَّتِهَا، أَوْ فِي اجْتِنَابِهَا لِتُخْتَبَرَ بِذَلِكَ، أو في اعتبارنا بها. ولا يحصل شي مِنْ تِلْكَ الْأُمُورِ إِلَّا بِذَوْقِهَا، فَلَزِمَ أَنْ تَكُونَ مُبَاحَةً.

-যে সব ব্যক্তিরা বলেছেন উপকারী বস্তুসমূহের মূল হচ্ছে বৈধ, এসব বা এসবের মত অন্যান্য আয়াতদ্বারা দলিল দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ মহান রাব্বুল আলামীন নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের আনুগত্য করে দিয়েছেন। নভোমন্ডলে ও ভূমন্ডলের যাবতীয় কিছু, যতক্ষণ নিষেধের উপর কোন প্রমাণ পাওয়া না যায়। তার সহায়তায় বলা হয়েছে রুচিশীল খাদ্য দ্রব্য সৃষ্টিকরা হয়েছে; অথচ না করলেও পারতেন। কাজেই এগুলোকে অপ্রয়োজনে সৃষ্টি করেন নি। অতএব এগুলো উপকারী হওয়া আবশ্যকীয় এবং এও সঠিক হবে না যে, এ উপকার গ্রহণের সম্পর্ক আল্লাহর দিকে করা যাবে। কেননা আল্লাহর যাত এসব থেকে পবিত্র। সুতরাং এসব উপকার আমাদের প্রতিই প্রত্যাবর্তন করা হবে। কেননা এসব হয়ত স্বাদ গ্রহণ করতে বা এসব পরিহার করতে যাতে এর মাধ্যমে আমাদের পরীক্ষা যাচাই হবে অথবা এসব থেকে সবক নেব। (অথবা এগুলোর কেয়াস আন্দাজ করা হবে) এবং এসব থেকে একটা মকসাদ ও স্বাদ নেয়া ছাড়া হবে না। অতএব আবশ্যক যে কোন বস্তুর মূল বৈধ।[৩৫১]

৪. ইমাম আবদুল্লাহ বিন মাহমুদ বিন আহমদ আন-নাসাফী (رحمه الله) (৭১০ হি.):

ইমাম আবদুল্লাহ বিন মাহমুদ আহমদ আন-নাসাফী (رحمه الله) هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً এ আয়াতের[৩৫২] এর তাফসীরে লিখেছেন-

وَقَدْ اِسْتَدَلَّ الْكَرْخِيْ وَأَبُوْ بَكْرِ الرَّازِيْ وَالْمُعْتَزِلَة بِقَوْلِه خَلَقَ لَكُمْ عَلَى أَنَّ الْأَشْيَاءَ الَّتِيْ يَصِحُّ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا خُلِقَتْ مُبَاحَةً فِي الْأَصْلِ {جَمِيْعًا}

---

৩৫১. ইমাম কুরতুবী, আল জামেউ লি আহকামিল কুরআন : ১/২৫১ পৃ.

৩৫২. আল-কুরআন: আল-বাকারাহ : ২ : ২৯

-কুরআনে পাকের আয়াতে করীমা خَلَقَ لَكُمْ (তোমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে) দ্বারা ইমাম কুরখী, ইমাম আবু বকর রাযী এবং মু'তাজিলারা প্রমাণ করেন যে-সব ধরনের উপকারী বস্তুর মূল হচ্ছে জায়েয বা বৈধ।[৩৫৩]

অনুশোচনীয় দিক

বিস্ময়কর ব্যাপার হল দ্বীন প্রদানকারী রাব্বুল আলামীন ও দ্বীন নিয়ে আগমনকারী আকায়ে নামদার (ﷺ) বলেছেন, দ্বীন সহজ সরল[৩৫৪]

এবং দ্বীন স্বয়ং উচ্চকিত কণ্ঠে বলছে "লা ইকরাহা ফি দীন"[৩৫৫] দ্বীনে কোন সংকীর্ণতা ও কঠোরতা নেই অর্থাৎ নিজে ও নিজেকে সহজ সরল বলছেন, কিন্তু দ্বীন পালনকারীরা দ্বীনকে সম্মুখে এগিয়ে নিতে সহজতাকে ধ্বংস করে এত কঠিন ও কঠোর করে যে দ্বীনের আমল করা অসম্ভব অনুভূত হয়, এমতাবস্থায় কে দ্বীনের দিকে প্রত্যয়ী হবে?

মহান রাব্বুল আলামীন আমাদের প্রতি পদে পদে সহজতর করতে চায়। একারণে কিছু অবৈধ পণ্যের তালিকা প্রকাশ করেছেন। এছাড়া বাকী সব হালাল এবং বৈধ করেছেন। এসব ইসলাম ধর্মের সহজ সরল দিক নয়ত আর কি?

এর বিপরীতে মহান আল্লাহ পাক যদি শুধুমাত্র হালাল বৈধ কিছু পণ্যের তালিকা প্রকাশ করে দিতেন তা হলে মুসলিম উম্মাহর ইসলামী জীবন যাপনে নিশ্চিত সমস্যা ও অকল্পনীয় কষ্টের মুখোমুখি হতে হত। পরিণামে জীবন ধারণ এক সংকটে আবদ্ধ হয়ে থাকত। সুতরাং মহান আল্লাহর যতই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি কম হবে। কেননা তিনি রাসূলে পাক (ﷺ) কে আমাদের জন্য এক সহজ সরল দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন এবং মুসলিম উম্মাহর সহজতরের লক্ষ্যে এক সুন্দর বিধান প্রয়োগ করেছেন যে- যে কাজ থেকে আমি তোমাদের নিষেধ করব তা পরিহার কর কেননা তা হারাম এবং যে ব্যাপারে আল্লাহপাক ও রাসূল (ﷺ) নীরব তা কেয়ামত পর্যন্ত তোমাদের জন্য হালাল ও বৈধ। ইমাম তিরমিজি (রহ.) (২৭৯ হি.) স্বীয় জামে তিরমিজির কিতাবুল লেবাসে বর্ণনা করেন, যখন রাসূলে পাক (ﷺ) ঘি, পানির এবং পুস্তিন সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়েছিল তখন তিনি বলেছিলেন-

---

৩৫৩. মাদারেকুত-তানযীল, ইমাম নাসাফী : ১/৩৯পৃ.

৩৫৪. (ক) সহীহ বুখারী ১/২৩, কিতাবুল ইমান, বাবু আদীন য়ুসরুন নং ৩৯

(খ) সুনানু নাসায়ী : ৮/১২২, কিতাবুল ইমান ওয়াশাবায়েহী, বাব দ্বীন য়ুসরু হাদিস: ৫০৩৪

(গ) আস সুনানুল কোবরা, ইমাম নাসায়ী : ৬/৫৩৮ হাদিস: ১১৭৬৫

(ঘ) আস সহীহ, ইমাম ইবনে হিব্বান : ২/৬৩ হাদিস: ৩৫১

(ঙ) আস-সুনানুল কোবরা, ইমাম বায়হাকী : ৩/১৮ হাদিস: ৪৫১৮

(চ) আল মুসনাদুস শিহাব, ইমাম কাদায়ী : ২/১০৪ হাদিস: ৯৭৬

৩৫৫. সুরা বাকারাহ : ২ : আয়াত নং- ২৫৬

الحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَالحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ

-"ঐ (বস্তু) হালাল যা আল্লাহ পাক কুরআনে মজীদে হালাল ঘোষণা করছেন এবং হারাম উহা যা আল্লাহ পাক কুরআনে পাকে হারাম বলেছেন, আর যে সব বিষয় সম্পর্কে নীরব রয়েছেন তা তোমাদের জন্য ক্ষমা।"[৩৫৬]

এ হাদিসে পাকের আলোচনায় প্রমাণিত যে, ঐসব বস্তু যেগুলোর হালাল এবং হারাম সম্পর্কে কুরআনে পাক ও হাদিসে রাসূল (ﷺ) নিরব। তার পরিষ্কার বক্তব্যের জন্য প্রত্যয়ী হইও না, না হয় বনি ইসরাঈলের মত অধিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে সমস্যায় নিপতিত হবে। কথা হল যে, তোমরা প্রত্যেকটা বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ ও রাসূল (ﷺ) কে প্রশ্ন করে নাও তা হলে কোন ব্যাপারে নাজায়েয বা অবৈধ বললে তোমরা সংকোচিত হয়ে যাবে।

এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা এভাবে বুঝেন যে, যখন আল্লাহপাক হজ্বের বিধান অবতীর্ণ করতে গিয়ে বলেন[৩৫৭]-

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

"বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্ব ফরজ শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য, শুধুমাত্র সমর্থবান ব্যক্তিদের উপর"। তখন এক সাহাবী প্রশ্ন করেছিলেন -

হে আল্লাহর রাসূল, প্রতি বৎসর? রসূলে পাক (ﷺ) চেহেরা মোবারক অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন এবং চুপ থাকলেন, সাহাবী আবার জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) প্রতি বৎসর? নবীয়ে পাক (ﷺ) আবারও চুপ থাকলেন। ঐ সাহাবী তৃতীয় বারও যখন একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন, তখন সরকারে দো আলম (ﷺ) বললেন-

لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ "ثُمَّ قَالَ: «ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ،

---

৩৫৬. (ক) আল জামে আস্-সহীহ, তিরমিজী: ৪/২২০ কিতাবুল লিবাস, বাবু ফি লবসীল ফরা' হাদিস: ১৭২৬
(খ) সুনানে ইবনে মাযা কিতাবুল আতয়েমা, বাবু আকলীল জুবনে ওয়াস সমনে : ২/১১১৭ হাদিস: ৩৩৬৭
(গ) আল মোজামুল কাবীর, ইমাম তাবরানী : ৬/২৫০ হাদিস: ৬১২৪
(ঘ) আল মুসতদারক, ইমাম হাকিম : ৪/১২৯ হাদিস: ৭১১৫
(ঙ) আস সুনানুল কোবরা, ইমাম বায়হাকী : ১০/১২ পৃ.
(চ) আল ফিরদাউস বিমাসুরীল খিতাব, ইমাম দায়লামী : ২/১৫৮ হাদিস: ২৮০০
(ছ) আল বায়ান ওয়াত তারীফ, ইব্রাহিম হোসাইনী : ২/৩০ হাদিস: ৯৬৬
(জ) আল জামে লিআহকামীল কুরআন, ইমাম কুরতুবী : ২/২২১ পৃ.
(ঝ) তাফসীরুল কুরআনীল আজীম, ইমাম ইবনে কসীর : ১/২০৬ পৃ.
৩৫৭. আল কুরআন, আলে ইমরান : ৩ : আয়াত নং- ৯৭

-আমি তোমার প্রশ্নের উত্তরে হাঁ বললে তোমাদের উপর প্রতি বৎসর হজ আদায় করা ফরজ হয়ে যেত, আর তোমরা তা আদায় করতে সমর্থ হতে না। মনে রেখ! আমি আমার আলোচনায় যে সব বিষয়ে এড়িয়ে যাব বা পরিহার করব তোমরা সেগুলো নিয়ে প্রশ্ন করো না।[৩৫৮]

হযরত সা'দ বিন আবি ওক্কাস (রা.) (৫৫ হি:) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলে পাক (ﷺ) অধিক প্রশ্ন থেকে বিরত থাকতে বলতে গিয়ে বলেন-

إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا، مَنْ سَأَلَ عَنْ أَمْرٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ عَلَى النَّاسِ، مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ

-নিশ্চয় মুসলিমদের মধ্যে সবচেয়ে বড় অপরাধী ঐ ব্যক্তি যে এমন বিষয়ে প্রশ্ন করে যা হারাম ছিল না কিন্তু তার প্রশ্নের কারণে তা মুসলমানদের উপর হারাম হয়ে গিয়েছে।[৩৫৯]

এভাবে এ আয়াতে পাক ও ধর্মের পরিভাষা ও রাসূলে পাক (ﷺ) এর শরীয়তের বুনিয়াদী বিধান বুঝতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا -মহান আল্লাহ কাউকে তার সামর্থ্যের বাহিরে কষ্ট দেন

---

৩৫৮. (ক) সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হজ্ব, বাবু ফরজিল হজ্জে মাররাতান ফিল ওমরে : ২/৯৭৫ হাদিস: ৩৩৩৭

(খ) সুনানু নাসায়ী, কিতাবু মানাসেকীল হজ্জে, বাবু ওয়াজিবুল হজ্জে : ৫/১১০ পৃ.

(গ) আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ২/৫০৮ পৃ. হাদিস: ১০৬১৫

(ঘ) আস সুনানুল কোবরা, ইমাম বায়হাকী : ৪/৩২৫ পৃ. হাদিস: ৮৩৯৮

(ঙ) আল মুসনাদ, ইমাম ইসহাক বিন রাহওয়াই : ১/১৩৪ পৃ. হাদিস: ৬০

(চ) আস-সুন্নাহ, ইমাম মারওয়াজী : ১/৪০ পৃ. হাদিস: ১২৪

(ছ) ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তালখিসুল হবীর : ২/২২০ পৃ.

(জ) আল মুসনাদ তালমুসতাখরজ আলা সহীহিল ইমাম মুসলিম : ৪/১১ হাদিস: ৩১০৮

৩৫৯. (ক) সহীহ মুসলিম কিতাবুল ফজায়েল বাবু তৌকিরীহি ওয়া তরকে একসারে সুয়ালিহি-৪/১৮৩১ হাদিস: ২৩৫৮

(খ) সহীহ বুখারী কিতাবুল এতেসামে বিল কিতাবে ওয়াসসুন্নাহ বাবু মা যুকরাহু মিন কসরিহি ৬/২৬৫৮ হাদিস: ৬৮৫৯

(গ) সুনানে আবি দাউদ ৪/২০১ কিতাবুস সুন্নাহ বাবু লুযুমি সসুন্নাহ হাদিস: ৪৬১০

(ঘ) আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ১/১৭৯ পৃ. হাদিস: ১৫৪৫

(ঙ) আল মুস্তাদরাক আলাস সহীহাইন, ইমাম হাকেম : ৩/৭২৫ পৃ. হাদিস: ৬৬২৮

(চ) আল-মুসনাদ, ইমাম বাযযার : ৩/২৯২ পৃ. হাদিস: ১০৮৪

(ছ) আল মুসনাদ, ইমাম আবু ই'য়ালা : ২/১০৪ হাদিস: ৭৬১

(জ) আত তামহীদ, ইমাম ইবনে আবদিল বার : ২১/২৯০

(ঝ) আল মাদখাল ইলাস সুনানিল কোবরা, ইমাম বায়হাকী : ১/২১৮ হাদিস:২৭৮

(ঞ) জামে লি আহকামিল কোরআন, ইমাম কুরতুবী : ৬/৩৩৫ পৃ.

না।[৩৬০] এখানে আমাদের চিন্তার বিষয় হল যখন আল্লাহপাক কাউকে সামর্থ্যের বাহিরে কষ্ট দেন না তা হলে আমরা কেন নিজেদের জন্য সংকীর্ণতা ও পীড়াদায়ক বস্তুকে আহবান করতে থাকি।

হালাল এবং হারামের দর্শনের আলোতে বিদআতের ধারণা

দীনের দর্শন ও হালাল হারামের বুনিয়াদী বিধান বুঝার পর বিদআত সম্পর্কে ধারণা আমাদের কাছে কিছুটা সহজতর হয়ে যাবে যে- প্রত্যেক নতুন কাজ যার সম্পর্কে কুরআন ও হাদিস নীরব, তা আমাদের জন্য জায়েজ ও বৈধ, যতক্ষণ পর্যন্ত না এ কাজের হারাম হওয়া ও নিষেধাজ্ঞা কিতাব ও সুন্নাহ অথবা সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্য দ্বারা স্পষ্ট না হয়।

এখন একথা বলা খুবই যথাযথভাবে সঠিক মেনে নিতে হবে যে যখন কোন বস্তু

(১) কুরআন অবৈধ করেনি।

(২) হাদিস পাক অবৈধ ঘোষণা করেনি।

(৩) সাহাবায়ে কেরাম অবৈধ বলেন নি।

(৪) মুসলিম উম্মাহ বস্তুটার হারাম হওয়ার উপর ঐক্যমত পোষণ করেন নি। "তা তখন স্বীয় বৈধতার বিধানে জায়েয থাকে, তা নতুন হউক বা পুরাতন, জামানা (কাল) এক, হায়াত (জীবন) এক কায়িনাত (সৃষ্টি) এক দলিল প্রমাণ (অপর্যাপ্ত) কম বিষয় নতুন বা পুরাতন"। (ড. আল্লামা ইকবাল)

কোন বস্তু নতুন বা পুরাতন কোন ব্যাপার নয়, তার অর্থ ঐ সময় নির্ধারণ হয় এখন তা কুরআনে পাক ও হাদিসে নববীর বিচারে যাচাই করা হয়, যা কুরআনের আয়াতের বিপরীত হয় হাদিসে পাক বা সাহাবায়ে কেরামের ঐক্যমতের সাথে সংঘর্ষিক হয়। তা হলে এ বস্তু যে কোন অবস্থায় না জায়েয পরিহার যোগ্য, যদিও তার কর্তা কোন স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব হয়। আর যদি কোন বস্তু কুরআন-সুন্নাহর ও সাহাবায়ে কেরামের ঐক্যমতের বিপরীত না হয় এবং তার উপর সরাসরি কোন নিষেধাজ্ঞাও নেই তখন তা জায়েয ও বৈধ। যদিও তার হারাম হওয়ার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহ ঐকমত্য পোষণ করেন, বা ফতওয়া দেন। কেননা, কোন বস্তুকে হারাম করার অধিকার শুধুমাত্র মহান আল্লাহপাক ও রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অন্য কারো নেই।

---

[৩৬০] .আল কুরআন: আল বাক্বারা : আয়াত নং-২৮৬।

FOLLOW US

https://sunni-encyclopedia.blogspot.com

Download our APP

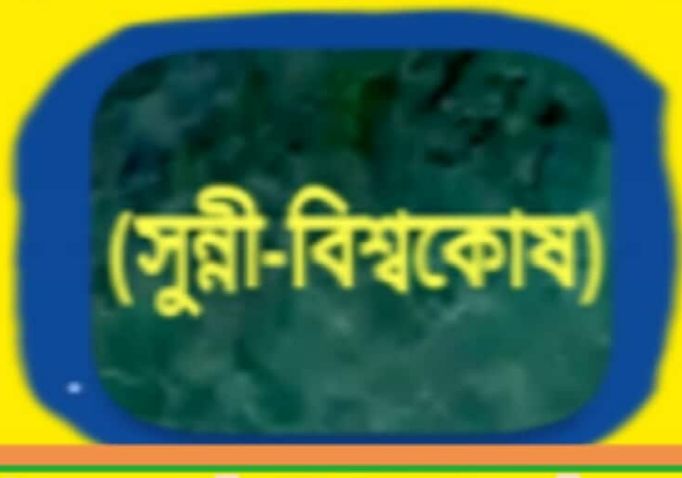

Sunni-Encyclopedia

তৃতীয় পাঠ

কোন বস্তুর উল্লেখ না করা হারাম হওয়ার দলিল নয়

* নবীয়ে পাক (ﷺ) এবং সাহাবায়ে কেরাম থেকে কোন আমল সর্ম্পকে উল্লেখ না থাকা হারাম হওয়ার দলিল নয়।

* কোন কাজের প্রমাণ না থাকার হুকুমের নিয়মগত পদ্ধতি।

* মূল মাসয়ালার উপর কিতাব ও সুন্নাহর প্রমাণাদি।

লক্ষ্যনীয় বিষয়

সার সংক্ষেপ আলোচনা :

নবীয়ে পাক (ﷺ) এবং সাহাবায়ে কেরাম থেকে কোন আমল সম্পর্কে উল্লেখ না থাকা হারাম হওয়ার দলিল নয়

নবীয়ে পাক (ﷺ) এবং সাহাবায়ে কেরামের কোন কাজ পরিহার করাটা ঐ কাজ হারাম হওয়ার দলিল হতে পারে না। না হয় প্রত্যেক ঐ কাজ যা আল্লাহপাক কুরআন মজীদে আলোচনা করেননি বা আলোচনা করাটা প্রয়োজন মনে করেননি তাও হারাম হত। কেননা, যদি রাসূলে পাক (ﷺ) এবং সাহাবায়ে কেরামের পরিহারের কারণে বিদআতে সাইয়্যেয়া হয়ে যায়, তা হলে কুরআনে আলোচনা না করলেও তা বিদআত হবে না?

উত্তরে বলা যায় অবশ্যই বিদআতে মজমুমাহ বা খারাপ বিদআত হবে। কাজেই আমাদের এ বাস্তবতা অবশ্যই মেনে নিতে হবে যে, আলোচনায় না আসা বা প্রমাণ না হওয়া হারামের দলিল নয়। কেননা, কাজের প্রমাণ না থাকা বা বৈধতার প্রমাণ না (অর্থাৎ কাজ না করা বা কাজটা হারাম হওয়া) থাকা আসমান-জমীনের পার্থক্য।

কোন কাজের প্রমাণ না থাকার নির্দেশের পদ্ধতিগত নিয়ম

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রা.) (৮৫২ হি.) ফাতহুল বারীতে উল্লেখ করেছেন যে -

الفعل يدل على الجواز وعدم الفعل لا يدل على المنع

-কোন কাজ করাটা তার বৈধ হওয়ার দলিল কিন্তু না করাটা নিষিদ্ধ হওয়ার দলিল নয়।[৩৬১]

আল্লামা ইবনে হুমাম (رحمه الله) (৮৬১ হি.) ফাতহুল ক্বাদিরে উল্লেখ করেছেন-

ثُمَّ الثَّابِتُ بَعْدَ هَذَا هُوَ نَفْيُ الْمَنْدُوبِيَّةِ، أَمَّا ثُبُوتُ الْكَرَاهَةِ فَلَا إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ آخَرُ،

(নবীয়ে পাক (ﷺ) এবং সাহাবায়ে কেরামের) না করার কারণে এতটুকু প্রমাণ হয়েছে যে, মানদুব (বৈধ) নয় বাকী রইল যে কারাহাত বা মানা হওয়ার দলিল উপস্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে মাকরূহ বলা যাবে না।[৩৬২]

ইবাহতে আসলী বা মূল বৈধতার উপর কুরআন-সুন্নাহর প্রমাণাদি

ইসলাম এক সহজ পরিচ্ছন্ন এবং আমলযোগ্য ধর্ম। পবিত্র শরীয়তে কোন বস্তু বা কাজ ঐ সময় পর্যন্ত হারাম বা অবৈধ সাব্যস্ত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত কুরআন, হাদিস তাকে অবৈধ বা হারাম প্রমাণিত না করে। যে বস্তু বা

---

৩৬১ .ফতহুল বারী, ইমাম ইবনে হাজর আসকলানী : ১০/৫৫ পৃ.

৩৬২ .(ক) ফতহুল কাদীর, ইমাম ইবনে হুমাম : ১/৪৪৬ পৃ.

(খ) আল-বাহরুর রায়েক, ইবনে নুজাইম মিসরী হানাফী : ১/২৬৬ পৃ.

(গ) হাশিয়ায়ে ইবনে আবেদীন, ইমাম ইবনে আবেদীন : ২/১৪

(ঘ) শরহু ফতহিল কাদির, আল্লামা আস-সাওয়াসী : ১/৪৪৬ পৃ.

কাজকে কুরআন-সুন্নাহ সরাসরি হারাম বা অবৈধ বলবে না তাকে শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে হারাম বলা যাবে না। একারণে যেভাবে আমি উল্লেখ করেছি যে, শরীয়ত বৈধ বস্তু বা কাজের তালিকা প্রণয়ন করেনি বরং অবৈধ হারাম বস্তুর তালিকা প্রচার করেছে। যা মহান আল্লাহপাক ও রাসূলে পাক (ﷺ) নির্ধারণকৃত স্পষ্ট বিধান সম্বলিত। যেমন শুকুর, প্রবাহিত রক্ত, মৃত জন্তু, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে যবেহকৃত জন্তুর গোস্ত এগুলোকে সরাসরি হারাম বলেছেন। এভাবে অন্যান্য পানীয় আহারযোগ্য বস্তু, সম্পর্ক, মানুষ পরস্পরের লেনদেন এবং আক্বায়েদ ও বিশ্বাসে যাবতীয় বস্তু হারামকৃত বস্তু গণনা করে মুসলিম মিল্লাতকে অবহিত করেছে যে, এই বস্তু তোমাদের জন্য হারাম এছাড়া সৃষ্টিজগতের নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের যাবতীয় তোমাদের জন্য হালাল ও নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছি, যাতে তোমরা এসব থেকে উপকৃত হতে পার। রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেন-

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ

এবং তিনি তোমাদের জন্য নবমন্ডল ও ভূমন্ডলের যা কিছু আছে সবকিছু নিজের পক্ষ থেকে নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছেন।[৩৬৩]

মূল কথা হচ্ছে যে, মহান আল্লাহপাক তাঁর যাবতীয় নিয়ামত মানুষের কল্যাণে সৃষ্টি করেছেন এবং এসব নিয়ামতের বৈধ ব্যবহারের অধিকার দিয়ে কৃতজ্ঞ করেছেন। যদি দাতা দয়ালু কায়িনাতের স্রষ্টা নিজে এগুলো হারাম করে দিতেন এবং এগুলো থেকে উপকৃত হওয়ার অনুমতি না দিতেন, তাঁর কি হয়েছে যে এ প্রতিশ্রুতি কেন তার প্রতিপালক হওয়ার সাক্ষী, সংগ্রহ করছে, যা কুরআনে পাকের এ আয়াতে উল্লেখ হয়েছে-

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً

-(লোকেরা) তোমরা কি দেখনি যে, আল্লাহ পাক তোমাদের জন্য এসব বস্তুকে নিয়ন্ত্রণ করে দিয়েছেন, যা নভোমন্ডলে রয়েছে-রয়েছে ভূমন্ডলে এবং তিনি তাঁর প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য নিয়ামত পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন।[৩৬৪]

---

৩৬৩. আল কুরআন, আল যাসিয়া : ৪৫ : আয়াত নং-১৩

৩৬৪. আল কুরআন, লোকমান : ৩১ : আয়াত নং-২০

কুরআনের ঘোষণানুযায়ী আমরা হালাল ও বৈধ বস্তু সমূহের সার্বিকতায় হারাম ও অবৈধ বস্তু সমূহের প্রতি লক্ষ্য করি তখনো আমরা পরিচিত হই অসংখ্য মেহেরবানী ও রহমতের সাথে। এ কারণে যে, যেকোন বস্তু হারাম ঘোষিত হয়েছে তা হয়ত মহান আল্লাহপাক হুকুম দিয়েছেন বা তাঁর প্রিয় হাবিব (ﷺ) নিজের তাশরীয়ী (শরীয়তের অধিকার যা আল্লাহ প্রদত্ত) তাকয়ীনি (আল্লাহপাকের হও বলতে হয়ে যাওয়া ক্ষমতা কর্তৃকপ্রদত্ত ক্ষমতা) অধিকারের মাধ্যমে হারাম করেছেন এবং তাও কোন বিশেষ কৌশলে বা কল্যাণের ভিত্তিতে। যেমন ইসলামী শরীয়তের বিধানে যে সব বস্তুকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে, এসব বস্তুর খাওয়া এবং পানে ক্ষতির যে দিকগুলো রয়েছে চৌদ্দশত বৎসর পর আজো বিজ্ঞানীরা তাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরীক্ষা নিরীক্ষায় নিরূপণ করেছেন এসব ক্ষতিকর বস্তুগুলো। উল্লেখিত ক্ষতিকারক বস্তুগুলো ছাড়া কায়িনাতের বাকী সব বস্তুকে হালাল ও বৈধ করেছেন। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন-

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

-ঐ সত্তা (আল্লাহ) যিনি ভূমন্ডলের যাবতীয় বস্তু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।[৩৬৫] আসল কথা হল কুরআনে পাক হারাম বস্তুর বর্ণনা দিয়েছে এবং যেগুলোর ব্যাপারে নীরব রয়েছে এসব বৈধ। কুরআনের নিয়ম হচ্ছে- وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ তিনি (আল্লাহ) তোমাদের প্রতি হারাম বস্তু সমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করে দিয়েছেন।[৩৬৬] এ আয়াত দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে, যা বর্ণনা করেননি তা হালাল, কেননা উল্লেখ না করার উদ্দেশ্য হল মুবাহ, বৈধ। সুতরাং উল্লেখ না করা বৈধতার দলিল, অবৈধ বা হারামের দলিল নয়।

কুরআনে পাকের অন্য এক জায়গায় হারামকৃত (ঐ সব মহিলা যাদের বিয়ে করা নিষেধ) দের আলোচনার পর বললেন[৩৬৭]- وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ এসব ছাড়া বাকী সব ধরনের মহিলা তোমাদের জন্য হালাল করে দেয়া হল। এ আয়াতে করীমায়ও প্রকাশ পেয়েছে যে, আলোচনায় না আনা হারামের নয় বরং হালালের দলিল। কাজেই কুরআনে পাকে যখন উল্লেখ না করা হালাল

---

৩৬৫. আল কুরআন, আল বাকারাহ : ২ : আয়াত নং-২৯
৩৬৬. আল কুরআন, আনআম : ৬ : আয়াত নং-১১৯
৩৬৭. আল কুরআন, নিসা : ৪ : আয়াত নং-২৪

ও বৈধ হওয়ার দলিল, তখন রাসূলে পাক (ﷺ) এবং সাহাবায়ে কেরামের পরিহার করা কাজ কিভাবে হারামের দলিল হতে পারে।

লক্ষণীয় বিষয়

উল্লেখিত সরাসরি আলোচনার পর লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে যে, শরীয়ত যদি শুধুমাত্র আল্লাহ পাক এবং রাসূলে খোদা (ﷺ) যা জায়েয ও হালাল বলেছেন সেগুলো বৈধ, আর যে সব ব্যাপারে শরীয়ত নীরব সেগুলোকে না জায়েজ ও হারাম বলা হয়। তাহলে মানব জীবনে দৈনন্দিন কার্যপ্রণালীতে সকাল-সন্ধ্যা, হাজারো কার্যাবলী রয়েছে, যেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ পাকের না কোন নির্দেশ রয়েছে, না রাসূলে খোদা (ﷺ) এর কোন বর্ণনা রয়েছে। যেমন : খাওয়া ও পান করা (পানাহার), পরিধেয় বিছানোর জীবনে অবিচ্ছিন্ন অংশ হয়ে রয়েছে। যে সব বস্তু রাসূলে খোদা (ﷺ) এবং সাহাবায়ে কেরামের সময়ে ছিল না। এসবকে হারাম চিহ্নিত করলে এবং আরো লাখো নতুন মামলায় নিম্মজিত আমাদের পরিপূর্ণ জীবনে এ ধরনের বিদআতের ধারণায় পড়ে জড়তা ও স্তব্ধতার শিকার হবে, নিস্তব্ধ হয়ে যাবে ইসলামী শরীয়তের আকর্ষণ, চলমান প্রক্রিয়া ও সতেজতা, নিশ্চয় এরকম হতে পারে না। সেগুলো সরকারে দো আলম (দ.)-এর[৩৬৮] -

وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ

(যে সব বিষয়ে নীরব সেগুলো ক্ষমার পর্যায়ে) বর্ণনায় বৈধ ও মুবাহ ঘোষণা করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে কয়েকটা হাদিস উপস্থাপিত হল:

(১) ইমাম তিরমিজি, জামে তিরমিজি কিতাবে 'লিবাস' অধ্যায়ে বর্ণনা করেন-একবার রাসূলে পাক (ﷺ) এর কাছে ঘি, পনির সহ অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেন -

---

৩৬৮. (ক) আল জামে আসসহীহ তিরমিজি, কিতাবুল লিবাস বাবু ফি লুবসিল ফরা: ৪/২২০ হাদিস: ১৭২৬
(খ) সুনানু ইবনে মাজা কিতাবুল আতয়েমা, বাবু আকলিল জুবনে ওয়াস সমনে : ২/১১১৭ হাদিস: ৩৩৬৭
(গ) আল-মু'জামুল কাবীর, ইমাম তাবরানী : ৬/২৫০ হাদিস:৬১২৪
(ঘ) আল মুস্তাদরাক, ইমাম হাকিম : ৪/১২৯ হাদিস: ৭১১৫
(ঙ) আস সুনানুল কোবরা, ইমাম বায়হাকী : ১০/১২
(চ) আল ফিরদাউস বিমাসুরিল খিতাব, ইমাম দায়লমী : ২১৫৮ হাদিস: ২৮০০
(ছ) আল বায়ান ওয়াল তারিফ, ইব্রাহিম হোসাইনী : ২/৩০ হাদিস: ৯৬৬
(জ) আল জামে লি আহকামিল কুরআন, ইমাম কুরতুবী : ২/২২১
(ঝ) তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, ইমাম ইবনে কাসির : ১/২০৬

الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ

ঐ সব বস্তু হালাল, যা আল্লাহ পাক কুরআনে পাকে হালাল বলেছেন এবং ঐ সব হারাম যেগুলোকে আল্লাহ পাক কুরআনে মজীদে হারাম বলেছেন। আর যে সব ব্যাপারে নীরবতা পালন করা হয়েছে, সেগুলো তোমাদের জন্য ক্ষমাই বা ক্ষমারযোগ্য।[৩৬৯]

(২) হযরত আবু দারদা (ﷺ) মারফু (যে হাদিসের সনদ রাসূলে পাক (ﷺ) পর্যন্ত সম্পৃক্ত) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলে খোদা (ﷺ) ইরশাদ করেন -

مَا أَحَلَّ اللّٰهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةٌ فَاقْبَلُوا مِنَ اللّٰهِ عَافِيَتَهُ، فَإِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا.

যে সব বস্তুকে আল্লাহপাক কুরআনে পাকে হালাল বলেছেন, এগুলো হালাল এবং যে সব বস্তুকে হারাম বলেছেন, ঐসব হারাম এবং যেগুলো সম্পর্কে নীরব রয়েছেন, ঐগুলো ক্ষমারযোগ্য আল্লাহ পাক থেকে ক্ষমা নিয়ে নাও। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা ভুলেন না।[৩৭০]

---

৩৬৯. (ক) আল জামে আসসহীহ তিরমিজি, কিতাবুল লিবাস বাবু ফি লুবসিল ফরা : ৪/২২০ হাদিস: ১৭২৬
(খ) সুনানু ইবনে মাযাহ, কিতাবুল আতয়েমা, বাবু আকলিল জুবনে ওয়াস সমনে : ২/১১১৭ হাদিস: ৩৩৬৭
(গ) আল মুজামুল কাবীর, ইমাম তাবরানী : ৬/২৫০ হাদিস: ৬১২৪
(ঘ) আল মু'সতাদরাক, ইমাম হাকেম : ৪/১২৯ হাদিস: ৭১১৫
(ঙ) আস সুনানুল কোবরা, ইমাম বায়হাকী : ১০/১২ পৃ.
(চ) আল ফিরদাউস বেমাসুরিল খেতাব, ইমাম দায়লামী : ২১৫৮ হাদিস: ২৮০০
(ছ) আল বায়ান ওয়াল তারিফ, ইমাম ইব্রাহিম হোসাইনী : ২/৩০ হাদিস: ৯৬৬
(জ)আল জামে লেআহকামিল কুরআন, ইমাম কুরতুবী : ২/২২১ পৃ.
(ঝ) তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, ইমাম ইবনে কাসির : ১/২০৬

৩৭০. (ক) সুনানুল কোবরা, ইমাম বায়হাকী : ১০/১২ পৃ.
(খ) আল জামেয়ুস সহীহ তিরমিজী, কিতাবুল লিবাস বাবু লুবসিল ফরা : ৪/২২০ হাদিস: ১৭২৬
(গ) সুনানু ইবনে মাযা, কিতাবুল আতয়েমা বাবু আকলিল জুবন ওয়াস সমন ২/১১১৭ হাদিস: ৩৩৬৭
(ঘ) আল মো'জামুল কাবীর, ইমাম তাবরানী : ৬/২৫০ হাদিস: ৬১২৪
(ঙ) আল মো'সতাদরক, ইমাম হাকেম : ৪/১২৯ হাদিস: ৭১১৫
(চ) আস-সুনানুল কোবরা, ইমাম বায়হাকী : ১০/১২ পৃ.
(ছ) আল ফিরদাউস বেমাসুরিল খেতাব, ইমাম দায়লামী : ২/১৫৮ হাদিস: ২৮০০
(জ) আল বায়ান ওয়াত তারীফ, আল্লামা ইব্রাহিম হোসাইনী : ২/৩০ হাদিস: ৯৬৬

(৩) অন্য একটা হাদিসে হযরত আবু সা'লবা (ﷺ) থেকে বর্ণিত, রাসূলে পাক (ﷺ) ইরশাদ করেন-

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَرَّمَ حُرُمَاتٍ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا»

-আল্লাহ পাক কিছু হুকুম ফরজ করেছেন এসব পরিহার করো না আর কিছু হারাম করেছেন এগুলোর হুরমত (নিষিদ্ধতা) বিনষ্ট করো না। কিছু কাজের সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তা অতিক্রম করো না এবং কিছু কথা না বলে নীরব রয়েছেন, এগুলোর অনুসন্ধিৎসু হইও না।[৩৭১]

মোল্লা আলী কারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (১০১৪ হি:) নবীয়ে পাক (ﷺ)-এর হাদিসের- لَا تُفَتِّشُوا عَنْ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ (এসব ব্যাপারে আলোচনা কর না) বিশ্লেষণে লিখেছেন

دَلَّ عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا}

সরকারে দোআলম (ﷺ) এর এ নির্দেশ ও একথা প্রমাণ করে যে, বস্তু সমূহের মূল ইবাহত বা বৈধ, যে আল্লাহ পাকের ইরশাদ- هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا দ্বারা এবাহতের বৈধতা প্রমাণিত।[৩৭২]

(৪) হযরত আবু হুরাইরা (ﷺ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবীয়ে পাক (ﷺ) এরশাদ করেছেন, হে লোকেরা! তোমাদের উপর হজ্ব ফরজ হয়েছে। অতএব হজ্ব আদায় কর, এক ব্যক্তি আরজ করলেন, হে রাসূল (ﷺ)! প্রতি বছর হজ্ব আদায় করা ফরজ, নবীয়ে পাক (ﷺ) নীরব থাকলেন, লোকটি তিনবার জিজ্ঞাসা করলেন অতঃপর নবীয়ে পাক (ﷺ) বললেন, তোমার

---

৩৭১ .(ক) আস-সুনান, ইমাম দারেকুতনী : ৪/১৮৪ পৃ. হাদিস: ৪২
(খ) আল মু'জামুল কাবীর, ইমাম তাবরানী : ২২/২২২ হাদিস: ৫৮৯
(গ) আস-সুনানুল কোবরা, ইমাম বায়হাকী : ১০/১২ পৃ.
(ঘ) ইমাম হাইসামী, মাযমাউয যাওয়ায়েদ, ১/১৭১ পৃ.
(ঙ) সিয়ারু আলামিন নুবালা, যাহাবী : ১৭/৬২৬ পৃ.
(চ) হিলইয়াতুল আউলিয়া, ইমাম আবু নঈম : ৯/১৭
(ছ) আল জামে লি আহকামিল কুরআন, ইমাম কুরতুবী : ৬/৩৩৪
(জ) জামেউল বায়ান, ইমাম তাবারী : ৭/৮৫ পৃ.

৩৭২ .(ক) মেরকাতুল মাফাতিহ শরহে মেশকাতুল মাসাবিহ, মোল্লাআলী ক্বারী : ১/২২৩

প্রশ্নের উত্তরে আমি যদি হ্যাঁ বলে দিতাম, তা হলে তোমাদের উপর প্রতি বৎসর হজ্ব আদায় করা ফরজ হয়ে যেত, যা তোমরা পারতে না। এর পর তিনি বললেন-

ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ

যে কথায় আমি তোমাদের প্রতি সংকোচিত করিনি সে ব্যাপারে আমার কাছে অনুসন্ধান (প্রশ্ন) কর না কেননা, পূর্ববর্তী উম্মতেরা তাদের নবীগণের নিকট অধিক প্রশ্ন এবং মতবিরোধের কারণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। অতএব আমি যখন কোন ব্যাপারে নির্দেশ দেব তা সামর্থনুযায়ী মেনে নাও এবং যখন কোন ব্যাপারে নিষেধ করব, তখন তা পরিহার কর।[৩৭৩]

(৫) হযরত আবু হুরায়রা (ﷺ) থেকে বর্ণিত, উল্লেখিত হাদিসখানা সহীহ ইবনে হাব্বানে এভাবে বর্ণিত হয়েছে-

ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنِ الشَّيْءِ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالشَّيْءِ، فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

-যে কথায় আমি তোমাদের প্রতি সংকোচিত করিনি, সে ব্যাপারে আমার কাছে অনুসন্ধান (প্রশ্ন) কর না, কেননা পূর্বের উম্মতেরা তাদের নবীদের নিকট অধিক প্রশ্ন ও মত পার্থকের কারণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। অতএব যে কাজ করতে নিষেধ করব তা পরিহার কর, আর যা করতে বলব তা সামর্থ্যানুযায়ী আদায় কর।[৩৭৪]

---

৩৭৩. (ক) সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হজ্ব বাবু ফরজিল হজ্ব : ২/৯৭৫ হাদিস: ১৩৩৭
(খ) সুনানু ইবনে মাযা বাবু এত্তিবায়ি সুন্নাতে রাসূলিল্লাহ (ﷺ) : ১/৩ হাদিস: ১৩৩৭
(গ) আল-মুসনাদ, আহমদ বিন হাম্বল : ২/৫০৮ হাদিস: ১০৬১৫
(ঘ) আল-মুসনাদ, ইসহাক বিন রাহওয়াই : ১/১৫১ হাদিস: ৯১
(ঙ) আস-সুনানুল কোবরা, ইমাম বায়হাকী : ৪/৩২৫ হাদিস: ৮৩৯৮
(চ) আল মুসনাদ আল মুসতাখরিজু আলা সহীহিল ইমামিল মুসলিম, আবু নাঈম ইস্পাহানী : ৪/১১ হাদিস:৩১০৮
(ছ) জামেয়ুল উলুম ওয়াল হেকাম : ইবনে রযব হাম্বলী, ১/৮৯
৩৭৪.(ক) আস-সহীহ, ইমাম ইবনে হিব্বান : ৯/১৮ হাদিস:৩৭০৪
(খ) আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ২/২৪৭ হাদিস: ৭৩৬১
(গ) আল মুসনাদ, ইসহাক ইবনে রাহওয়াই : ১/১৩৪ পৃ. হাদিস:৬০
(ঘ) আল মুসনাদ, ইমাম আবু ই'য়ালা : ১১/১৯৫ হাদিস:৬৩০৫
(ঙ) আল ফিরদাউস বেমাসুরিল খিতাব, ইমাম দায়লামী : ২/২৪১ হাদিস: ৩১৩৭

সার সংক্ষেপ আলোচনা

উল্লেখিত আয়াতে কুরআনী এবং আহাদিসে নববীর আলোকে পবিত্র ইসলাম ধর্মের এ বিধান পরিষ্কার বুঝা গেছে যে, যাবতীয় বস্তু সমূহের আসল ইবাহত বা বৈধ, শরিয়ত যেগুলোকে হালাল বলে, এসব হালাল। যে সব হারাম বলেছে এসব হারাম। আর যে সব ব্যাপারে হালাল হারাম কিছুই বলেনি এসব মুবাহ ও বৈধ। কোন বস্তুকে শুধুমাত্র উল্লেখ না করার কারণে প্রমাণ না থাকার কারণে নাজায়েয বা হারাম ধারণা করা শরীয়তের পরিপন্থী এবং ইসলামের জন্য নির্ধারিত হালাল-হারামের সীমারেখা পরিবর্তনের সহচর। কেননা, কোন ব্যাপারে (শারিয়) নবী পাক (ﷺ)-এর নীরবতা তার বৈধ ও হালাল হওয়ার প্রমাণ।

(চ) মাজমাউজ যাওয়ায়েদ, হাইসামী : ১/১৫৮

(ছ) জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম, ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী : ১/৮৯ পৃ.

(জ) এ'তিকাদি আহলিস সুন্নাহ, হিবতুল্লাহ : ১/১১৪ পৃ. হাদিস: ১৭৬

(ঝ) সিয়ারু আলামিন নুবালা, ইমাম যাহাবী : ৫/৩১২ পৃ.

অধ্যায়-৯

বিদআতের প্রকরণ

প্রথম পাঠ :
বিদআতের দু'টো প্রসিদ্ধ প্রকরণ
দ্বিতীয় পাঠ :
বিদআতে হাসানা ও বিদআত সাইয়্যিয়ার প্রকার

প্রথম পাঠ :
বিদআতের দু'টো প্রসিদ্ধ প্রকরণ
* বিদআতের প্রথম প্রকরণ
(১) শব্দগত বিদআত (লুগভী) (Literal innovation)
(২) পারিভাষিক বিদআত (Legal Innovation)
* বিদআতের দ্বিতীয় প্রকরণ
(১) বিদআতে হাসানা (Commendable innovation)
(২) বিদআতে সাইয়্যিয়া (Condemned innovation)
বিদআতে হাসানা (শাব্দিক) আভিধানিক বিদআত
বিদআতে সাইয়্যিয়া পারিভাষিক বিদআত।

বিদআতের ধারণা সম্পর্কে প্রাপ্ত ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটানো একান্ত জরুরী। এ অধ্যায়ে মুসলিম উম্মাহ ওলামায়ে কেরাম ও মুহাদ্দেসীনে এজাম কর্তৃক বিদআতে প্রকরণের আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্ববহ। শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞ আলেমরা কুরআন-সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্যের আলোকে এ বাস্তবতাকে প্রকাশ করেছেন যে, প্রত্যেক বিদআত অবৈধ, হারাম নয় শুধুমাত্র ঐ সব বিদআত অবৈধ ও নিষিদ্ধ যার কোন মূল, উদাহরণ, দলিল বা অবয়ব কুরআন-সুন্নাহয় পাওয়া যায় না। এ ধরনের বিদআত শরীয়তের কোন না কোন আদেশের বিপরীত ও সাংঘর্ষিক হয়, তার বিপরীতে ঐ সব নতুন কাজ যেগুলো ইসলামী বিধানের বিপরীত না হয় বরং এমন কার্যাবলীর সাথে সাদৃশ্যতা বা অন্তর্ভূক্ত হয়, যেগুলো মূলতঃ ভাল উত্তম এবং কল্যাণময়। এ সব নতুন কার্যগুলো শুধুমাত্র আভিধানিকভাবে বিদআতের পরিচিতি পায় কেননা, বিদআতের শাব্দিক অর্থ নতুন কাজ না হয় পরিভাষায় এগুলো না বিদআত না দোষণীয়, ভ্রান্তিকর। নিশ্চিতভাবে উত্তম কাজের জন্য গঠিত এসব নতুন কাজগুলো ভাল কাজ হিসেবে চিহ্নিত হবে।

বিদআতের ধারণা সম্পর্কে জানতে হলে مباح (মুবাহ) শব্দের অর্থ ভাল করে বুঝতে হবে। কেননা, এর মাধ্যমে মুল মাসয়ালা বুঝতে সহজ হবে। مباح (মুবাহ) শব্দটা اباحت এবাহত থেকে নির্গত।

ইমাম জুয়ীনী (رحمه الله) (৪৭৮ হি:) البرهان في أصول الفقه (আল-বুরহানু ফি উসুলিল ফিকহ) কিতাবে মুবাহ শব্দের অর্থ এভাবে লিখেন-

وَأَمَّا الْمُبَاحُ فَهُوَ مَا خَيَّرَ الشَّارِعُ فِيهِ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ مِنْ غَيْرِ اقْتِضَاءٍ وَلَا زَجْرٍ.

-শারিয় (যিনি শরীয়ত প্রণয়ন করেন) কোন মুকাল্লাফ (যিনি শরীয়ত পালন করেন) কে কোন শাস্তি বা পুরস্কার ব্যতীত কোন কাজ করা বা না করার ক্ষমতা প্রদানকে মুবাহ বলা হয়।[৩৭৫]

অথবা অন্য ভাষায়: যে কাজের হারাম হওয়া বা ফরজ হওয়া সম্পর্কে কিতাব ও সুন্নাহয় কোন হুকুম থাকে না তাকেই মুবাহ বলে। মুবাহ মূলতঃ বৈধ হয় যার হারাম হওয়ার উপর কোন বিধি নিষেধ থাকে না। ইসলামী শরীয়তে প্রসিদ্ধ নিয়ম ও বিধান হচ্ছে اَلْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ -প্রত্যেক বস্তুর মুল হচ্ছে

৩৭৫ .আল-বোরহান ফি উসুলিল ফিকহ, আল্লামা জোহাইনী : ২১৬ পৃ.

ইবাহত বা বৈধতা।[৩৭৬] (ইবাহতে আসলিয়ার আলোচনা এ কিতাবের ৮ম অধ্যায়ে ইবাহত ও বিদআতের ধারণা দেখুন)

বিদআতের প্রথম প্রকরণ

(১) আভিধানিক বিদআত (২) পারিভাষিক বিদআত।

(১) বিদআতে লুগাবী (আভিধানিক বিদআত): (Literal innovation): আভিধানিকভাবে বিদআত বলতে বুঝায়, ঐসব নতুন কার্যাবলী যা সরাসরি কিতাব ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমানিত নয়, তবে তার আসল (মুল) উদাহরণ বা অবয়ব শরীয়তে বিদ্যমান এবং এসব শরীয়তের মুসতাহসানাতের অর্ন্তভূক্ত যেমন তারাবীহর নামাযের জামাত, কুরআন শরীফের আয়াতে হরকত দেয়া। ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে নাহু ও ছরফ তথা আরবি ব্যাকরণের পাঠদান, উসূলে তাফসীর, উসূলে হাদিস, ফিকহ, উসূলে ফিকহ সহ অন্যান্য-জ্ঞানার্জনের ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি এসব কিছু বিদআতে লুগাবী বা আভিধানিক বিদআত হিসেবে পরচিতি।

ইমাম ইবনে তাইমীয়াহ (৭২৮ হি:) স্বীয় কিতাব منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية মিনহাজুস্ সুন্নাহতে হযরত ওমর ফারুক (ﷺ)-এর[৩৭৭] নির্দেশ نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ এর অধীনে বিদআতে লুগাবীর ব্যাখ্যায় লিখেছেন-

سَمَّاهُ بِدْعَةً، لِأَنَّ مَا فُعِلَ ابْتِدَاءً يُسَمَّى بِدْعَةً فِي اللُّغَةِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِدْعَةً شَرْعِيَّةً؛ فَإِنَّ الْبِدْعَةَ الشَّرْعِيَّةَ الَّتِي هِيَ ضَلَالَةٌ هِيَ مَا فُعِلَ بِغَيْرِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ

-এ কাজকে (জামাত সহকারে তারাবীহর নামায আদায় করাকে) বিদআত এ কারণে বলা হয়েছে যে, এ কাজ ইতোপূর্বে এভাবে হয়নি, কাজেই এটা

---

৩৭৬ .(ক) রদ্দুল মোহতার, ইমাম শামী : ৬/৪৫৯
(খ) আল-মাবসূত, সারাখসী : ২৪/৭৭
(গ) ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার আসকালানী : ৯/৬৫৬ পৃ.
(ঘ) আল আশবাহ ওয়ান নাজায়ের, ইমাম সুয়ুতী : ১/৬০ পৃ.

৩৭৭ .(ক) আল মোয়াত্তা, ইমাম মালেক, ১/১১৪ পৃ. হাদিস: ২৫০
(খ) সহীহ বুখারী, কিতাবু সালাতি তারাবীহ, বাবু ফজলি মান কামা রামজানা : ২/৭০৭ হাদিস: ১৯০৬
(গ) আস সহীহ, ইমাম ইবনে খুজায়মা : ২/১৫৫ পৃ. হাদিস: ১১০০
(ঘ) আস-সুনানুল কোবরা, ইমাম বায়হাকী : ২/৪৯৩ হাদিস: ৪৩৭৯
(ঙ) শোয়াবুল ঈমান, ইমাম বায়হাকী : ৩/১৭৭ হাদিস: ৩২৬৯

বিদআতে লুগাবী, বেদআতে শরয়ী নয়। বিদআতে শরয়ী, যা শরীয়তের দলিল ছাড়া পূর্ণতা পায়।[৩৭৮]

(২) বিদআতে শরয়ী (পরিভাষায় বিদআত) (Legal innovation):

বিদআতে শরয়ী বলতে ঐ সব বিদআতকে বুঝায়, যা শুধু কুরআন-সুন্নাহর বিপরীত নয় বরং মুসলিম উম্মাহর বিজ্ঞ আলেমদের ঐক্যমতেরও বিপরীত। অন্য কথায় এভাবে বলা যায় যে, প্রত্যেক ঐসব নতুন কার্যাবলী যার সপক্ষে নেই শরীয়তের কোন দলিল, কোন মূল, কোন উদাহরণ বা কোন অনুরূপ, নেই কুরআনে, হাদিসে, সাহাবায়ে কেরামের, বক্তব্য-একেই বলে বিদআতে শরয়ী। নিম্নে বিদআতে শরয়ীর কয়েকটা সংজ্ঞা দেখুন:

(১) আল্লামা ইবনে তাইমীয়াহ (৭২৮ হি:) নিজের প্রসিদ্ধ ফাতওয়ার কিতাব মাজমুয়ুল ফাতাওয়ায় বিদআতে শরয়ীর সংজ্ঞা এভাবে লিখেন-

وَالْبِدْعَةُ: مَا خَالَفَتْ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ أَوْ إِجْمَاعَ سَلَفِ الْأُمَّةِ مِنْ الِاعْتِقَادَاتِ وَالْعِبَادَاتِ. كَأَقْوَالِ الْخَوَارِجِ وَالرَّوَافِضِ وَالْقَدَرِيَّةِ وَالْجَهْمِيَّةِ

-শরয়ী বিদআত বলতে বুঝায় ঐ সব নতুন কার্যাবলী যা এতিক্বাদ বা বিশ্বাসে ইবাদাতে কুরআন, সুন্নাহ এবং উম্মতের বিজ্ঞ আলেমদের ঐক্যমতের বিপরীত হয় যেমন: খারিজী, রাফিজী, কাদরীয়া, জাহমীয়ার আক্বায়িদ ও বিশ্বাস।[৩৭৯]

(২) শায়খ ইবনে রজব হাম্বলী (رحمه الله) (৭৯৫ হি.) স্বীয় কিতাব-

جَامِعُ الْعُلُوْمِ وَالْحِكَمِ فِيْ شَرْحِ خَمْسِيْنَ حَدِيْثًا مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ

"জামেয়ুল উলুম ওয়াল হেকম ফি শরহে খামসীনা হাদিসান মিন জাওয়ামেয়িল কলম" নামক কিতাবে বিদআতে শরয়ীর পরিচিতি বর্ণনায় লিখেন-

وَالْمُرَادُ بِالْبِدْعَةِ: مَا أُحْدِثَ مِمَّا لَا أَصْلَ لَهُ فِي الشَّرِيعَةِ يَدُلُّ عَلَيْهِ، فَأَمَّا مَا كَانَ لَهُ أَصْلٌ مِنَ الشَّرْعِ يَدُلُّ عَلَيْهِ، فَلَيْسَ بِبِدْعَةٍ شَرْعًا، وَإِنْ كَانَ بِدْعَةً لُغَةً،

---

৩৭৮ .(ক) মিনহাজুস সুন্নাহ, ইবনে তাইমীয়া : ৮/৩০৮

৩৭৯ . মাজমাউল ফাতওয়া, ইবনে তাইমীয়া : ১৮/৩৪৬ পৃ.

-বিদআতে শরয়ী বলতে প্রত্যেক ঐ সব নতুন কার্যাবলীকে বুঝায় যে গুলোর শরীয়তে কোন ভিত্তি নেই, যা এর উপর নির্ভর করে। তবে প্রত্যেক ঐ সব কার্যাবলী শরীয়ত যে সবে ভিত্তি রয়েছে, তা শরীয়ীভাবে বিদআত নয়, যদিও আভিধানিকভাবে বিদআত হয়।[৩৮০]

(৩) উল্লেখিত আলোচনার সহায়তায় প্রসিদ্ধ গায়রে মুকাল্লেদ আলেমে দীন নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী (১৩০৭ হি.) লিখেন যে-প্রত্যেক নতুন কাজকে বিদআত বলে কলংকিত করা যাবে না। বরং বিদআত প্রত্যেক ঐসব নতুন কাজকে বলা হবে যার আগমনে একটা সুন্নাত রহিত হয়ে যায়। যে সব নতুন কাজ শরীয়তের কোন পর্যায়েই সাংঘর্ষিক নয় সেগুলো বিদআত নয়, বরং মুবাহ ও বৈধ। শায়খ অহিদুজ্জামান স্বীয় কিতাব হাদিয়াতুল মাহদীর ১১৭ পৃষ্ঠায় বিদআতের সূত্রে আল্লামা ভূপালীর এ বক্তব্য উদ্ধৃত করেন-

اَلْبِدْعَةُ ضَلَالَةٌ الْمُحْرِمَةُ هِيَ الَّتِيْ تُرْفَعُ السُّنَّةُ مِثْلَهَا وَالَّتِيْ لَا تُرْفَعُ شَيْئًا مِنْهَا فَلَيْسَتْ هِيَ مِنَ الْبِدْعَةِ بَلْ هِيَ مُبَاحُ الْاَصْلِ-

-"বিদআত উহা যার আগমনে কোন সুন্নাহ রহিত হয়, যে বিদআতের কারণে কোন সুন্নাত রহিত হয়না, তা বিদআত নয় বরং মূলতঃ তা মুবাহ, বৈধ। ঐ বিদআত যা মুস্তাহসান কার্যাবলীর অধীনে আসে এবং কোরআন-সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক না হয়, তা বৈধ, মুবাহ, জায়েজ।"[৩৮১] শুধুমাত্র নতুন কাজ হওয়ার কারণে তাকে হারাম বলা শুধু কোরআন-সুন্নাহর লক্ষ্যের বিপরীত নয় বরং আল্লাহ পাকের চাহিদার পরিপন্থী।

বিস্তারিত

বিদআতের প্রকরণের সময় মন ও মননে একথাটা রাখা প্রয়োজন, যে কোন সময় কোন কাজকে আভিধানিক অর্থে ব্যবহারের কারণে বিদআত বলা হয় শরয়ী হিসেবে নয়। আবার কিছু লোক বিদআতে লুগাবীকে বিদআতে শরয়ী মনে করে হারাম বলে দেয়। বিদআত بِدْعَةٌ শব্দটা যেহেতু بَدَعَ থেকে নির্গত, যার অর্থ নতুন কাজ। এ কারণে আভিধানিকভাবে প্রত্যেক নতুন কাজ তা

৩৮০. জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম, ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী : ১/২৫২ পৃ.
৩৮১. ওয়াহিদুজ্জামান, হাদিয়াতুল মাহদী, ১১৭পৃ.

ভাল হউক বা খারাপ, সৎ হউক বা ভ্রান্ত, গ্রহণযোগ্য হউক বা অগ্রাহ্য সর্ববস্থায় বিদআত বলা হবে। এ কারনে ওলামায়ে ইসলাম এ সন্দেহ দুরীকরনে বিদআতের মৌলিক ভাবে প্রকরণ করেছেন এ ভাবে যে ভিত্তিগত বিদআতে লুগাবী এবং বিদআতে শরয়ী দু'ভাগে বিভক্ত এবং বিদআতকে কোন ধরণের পার্থক্য বা দ্বিধাদন্দ্ব না করে সবগুলোকে একই পর্যায়ে নিয়ে প্রত্যেক নতুন কাজ, যা রাসূলে পাক (ﷺ) এবং সাহাবায়ে কেরামের যুগে সৃষ্টি হয়নি, প্রচলিত হয়নি এগুলোকে হারাম ও ভ্রান্ত বলেনি বরং যে কোন নতুন কাজকে বিদআতে লুগাবী পর্যায়ে রেখেছে। আবার কিছু নতুন কাজকে বিদআতে শরয়ীর পর্যায়ে নিয়েছেন। এভাবে শুধুমাত্র বিদআতে শরয়ীকে ভ্রান্ত বিদআত বলেছেন, যখন স্বাভাবিক ভাবে বিদআতে লুগাবীকে, বিদআতে হাসানা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

এ প্রকরণকে সরাসরি আলোচনার অসংখ্য ওলামায়ে দীন বিশেষ করে ইবনে তাইমীয়াহ (৭২৮ হি.) ইবনে কসীর (৭৭৪ হি.) ইবনে রজব হাম্বলী (৭৯৫ হি.) আল্লামা শাওকানী (১২৫৫ হি.) এবং আল্লামা ভূপালী (১৩০৭ হি.) থেকে শায়খ আবদুল আজীজ বিন বাজ (১৪২১ হি.) পর্যন্ত এক বিশেষ দৃষ্টি ভংগির আলেম ওলামা সম্পৃক্ত এদের মধ্যে কিছু ওলামা ও মুহাদ্দেসীন নিজেদেরকে এদের থেকে ভিন্ন করে নিজেদের "সালাফা" বলেন এবং বৃহৎ গোষ্ঠি থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিদআতে হাসানা ও প্রকরণকে স্বীকার করেন। আমরা বিদআতে হাসানা ও সাইয়্যিয়ার সাথে বিদআতে লুগাবী ও শরয়ীর প্রকরণ মানি এবং এর মধ্যে দ্বৈততা রাখি না। পার্থক্য এতটুকু যেটাকে বিদআতে শরয়ী বলা হয়, তাকে আমরা বিদআতে সাইয়্যিয়া, দলালাহ, কাবিহাও বলে থাকি এবং যেটাকে বিদআতে লুগাবী বলে তাকে বিদআতে হাসানা, বিদআতে সালেহা ও ভাল বিদআত হিসেবেও নামকরণ করা হয়। এ কারণে কোন কাজকে হালাল-হারাম পরীক্ষার জন্য শরীয়তের দলিলের মাধ্যমে করতে হবে। যদি তা শরীয়তের দলিলের সাথে সাদৃশ্য হয় তখন বিদআতে হাসানা না হয়ে বিদআতে সাইয়্যিয়াহ।

সংক্ষিপ্ত ভাবে বলা যায়

বিদআতের দু'টা ব্যবহার একটা শরিয়তের পরিভাষা অন্যটা আভিধানিক শরয়ী ব্যবহারে বিদআত محدثات الامور কেও অন্তর্ভুক্ত করে এবং এটাই

বিদআতে সাইয়্যিয়াহ। অতএব এ অর্থে كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ সঠিক। কেননা এর অর্থ ধারণাই হচ্ছে[৩৮২]- كُلُّ بِدْعَةٍ سَيِّئَةٍ ضَلَالَةٌ কিন্তু শব্দগত আভিধানিক অর্থে বিদআতের প্রকরণ হবে তা এভাবে যে, যদি এ বিদআত শরয়ী দলিলের বিপরীতে অথবা কোন সুন্নাতের রহিতের কারণ হয়, তাহলে তা সরাসরি বিদআতে শরয়ী হবে এবং তা বিদআতে সাইয়্যিয়াহ, বিদআতে মাজমুমাহ, অথবা বিদআতে দলালাহ হবে। আর যদি শরীয়তের বিপরীত না হয় বা কোন সুন্নাতকে রহিত করে না তখন তা মুবাহ ও বৈধ হবে। বিদআতে হাসনা (উত্তম বিদআত)'র গুরুত্ব প্রয়োজনীয়তা, উপকারিতা ও কল্যাণময়তার হিসেবে তার ব্যাপক শ্রেণী বিন্যাস করা হয়েছে। অতএব, এটা শুধু বিদআতে মুবাহ হবে, বা বিদআতে মানদুবা হবে, (মুস্তাহাব্বাহ) বা বিদআতে ওয়াজিবা হবে। অর্থাৎ আকৃতিগত বা অবয়বগত। তা কোন নতুন কাজ হবে কিন্তু মূলতঃ এ প্রয়োগগত কোন ভাল ও কল্যাণময় কাজ হবে। যে কাজে ইসলামী শরীয়তের সাধারণ দলিল এবং নির্দেশাবলীর ভিত্তিগত সহায়তা বিরাজিত থাকবে। এ কারণে প্রতি যুগে সমস্ত ওলামায়ে কেরাম মুহাদ্দেসীনে ইজাম ফকীহবৃন্দ বিজ্ঞ ও শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গরা বিদআতের এ প্রকরণ করেছেন। যদি প্রত্যেক নতুন কাজ নতুন হওয়ার কারণে নাজায়েজ হয় তা হলে ধর্মীয় শিক্ষা ও ইসলামী ফিকহ সম্পর্কিত বৃহৎ একটা অংশ অবৈধ হওয়ার কোটায় অন্তর্ভূক্ত হবে। ইজতেহাদের (গবেষণার) সম্ভাব্য দিকগুলো কিয়াস, ইসতিমবাতের যাবতীয় অবয়ব অবৈধ হয়ে পড়বে। একারণে ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান বুঝতে তার সহায়তা ও সেবামূলক বিষয়সমূহ, যা দীনকে বুঝতে প্রয়োজন, ও যুগের চাহিদানুসারে আবশ্যক। সবকিছু শিখা বা শিখানো হারাম হয়ে যাবে এজন্য যে, এসব বিষয়গুলো বর্তমান অবয়বে রাসূলে পাক (ﷺ) এবং সাহাবায়ে কেরামের যুগে ছিলনা। পরবর্তী সময়ে যুগের ও মানুষের চাহিদানুসারে সংকলন, গঠন করা হয়েছে। এসবগুলো নিজস্ব আঙ্গিকে, নিয়মে, পরিভাষায়, সংজ্ঞায় নিয়ম পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ নতুন, কাজেই এগুলো সব বিদআতে লুগাবীর আওতায়। সর্বোপরি প্রত্যেক নতুন কাজ যদি বিদআতে শরয়ী হয়, হয় ভ্রান্ত ও ভ্রষ্ট। তা হলে ধর্মীয় শিক্ষাঙ্গনগুলো প্রচলিত শিক্ষা শিক্ষক, শিক্ষার্থী পাঠ্যসূচীর ব্যাপক অংশ ভ্রান্তের

---

৩৮২. মোল্লা আলী ক্বারী, মিরকাত, ১/২২৩পৃ. হাদিস নং ১৪১ এর আলোচনা।

অন্তর্ভূক্ত হবে। কেননা, বর্তমান দরসে নিজামী হিসেবে পরিচিত উপমহাদেশের শিক্ষা পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থার কোন পর্যায়ে ছিল না। সরকারে দো আলম (ﷺ)-এর যুগে ছিলনা, সাহাবায়ে কেরামের সময়ে এ পর্যায়ের শিক্ষা কোন সাহাবায়ে কেরাম গ্রহণ করেন নি, অত্যন্ত সহজ-সরলভাবে তাদের শিক্ষা ছিল। শুধুমাত্র রাসূলে পাক (ﷺ)-এর জবানে পাকে শুনেছেন হাদিস, কুরআন এবং ঐ গুলো বর্ণনা করেছেন। অতএব কুরআনে পাকে মুদ্রণ, সৌন্দর্যকরণ বাইতুল্লাহ ও মসজিদে হারাম সহ অন্যান্য মসজিদে আধুনিকীকরণ সৌন্দর্যবর্ধণ সহ অনেক মামলা বৈধতা হারাবে হবে প্রশ্নবিদ্ধ। এ বিস্তারিত আলোচনার উদ্দেশ্য হল, এ ধরণের সমস্যার দূরীকরণে বিদআতের হাসানা ও সাইয়্যিয়ার প্রকরণ অত্যাবশ্যক।

বিদআতের দ্বিতীয় প্রকরণ

(১) বিদআতে হাসানা (২) বিদআতে সাইয়্যিয়াহ।

(১) বিদআতে হাসানা (Commendable innovation) প্রশংসনীয় বিদআত :

প্রশংসনীয় বিদআত দ্বারা বুঝানো হচ্ছে ঐসব নতুন কার্যাবলী যার ভিত্তি উদাহরণ-উপমা কিতাব সুন্নাহয় থাকে। এসব বিধানাবলী শরীয়তের বিপরীত বা সাংঘর্ষিক না হয় বরং শরীয়তের মুসতাহসানের অধীনে অন্তর্ভূক্ত হয়। ইমাম বদরুদ্দীন আইনী (রাঃ) (৮৫৫ হিঃ)

عُمْدَةُ الْقَارِي شَرْحُ صَحِيْحِ الْبُخَارِيْ

উমদাতুল কারী শরহে সহীহ বুখারীতে বিদআতের সংজ্ঞা ও প্রকরণ বর্ণনায় লিখেন-

اَلْبِدْعَة عَلى نَوْعَيْنِ: إِن كَانَت مِمَّا يَنْدَرِج تَحْتَ مُسْتَحْسن فِي الشَّرْعِ فَهِيَ بِدْعَة حَسَنَة، وَإِن كَانَت مِمَّا يَنْدَرِج تَحْت مُسْتَقْبح فِي الشَّرْع فَهِيَ بِدعَة مُسْتَقْبِحَة.

-বিদআত দু'প্রকার যখন ইহা শরীয়তের মুস্তাহসানের অধীনে হয় তখন বিদআতে হাসানা বা প্রশংসনীয় বিদআত, আর যখন শরীয়তে মুস্তাকবিহাতের

(ঘৃণিত কিছুর) অধীনে আসে তখন এটা বিদআতে মুসতাকবিহাত তথা অপ্রশংসনীয় বিদআত।[৩৮৩]

(২) বিদআতে সাইয়্যিয়াহ (Condemned innovation) নিন্দনীয় বিদআত :

বিদআতে সাইয়্যিয়াহ বা নিন্দনীয় বিদআত বলতে ঐ নতুন কাজকে বুঝানো হয় যা কুরআন-হাদিসের বিপরীত হয় এবং যার ভিত্তি, উদাহরণ ও উপমা কুরআন-সুন্নাহয় না হয়। অন্য ভাষায় যে বিদআতের কারণে কোন সুন্নাত রহিত হয় বা দ্বীনে কোন বিধান বিবর্ণ হয় সেটাই বিদআতে সাইয়্যিয়াহ বা নিন্দনীয় বিদআত। আল্লামা ইসমাঈল হানাফী (رحمه الله) (১১৩৭ হি.) বিদআতের সংজ্ঞায় লিখেছেন যে, বিদআত শুধুমাত্র ঐসব কার্যাবলীকে বুঝানো হবে, যা রাসূলে পাক (ﷺ) এর সুন্নাত সাহাবায়ে কেরাম ও তাবিয়ীনের আমলের বিপরীত হয়।

لِاَنَّ الْبِدْعَةَ هِيَ الْفِعْلَةُ الْمُخْتَرِعَةُ فِي الدِّيْنِ عَلٰى خِلَافِ مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكَانَتْ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُوْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

-বিদআত ঐ কাজকে বলে, যা নবীয়ে পাক (ﷺ) এর সুন্নাতের বিপরীতে গঠিত হয় এভাবে একাজ সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবিয়ীনের তরীক্বার বিপরীত হয়।[৩৮৪]

বিদআতে হাসানায় বিদআতে লুগাবী

অসংখ্য প্রশংসনীয় ভাল ও কল্যাণময় কার্যাবলীকে নতুনত্বের কারণে কিছু ওলামায়ে কেরাম ও মুহাদ্দেসীনে এজাম বিদআতে লুগাবী আবার কেউ বিদআতে হাসানা বলেন, মূলত ঃ বিদআতের ঐ দু' ব্যবহারে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক। শুধু শাব্দিক পার্থক্য পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, আমরা বিদআতে হাসানা ও সাইয়্যিয়ার মত বিদআতে লুগাবী ও বিদআতে শরয়ীর প্রকরণ মেনে চলি, এবং এ দু'প্রকরনের মধ্যে কোন ধরণের বিপরীত ও সাংঘর্ষিক বুঝি না। পাথর্ক্য এতটুকু যে তারা যে বিদআতকে বিদআতে শরয়ী বলে আমরা সেটাকে বিদআতে সাইয়্যিয়াহ, বিদআতে দলালাহ, বা

---

৩৮৩. উমদাতুল কারী শরহে সহীহ বুখারী, আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী : ১১/১২৬ পৃ.
৩৮৪. তাফসীরে রুহুল বয়ান, আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী : ৯/২৪ পৃ.

বিদআতে কাবিহা বলে থাকি এবং যে, বিদআতকে তারা বিদআতে লুগাবী বলে আমরা সেটাকে বিদআতে হাসানা (প্রশংসনীয়) বিদআতে সালেহা এবং বিদআতে খায়ের বলে থাকি। নিম্নে কয়েকজন ওলামায়ে কেরামের আলোচনা করা হল যারা বিদআতে হাসানা ও সাইয়্যিয়াকে বিদআতে লুগাবী ও শরয়ী হিসেবে প্রকরণ করেন। তাদের এ প্রকরণের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে স্পষ্ট বুঝা যাবে যে, তারা বিদআতে হাসানাকে বিদআতে লুগাবী এবং বিদআতে সাইয়্যিয়াহকে বিদআতে শরয়ী বলে থাকেন।

(১) ইমাম ইবনে তাইমীয়া (৭২৮ হি.) স্বীয় কিতাব منهاج السنة النبوية য় نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ'র অধীনে তারাবীহর নামাযকে বিদআতে লুগাবী বলে লিখেছেন-

قَدْ فُعِلَ سَمَّاهُ بِدْعَةً، لِأَنَّ مَا فُعِلَ ابْتِدَاءً يُسَمَّى بِدْعَةً فِي اللُّغَةِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِدْعَةً شَرْعِيَّةً؛ فَإِنَّ الْبِدْعَةَ الشَّرْعِيَّةَ الَّتِي هِيَ ضَلَالَةٌ هِيَ مَا فُعِلَ بِغَيْرِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ

-একাজ (নামাযে তারাবীহ) কে বিদআত একারণে বলা হয়েছে যে, এ কাজটা ইতিপূর্বে এভাবে আর আদায় করা হয়নি, সুতরাং এটা বিদআতে লুগাবী বিদআতে শরয়ী নয়। কেননা, বিদআতে শরয়ী ভ্রষ্টতা, নিন্দনীয়, যা শরীয়তের কোন দলিলের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয় না।[৩৮৫]

(২) এভাবে হাফেজ ইবনে কাসীর (رحمه الله) (৭৭৪ হি.) তাফসীরুল কুরআনিল আজিমে বিদআতের প্রকরণ বর্ণনা করে তারাবীহর নামাযকে বিদআতে লুগাবী আখ্যা দিয়ে লিখেছেন-

وَالْبِدْعَةُ عَلَى قِسْمَيْنِ: تَارَةً تَكُونُ بِدْعَةً شَرْعِيَّةً، كَقَوْلِهِ: «فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ[৩৮৬]»، وَتَارَةً تَكُونُ بِدْعَةً لُغَوِيَّةً، كَقَوْلِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ جَمْعِهِ إِيَّاهُمْ عَلَى صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ وَاسْتِمْرَارِهِمْ: نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ[৩৮৭].

---

৩৮৫ . মিনহাজুস সুন্নাহ, ইবনে তাইমীয়া : ৪/২২৪ পৃ.

৩৮৬ .(ক) সুনানে আবি দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু ফি লজুমিস সুন্নাহ : ৪/২০০ হাদিস: ৪৬০৭

(খ) আলজামিয়ু আসসহীহ তিরমিজী কিতাবুল ইলম, বাবু মা যায়া ফিল আখজি বিস্ সুন্নাহ : ৫/৪৪ হাদিস: ২৬৭৬

(গ) সুনানু ইবনে মাযা, মোকাদ্দমা, বাবু ইত্তিবায়িস সুন্নাহ আল খুলাফায়ির রাশিদীন : ১/১৫, হাদিস: ৪২

(ঘ) আল-মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ৪/১২৬ পৃ.

(ঙ) আস সহীহ, ইমাম ইবনে হিব্বান : ১/১৭৮ হাদিস: ৫

৩৮৭ .(ক) আল মোয়াত্তা, ইমাম মালেক : ১/১১৪ হাদিস: ২/২৫০

(খ) সহীহ বুখারী কিতাবু সালাতি তারাবীহ, বাবু ফজলে মন কামা রামজানা : ২/৭০৭ হাদিস: ১৯০৬

-বিদআত দু'প্রকার কখনো তা বিদআতে শারয়ীয়াহ যেমন নবীয়ে পাক (ﷺ) এর ঘোষণা فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ আবার কখনো বিদআতে লুগাবী হয়। যেমন: আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর ফারুক (رضي الله عنه) মানুষকে (সাহাবায়ে কেরাম ও তাবিয়ীয়ন) কে তারাবীহর নামাযে একত্রিকরণ এবং এর উপর স্থীর থাকার অনুপ্রেরণা যোগাতে বলেছিলেন نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ আল্লামা ইবনে তাইমীয়াহ ও হাফেজ ইবনে কাসীর হযরত ওমর ফারুক (رضي الله عنه)'র বক্তব্য - نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ কে বিদআতে লুগাবীর অন্তর্ভূক্ত করেছেন, অথচ ফারুকে আজম (رضي الله عنه) কোথা ও বলেননি যে هَذِهِ بِدْعَةٌ لُغَوِيَّةٌ বরং তিনি বিদআত শব্দের সাথে نِعْمَ শব্দ ব্যবহার করেছেন।[৩৮৮] যার অর্থ হচ্ছে তিনি এ বিদআতকে نِعْمَ الْبِدْعَةُ বা বিদআতে হাসানা বলেছেন, এর সহায়তায় কুরআনে পাকের এ আয়াত উপস্থাপন করা হচ্ছে সূরা সোয়াদে আল্লাহপাক বলেন- نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (হযরত সোলায়মান (আলাইহিস সালাম) কত উত্তম বান্দা ছিল, নিশ্চয় তিনি অধিক তাওবা কারী ছিলেন।[৩৮৯]

এ আয়াতে নি'মা (نِعْمَ) শব্দ ব্যবহার হয়েছে যার শাব্দিক অর্থ হয় না বরং উত্তম ও প্রশংসনীয় অর্থে ব্যবহার হয়। সার কথা হল ফারুকে আযম (رضي الله عنه) যে কাজকে نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ বলেছেন আভিধানিক অর্থে তার অর্থ বিদআতে হাসানা অর্থাৎ আভিধানিকভাবে বিদআতে লুগাবীর অর্থ বিদআতে হাসানা বা প্রশংসনীয় বিদআত।

(৩) আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী (رحمه الله) (৭৯৫ হি.) স্বীয় কিতাব জামিয়ুল উলুম ওয়াল হিকম্ কল্যাণময়ী কার্যাবলীকে বিদআতে লুগাবী বলে লিখেন-

وَالْمُرَادُ بِالْبِدْعَةِ: مَا أُحْدِثَ مِمَّا لَا أَصْلَ لَهُ فِي الشَّرِيعَةِ يَدُلُّ عَلَيْهِ، فَأَمَّا مَا كَانَ لَهُ أَصْلٌ مِنَ الشَّرْعِ يَدُلُّ عَلَيْهِ، فَلَيْسَ بِبِدْعَةٍ شَرْعًا، وَإِنْ كَانَ بِدْعَةً لُغَةً،

(গ) আস-সহীহ, ইবনে খুজায়মা : ২/১৫৫ হা/১১০০
(ঘ) আস-সুনানুল কোবরা, বায়হাকী : ২/৪৯৩ হা/৪৩৭৯
(ঙ) শোয়াবুল ইমান, ইমাম বায়হাকী : ৩/১৭৭ হা/৩২৬৯
(চ) তাফসীরুল কোরআনিল করীম, ইমাম ইবনে কসীর : ১/১৬১
৩৮৮ . তাফসীরুল কোরআনিল করীম, ইমাম ইবনে কাসীর : ১/২৭৭ পৃ.
৩৮৯ .আল-কুরআন সূরা সোয়াদ : ৩৮ : আয়াত: ৩০

-বিদআত বলতে প্রত্যেক ঐ নতুন কাজ বুঝানো হয় যে সব কার্যাবলীর শরীয়তে কোন প্রমাণযোগ্য ভিত্তি নেই। কিন্তু যে সব কার্যাবলীর ভিত্তি শরীয়তে রয়েছে এগুলো শরীয়তে বিদআত নয় যদিও তা আভিধানিকভাবে বিদআত।[৩৯০]

বিদআতে সাইয়্যেয়াই শরয়ী বিদআত

জমহুর আয়িম্মাহ (অধিকাংশ ওলামা/ইমামগণ) মুহাদ্দেসীন এবং শীর্ষস্থানীয় ফকীহরা ফারুকে আযম (ﷺ)'র হাদিস نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هٰذِهِ (এটা কত উত্তম বিদআত।[৩৯১] مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً (যে ব্যক্তি ইসলামে প্রশংসনীয় কোন ধারা প্রবর্তন করেছে।[৩৯২] হাদিসের আলোকে বিদআতকে হাসানা (প্রশংসনীয়) সাইয়্যিয়াহ (নিন্দনীয়) প্রকরণ করেছেন। এ দু'ধরনের প্রকরণের প্রতি যদি সামন্যতর ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিভংগী প্রদান করা হয় তা হলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বিদআত শব্দের মূল বক্তব্য ও তত্ত্ব উভয়ের কাছে সমপর্যায়ে। উভয় পক্ষের কাছে বিদআতে সাইয়্যিয়াই বিদআতে শরয়ী এবং বিদআতে শারয়ীই, বিদআতে সাইয়্যিয়াহ। ইমাম শাফিয়ী (রহ.) (২০৪ হি.), ইমাম কুরতুবী (রহ.) (৩৮০ হি.), ইমাম বাইহাকী (৪৫৮ হি.) ইমাম ইবনে আবদুচ ছালাম (রহ.) (৬৬০ হি.) ইমাম নববী (রহ.) (৬৭৬ হি.) সহ অন্যরা বিদআতে হাসানা ও বিদআতে সাইয়্যিয়ার ব্যবহার যখন আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (৭২৮ হি.), হাফেজ ইবনে কসীর (রহ.) (৭৭৪ হি.) আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী (৭৯৫ হি.) এবং আল্লামা শওকানী (১২৫৫ হি.)

---

৩৯০ . জামেয়ুল উলুম ওয়াল হিকাম, ইবনে রজব হাম্বলী : ১/২৫২ পৃ.

৩৯১ .(ক) আল-মুয়াত্তা, ইমাম মালেক : ১/১১৪ হাদিস: ২/২৫০

(খ) সহীহুল বুখারী, কিতাবু সালাতি তারাবীহ, বাবু ফজলে মন কামা রামজানা : ২/৭০৭ হাদিস: ১৯০৬

(গ) আস-সহীহ, ইবনে খুজায়মা : ২/১৫৫ হাদিস: ১১০০

(ঘ) আস-সুনানুল কোবরা, ইমাম বাইহাকী : ২/৪৯৩ হাদিস: ৪৩৭৯

(ঙ) শুয়াবুল ইমান, বায়হাকী : ৩/১৭৭ হাদিস: ৩২৬৯

৩৯২. (ক) সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইলম, বাবু মুনসান্না সুন্নাতান হাসানাতান আউ সাইয়্যিয়াতান : ৪/২০৫৯ হাদিস: ২৬৭৪

(খ) সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, বাবুল হিস্সে আলাস সাদকা : ২/৭০৫ হাদিস: ১০১৭,

(গ) সুনানে নাসায়ী, কিতাবুয যাকাত, বাবু তাহরীসে আলাস্ সদকা : ৫/৫৫,৫৬ হাদিস: ২৫৫৪

(ঘ) সুনানু ইবনে মাযাহ, মোকাদ্দমা, বাবু মান সান্না সুন্নাতান হাসানাতান আউ সাইয়্যিতান : ১/৭৪ হাদিস: ২০৩

(ঙ) আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ৪/৩৫৭-৩৬৯ পৃ.

সহ অন্যান্যদের মত বিদআতে লুগাবী এবং বিদআতে শরয়ীর পরিভাষা ব্যবহার করেন। সংক্ষিপ্তভাবে এতদুভয়ের পরিভাষা পরস্পর তুলনামূলক আলোচনা করলে এবং উভয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি চিন্তা করলে প্রতীয়মান হয় যে, উভয়েই কার্যকরভাবে বিদআতের প্রকরণে ঐক্যমত। সর্বোপরি উভয়ের কাছে বিদআতে হাসানাই বিদআতে লুগাবী এবং বিদআতে সাইয়্যিয়াই বিদআতে শরয়ী।

(বিস্তারিত তথ্যের জন্য পাঠ করুন দশম অধ্যায় আয়িম্মাহ ও মুহাদ্দিসীনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিদআত)

দ্বিতীয় পাঠ

বিদআতে হাসানা বা প্রশংসনীয় বিদআত ও
বিদআতে সাইয়্যিয়া বা নিন্দনীয় বিদআতের প্রকরণ ঃ

* বিদআতে হাসানা (প্রশংসনীয় লুগাবী) আভিধানিকের প্রকরণ
  (১) বিদআতে ওয়াজিবাহ (Compulsory innovation)
  (২) বিদআতে মুস্তাহাবাহ (Recommendatory innovation)
  (৩) বিদআতে মুবাহা (Permissible innovation)
* বিদআতে সাইয়্যিয়াহ (নিন্দনীয় বিদআহ, শরীয়াহর) প্রকরণ
  (১) বিদআতে মুহার্‌রমা (Forbidden innovation)
  (২) বিদআতে মাকরুহা (Prohibited innovation)
* বিদআতের প্রকরণের উপর হাদিসে নব্বী দ্বারা প্রমান উপস্থাপন

যূগল (Pairs) এর বিধানে দলিল উপস্থাপন

من دعا الى ضلالة দ্বারা দলিল উপস্থাপন

بدعة ضلالة বলায় হিকমত

বিদআতের প্রকরণে প্রসিদ্ধ কিতাবের তালিকা।

সার সংক্ষেপ আলোচনা :

বিদআতের হাসানা ও সাইয়্যিয়াহর প্রকরণ পরবর্তী যুগের ইমামেরা, মুহাদ্দিসীনরা, ওলামা ও ফিকহশাস্ত্র বিদরা মোটেই করেন নি বরং তারা সরকারের দো-আলম (ﷺ) এর ও খোলাফায়ে রাশেদীনের বক্তব্যের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন এবং এসব বিশেষ ইলমের পংক্তির সাথে সংমিশ্রণ করে বর্ণনা করেছেন। এ কারণে ইমাম নব্বী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (৬৭৬ হি.) বলেন- বিভক্তিগতভাবে বিদআত দু'প্রকার-

اَلْبِدْعَةُ بِكَسْرِ الْبَاءِ فِي الشَّرْعِ هِيَ إِحْدَاثُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، وَهِيَ مُنْقَسِمَةٌ إِلَى: حَسَنَةٍ وَقَبِيْحَةٍ.

-ইসলামী শরীয়তে বিদআত বলতে বুঝায় ঐসব নতুন কার্যাবলী, যা রাসূলে পাক (ﷺ) এর সময়ে ছিল না এবং এ বিদআত হাসানা এবং কাবিহা দু'ভাগে বিভক্ত।[৩৯৩]

এভাবে ইমাম ইবনে আসীর জজরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (৬০৬ হি.) বিদআতের বিভক্তিগতভাবে দু'ভাগে বিভক্ত হওয়ার কথা উল্লেখ করে লিখেন-

اَلْبِدْعَةُ بِدْعَتَانِ: بِدْعَةُ هُدًى، وَبِدْعَةُ ضَلَالٍ

-বিদআত দু'ভাগে বিভক্ত, বিদআতে হাসানা এবং বিদআতে সাইয়্যিয়াহ।[৩৯৪]

বিদআতে হাসানা (প্রশংসনীয়) শব্দই ইংগিত বহন করেছে যে, প্রত্যেক নতুন কাজ হারাম ও অবৈধ হয় না। বরং প্রত্যেক ঐসব নতুন কাজ যার কোন মূল উদাহরণ বা উপমা কুরআন হাদিসে রয়েছে বা শরীয়তের সাথে কোন প্রকারের সাদৃশ্যতা হয়। সর্বোপরি তার ভিত্তি কোন ভাল, কল্যাণময় এবং মূলগত প্রশংসনীয় উত্তম ভাল কার্যাবলীর আওতায় আসে। তখন এ ধরণের নতুন কার্যাবলী বিদআতে হাসানা হিসেবে নামকরণ করা হবে। অন্যথায় যদি এ ধরণের নতুন কার্যাবলীগুলো ইসলাম ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, দীনে নীতি নির্ধারণের সাথে, ধর্মীয় বিধানাবলী, সুন্নাহ নীতিমালার বিপরীত হয়, ধর্মীয় কৌশলাদির বা কিতাব সুন্নাহর কোন হুকুমকে রহিত করে গোলযোগ সৃষ্টি করে তখন এসব পর্যায়ের নতুন কার্যাবলীকে বিদআতে সাইয়্যিয়াহ বলা

---

৩৯৩. (ক) তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত, ইমাম নববী : ৩/২২ পৃ.
(খ) শরহে সহীহ মুসলিম, ইমাম নববী : ১/২৮৬ পৃ.
(গ) হুসনুল মাকাসিদ ফি আমলিল মাউলুদ, সুয়ূতী : ৫১ পৃ.
(ঘ) ইমাম ইবনে সালেহ শামী, সুবুলুল হুদা ওয়ার রশাদ : ৩৭০

৩৯৪. আন-নিহায়া ফি গরীবিল হাদিস, ইবনে আসীর জাযরী : ১/১০৬

হয়। অতএব নবীয়ে পাক (ﷺ) এর ঘোষণা كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (প্রত্যেক বিদআত ভ্রান্ত) সরাসরি كُلُّ بِدْعَةٍ سَيِّئَةٍ ضَلَالَةٌ (প্রত্যেক নিন্দনীয় বিদআত ভ্রান্ত) এর উপর প্রয়োগ হবে, যাতে প্রশংসনীয় বিদআতের স্বতন্ত্র ও ভিন্নতা বহাল থাকে। যে কোন প্রশ্নকারী প্রশ্ন করতে পারেন যে নবীয়ে পাক (ﷺ) প্রত্যেক বিদআত ভ্রান্ত বলেছে। সুতরাং এখানে আবার বিদআতে হাসানা বা বিদআতে সাইয়্যিয়াহর প্রকরণ বিভক্তি কোথা থেকে এল। এর উত্তর হচ্ছে এ প্রকরণ ও বিভক্তি নতুন কিছু নয় বরং ইসলামের প্রারম্ভিক যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সমস্ত আকাবেরে আয়িম্মাহ (শীর্ষ স্থানীয় ইমামেরা) মুহাদ্দিসীনে কিরাম হাদিসে পাকের আলোকে এ প্রকরণ ও বিভক্তি করেছেন। (বিস্তারিত এ কিতাবের দশম অধ্যায় বিদআত আয়িম্মাহ ওয়া মুহাদ্দেসীন কি নজর মে" দেখুন)। এ প্রশ্নের দ্বিতীয় উত্তর হল যেখান থেকে বিদআতে লুগাবী ও বিদআতে শরয়ীর উৎপত্তি হয়েছে সেখান থেকে বের হয়েছে বিদআতে হাসনা ও বিদআতে সাইয়্যিয়ার যেমন : হাদিস نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هٰذِهٖ[৩৯৫] এটা কত উত্তম বিদআত। এর জামায়াত সহকারে তারাবীর নামায আদায় করা। এরা বলেন এটা যে বিদআত হাসানা নয় বরং বিদআতে লুগাবী। অতএব যে হাদিস থেকে বিদআতে লুগাবী ও শারয়ী বের হয়েছে সেখান থেকে এসেছে বিদআতে হাসানা ও বিদআতে সাইয়্যিয়াহ।

আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা হল হাদিসে পাকে লুগাবী ও শারয়ীর বিভক্তির উল্লেখ নেই বরং আছে হাসানা ও সাইয়্যিয়ার শব্দ। যেমন হাদিসে - نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هٰذِهٖ এর মধ্যে نِعْمَ শব্দটা বিদআতে হাসানা এবং وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً[৩৯৬] র মধ্যে سَيِّئَةً সাইয়্যেয়া শব্দ বিদআতে সাইয়্যিয়াহ প্রমাণ করে।

---

৩৯৫. (ক) আল-মুয়াত্তা, ইমাম মালেক : ১/১১৪ হাদিস: ২/২৫০
(খ) সহীহ বুখারী, কিতাবু সালাতি তারাবীহ, বাবু ফজলে মান কামা রামজানা : ২/৭০৭ হাদিস: ১৯০৬
(গ) আস সহীহ, ইমাম ইবনে খুজাইমা : ২/১৫৫ হাদিস: ১১০০
(ঘ) আসসুনানুল কুবরা, ইমাম বায়হাকী : ২/৪৯৩ হাদিস: ৪৩৭৯
(ঙ) শুয়াবুল ইমান, ইমাম বায়হাকী : ৩/১৭৭ হাদিস: ৩২৬৯
৩৯৬. (ক) সহীহ মুসলিম, কিতাবুল এলম, বাবু মান সান্না সুন্নাতান হাসানাতান আউ সায়্যিয়াতান: ৪/২০৫৯ হাদিস: ২৬৭৪
(খ) সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, বাবুল হিম্মে আলাস সদকাহ : ২/৭০৫ হাদিস: ১০১৭,
(গ) সুনানে নাসায়ী, কিতাবুয যাকাত, বাবুত তাহরীসে আলাস সদকাহ : ৫/৫৫,৫৬, হাদিস:২৫৫৪
(ঘ) সুনানে ইবনে মাযাহ, মুকাদ্দামা, বাবু সন্না সুন্নাতান হাসনাতান আউ সায়্যিয়াতান : ১/৭৪ হাদিস: ২০৩

অতএব, যেটাকে তারা বেদআতে লুগাবী ও বিদআতে শরয়ী বলেন এগুলোকে জমহুর আয়ীম্মাহ ও মুহাদ্দিসীন বিদআতে হাসানা ও বিদআতে সাইয়্যিয়া বলেন। সুতরাং যদি বিদআতে লুগাবী ও শরয়ী বৈধ হয়, তা হলে বিদআতে হাসানা ও সাইয়্যিয়াহ কেন বৈধ হবে না? আর যদি বিদআতে লুগাবী ও শারয়ী জায়েজ না হয় তা হলে বিদআতে হাসানা ও সাইয়্যিয়াও জায়েয হবে না। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা হল যাদের কাছে প্রত্যেক বিদআতই দলালাহ (ভ্রান্ত) যদি এটা মেনে নেওয়া হয় তাহলে বিদআত শব্দের সাথে শরয়ীতে বিভক্ত করতে হয় তা হলে হাদিসে نِعْمَ নি'মা শব্দ কোথায় যাবে। কেননা হাদিসের ভাষায়-نِعْمَ الْبِدْعَةُ (কত উত্তম বিদআত) বলা হয়েছে।

এসব দলীলাদির নির্দেশনা সমূহ প্রমান করে যে, বিদআতে হাসানা ও বিদআতে সাইয়্যিয়ার প্রকরণ হাদিসের মতন বা ভাষার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নিকটতম প্রকরণ। অর্থাৎ 'নেমা' শব্দকে হাসানার সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

বিদআতে হাসানা ও বিদআতে সাইয়্যিয়ার ব্যাপক প্রকরণ করা হয়েছে। নিম্নে তা আলোচিত হল।

বিদআতে হাসনা (প্রশংসনীয়)'র প্রকরণ :

বিদআতে হাসানার (অধিক) তিন প্রকার

* বিদআতে ওয়াজিবা
* বিদআতে মুস্তাহাব্বাহ (মুস্তাহসনা)
* বিদআতে মুবাহা

(১) বিদআতে ওয়াজিবা (Compulsory innovation)

আবশ্যিক বিদআত নতুন ঐ সব কার্যাবলী যা অবয়বে বিদআত, কিন্তু তার বাস্তবতা শরীয়তের জন্য আবশ্যক (ওয়াজিব) হয়ে পড়ে এবং তার ত্যাগ দীনের জন্য ক্ষতিকর হয়ে পড়ে। যেমন : কুরআনে পাকে এরাব (যের, জবর পেশ দ্বারা হরকত) দেয়া, দীনের বা ধর্মীয় কিতাবাদি পড়া ও বুঝার জন্য নাহু ছরফ (আরবী ব্যাকরণ) পড়া, পড়ানো, উসূলে তাফসীর, উসূলে হাদিস,

---

(৪) আল-মুসনদ, আহমদ বিন হাম্বল : ৪/৩৫৭-৩৫৯ পৃ.

ফিকহ, উসূলে ফিকহ এবং অন্যান্য উলুমে আকলিয়ার শিক্ষার ব্যবস্থা করা, ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা, দরসে নিজামীর পাঠ্যক্রম এসবের ব্যবহার পদ্ধতি এছাড়া ফেরকায়ে বাতিলাহ্ (তথা কাদরীয়া, জাবরীয়া, মুরজিয়া, জাহমিয়া এবং মরজায়ী) সহ অন্যান্য ভণ্ডদের প্রতিরোধ ও প্রতিহত করা হচ্ছে বিদআতে ওয়াজিবা।[৩৯৭]

(২) বিদআতে মুস্তাহাব্বাহ (মুসতাহ্সিনা) (Recommendatory innovation) সুখ্যাতিপূর্ণ বিদআত :

যে সব নতুন কার্যাবলী মূলতঃ নতুন কিন্তু ইসলামী শরীয়তে নিষেধ নয় ওয়াজিবও নয় বরং মুসলিম মিল্লাহ এগুলোকে সাওয়াব ও ভাল মনে করে থাকে এগুলোকে বিদআতে মুস্তাহাব্বাহ (সুখ্যাতিপূর্ণ) বলা হয়। এসব কাজ যারা করবে না তারা গুনাহগার হবে না তবে করলে ছাওয়াব পাবে। যেমন- মুসাফির খানা তৈরী, মাদ্‌রাসা তৈরী এবং প্রত্যেক ঐ সব ভাল কাজ, যা পূর্বে ছিল না, তার সৃষ্টি করা। যেমন তারাবীহর নামাজ জামাতে পড়া, তরীকত ও আধ্যাত্মিকতার সূক্ষ্ম মাসায়েলের বর্ণনা, মিলাদ-মাহফিল, ওরস মোবারক ইত্যাদি যেগুলোকে সাধারণ জনগণ পূণ্যের কাজ মনে করে থাকেন, এসব কাজে অংশ গ্রহণ না করলে গুনাহগার হবে না।[৩৯৮]

মুসলিম উম্মাহর বৃহৎ গোষ্ঠির কৃত এ ধরণের প্রশংসনীয় কার্যাবলী সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (رضي الله عنه) বলেন-

مَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ وَمَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ قَبِيحًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ قَبِيحٌ

-যে কাজটাকে সাধারণ মুসলিমগণ ভাল ও প্রশংসনীয় মনে করেন আল্লাহ পাকের কাছে তা ভাল হিসেবে স্বীকৃত এবং যে কাজটা সাধারণ মুসলমানের কাছে খারাপ ও নিন্দনীয়; মহান আল্লাহ পাকের দরবারেও তা খারাপ ও নিন্দনীয় হিসেবে স্বীকৃত।[৩৯৯]

---

৩৯৭ . (ক) আল ই'তিসাম, ইমাম শাতবী : ২/১১১
(খ) রূহুল মায়ানী ফি তাফসীরিল কুরআনিল আযীম ওয়াস সাবয়ুল মাসানী, ইমাম আলুসী : ১৪/১৯২ পৃ.
(গ) তাহজীবুল আসমায়ে ওয়াল লুগাত, ইমাম নববী : ১/২২
৩৯৮ . (ক) তাহজীবুল আসমায়ে ওয়াল লুগাত, ইমাম নববী : ১/২৩
(খ) হাদীয়াতুল মাহদী, ওয়াহিদুজ জামান : ১১৭
৩৯৯ . (ক) আল-মুসনাদ, ইমাম বাযযার : ৫/২১৩ নং ১৮১৬
(খ) আল মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল : ১/৩৭৯ নং ৩৬০০
(গ) আল মোসতাদরক, ইমাম হাকিম : ৩/৮৩ হাদিস/৪৪৬৫

(৩) বিদআতে মুবাহা (Permissible innovation) অনুমোদনীয় বিদআত ঃ

ঐসব নতুন কাজ শরীয়তে যার সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা নেই এবং মুসলিম মিল্লাহ শুধু জায়েজ ও বৈধ মনে করে থাকে সাওয়াবের নিয়্যতে করে না এসব কার্যাবলীকে বিদআতে মুবাহা বলে। ফিক্হ শাস্ত্র বিশারদরা ফজর ও আসরের নামাজের পর মোসাফাহা করা বা সুস্বাদু খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করাকে "বিদআতে মুবাহা" নামে অভিহিত করেন।[৪০০]

বিদআতে সাইয়্যিয়াহর প্রকরণ

বিদআতে সাইয়্যিয়াহ দু'প্রকার :

(১) বিদআতে মোহার্‌রমা (২) বিদআতে মাকরূহা।

(১) বিদআতে মুহার্‌রমা (Forbidden innovation)

নিষিদ্ধ, অবৈধ বিদআত ঐ নতুন কার্যাবলী যে গুলোর কারণে ধর্মের ভিত্তিতে বিপরীত ও সাংঘর্ষিক হয় যেমন নতুন সম্প্রদায় সৃষ্টি তথা কাদরীয়াহ, জাবরীয়া, মুরজিয়া (বর্তমান সময়ে মুরজিয়া ও কাদিয়ানী ইত্যাদি) বাস্তবায়ন যখন এসব বাতিল মজহাবের বিপরীত বিদআতে ওয়াজিবার স্থর রয়েছে, এসবকে বিদাআতে মুহর্‌রমা বলে।[৪০১]

(২) বিদআতে মাকরূহা : (Prohibited innovation)

নিষিদ্ধ বিদআত। যে সব নতুন কাজের কারণে সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ বা গাঈরে মুয়াক্কাদা রহিত হয় তাকে বিদআতে মাকরূহা বলে। এক শ্রেণীর ওলামায়ে মুতাকাদ্দেমীন তথা পূর্বেকার আলেমগণ এ ধরণের বিদআতে মাসজিদের সৌন্দর্যকরণ বা বিলাসিতামূলক কার্যাবলীকে অন্তর্ভূক্ত করেছেন।[৪০২]

(ঘ) আল মো'জামুল কাবীর, ইমাম তাবরানী : ৯/১১২ হাদিস/ ৮৫৮৩

৪০০. (ক) আল ফতাওয়াল হাদিসিয়া, ইবনে হাজর মক্কী : ১৩০

(খ) হাদিয়াতুল মাহদী, ওয়াহিদুজ জামান : ১১৭

(গ) তাহজীবুল আসমা ওয়াল লোগাত, ইমাম নববী : ১/২৩

৪০১. (ক) তাহজীবুল আসমা ওয়াল লোগাত, ইমাম নববী : ১/২২

(খ) হাদিয়াতুল মাহদী, ওয়াহিদুজ জামান : ১১৭

৪০২. আল ফতাওয়াল হাদিসিয়া, ইবনে হাজার মক্কী : ১৩০

বিদআতের প্রকরণে হাদিসে নববীর দলিল উপস্থাপণ :

যদি বিদআত ও এহদাসের হাসনা ও সাইয়্যিয়ায় প্রকরণ না হত এবং তার অর্থ যদি শুধু ভ্রান্ত ও ভ্রষ্টতা হত, তাহলে কখনো এ শব্দগুলোর সম্পর্ক সৎকার্যাবলী ও উত্তম কাজের দিকে করা হত না বা সাহাবায়ে কেরাম এ শব্দগুলোর ব্যবহার রাসূলে পাক (ﷺ)-এর জন্য করতেন না।[৪০৩]

বিদআতের প্রকরণের উপর দলীল উপস্থাপনায় রাসূলে পাক (ﷺ) এর নিম্ন লিখিত ঘোষণা অত্যন্ত গুরুত্ববহ, যা হযরত জরীর বিন আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলে পাক (ﷺ) এর দরবারে উলের কাপড় পরিহিত কিছু গ্রামীণ লোক এসেছিলেন, নবীয়ে পাক (ﷺ) তাদের আর্থিক দুরাবস্থার কথা জেনে তাদের প্রতি সহযোগিতা (সদকা) করার প্রতি সাহাবায়ে কেরামকে উৎসাহিত করলেন। উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম সহযোগিতার হাত বাড়াতে বিলম্ব করলেন। এতে সবকারে দো আলম (ﷺ) এর চেহারা মোবারকে অসন্তুষ্টির (রাগ) চাপ পরিলক্ষিত হল। ইতোমধ্যে একজন সাহাবী কিছু দেরহামের থলে নিয়ে উপস্থিত হলেন। এরপর দ্বিতীয় জন আসলেন এভাবে আগতদের লাইন হয়ে গেল, এসব অবস্থা দেখে নবীয়ে পাক (ﷺ) অত্যন্ত খুশী হলেন এবং বললেন-

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا»

-যে ব্যক্তি মুসলমানদের মধ্যে কোন ভাল কাজের সূচনা করেছে, সন্ধান দিয়েছেন, নতুন পথের পরবর্তীতে একাজের উপর আমল করা হয়েছে, তখন একাজের উপর আমলকারীর ছওয়াব ও প্রথম পথপ্রদর্শনকারীর আমল নামায় লিপিবদ্ধ হবে এবং যারা আমল করবেন তাদের আমলেও কম করা হবে না। অন্যদিকে যে ব্যক্তি মুসলমানদের মধ্যে কোন খারাপ ও নিন্দনীয় কাজের প্রবর্তন করেছে তাদের একাজ পরবর্তী আগত প্রজন্ম অনুসরণ করেছে, পরে কাজ করার কারণে যে গুনাহ তারা পাবে অনুরূপ গুনাহ যিনি প্রবর্তন করেছে সেও পাবে এবং এর কারণে পরে যারা আমল করেছে তাদের গুনাহ কোন কম করা হবে না।[৪০৪]

---

৪০৩. বিস্তারিত পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম পাঠ দ্রষ্টব্য

৪০৪. (ক) সহীহ মুসলিম, কিতাবুল এলম বাবু মানাসন্না সুন্নাতান হাসানাতান আউ-সাইয়্যেআতান : ৪/২০৫৯ হাদিস: ২৬৭৪

ইমাম মুসলিম (রা.) (২৬১ হি.) এ হাদিসের (শিরোনাম) করেছেন-

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً او سَيِّئَةً

"যিনি ভাল বা মন্দ কাজের সূচনা করেছে ভিত্তি দিয়েছে।" ইমাম মুসলিম (রা.) এ অধ্যায় লিখে একথা পরিষ্কার করেছেন যে, এখানে সুন্নাত দ্বারা রাসূলে পাক (ﷺ) এর সুন্নাত নয় অর্থাৎ সুন্নাত শব্দ বলতে শুধু রাসূলে পাকের সুন্নাত, সাহাবায়ে কিরামের সুন্নাত বা খুলাফায়ে রাশিদার সুন্নাত হওয়া আবশ্যক নয়। যদি এরকম হত, তা হলে ইমাম মুসলিম (রহ.) সাইয়্যিয়ার সম্পর্ক রাসূলে পাক (ﷺ) এর সুন্নাতের সাথে করতেন না। কারণ প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ অর্থে ব্যবহৃত শব্দ সুন্নাতের সাথে কখনো সাইয়্যিয়া ব্যবহার হয় না, হতে পারে না। কেননা, রাসূলে পাক (ﷺ) এর সুন্নাতকে সাইয়্যিয়াহ বলা কুফরী, যে বলবে সে কাফির হবে।

নবীয়ে পাক (ﷺ) এর সুন্নাত মূল দ্বীন আর বিদআত তার বিপরীত। অতএব ইমাম মুসলিম (রহ.) সুন্নাতান হাসনাতান" বা "সুন্নাতান সাইয়্যিয়াতান" বলে নিজের মতবাদকে পরিস্কার করেছেন যে, এখানে সুন্নাত দ্বারা সুন্নাতে রাসূল বুঝানো হয়নি বরং বিদআতে হাসানা এবং বিদআতে সাইয়্যিয়া। অতএব একথা স্পষ্ট হল যে, হাদিসে পাকে সুন্নাত শব্দ দ্বারা সুন্নাতে রাসূল, সুন্নাতে সাহাবা বা সুন্নাতে খুলাফায়ে রাশেদীন তথা শরয়ী অর্থে ব্যবহার হয়নি। এজন্য যে যখন কোন আমল সুন্নাতে রাসূলের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তা কখনো খারাপ বা সাইয়্যিয়া হতে পারে না এবং যে কাজ রাসূলে পাকের সুন্নাত নয় তা বিদআত। কারণ প্রত্যেক নতুন কাজকেই বিদআত বলে। যদি কোন প্রশ্নকারী প্রশ্ন করে যে, এর মাধ্যমে শুধু সুন্নাত বুঝানো হয়েছে এর অর্থ বিদআত নেয়া যাবে না তখন তার উত্তর এটাই হবে যে (মা'যাল্লাহ) যদি তার অর্থ শুধু সুন্নাতই নিতে হবে তবে সেখানে "হাসানা" শব্দের সংযোজনের কি প্রয়োজন ছিল? কোন সুন্নাত কি হাসানা ছাড়াও হয়? দ্বিতীয় কথা হল যে,

---

(খ) সহীহ মুসলিম, কিতাবুজ যাকাত, বাবুল হিস্সে আলাস সদকা : ২/৭০৫ হাদিস: ১০১৭
(গ) সুনানু নাসাঈ, কিতাবুজ যাকাত বাবু তাহরীসে আলাস সদকা : ৫/৫৫,৫৬, হাদিস: ২৫৫৪
(ঘ) সুনানে ইবনে মাযা, মোকাদ্দমা, বাবু সান্না সুন্নাতান হাসনাতান আউসাইয়্যেতান : ১/৭৪ হাদিস: ২০৩
(ঙ) আল মুসনাদ, আহমদ বিন হাম্বল : ৪/৩৫৭-৩৫৯
(চ) আস-সুনান, দারমী : ১/১৪১ নং ৫১৪
(ছ) আল মোসান্নিফ ,ইবনে আবি শায়বা : ২/৩৫০ হাদিস:৯৮০৩
(জ) আস সুনানুল কুবরা, বায়হাকী : ৪/১৭৫ হাদিস: ৭৫৩১

আমল করার ক্ষেত্রে مِنْ عَمَلٍ বলা যেতে পারে কিন্তু مَنْ سَنَّ র কি প্রয়োজন ছিল কেননা যখন শুধু সুন্নাতে রাসূল হবে তাহলে সেখানে সাধারণ জনগণ সেখানে কি রাস্তা দেখাবে, কারণ সাধারণ মুসলিম তো শুধুমাত্র আমল এবং অনুকরণ করবে। অতএব প্রমাণিত হল سَنَّ সুন্নাহ দ্বারা নতুন কাজ এবং বিদআতই হবে।

আল্লামা নব্বী (رحمه الله) (৬৭৬ হি:) শরহে মুসলিম শরীফে লিখেন : হাদিস-

كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ[৪০৫]

এর মধ্যে সাধারণ উদ্দেশ্য নয়, বরং বিশেষত্বের দলিল এ হাদিসে পাক مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً দ্বারা প্রমাণিত যে كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ র মধ্যে বিদআত দ্বারা বুঝানো হয়েছে মুহদাসাতে বাতিলা এবং বিদআতে মাজমুমা বা পরিহার যোগ্য নবসৃষ্টি ও নিন্দনীয় নতুন বস্তু।[৪০৬] (৩৯৮)

যেভাবে বিদআতের দু'প্রকার, বিদআতে লুগাবী ও বিদআতে শারয়ী। এভাবে সুন্নাতের দু'প্রকার রয়েছে, সুন্নাতে শরয়ী ও সুন্নাতে লুগাবী। সুন্নাতে শারয়ী দ্বারা বুঝানো হয়েছে রাসূলে পাক (ﷺ), সাহাবায়ে কেরাম ও খুলাফায়ে রাশিদার সুন্নাত। যে সুন্নাত শরয়ী হবে, নিশ্চিত তা সুন্নাতে লুগাবী হবে।

সুন্নাতে লুগাবী দ্বারা বুঝানো হয়েছে, নতুন কাজ, নতুন আমল, নতুন কোন পদ্ধতি বা নতুন কোন পথ, ইমামগণ ও মুহাদ্দিসীনরা নতুন কাজ ও নতুন আমলকে বিদআত বলে। এভাবে সুন্নাতে লুগাবীকে বিদআতে লুগাবীও বলা হয়। কেননা যে কাজ সুন্নাত হবে না, নিশ্চিত সে কাজ বিদআত এবং বিদআতকে পরিভাষাবিদরা হাসানা ও সাইয়্যেয়ায় বিভক্ত করেছেন।

বিদআতে হাসানা (প্রশংসনীয়)'র মূল হচ্ছে সুন্নাতে হাসনা

উল্লেখিত হাদিসে পাকে নবীয়ে করীম (ﷺ) এরশাদ করেন -

---

৪০৫ . (ক) সুনানু আবি দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ বাবু ফি লযুমিস সুন্নাহ : ৪/২০০ হাদিস: ৪৬০৭
(খ) জামে তিরমিজি কিতাবুল এলম, বাবু মা যায়া ফিল আখজে বিসসুন্নাহ : ৫/৪৪ হাদিস: ২৬৭৬
(গ) সুনানে ইবনে মাযা মোকাদ্দমা, বাবু ইত্তিবায়িস সুন্নাতিল খুলাফায়ীর রাশিদীন ১/১৫ হাদিস: ৪২
(ঘ) আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ৪/১২৬
(ঙ) আস-সহীহ ইবনে হিব্বান : ১/১৭৮ পৃ. হাদিস: ৫
৪০৬ .শরহে সহীহ মুসলিম, ইমাম নববী : ১/৩২৭

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً

-(যে ব্যক্তি ইসলামে কোন নতুন ভাল পদ্ধতি চালু করেছেন)। এখন এখানে সাদৃশ্য সৃষ্টিতে ও মূল মাসয়ালা বুঝতে ছহীহ্ মুসলিমের অন্য রাওয়ায়েত مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا কে তার সাথে মিলিয়ে পড়লে এ বাস্তবতা পরিষ্কার হবে যে, প্রত্যেক এহদাস নিষিদ্ধ ও প্রত্যাখাত নয় বরং শুধু ঐ এহদাস নিষিদ্ধ যার কোন মূল আসল বা অনুরূপ দীনে নেই।

আলোচিত হাদিসের ভাষায় নতুন পথকে "সুন্নাতে হাসানা" বলা হয়েছে অর্থাৎ ঐ রাস্তা যা নতুন ছিল কিন্তু নতুনত্বের পর ও ভাল কল্যাণময় পথ ছিল। এখন প্রশ্ন হয় যে এ নতুন পথকে যাকে সুন্নাতে হাসানার সাথে সাথে অন্য হাদিসে সুন্নাতান সালিহাতান[৪০৭], সুন্নাতে খায়র[৪০৮], সুন্নাতে হুদা[৪০৯], নে'মা বিদআত[৪১০] ও বিদআতে হুদা[৪১১] ইত্যাদি বলা হয়েছে। ইসলামী শরীয়ত এ নতুন পথ বা পদ্ধতিকে কিভাবে গ্রহণ করছে এ সম্পর্কে এ হাদিসে পাকে বলা হয়েছে-

فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

এরপর এসব পদ্ধতি বা কাজের উপর আমল করা হয়েছে। একাজের উপর যারা আমল করেছে তাদের সওয়াব ও ঐ প্রবর্তকের আমল নামায় লিপিবদ্ধ করা হবে। এর কারণে যে ব্যক্তি আমল করেছে তার আমলে কোন প্রকার কম করা হবে না। সুতরাং এ হাদিসের ভিত্তিতে ভাল কল্যাণময় নতুন কাজের পথের প্রবর্তন করা বিদআতে হাসানা হয়ে রইল। প্রমাণিত হল বিদআতে হাসানার মূল সুন্নাতে হাসানা, কেননা প্রত্যেক বিদআতে হাসানা নিজ নিজ ভিত্তিতে সুন্নাত। এভাবে বলা হয়েছে যে ব্যক্তি মুসলিম মিল্লাতে কোন খারাপ নিন্দনীয় পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে এবং পরে এর উপর লোকেরা আমল করেছে তখন এ তরীকার উপর পরে আমল করে যতগুলো

---

৪০৭. সহীহ মুসলিম কিতাবুল এলম বাবু মান সান্না ফিল ইসলামে সুন্নাতান হাসানাতান আউ মাইয়্যেতান : ৪/২০৫৯ হাদিস: ২৬৭৩

৪০৮. সুনানু তিরমিজি, কিতাবুল এলম, বাবু মা যায়া ফিমন দায়া ইলা হুদা ফতাবে আউ ইলা দালালাহ : ৫/৪৩ হাদিস: ২৬৭৫

৪০৯. আত তামহীদ, ইমাম ইবনে আবদুল বার্ : ২৪/৩২৭

৪১০. সহীহ বুখারী, কিতাবু সালাতি তারাবীহ, বাবু ফজলে মান কামা রামজানা। ২/৭০৭ হাদিস: ১৯০৬

৪১১. সহীহ মুসলিম কিতাবুল এলম বাবু মান সান্না সুন্নাতান হাসানাতান আউ সাইয়্যেয়াতান আউ মান দায়া ইলা হুদা আউ ইলা দালালাহ : ৪/২০৬০ হাদিস: ২৬৭৪

লোক গুনাহগার পাপী হয়েছে, প্রত্যেকের গুনাহ ও ঐ ব্যক্তির আমল নামায় লিপিবদ্ধ করা হবে, যিনি এ কাজের প্রবর্তন করেছেন। হাদিসের অধ্যায়ের শিরোনাম ও ভাষার মাধমে ইমাম মুসলিম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) মাজহাব ও মতামত প্রমাণ করেছে যে সুন্নাতে হাসানার দ্বারা বিদআতে হাসানাই বুঝানো হয়েছে এবং সুন্নাতে সাইয়্যিয়া দ্বারা বিদআতে সাইয়্যেয়াই বুঝানো হয়েছে।

ইমাম মুসলিম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) একই অধ্যায়ে ভিন্ন সনদে ভাষার কিছু পরিবর্তন সহ অন্য একটা হাদিস বর্ণনা করেছেন। হযরত জরীর বিন আবদুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, যে নবীয়ে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন-

"لَا يَسُنُّ عَبْدٌ سُنَّةً صَالِحَةً يُعْمَلُ بِهَا بَعْدَهُ" ثُمَّ ذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ

-যে ব্যক্তি কোন নতুন পদ্ধতি তরীকার প্রবর্তন করে পরে লোকেরা তার উপর আমল করে এর পর পুরো হাদিস।[৪১২]

এভাবে ইমাম আবুল কাশেম হাবতুল্লাহ আল লাল কাইয়ী (রা.) (৪১৮ হি.) হযরত আবু হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন-

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً هُدًى فَاتُّبِعَ عَلَيْهَا ، كَانَ لَهُ أَجْرُهُ وَمِثْلُ أُجُورِ مَنِ اتَّبَعَهُ غَيْرُ مَنْقُوصٍ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةَ ضَلَالَةٍ فَاتُّبِعَ عَلَيْهَا كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ وَمِثْلُ أَوْزَارِ مَنِ اتَّبَعَهُ غَيْرُ مَنْقُوصٍ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

-যে ব্যক্তি কোন নতুন পদ্ধতি/কাজের সূচনা করেছে, পরবর্তীতে তার উপর আমল করা হয়েছে, তখন যিনি প্রবর্তন করেছেন, তিনি তার সাওয়াব পাবেন এবং পরে যারা যারা আমল করেছেন ঐ সওয়াব ও প্রবর্তনকারী তার সওয়াবও পাবেন। এখানে কোন প্রকারের কম করা হবে না। আর যে ব্যক্তি কোন খারাপ নিন্দনীয় কাজের প্রবর্তন করেছে, সে তার প্রবর্তনের গুনাহ পাবে এবং পরে এ খারাপ কাজের আমল করে যারা গুনাহগার হয়েছে তাদের গুনাহও ঐ প্রবর্তনকারী পাবেন। এতে কোন ধরণের কমি করা হবে না।[৪১৩]

---

৪১২. (ক) সহীহ মুসলিম কিতাবুল এলম বাবু মান সান্না ফিল ইসলাম সুন্নাতান হাসানাতান আও সাইয়্যেয়াতান : ৪/২০৫৯ হাদিস: ২৬৭৩

(খ) আল-মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল - ৪/৩৬০ হাদিস: ১৯২০৬

৪১৩. (ক) এ'তিকাদে আহলে সুন্নাহ আল লালকাঈ : ১/৫২ পৃ. হাদিস: ৭

(খ) আল মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল : ২/৫২০ হাদিস: ১০৭৫৯

ইমাম ইবনে আবদিল বর (৬৩৬ খ্রী:) হযরত আবু হুরাইরা (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন যেখানে সুন্নাতে হুদা ও সুন্নাতে দলালাহ শব্দ ব্যবহার করেছেন হাদিসের ভাষা-

مَنْ سَنَّ سُنَّةَ هُدًى فَاتُّبِعَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ أَوْ مِثْلُ أَجْرِ مَنِ اتَّبَعَهُ غَيْرَ مَنْقُوصٍ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ سَنَّ سُنَّةَ ضَلَالَةٍ فَاتُّبِعَ عَلَيْهَا كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَمِثْلُ أَوْزَارِ مَنِ اتَّبَعَهُ غَيْرَ مَنْقُوصٍ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا

-যে ব্যক্তি কোন উত্তম পদ্ধতির সূচনা করেছেন এরপর এ পদ্ধতির উপর আমল করা হচ্ছে। তখন এ পদ্ধতির আমলের সাওয়াব তাকে দেয়া হবে এবং অন্য যারা এর উপর আমল করবে তাদের সাওয়াব ও তাকে দেয়া হবে যে ব্যক্তি আমল করতে তার আমলে কোন কম হবে না এবং যে ব্যক্তি কোন খারাপ পদ্ধতির সূচনা করেছে এবং তার উপর আমল করেছে তখন সে এর গুনাহ পাবে এবং অন্য যারা এখারাপ পদ্ধতির উপর আমল করেছে তাদের গুনাহ ও ঐ ব্যক্তি পাবে যে সূচনা করেছে এর মাধ্যমে আমল কারীর গুনাহ কম করা হবে না।[৪১৪]

উল্লেখিত হাদিস সমূহে হুজুর নবীয়ে আকরম (ﷺ) سُنَّةً حَسَنَةً এর সাথে অন্য পরিভাষায় سُنَّةَ هُدًى ও سُنَّةً صَالِحَةً ব্যবহার করেছেন। নবীয়ে পাক (ﷺ) বিভিন্ন হাদিসের বিভিন্ন পরিভাষা একারণে ব্যবহার করেছেন, যাতে একথাটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সুন্নাত শব্দ প্রত্যেক স্থানে তার প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ অর্থে নয় বরং তার হাসানা ও সাইয়্যিয়া হওয়ার সীমাবদ্ধতা ঐ সব নতুন কার্যাবলীর উপর যে দিকে সেগুলোকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। মূল মাসয়ালার সাথে সম্পর্কিত শেষ হাদিস যা ইমাম মুসলিম (رحمه الله) অধ্যায়ের শেষাংশে উল্লেখ করেছেন তা হচ্ছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ يَتْبَعُهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا

-হযরত আবু হুরায়রা (ﷺ) থেকে বর্ণিত নবীয়ে পাক (ﷺ) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সৎ পথের (হিদায়তের) দিকে আহবান করেছে, তার জন্য রয়েছে

---

৪১৪. আত তামহীদ, ইমাম ইবনে আবদুল বার: ২৪/৩২৭

তার আহবানে সাড়া দিয়ে এ সৎ পথে চলা প্রত্যেক ব্যক্তির আমলের সাওয়াবের সম পরিমাণ সাওয়াব, এ পরিমাণে কোন কম করা হবে না। আর যে ব্যক্তি গুনাহের কাজের দিকে আহবান করেছে, তার জন্য রয়েছে তার এ গুনাহের কাজে সাড়া দিয়ে যারা গুনাহের কাজ লিপ্ত হয়েছে ঐসব ব্যক্তিবর্গের গুনাহের সম পরিমাণ গুনাহ, এ পরিমাণে কোন কম করা হবে না।[৪১৫]

যুগল বিধানে দলীল উপস্থাপন

এ হাদিসও এর পূর্বে আলোচিত হাদিস সমূহে সামান্য অংশে অংশীদারিত্ব বা সমতা পরিলক্ষিত হয় এবং তাদের মধ্যে নিয়মিত একটা দার্শনিক সম্পর্ক বিরাজিত এবং তা হল সৃষ্টির প্রতিটা বস্তু আল্লাহ পাক জোড়া জোড়া তৈরী করেছেন এভাবে, রাসূলে পাক (ﷺ) পরিভাষার শর্তাদির ও বিপরীত যুগল আলোচনায় আনছেন অর্থাৎ আল্লাহ পাকের সৃষ্টির বিধানে কুদরতের নিয়মে বিপরীত যুগল যথা ছেলে-মেয়ে, পুরুষ-স্ত্রী, ভাই-বোন, পুংলিঙ্গ-স্ত্রীলিঙ্গ, এভাবে ভাল-খারাপ, উপর-নীচে, ধনী-গরীব, পূর্ব-পশ্চিম, নভমন্ডল-ভূমন্ডল, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য তৈরী করেছেন। এভাবে যুগল নিয়মে বিদআতে হাসনা ও বিদয়াতে সাইয়্যিয়া কেন হতে পারবেন না? যখন রাসূলে পাক (ﷺ) প্রত্যেক বস্তুকে পুনঃরায় যুগল ও জোড়া-জোড়া বর্ণনা করেছেন। তখন বিদআতের প্রকরণে এ ঝগড়া কেন করা হচ্ছে, যে তার প্রকরণ হওয়া যাবে না, অথচ নবীয়ে পাক (ﷺ) বিভিন্ন স্থানে হাদিসে পাকের বর্ণনায় শর্তাদির বিপরীতে যুগল বর্ণনা করেছেন। যেমন বিদআতের প্রকরণের সূত্রে শর্তাদির নিম্নলিখিত বিপরীত যুগল হাদিসে আলোচিত-

---

৪১৫ .(ক) সহীহ্ মুসলিম কিতাবুল ইলম, বাবু মান সান্না সুন্নাতান হাসানাতান আউ সাইয়্যেতান ওয়ামান দাআ ইলা হুদা আউ দালালাহ : ৪/২০৬০ হাদিস: ২৬৭৪

(খ) সুনানু তিরমিজি, কিতাবুল ইলম আন রাসুলিল্লাহে (ﷺ), বাবু মা যাযা ফিমন দাআ ইলা হুদা ফাত্তাবায়া আউ ইলা দালালাহ : ৫/৪৩

(গ) সুনানু আবি দাউদ কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু লুযুমিস সুন্নাহ : ৪/২০১ হাদিস: ৪৬০৯

(ঘ) সুনানু ইবনে মাযা আল মোকাদ্দমা, বাবু মন সান্না সুন্নাতান হাসানাত আউ সাইয়্যেয়াত : ১/৭৫ হাদিস: ২০৬

(ঙ) আস্-সহীহ, ইবনে হাব্বান, বাবু জিকরিল হুকমে ফিমন দাআ ইলা হুদা ও দালালাহ ফাত্তাবেয় আলায়হে: ১/৩১৮ হাদিস: ১১২

(চ) আস সুনান, ইমাম দারেমী : ১/১৪১ হাদিস: ৫১৩

(ছ) আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ২/৩৯৭ হাদিস: ৯১৪৯

(জ) আল মুসনাদ, আবু আওয়ানাহ : ৩/৪৯৪ হাদিস: ৫৮২৩

(১) بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ[৪১৬] (২) نِعْمَ الْبِدْعَةُ[৪১৭]

(৩) دعوت ضلالة[৪১৮] (৪) دعوت هدى[৪১৯]

(৫) سنة سيئة[৪২০] (৬) سنة حسنة[৪২১]

(৭) سنة ضلالة[৪২২] (৮) سنة هدى[৪২৩]

(৯) سنة ضلالة[৪২৪] (১০) سنة صالحة[৪২৫]

(১১) سنة شر[৪২৬] (১২) سنة خير[৪২৭]

এসব বিস্তারিত আলোচনায় প্রমাণিত যে যুগলের এ প্রাকৃতিক নিয়ম না মানা মূলতঃ আল্লাহ পাকের সৃষ্টির বিধান, কুদরত, নেজামে শরীয়ত, নিজামে আহকামে না মানা মূলতঃ আল্লাহপাকের সৃষ্টির বিধান, নিজামে কুদরত, নিজামে শরীয়ত, নিজামে আহকাম ও গুনাহ সাওয়াবের নিজাম না মানা বা অস্বীকার করা।

مَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ (যে আহবান করে ভ্রান্ত ও গোমরাহীর দিকে) দ্বারা দলিল উপস্থাপন :

যেভাবে مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى (যে হেদায়তের পথে আহবান করে) এর মধ্যে হিদায়ত শব্দ সাধারণ এভাবে مَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ র মধ্যেও দলালাহ বা গোমরাহী শব্দ সাধারণ। অতএব যে কোন কাজ যার ভিত্তি বা মূল গোমরাহী

---

৪১৬. সুনানে তিরমিজী কিতাবুল এলম বাবু মা জায়া ফিল আখজ বিস সুন্নাহ ওয়া এজতেনাবিল বিদয়া : ৫/৪৫ হাদিস: ২৬৭৭

৪১৭. সহীহ্ বুখারী কিতাবু সালাতি তারাবিহ, বাবু ফজলি মান কামা রামজানা : ২/৭০৭ হাদিস:১৯০৬

৪১৮. সহীহ্ মুসলিম কিতাবুল এলম বাবু মন সান্না সুন্নাতান হাসনাতান আউ সাইয়্যেতান আউ মন দায়া ইলা হুদা আউ দালালাহ : ৪/২০৬০ হাদিস: ২৬৭৪

৪১৯. সহীহ্ মুসলিম কিতাবুল এলম বাবু মন সান্না সুন্নাতান হাসনাতান আউ সাইয়্যেতান আউ মন দায়া ইলা হুদা আউ দালালাহ : ৪/২০৬০ হাদিস: ২৬৭।

৪২০. সহীহ্ মুসলিম কিতাবুল ইলম, বাবু মান সন্না সুন্নাতান হাসনাতান আউ সায়্যেয়াতান : ৪/২০৫৯ হাদিস: ২৬৭৪

৪২১. ঐ

৪২২. আত-তামহীদ, ইমাম ইবনে আবদুল বার্ : ২৪/৩২৭

৪২৩. ঐ

৪২৪. ৪১৭. আত-তামহীদ, ইমাম ইবনে আবদুল বার্ : ২৪/৩২৭

৪২৫. সহীহ্ মুসলিম কিতাবুল ইলম, বাবু মান সন্না সুন্নাতান হাসনাতান আউ সায়্যিয়াতান : ৪/২০৫৯ হাদিস: ২৬৭৩

৪২৬. সুনানু তিরমিজি, কিতাবুল ইলম, বাবু মা যায়া ফি মান দায়া ইলা হুদা ফাতাবিয় আউ ইলা দালালাহ : ৫/৪৩ হাদিস: ২৬৭৫

৪২৭. ঐ

বা ভ্রান্ত সেটা অবশ্যই দালালাহ হবে। এটা প্রয়োজন নয় যে শুধু ঐ সব কার্যাবলী যেগুলো কুরআন সুন্নাহয় হারাম বলা হয়েছে, সেগুলো দালালায় পরিগণিত হবে। বাকী কাজগুলো যেমন অগণিত অসংখ্য কার্যাবলী এমন আছে, যেগুলো ইসলাম ধর্মের ক্ষতিকারক, যা চরিত্রগত লজ্জা শরমের বিপরীত, যা আকায়েদ ও মাজহাব ও মিল্লাতের পরিপন্থী এবং সামাজিক মূল্যবোধের পরিপন্থী সেগুলোকে দালালাহ বা ভ্রষ্টতার অন্তর্ভূক্ত হবে না। বরং তার বিপরতীতে ঐসব কার্যাবলী যেগুলোর হারাম হওয়া নিয়ে শরীয়ত তথা কিতাব ও সুন্নাহর কোন উল্লেখ নেই, কিন্তু দীনের মূল চেতনার সাথে সাংঘর্ষিক ও পরিপন্থি হয় এগুলোও দালালাহ বা ভ্রান্ত।

আলোচ্য হাদিস "দালালাহ" এবং "হুদা" শব্দ দুটো পরস্পর বিরোধী, যদি উদ্দেশ্যের বিপরীত অর্থাৎ দালালার অর্থ আগে থেকেই নির্ধারণ করা যায়, তা হলে বিপরীত অর্থ সরাসরি নির্ধারণ হয়ে যাবে, যেমন তৌহিদ ও শিরিকের মাসয়ালায় যদি তৌহিদের অর্থ আগেই নির্ধারণ করা হয় তখন অর্থ স্বাভাবিকভাবে পরিষ্কার হয়ে যাবে। যেমন যদি কেউ বলে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ওয়াসিলা করা শিরক তখন প্রশ্ন হয় তা হলে কি আল্লাহকে ওয়াসিলা করা হবে? আর আল্লাহকে, ওয়াসিলা করা হয় তা হলে আল্লাহকে কার জন্য ওয়াসিলা করা হবে অর্থাৎ উদ্দেশ্য কে হবে। কেননা ওয়াসিলা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হয়না বরং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছার মাধ্যম হয়। তাহলে প্রমাণিত হল যে, ওয়াসিলা আল্লাহর হক নয় বরং মাখলুকের হক। অতএব মাখলুককে যদি তার হক দেয়া হয়, তাহলে শিরক কীভাবে হয়? এসব বক্তব্যের আলোচনার সার সংক্ষেপ হচ্ছে যখন কোন যুগল বস্তু পরস্পর বিরোধী হয় এবং এর মধ্যে এ ক'টার অর্থ প্রথমেই নির্ধারণ করা হয় তখন দ্বিতীয়টা বুঝতে সহজ হয়, সহজ হয় তার ব্যবহার ও প্রয়োগ।

সহীহ মুসলিম শরীফের উল্লেখিত হাদিসে আমরা প্রথমে مَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ র অর্থ নির্ধারণ করেছি, নির্ধারণ করিনি مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى তার কারণ হচ্ছে যে- هُدًى র উপর আলোচনা ও মতভেদ রয়েছে। কেউ বলতে পারে এর দ্বারা শুধুমাত্র সুন্নাত বুঝানো হয়েছে অথচ আমরা সুন্নাত ছাড়া ও অসংখ্য কল্যাণময় কাজকে হিদায়ত বুঝি। অতএব যা আলোচ্য তা হচ্ছে হুদার অর্থ নির্ধারণ হবে না, কিন্তু যার নির্ণয় সহজতর তাই উল্লেখ করা হবে। উল্লেখিত হাদিসে দলালাহ শব্দ সাধারণ যার প্রয়োগ প্রত্যেক প্রকারের ভ্রান্ততায়,

গুনাহের কাজে, খারাপ ও অপছন্দনীয় কার্যাবলীর উপর হয়ে থাকে অর্থাৎ তা নতুন কার্যাবলী যা সরাসরি হারাম বা হারামের দিকে ধাবিতকারী বা মুসলিম উম্মাহকে আম বা সাধারণ ও প্রসারিত দৃষ্টিভংগিতে নেয়া হবে। এভাবে তার বিপরীত مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى বা হুদার মাফহুম বা অর্থকেও সাধারণ ও প্রসারিত অর্থে নেয়া হবে। অর্থাৎ হুদা অর্থ হচ্ছে কোরআন ও সুন্নাহর দিকে আহবান এবং এধরণের অসংখ্য ভাল ও কল্যাণময় কাজের প্রতি আহবান যেগুলো সম্পর্কে কুরআন হাদিসে সুস্পষ্ট ও কোন হুকুম বা বিধান পরিলক্ষিত হয় না যেমন: এমন কিছু প্রশংসনীয় কার্যাবলীর প্রতি আহবান, যার মাধ্যমে মানুষের চরিত্র গঠন হয় এবং সরকারে দোআলম (ﷺ) এর সাথে বিচ্ছিন্ন সর্ম্পক সংযুক্ত হয়। মানুষের মধ্যে ইবাদতের উৎসাহ উদ্দীপনা সূচিত হয়। ছোটদের প্রতি স্নেহ ও বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান অনুপ্রাণিত হয়, কালামে পাকের তেলাওয়াত ও ছদকা প্রদানের প্রেরণা পায়। মোট কথা ভাল কাজের যে কোন দিক যা উম্মাহর উন্নতির কারণ হয় তা হিদায়তের আহবানের অন্তর্ভূক্ত হবে। প্রমানিত হল ছহীহ্ হাদিসের আলোতে উভয় পরস্পর বিরোধী পথের উৎস বের করা এবং এর সাওয়াব ও গুনাহ উভয়ের উপরই নিশ্চিত হয়।

ইমাম তিরমিজি (رحمه الله) (২৯৭ হি:) এ বক্তব্যের অন্য একটা হাদিস হযরত জারীর বিন আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) থেকে রাওয়ায়েত করেছেন যে নবীয়ে পাক (ﷺ) এরশাদ করেন-

مَنْ سَنَّ سُنَّةَ خَيْرٍ فَاتُّبِعَ عَلَيْهَا فَلَهُ أَجْرُهُ وَمِثْلُ أُجُورِ مَنِ اتَّبَعَهُ غَيْرَ مَنْقُوصٍ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةَ شَرٍّ فَاتُّبِعَ عَلَيْهَا كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ وَمِثْلُ أَوْزَارِ مَنِ اتَّبَعَهُ غَيْرَ مَنْقُوصٍ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا.

-যে ব্যক্তি কোন ভাল কাজের প্রচলন করেছে, তার এ কাজের উপর পরবর্তীতে অন্যরা আমল করছে সে নিজের সাওয়াব এবং যারা আমল করেছে তাদের সাওয়াবও পাবে এবং আমলকারীদের সাওয়াবে কোন কম করা হবে না। আর যে ব্যক্তি খারাপ পথ ও পদ্ধতির প্রচলন করেছে এর উপর নিজে আমল করেছে অনুগামী অন্যেরাও আমল করেছে সে ব্যক্তি নিজের গুনাহ এবং অন্যদের গুনাহর বরাবর গুনাহও পাবে। যারা আমল করেছে তাদের গুনাহে কোন কম করা হবে না।[৪২৮]

---

৪২৮ .(ক) সুনানু তিরমিজি কিতাবুল এলম, বাবু মা যায়া ফিমন দাআ ইলা হুদা ফাতাবেয় আউ ইলা দালালাহ : ৫/৪ হাদিস: ২৬৭৫

এ হাদিসে মোবারককে ইমাম তিরমিজি (رحمه الله) কিতাবুল ইলমে-

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ دَعَا إِلَى هُدًى فَاتُّبِعَ أَوْ إِلَى ضَلَالَةٍ

অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। সহজ সরল কথা হল, যদি مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى কে সুন্নাতের সাথে নির্ধারন করা হত, তা হলে ইমাম তিরমিজি হুদা শব্দের পরিবর্তে সুন্নাহ শব্দ ব্যবহার করত অর্থাৎ পরিষ্কার ভাষায় বলে দিত যে কাজ হুজুর (ﷺ) সাহাবায়ে কেরামের সুন্নাত নয় তা বিদআত, দালালাত ও ভ্রষ্টতা। এভাবে দালালাতের বিপরীত সুন্নাত ও হুদা হত কিন্তু যেহেতু এরকম নয় তাই দলালাহর বিপরীতে হুদা শব্দ ব্যবহার করেছেন, যাতে সুন্নাহর কার্যাবলীর সাথে সাথে অন্যান্য কার্যাবলীও আওতাভূক্ত হয়ে যায়, যা কল্যাণের উপর ভিত্তি এবং সুন্নাহর আনুসারী। যে সুন্নাতকে নফল, মুস্ত হাব্বাত, হাসানাত ও ভাল কার্যাবলী বলে দেয়া হয় এভাবে হুদা ও সুন্নাত বা সুন্নাতের অনুসারী যাবতীয় কার্যাবলী এসে যায়। ইমাম মুসলিম (رحمه الله) (২৬১হি.) ও ইমাম তিরমিজির মত -

بَابُ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً أَوْ سَيِّئَةً وَمَنْ دَعَا إِلَى هُدًى أَوْ ضَلَالَةٍ

লিখে তার অধীনে مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى হাদিস বর্ণনা করেছেন। যাতে বুঝা যায় যে ইমাম মুসলিমের মত ও ইমাম তিরমিজির মতের ভিন্ন নয়।

আলোচ্য হাদিসে পাকের আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ আর একটা বিষয় হচ্ছে যে, ছহীহ মুসলিমের হাদিসে سنة حسنة ও سنة سيئة প্রশংসনীয় সুন্নাত ও নিন্দনীয় সুন্নাতের পরিভাষা ব্যবহার হয়েছে। এভাবে তিরমিজি শরীফের হাদিসে পাকে ও আঁকা (ﷺ) এর জবানে মোবারক থেকে سُنَّةً خَيْرٍ ও سُنَّةً شَرٍّ এর পরিভাষা ব্যবহারিত হয়েছে। তবে এসব স্থানে সুন্নাত দ্বারা সুন্নাতে শরয়ী বুঝানো হয়নি বরং সুন্নাতে লুগাবীই বুঝানো হয়েছে। না হয় এধরনের বিভক্তিকরণ হত না, কেননা, সুন্নাতে শারয়ী কখনো شَرٌّ বা খারাপ হয়না বা হতে পারে না, শুধুই ভাল ও কল্যাণময় হয়। সুতরাং এখানে "সুন্নাতে খাইর" দ্বারা কোন নতুন সৃজিত কাজ কে উপমা বা কোন নতুন ভাল পদ্ধতি

(খ) ফাতহুল বারী, ইমাম ইবনে হাজার আসকলানী : ১৩/৩০২

(গ) তোহফাতুল আহওয়াযী, মোবারকপুরী : ৭/৩৬৫

(ঘ) আল-মস্তাদ্রা লি আছার, ইমাম ইবনে হাযম : ৮/১৬

ত্বরীকা বুঝানো হয়েছে। এতে প্রমাণিত হল যে, একাজ যখন সুন্নাতে শারয়ী হল না তাহলে নতুন কাজ হওয়ার কারণে তাকে বিদআত বলা হবে। অন্য ভাষায় তাকে বিদআতে খাইর (ভাল) বা বিদআতে সার (খারাপ) বলা যায়, এবং আগত ভবিষ্যতে একাজের উপর যারা আমল করবে তাদের সুন্নাতে খায়র (ভাল) বা বিদআতে খায়রে প্রচলন, প্রয়োগ ও রাসূলে পাক (ﷺ)-এর হাদিস মোতাবেক তাদের সাওয়াবের সুসংবাদ প্রদান যে কোন নতুন কাজ করেছে যা আমার সুন্নাতে ছিলনা অর্থাৎ বিদআত নতুন সৃজিত ছিল, তবে ভাল কাজ ছিল এজন্য তার সাওয়াব এবং এভাবে সৃজিত নতুন খারাপ কাজের জন্য গুনাহ রয়েছে যে এ গুনাহর কাজটা সৃজন করেছে। সার সংক্ষেপ হল যে অকাট্য দলিলের মাধ্যমেই বিদআতের প্রকরণ প্রমাণিত।

ইমাম তিরমিজি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এ হাদিসের বর্ণনায় পরক্ষনে এ অধ্যায়ে এনেছেন -

بَابُ مَا جَاءَ فِي الأَخْذِ بِالسُّنَّةِ وَاجْتِنَابِ الْبِدَعِ

-সুন্নাতকে গ্রহণ ও বিদআতকে পরিহার সম্পর্কিত অধ্যায়।[৪২৯] এ অধ্যায়ে তিনি সুন্নাতের বিপরীতে বিদআত পরিহারের আলোচনা এনেছেন। সুতরাং এখানে সুন্নাতের দ্বারা সুন্নাতে শারয়ী এবং বিদআত দ্বারা বিদআতে সাইয়্যিয়া বুঝানো হয়েছে।

মূলত: ইমাম তিরমিজি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) স্বীয় কিতাবে উপরে-নীচে একসাথে দু'টো অধ্যায় এনে নিজের ইলমী আক্বীদা ও মাজহাব বর্ণনা করছেন। প্রথমে তিনি-

بَابُ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً أَوْ سَيِّئَةً وَمَنْ دَعَا إِلَى هُدًى أَوْ ضَلَالَةٍ

লিখেছেন পরক্ষণে লিখেছেন -

بَابُ مَا جَاءَ فِي الأَخْذِ بِالسُّنَّةِ وَاجْتِنَابِ الْبِدَعِ

প্রথম অধ্যায়ে هدى হুদা এবং ضلالة দালালা হয় প্রশস্থতা, উন্মুক্ততা আর দ্বিতীয় অধ্যায়ে যেহেতু সুন্নাতের বিপরীতে "বিদআত" শব্দ এনেছেন। অতএব তা সংকোচিত ও সীমাবদ্ধতা সীমিত হয়েছে অর্থাৎ সুন্নাত দ্বারা সুন্নাতে শারয়ী এবং বিদআত দ্বারা বিদআতে সাইয়্যিয়া দু'অধ্যায় রচনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল যে, ইমাম তিরমিজির কাছে প্রত্যেক নতুন কাজ সাইয়্যিয়া ও দালালাহ নয়। একারনে তিনি দ্বিতীয় অধ্যায়ে -

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ

---

৪২৯ .তিরমিযি, আস্-সুনান, ৪/৩৪১পৃ.

উল্লেখ করেছেন, যার অর্থকে রাসূলে পাক (ﷺ) নিজের এবং খুলাফায়ে রাশিদার সুন্নাতের সাথে নির্দিষ্ট ও নির্ধারন করে সুন্নাতে শারয়ী বলেছে।

রাসূলে পাক (ﷺ) নিজের এবং খুলাফায়ে রাশিদার সুন্নাতের সাথে নির্দিষ্ট ও নির্ধারন করে সুন্নাতে শরয়ী বলেছে। সুতরাং যখন সুন্নাতের অর্থ চিহ্নিত করে দিয়েছেন তা হলে তার বিপরীত মোকাবেলায় বিদআতে সাইয়্যেয়াই হবে। এ হাদিসে পাকেই রাসূলে পাক (ﷺ) সাহাবায়ে কেরামকে এ ধরনের বিদআতে সাইয়্যিয়ার থেকে সতর্ক করে বলেছেন -

وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلاَلَةٌ[৪৩০]

আমার নির্দেশের বিপরীতে যে সব নতুন সৃজিত কার্যাবলী যথা মুরতাদ বা ধর্মত্যাগের ফিৎনা, যাকাত অস্বীকারের ফিৎনা, নবুয়তের দাবীকরণের ফিৎনা মাথাচড়া দিয়ে উঠবে, এগুলো পরিহার করে আমার এবং আমার সাহাবাদের সুন্নাতকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরা। উল্লেখ্য এখানে নবীয়ে পাক (ﷺ) বিদআত অর্থকে ব্যাপকভাবে চিহ্নিত করণের মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন নিজের এবং সাহাবায়ে কেরামের সুন্নাতের বিপরীতে। ইমাম তিরমিজি (رحمه الله) এ অধ্যায়কে যখন পৃথক করে দিয়েছেন তখন বাকী যে সব নতুন কাজ রয়েছে তার জন্য উভয় পথ উন্মুক্ত করা হয়েছে। এ কারণে পূর্বেকার অধ্যায়ের হাদিস নবীয়ে পাক (ﷺ) سُنَّةً خَيْرٍ প্রশংসনীয় সুন্নাত এবং سُنَّةً شَرٍّ নিন্দনীয় সুন্নাহর শব্দ ব্যবহার করেছেন। যদি নতুন কার্যাবলী, ভাল এবং কল্যাণময়ের গঠিত হয় তখন সুন্নাতে হাসনা বা বিদআতে হাসানা হবে। আর যদি খারাপ, ভ্রান্ত ও ভ্রষ্টতার উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তা সুন্নাতে সাইয়্যিয়া বা বিদআতে সাইয়্যেয়া হবে। ইমাম তিরমিজি (رحمه الله) পূর্বের অধ্যায়ে হযরত বেলাল বিন হারেছ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেছে যে, রাসূলে পাক (ﷺ) এরশাদ করেছে-

مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِي، فَإِنَّ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلَ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةَ ضَلاَلَةٍ لاَ تُرْضِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِ النَّاسِ شَيْئًا.

---

৪৩০. (ক) আল জামেয়ু আস সহীহ্ লিত তিরমিজি, কিতাবুল এলম, বাবু মা যায়া ফিল আখজে বিস্‌সুন্নাহ ওয়া এজতেনাবিল বিদয়ে : ৫/৪৪ হাদিস: ২৬৭৬

(খ) সুনানু আবি দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু ফি লযুমিস সুন্নাহ : ৪/২০০ হাদিস: ৪৬০৭

(গ) সুনানু ইবনে মাযা মোকাদ্দমা, বাবু এত্তেবায়ীস সুন্নাহ আলখোলাফায়ীর রাশেদীন : ১/১৫ হাদিস: ৪২

(ঘ) আল মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল : ৪/১২৬

(ঙ) আস সহীহ্, ইমাম ইবনে হিব্বান : ১/১৭৮ হাদিস: ৫

-যে ব্যক্তি আমার পরে এমন কোন সুন্নাত জীবিত করবেন, যা নিশ্চিহ্ন (মারাগিয়েছিল) হয়ে গিয়েছিল, এ কাজের জন্য সে ঐ পরিমান সাওয়াব পাবে, যে পরিমান সাওয়াব ঐ সুন্নাতের উপর আমল কারীরা পাবে। এ কারণে আমলকারীদের সাওয়াবে কোন কম করা হবে না। আর যে ব্যক্তি কোন ভ্রান্ত বিদআত প্রচলন করেছে, যা আল্লাহ পাক ও রাসূলে পাক (ﷺ) পছন্দ করেন না, তারও ঐপরিমাণ গুনাহ হবে, যা ঐ কাজের উপর আমলকারীরা আমল করার কারণে পাবে। একারণে আমলকারীর গুনাহ কোন অংশে কম হবে না।[৪৩১] এ হাদিসে পাকে সুন্নাত শব্দকে বিদআতের বিপরীতে আনা হয়েছে। পূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে যে, সুন্নাত প্রত্যেক জায়গায় বিদআতের বিপরীতে ব্যবহার হয় না, কিন্তু যে হাদিসে মোবারকে বিশেষভাবে সুন্নাতকে বিদআতের বিপরীতে আনা হয় সেখানে সুন্নাত দ্বারা সুন্নাতে শারয়ী এবং বিদআত দ্বারা বিদআতে শরয়ী বুঝানো হয়। এটা এমন বিদআত হয়, যার কারণে কোন না কোন সুন্নাত রহিত হয়ে যায়। এ বক্তব্যের সমর্থনে মুসনাদে আহমদের নিম্নলিখিত রাওয়ায়েত পেশ করা হয়, যেখানে রাসূলে পাক (ﷺ) বলেন-

مَا أَحْدَثَ قَوْمٌ بِدْعَةً إِلَّا رُفِعَ مِثْلُهَا مِنَ السُّنَّةِ» فَتَمَسُّكٌ بِسُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ إِحْدَاثِ بِدْعَةٍ

-যখন কোন সম্প্রদায় দীনের মধ্যে কোন বিদআতের প্রবর্তন করে তখন তার ঐ পর্যায়ের এক সুন্নাত তুলিয়ে নেয়া হয়। সুতরাং সুন্নাতকে শক্ত করে ধরা বিদআত গড়া থেকে উত্তম।[৪৩২]

"বিদআত দালালাহ" নতুন সৃষ্টিকে নিন্দনীয় বলার মধ্যে কৌশল

আলোচ্য হাদিসে পাকে وَمَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةً বলার স্থলে সম্পর্কের সাথে وَمَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةَ ضَلَالَةٍ বলা হয়েছে অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিন্দনীয় বিদআত সৃষ্টি করেছে। ইতোপূর্বে এর সাথে সাদৃশ্য তারকীবে (সংযুক্ততায়) سُنَّةَ شَرٍّ বা سنة سيئة

---

৪৩১. (ক) সুনানু তিরমিজি, কিতাবুল ইলম, বাবু মা যায়া ফিল আখজে বিস সুন্নাহ ওয়া ইজতিনাবিল বিদয়ে : ৫/৪৫ হাদিস: ২৬৭৭

(খ) সুনানু ইবনে মাযাহ, মোকাদ্দমা, বাবু মান আহয়া সুন্নাতান কাদ আমিতাত : ১/৭৬, নং ২০৯, বাজ্জার, আল মসনদ : ৮/৩১৪ হাদিস: ৩৩৮৫

(গ) আল-মো'জামুল কাবীর, তাবরানী : ১৭/১৬ হাদিস: ১০

(ঘ) কিতাবুল ই'তিকাদ, বায়হাকী : ১/২৩১

(ঙ) আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ইমাম মুনযিরী : ১/৪৯ হাদিস: ৯৭

৪৩২. আল মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল : ৪/১০৫ হাদিস: ১৭০৯৫

অবয়বে আলোচিত হয়েছে। কারণ হচ্ছে যে প্রত্যেক বিদআত ভ্রান্ত নয়, যদি প্রত্যেক বিদআত নিন্দনীয় হত তা হলে আঁকা (ﷺ) ইজাফত সহকারে এ শব্দ বলতেন না। যদি বিদআতের অর্থ ভ্রান্ত বা নিন্দনীয় হত তা হলে বিদআতু দালালাতিন বলতেন না। যেমনঃ ভাল ইবাদত, সৎ ইবাদত বা ভাল নামায এ ধরণের পরিভাষার ব্যবহার নেই। কেননা যে শব্দ নিজের অর্থ নিজেই স্পষ্ট করে তাকে প্রকরণের অবকাশ নেই বা যার বিপরীতে কিছু না হয় সেখানে এজাফত সংযোজনের প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ, কখনো কথায় দৃঢ়তা আনতে গুনবাচক সংযুক্ত শব্দ আনা হয়। অতপর বিদআতে দালালাহ বলেছেন, এর মাধ্যমে নবীয়ে পাক (ﷺ) পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, আমার উদ্দেশ্য এখানে সৎ ও প্রশংসনীয় নয় বরং খারাপ নিন্দনীয় কাজ।

মোট কথাঃ রাসূলে পাক (ﷺ) كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ "প্রত্যেক বিদআত ভ্রান্ত" হাদিসের অর্থ চিহ্নিত করে দিয়েছেন যে, প্রত্যেক বিদআত ভ্রান্ত বা নিন্দনীয় নয়, বরং শুধুমাত্র ঐ বিদআত নিন্দনীয় যার ভিত্তি ভ্রান্তের উপর।

আরো একটা প্রয়োজনীয় কথা হল যে- বিদআতে দালালাহ বা নিন্দনীয় নতুন কাজ সবসময় শুধু মাত্র সুন্নাতের রহিতকরণের বিপরীতেই আসে। এতে কোন না কোন সুন্নাত রহিত হবেই। এ ধরণের বিদআত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে ব্যক্তি কোন সুন্নাতকে জীবিত করেছেন তার জন্য প্রতিদান রয়েছে। আর যে ব্যক্তি এ ধরণের বিদআত প্রবর্তন করে যা কোন সুন্নাতের রহিতকরণ বা বিলুপ্তির কারণ হয় তা ভ্রান্ত নিন্দনীয়।

এখন ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও চিন্তাবিদরা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যে, নবীয়ে পাক (ﷺ) এর মিলাদ মাহফিল, আউলিয়া কেরামের ইসালে সাওয়াব মাহফিল, নামাযের পর মোসাফাহা, আযানের পর সালাত ও সালাম, এবং অন্যান্য ভাল কার্যাবলী দ্বারা কোন পর্যায়ের সুন্নাত বিলুপ্ত হচ্ছে বরং এগুলো তো রাসূলে পাক (ﷺ) এর সুন্নাতের উপর প্রতিষ্ঠিত কার্যাবলী। এ বিস্তারিত আলোচনায় "বিদআতে দালালাহর" অর্থ নির্ধারিত হয়েছে যে, তিনি কোন কাজকে ঐ পর্যন্ত বিদআতে সাইয়্যিয়া, বিদআতে দালালাহ, ও বিদআতে শারীয়াহ বলেন নি যতক্ষন পর্যন্ত ঐ বিদআতের আগমণে তার বিপরীত কোন সুন্নাতের আমল বিলুপ্ত হয়নি বা এ বিদআত ঐ সুন্নাতের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। তাই এ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রত্যেক নতুন কাজের উপর كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ এর হুকুম প্রয়োগ করা যাবে না। বরং- كُلُّ بِدْعَةٍ سَيِّئَةٍ ضَلَالَةٌ (প্রত্যেক

নিন্দনীয় বিদআত ভ্রান্ত) বলতে হবে। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে যে আপনি এ অর্থ কোথেকে এনেছেন? উত্তরে বলব যে, রাসূলে পাক (ﷺ) - وَمَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةَ ضَلَالَةٍ হাদিসে "বিদআতু দালালাতিন"এর মোজাফ ও মোজাফ ইলাই করে অর্থকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যে, কোন নতুন কাজ ঐ পর্যন্ত বিদআতে দালালাহ হবে না, যতক্ষণ তার মাধ্যমে কোন সুন্নাত বিলুপ্ত না হয়।

আহলে হাদিসের প্রসিদ্ধ আলেম মাওলানা সিদ্দিক হাসান খাঁন ভূপালী (১৩০৭ হি.) পরিষ্কার ভাষায় লিখেন যে- প্রত্যেক নতুন কাজকে বিদআত বলে দোষারূপ করা যাবে না, বরং বিদআত শুধু ঐ সব কাজকে বলা হবে যার কারণে কোন সুন্নাতের বিলুপ্তি ঘটে এবং যে সব কাজ কোন শরীয়তের মাসয়ালার সাথে সাংঘর্ষিক না হয় সেগুলো মুবাহ ও বৈধ। শায়খ ওয়াহিদুজ্জমান (১৩২৭ হি.) স্বীয় কিতাব هدية المهدى এর ১১৭ পৃষ্ঠায় বিদআতে সূত্রে আল্লামা ভূপালীর এ বক্তব্য উল্লেখ করেন-

اَلْبِدْعَةُ الضَّلَالَةُ الْمُحرمَة هِيَ الَّتِيْ تُرْفَعُ السُّنَّة مِثْلَهَا وَالَّتِيْ لَا تُرْفَعُ شَيْئًا مِنْهَا فليست هِيَ مِنَ الْبِدْعَةِ بَلْ هِيَ مُبَاحُ الْاَصْلِ-

-বিদআত ঐ কাজকে বলবে যার পরিবর্তে কোন সুন্নাত বিলুপ্ত হয়, আর যে নতুন কাজ বা বিদআতের কারণে কোন সুন্নাতের বিলুপ্ত হয় না এটা বিদআত নয় বরং তা মূলতঃ মুবাহ-বৈধ।[৪৩৩]

মনে হয় ভূপালী সাহেব প্রত্যেক ঐ নতুন কাজকে বিদআত বলতে অসম্মতি জানিয়েছেন যার বিপরীত কোন বিশেষ সুন্নাহর বিলুপ্তি ঘটেনি। উনার কাছে এ ধরণের প্রত্যেক নতুন কাজ মূলতঃ মোবাহ ও বৈধ।

আলোচনার এ পর্যায়ে বৃহৎ এক দলিল হল যে- প্রত্যেক ঐ নতুন কাজ মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশ যাকে ভাল ও প্রশংসনীয় মনে করে যাচ্ছে এবং এসব কর্তাদের মধ্যে শুধুমাত্র অশিক্ষিত সাধারণ জনতা নয় বরং উম্মাহর শীর্ষস্থানীয় ওলামা ফোকাহা বিজ্ঞ, দক্ষ, মুজতাহিদীনও অন্তর্ভুক্ত হয় তখন এ কাজ কখনো খারাপ নিন্দনীয় হতে পারে না। সুতরাং আঁকা (ﷺ) জমহুরে উম্মাহ্র কোন কাজ ব্যাপক ভাবে আদায় করাকে শরীয়তের দলীল করে দিয়েছেন অর্থাৎ মুসলিম উম্মাহ কখনো ব্যাপক হারে ভ্রষ্টতা ও নিন্দনীয়

---

৪৩৩. হাদীয়াতুল মাহদী, শায়খ ওয়াহিদুজ্জামান : ১১৭

কাজে একত্রিত হতে পারে না। তার প্রমাণ মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলের নিম্ন লিখিত হাদিস, যেখানে হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (ﷺ) বলেন-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «إِنَّ اللهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ، فَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ، فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ، يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ»

-মহান আল্লাহ পাক যখন বান্দাদের অন্তরের দিকে তাকালেন তখন মুহাম্মদ (ﷺ) এর অন্তর সমস্ত বান্দাদের অন্তরের মধ্যে উত্তম পেলেন। অতএব এ অন্তরকে নিজের জন্য পছন্দ করে নিলেন। অত:পর রেসালত সহ হুজুর (ﷺ) কে প্রেরণ করলেন। রাসূলে পাক (ﷺ)-এর অন্তরের পর অন্যদের প্রতি যখন তাকালেন তখন নবীয়ে পাক (ﷺ)-এর সাহাবায়ে কেরামের অন্তরগুলোকে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ পেলেন। তখন তাদেরকে স্বীয় নবীর মন্ত্রী বানিয়ে দিলেন, যারা তাঁর নবীর ধর্মের জন্য জিহাদ করবে। অতএব যে কাজকে মুসলমানরা ভাল মনে করবে তা আল্লাহর কাছেও ভাল এবং উম্মাহ যে কাজকে খারাপ মনে করবে আল্লাহর কাছেও তা খারাপ।[৪৩৪] আলোচ্য বিষয়বস্তুর উপর ব্যাপক প্রমানাদি উপস্থাপনের পূর্বে হাদিসে পাকে একটা কথা বুঝে নেয়া অপরিহার্য যে, কিছু লোক বলেন নবীয়ে পাক (ﷺ) কে চল্লিশ বৎসর বয়সে নবুয়্যত ও রিসালাতে আল্লাহ পাক ধন্য করেছেন এবং তখনই তাঁকে প্রশংসনীয় গুনাবলীতে সমৃদ্ধ করেছেন; এ কথা ভুল। বরং -

فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ، فَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ،

দ্বারা পরিস্কার করে বলা হয়েছে যে আঁকা (ﷺ) এর অন্তর সব অন্তর থেকে উত্তম ও সমৃদ্ধিশীল হিসেবে প্রেরনের পূর্বেই তৈরী করা হয়েছে। অর্থাৎ

---

৪৩৪ . (ক) আল মুসনাদ, আহমদ বিন হাম্বল : ১/৩৭৯ হাদিস: ৩৬০০
(খ) আল মো'জামুল কবীর, ইমাম তাবরানী : ৬/১১২ হাদিস: ৮৫৮৩
(গ) আল মুসনাদ বাজজার : ৫/২১২ হাদিস:১৯১৬
(ঘ) আল মোসতাদরক, ইমাম হাকেম : ৩/৮৩ হাদিস: ৪৪৬৫
(ঙ) আল মদখল ইলা সুনানিল কোবরা, ইমাম বায়হাকী : ১/১১৪
(চ) আল মুসনাদ, ইমাম আবু দাউদ তায়ালসি : ১/৩৩ পৃ. হাদিস: ২৪৬

সরকারে দো আলম (ﷺ) আগে শানমান মার্যাদাবান করেছেন পরে নবুয়্যত ও রিসালতে ভূষিত করেছেন। মূল বিষয় বস্তুর সাথে হাদিসে মোবারকার সম্পর্ক হচ্ছে যে রাসূলে পাক (ﷺ)কে প্রশংসনীয় কার্যাবলী ও নিন্দনীয় কার্যাবলীর নির্দিষ্টকরণে শরীয়তের দলিল বলেছেন যে, সাধারণ মুসলিম উম্মাহ যে কাজকে ভাল বলবেন আল্লাহর কাছেও তা ভাল, আর সাধারণ মুসলিম যে কাজকে খারাপ বলবেন আল্লাহর কাছে ও তা খারাপ।

ইমাম তাবরানীর (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (৩৬০ হি.) আল মু'জমুল কাবীরে নিম্ন লিখিত শব্দে বর্ণনা করেন-

مَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ قَبِيحًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ قَبِيحٌ

-যে কাজকে মোমেনীনরা ভাল মনে করবেন আল্লাহর কাছেও তা ভাল যে কাজকে মোমেনীনরা খারাপ মনে করবেন আল্লাহর কাছেও তা খারাপ।[৪৩৫]

এখন কুরআন হাদিসের সূত্রে নয় বরং অন্য একটা নতুন দলিল দেয়া হচ্ছে যে মুসলিম জনসাধারণ কখনো খারাপ ও নিন্দনীয় কাজের উপর একমত হতে পারবে না, এ কারণে বলা হয়েছে সাধারণ মুসলিম যে কাজকে ভাল বলবেন তা আল্লাহর কাছেও ভাল এবং যেটাকে খারাপ মনে করবেন তা আল্লাহর কাছেও খারাপ। অর্থাৎ মুসলমানেরা সাধারণত: কোন কাজকে ভাল বলাটা শরীয়তের দলীল। এদ্বারা প্রমানিত যে, কোন বিশেষ আমল যা তার আদায় প্রক্রিয়ায় নতুন, কিতাব, সুন্নাহ বর্ণনায় বা রাসূলে পাক (ﷺ) এর যুগে বা সাহাবায়ে কেরামের যুগে প্রচলিত ছিল না কিন্তু উম্মতে মুসলেমাহর অধিকাংশ এ কাজকে ভাল ও প্রশংসনীয় মনে করার কারণে এটাও প্রশংসনীয় হয়েছে। যদি কেউ প্রশ্ন করে এটা কি করে হাসনা হবে? তখন উত্তর দেয়া হবে এ হাদিসে উল্লেখিত যে মুসলমান যে কাজকে ভাল মনে করবেন সেটা ভাল। অতএব এ কাজের আদায় পদ্ধতি যদিও প্রচলিত নয় তবে উল্লেখিত দলিলের ভিত্তিতে তার আসল দলিল প্রমানিত যার কারনে এ নতুন কাজ বিদআতে সাইয়্যেয়া থাকল না। এখন মিলাদুন্নবী (ﷺ) এর আনন্দোৎসব করা, জিকর আজকার, সালাত ও সালাম, না'তে রাসূল (ﷺ)

---

৪৩৫. (ক) আল মো'জামুল কাবীর, ইমাম তাবরানী : ৯/১১২ হাদিস: ৮৫৮৩
(খ) আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ১/৩৭৯ হাদিস: ৩৬০০
(গ) আল মোসতাদরক, ইমাম হাকেম : ৩/৮৩ হাদিস: ৪৪৬৫
(ঘ) আল মাদখাল ইলা সুনানিল কোবরা, বায়হাকী : ১/১১৪
(ঙ) আল মুসনাদ, ইমাম আবু দাউদ তায়লসি : ১/৩৩ পৃ. হাদিস/২৪৬

পাঠ এসব কার্যাবলীর প্রশংসনীয় হওয়ার দলিল উল্লেখিত হাদিস। এ হাদিস শরীফকে ইমাম বাজ্জার এসব শব্দে বর্ণনা করেছেন–

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: ... مَا رَآهُ الْمُؤْمِنُ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ قَبِيحًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ قَبِيحٌ»

-হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (ﷺ) বর্ণনা করেন, ...যে কাজকে মোমেনরা ভাল মনে করবে তা আল্লাহর কাছেও ভাল আর যে কাজকে মোমেনরা খারাপ মনে করবে তা আল্লাহর কাছেও খারাপ।[৪৩৬]

এ হাদিসে মোবারকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টের আলোচনা হয়েছে যে প্রত্যেক ঐ নতুন কাজ যা ধর্মীয় কল্যাণময়ে প্রতিষ্ঠিত এবং তাকে কোন মুত্তাকী আলেম ও ফকীহ সাথে সাথে তাঁর রয়েছে গবেষণার দৃষ্টিভংগি, এমন ব্যক্তিবর্গ এ কাজকে ভাল মনে করে তখন তা মুবাহ ও বৈধ। অর্থাৎ শরীয়তের দলীলাদির জ্ঞানসম্পন্ন মুমিন ব্যক্তি শরীয়ত বিরোধী কোন কাজকে বৈধ বলবেন না। এ সূত্রের আলোকে হযরত আমর বিন আ'স (ﷺ) থেকে বর্ণিত বুখারী শরীফের নিম্নলিখিত হাদিস উপরের বিষয় বস্তু বুঝতে সহায়ক হবে। নবীয়ে পাক (ﷺ) এরশাদ করেন-

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

-যখন কোন বিচারক নিজের গবেষণায়, চিন্তা চেতনায় কোন বিচার কার্যের ফয়সালা করে, সমাধান দেয়, এবং তাঁর এ বিচার সঠিক হয় তখন তার জন্য দু'টা সাওয়াব রয়েছে। আর নিজের গবেষণা, চিন্তা ও চেতনায় ফায়সালা দিয়েছেন কিন্তু তা ভুল হয়েছে, তখনও তার জন্য একটা সাওয়াব রয়েছে।[৪৩৭] এটা কোন গবেষকের সম্মান যে দ্বীনের কাজে তার চিন্তা

---

৪৩৬. (ক) আল মুসনাদ, ইমাম বায্যার : ৫/২১২ পৃ. হাদিস: ১৮১৬

(খ) আল মো'জামুল কবীর, তাবরানী : ৯/১১২ হাদিস: ৮৫৮৩

(গ) আল মুসনাদ, আহমদ বিন হাম্বল : ১/৩৭৯ হাদিস: ৩৬০০

(ঘ) আল মোসতদরক, ইমাম হাকেম : ৩/৮৩ হাদিস: ৪৪৬৫

(চ) আল মুসনাদ, ইমাম আবু দাউদ তায়লসি : ১/৩৩ হাদিস:২৬৪

৪৩৭. (ক) সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল এ'তেসাম, বাবু আজরীল হাকেম ইজা-এজতেহাদা : ২৬৭৬ হাদিস: ৬৯১৯

(খ) সহীহ্ মুসলিম কিতাবুল আকজিয়া, বাবু বয়ানি আজরিল হাকেম ইজা এজতেহাদ ফাআসাবা আউ আখতায়া : ৩/১৩৪২ হাদিস: ১৭৬১

(গ) জামেয় তিরমিজি, আবওয়াবুল আহকাম, বাবু মা যায়া ফিল কাজী যুসীবু ওয়া যুখতি : ৩/৬১৫ হাদিস: ১৩২৬

চেতনাকে ব্যবহার করে গবেষণা করেছেন এবং তা সঠিক হয়েছে। কিন্তু ফলাফল যদি ভুল ও আসে তখনও রয়েছে তার জন্য একটা প্রতিদান। এধরনের মুসলিম গবেষকদের পর্যায়ে বর্ণিত হয়েছে-

مَا رَآهُ الْمُؤْمِنُ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ

-যে কাজকে এমন একজন মুসলিম মুমিন যিনি অন্তরে আল্লাহর ভয় পোষণ করেন শরীয়তের দলিল প্রমাণ সম্পর্কে জ্ঞাত কল্যাণময় কাজে অভ্যস্থ, তিনি যদি ঐ কাজটাকে ভাল মনে করেন,তখন ঐ কজটা আল্লাহর কাছেও পছন্দনীয়। অতএব কোন একটা কাজকে ভাল মনে করে গ্রহণ করার জন্য একজন মুমিন বান্দার সত্যায়িত যথেষ্ঠ। কিন্তু তার বিপরীতে কোন কাজকে ভ্রান্ত, নিন্দনীয়, ও পরিত্যক্ত ঘোষণা করতে বলেছেন-

مَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ قَبِيحًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ قَبِيحٌ

-যে কাজকে মুসলিম মিল্লাহ খারাপ ও নিন্দনীয় বলেন আল্লাহর কাছে ও তা খারাপ। কোন নতুন কাজকে বিদআতে সাইয়্যেয়া বলার জন্য প্রয়োজন উম্মাহর অধিকাংশ তাকে বিদআতে দলালাহ ও বিদআতে কাবিহা মনে করা। কেউ যদি প্রশ্ন করে যে কোন নতুন কাজকে ভাল মনে করার জন্য শুধুমাত্র একজন মুমিন বান্দার বলন যথেষ্ট এর সপক্ষে দলিল কি? উত্তরে বলা হবে যে এর সপক্ষে রাসূলে পাক (ﷺ) এর ঘোষণা-

مَا رَآهُ الْمُؤْمِنُ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ

অতএব রাসূলে পাক (ﷺ) এর ঘোষণার দলিল চাওয়া কুফরী। তারপর বোঝানোর জন্য এতটুকু বলা প্রয়োজন যে, যদি একজন মোমেনও কোন কাজকে প্রশংসনীয় বললে সে কাজটা কেন প্রশংসনীয় এ ধরনের প্রশ্নের উত্তরে বলা হবে ঐ মুমিন ব্যক্তি একজন গবেষক, এ ধরনের ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছেন إن حكم فاجتهد فاخطا فله اجر যে কোন গবেষক মোমেন তার গবেষণায় ভুল করলেও তার জন্য সাওয়াব ও প্রতিদান রয়েছে। কেননা এ পর্যায়ের গবেষক মোমেন প্রদত্ত সিদ্ধান্ত প্রত্যেক অবস্থায় সওয়াব পাওয়ার ক্ষেত্র এ কারণে তাকে "হাসন " বলেছেন। যে ব্যক্তি এ কাজের উপর আমল করবে তাকেও তার সাওয়াব দেয়া হবে। কেননা, কোন মোমেন

(ঘ) সুনানু আবি দাউদ, কিতাবুল কাজা, বাবু ফিল কাজী যুখতি : ৩/২৯৯ হাদিস: ৩৫৭৪

(ঙ) সুনানু নাসায়ী, কিতাবু আদাবিল কাজা বাবুল এসাবতে ফিল হুকমে : ৮/২২৩

(চ) সুনানু ইবনে মাযা, কিতাবুল আহকাম, বাবুল হাকেমে এয়াজতাহেদু ফাযুসীবুল হক : ২/৭৭৬ হাদিস: ২৩১৪

থেকে এমন আশা করা যায় না যে, সে এমন আমল সৃষ্টি করবে যার কারণে সুন্নাত রহিত হবে। বা রহিতের কারণ হবে, যেহেতু তার সংঘর্ষ নবীয়ে পাক (ﷺ) এর সুন্নাতের সাথে নয় বরং সে নিজেও সুন্নাতের উপর আমলকারী। এ কারণে যখন সে হুকুম প্রদান করে তখন তা হাসন হয়। তবে কোন কাজকে ভ্রান্ত ও খারাপ বলা কঠিন কাজ এ কারণে বলা হয়েছে -

مَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ قَبِيحًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ قَبِيحٌ

এখানে মোমেনুনা বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ যে কাজকে ব্যাপক লোক খারাপ মনে করবে তা আল্লাহর কাছে খারাপ হবে। মোট কথা জমহুর উম্মাহ বা উম্মাহর বিরাট একটা অংশ নিন্দনীয় অপছন্দনীয় কাজের উপর একমত হতে পারে না। উম্মার আধিক্যতা ও আল্লাহর সাহায্য রয়েছে তার পিছনে। উম্মাহ এ আধিক্যতাকে হাদিসে পাকে বলেছেন- الْجَمَاعَةَ আলজামায়াহ ও السَّوَادَ الْأَعْظَمَ (আস সাওয়াদুল আ'জম)। জামে তিরমিজি শরীফে কিতাবুল ফেতনে বাবু মাজায়া ফি লজুমিল জামায়াহ এর মধ্যে হযরত ইবনে ওমর (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, নবীয়ে পাক (ﷺ) বলেছেন-

إِنَّ اللهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي، أَوْ قَالَ: أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى ضَلَالَةٍ، وَيَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ.

-মহান আল্লাহ পাক আমার উম্মতকে (অথবা বলেছেন উম্মতে মুহাম্মদী (ﷺ)) কে গোমরাহী ও পথভ্রষ্ঠতার উপর একত্রিত করবেন না এবং জামাতের উপর আল্লাহ রহমত ও হিফাজতের হাত রয়েছে, যে ব্যক্তি জামাতের বাহিরে একক হয়েছে সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।[৪৩৮]

এ হাদিসের আলোকে মুসলিম উম্মাহ যে গোমরাহির উপর একত্রিত হবেনা এটা শতভাগ নিশ্চিত নয় বরং অধিকাংশ ব্যাপারে। অর্থাৎ একাংশ গোমরাহ হবে তবে অধিকাংশ সঠিক পথে থাকবে। কেননা يَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ আল্লাহর হেফাজতের হাত জমাতের উপর।

ইমাম তিরমিজি (رحمه الله) একই অধ্যায়ে আরো একটা হাদিস বর্ণনা করেন যে- নবীয়ে পাক (ﷺ) জমহুর উম্মতের সাথে থেকে ছোট ছোট দল উপদলের মসলক ও সম্প্রদায়ের ভ্রান্ততা পরিহারের নির্দেশ দিয়ে এরশাদ করেন-

---

৪৩৮ .(ক) সুনানু তিরমিজি, কিতাবুল ফিতন, বাবু মা যায়া ফি লজুমিল জামায়াহ : ৪/৪৬৬ হাদিস: ২১৬৭
(খ) আল-মুসতাদরাক, ইমাম হাকেম : ১/২০১ নং ৩৯৭ (গ) ফয়জুল কাদীর, মানাবী : ২/২৭১

عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الاِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمُ الْجَمَاعَةَ،

-জামাতের সাথে মিলে থাকা তোমাদের জন্য আবশ্যক এবং তোমাদের জন্য আবশ্যক দলাদলি থেকে দূরে থাক, কেননা শয়তান এককের সাথেই হয়, যখন দুজন হয় তখন সে তাদের থেকে দূরে থাকে। যে ব্যক্তি বেহেস্তের মধ্য (উচ্চস্তরে) স্তর চায়, তার জন্য জামাতের সাথে সম্পৃক্ততা অপরীহার্য্য।[৪৩৯]

নবীয়ে পাক (ﷺ) সতর্ক করে বলেছেন শয়তান থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থানের একক মাধ্যম হচ্ছে যে বিভিন্ন দল উপদল সম্প্রদায়কে পরিহার করে জামাতের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া। জমাত ও বৃহৎ গোষ্ঠির গুরুত্ব সমৃদ্ধ করণে আঁকা (ﷺ) ইরশাদ করেন-

اثْنَانِ خَيْرٌ مِنْ وَاحِدٍ، وَثَلَاثَةٌ خَيْرٌ مِنَ اثْنَيْنِ، وَأَرْبَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ، فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَجْمَعَ أُمَّتِي إِلَّا عَلَى هُدًى

-কোন মাসয়ালার উপর দুজনে একত্রিত হওয়াটা একজন থেকে উত্তম এভাবে তিন জনের একত্রিকরণ দুজন থেকে উত্তম, এবং চারজনের একত্রিকরণ তিনজন থেকে উত্তম। তোমাদের জন্য অধিকাংশের অনুকরণ আবশ্যক, নিশ্চয় আল্লাহপাক আমার উম্মতকে হিদায়াত বা সৎ রাস্তা ছাড়া ভুল পথে একত্রিত করবেন না।[৪৪০]

নবীয়ে পাক (ﷺ) উদাহরণের মাধ্যমে বুঝিয়ে বলেছেন, এক থেকে দুই উত্তম, দুই থেকে তিন উত্তম, তিন থেকে চার উত্তম। এর সাথে সাথে বলেছেন- عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ বলে নবীয়ে পাক (ﷺ) অধিকাংশ বা আধিক্যতাকে

---

৪৩৯ .(ক) আলজামেউত তিরমিজি, কিতাবুল ফিতান, বাবু মা জায়া ফি লজুমিল জামায়াহ : ৪/৪৬৫ হাদিস: ২১৬৫

(খ) আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ৫/৩৭০ হাদিস:২৩১৯৪

(গ) আস সুনানুল কোবরা, ইমাম বায়হাকী : ৫/৩৮৮ হাদিস: ৯২২৫

(ঘ) শুয়াবুল ইমান, বায়হাকী : ৭/৪৮৮ হাদিস: ১১০৮৫

(ঙ) মজমাউজ জাওয়ায়েদ, হায়সামী : ৫/২১৭

৪৪০ .(ক) আল মুসনাদ, আহমদ বিন হাম্বল : ৫/৩৭০ হাদিস: ২৩১৯৪

(খ) মজমাউল জাওয়ায়েদ কোবরা, হায়সামী : ১/১৭৭

(গ) আল মোসান্নেফ, ইমাম ইবনে আবি শায়বা : ৭/৪৫৭ হাদিস:৩৭১৯২

(ঘ) শোয়াবুল ইমান, ইমাম বায়হাকী : ৬/৬৭ হাদিস: ৭৫১৭

(ঙ) আস সুন্নাহ, ইমাম ইবনে আবি আসেম : ১/৪২ হাদিস: ৮৫

জামাতের স্তর দিয়েছেন এবং উম্মতকে উপদেশ দিয়েছেন বড় জামাতের সাথে থাকতে। ইমাম হাকেম (রা.) (৪০৫হি.) মুসতাদরকে হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন যে- হুজুরে পাক (ﷺ) এরশাদ করেন-

لَا يَجْمَعُ اللّٰهُ هٰذِهِ الْأُمَّةَ عَلَى الضَّلَالَةِ أَبَدًا» وَقَالَ: «يَدُ اللّٰهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ فَاتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ، فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ»

-আল্লাহ পাক এ উম্মাতকে কখনো গোমরাহী বা ভ্রষ্ঠতার উপর একত্রিত করবেন না এবং বলেছেন জামাতের উপর আল্লাহর রহমত ও হেফাজতের হাত থাকবে, তোমরা বৃহৎ সম্প্রদায়ের অনুকরণ কর কেননা, যারা বৃহৎজনগোষ্টি থেকে পৃথক হয়েছে তারা আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।[৪৪১]

এ হাদিসে পাকে পরিস্কার ভাষায় বলা হয়েছে যে, নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে আল্লাহ পাকের রহমত ও হেফাজতের হাত সর্ববৃহৎ সম্প্রদায়ের সাথে রয়েছে যে মসলকের উপর উম্মাহর অধিকাংশ ব্যক্তির কথন ও কর্ম হয় তার উপর আল্লাহর হেফাজতের হাত হবে। এ সূত্রে সুনানে ইবনে মা'যায় হযরত আনাস বিন মালেক (ﷺ) থেকে বর্ণিত যে হুজুর নবী করীম (ﷺ) বলেন-

إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ

-নিশ্চয় আমার উম্মত গোমরাহী ও পথভ্রষ্টের উপর একত্রিত হবে না, যখন তুমি উম্মাহর পরস্পরে মতভেদ দেখ, তখন বৃহৎ সম্প্রদায়ের সাথে থাকা আবশ্যক।[৪৪২] এ হাদিসে পাকে পরস্পর মতভেদের সময় বড় দলের সাথে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুনানে ইবনে মা'যা কিতাবুল ফিতনে, বাবু এফতেরাকিল উমামে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হুজুর নবী করীম (ﷺ) বলেন-

---

৪৪১ .(ক) আল মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন, কিতাবুল ইলম : ১/২০০ হাদিস:৩৯১
(খ) আল জামেউত তিরমিজি, কিতাবুল ফিতান, বাবু মা যায়া ফি লজুমিল জামায়াহ : ৪/২৬৬ হাদিস: ২১৬৭
(গ) সুনানু নাসায়ী, কিতাবুল মোহারেবা, বাবু কতলে মন ফারাকাল জামায়াত : ৭/৯২ হাদিস: ৪০২০
(ঘ) আল মো'জামুল আওসাত, ইমাম তাবরানী : ৭/১৯৩ হাদিস: ৭২৪৯
(ঙ) আল-মো'জামুল কাবীর, ইমাম তাবরানী : ১/১৮৬ হাদিস: ৪৮৯
৪৪২ . (ক) সুনানু ইবনে মাযাহ, কিতাবুস সুন্নান, বাবুস সাওয়াদিল আ'জম : ২/১৩০৩ হাদিস: ৩৯৫০
(খ) আল মুসনাদ ইবনে হামিদ : ১/৩৬৭ হাদিস: ১২২০
(গ) আল ফিরদাউস বেমাসুরিল খিতাব, ইমাম দায়লামী : ১/৪১১ হাদিস:১৬৬২
(ঘ) হিলয়াতুল আউলিয়া, ইমাম আবু নঈম ইস্পাহানী : ৯/২৩৮
(ঙ) সিয়ার আলামিন নুবালা, ইমাম যাহাবী : ১২/১৯৬

FOLLOW US

https://sunni-encyclopedia.blogspot.com

Download our APP

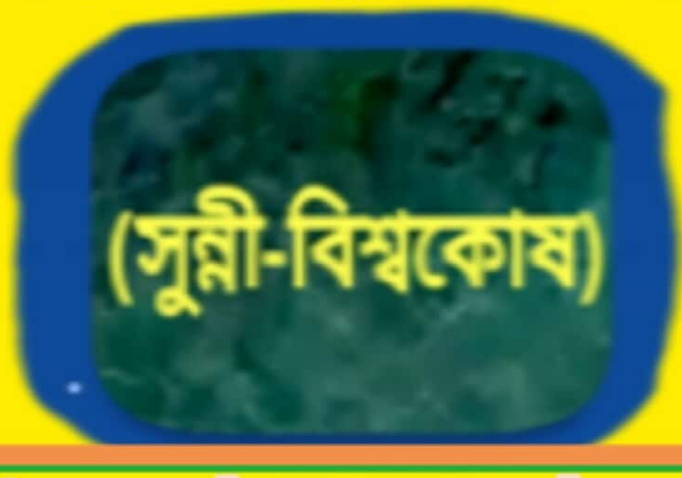

Sunni-Encyclopedia

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «الْجَمَاعَةُ»

-শপথ ঐ স্বত্তার যার কুদরতের হাতে আমার প্রাণ। আমার উম্মত ৭৩ (তেয়াত্তর) দলে বিভক্ত হবে। যেখানে একটা দল বেহেস্তে এবং ৭২ (বাহাত্তর)টি দল হবে দোজখী। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন-বেহেস্তী দল কারা? নবীয়ে পাক (ﷺ) বললেন, যারা জামাত আকড়ে ধরবে।[৪৪৩]

সুনানে ইবনে মা'যার এ হাদিসে রাসূলে পাক (ﷺ) একটা পরিমাপ (Criterion) নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে, উম্মতের অধিকাংশ যে আক্বিদায় বিশ্বাসী হবে তাই সঠিক হবে। কাজেই বড় দল বা সাওয়াদে আজমের সাথে সম্পৃক্ত থাকা, কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হল যে, যে কাজ উম্মাহর বড় সম্প্রদায়ের কাছে প্রচলিত সেটাকেই বিদআতে দলালাহ ও গোমরাহী বলা হয়। অথচ কয়েকটা বিশেষ গোষ্ঠিকে বাদ দিলে পূরো আরব বিশ্ব আহলে সুন্নাহ ওয়াল জমায়াতের তরীকায় আমল করে। মরক্কো, সুদান, আলজেরিয়া, তুর্কীস্থান, ইউনান, ইরান, ইরাক, ফিলিস্তিন, জর্ডান, সিরিয়া, এবং মিশরের অধিকাংশ জনগণ আহলে সুন্নাহর নিয়ম পদ্ধতি সাহিত্য সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত। যদিও বিভিন্ন দেশের প্রয়োগ ও আদায়ের পদ্ধতি কিছুটা ভিন্ন কিন্তু মূল আকিদা অভিন্ন।

মোট কথা হচ্ছে যে- সমস্ত মূলগত আকিদা যেগুলোকে কিছু লোকেরা বিদআতে প্রকরণের অস্বীকৃতির কারণে বিদআতে দলালাহ, গোমরাহী বা শিরক বলেন। জমহুর উম্মাহ এসবকে মুবাহ ও বৈধ বলেন। কেননা, রাসূলে পাক (ﷺ) এর বাণী إن أمتي لا تجتمع على ضلالة অনুযায়ী উম্মাহর অধিকাংশ ব্যক্তিবর্গ গোমরাহ হতে পারেনা। অতএব আকায়েদ اقرب الى الكتاب والسنة বা কিতাব সুন্নাহর অধিক কাছাকাছি, এগুলোকে ভ্রান্ত ও নিন্দনীয় বলাটাই অজ্ঞতা ও নিন্দনীয়।

---

৪৪৩ .(ক) সুনানু ইবনে মাযা, কিতাবুল ফেতন, বাবু এফতেরাকিল উমাম : ২/১৩২২ হাদিস: ৩৯৯২
(খ) আস সুন্নাহ, ইমাম ইবনে আবি আসেম : ১/২৩ হাদিস: ৩৬
(গ) আল মো'জামুল কাবীর, তাবরানী : ১৮/৭০ পৃ. হাদিস: ১২৯
(ঘ) ইতিকাদে আহলিস সুন্নাহ, ইমাম লালকায়ী : ১/১০ পৃ. হাদিস: ১৪৯

বিদআতের প্রকরণের উপর রচিত প্রসিদ্ধ কিতাবাদির সূচীপত্র

বিদআতে বিভক্তি ও বিস্তারিত আলোচনা বিভিন্ন ইমামগণ, মুহাদ্দিসীন এবং ফকীহগণ নিজ নিজ আঙ্গিকে, নিজ নিজ কিতাবে বর্ণনা করেছেন। কিছু প্রসিদ্ধ কিতাবের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল:

কিতাবের নাম	রচয়িতার নাম
(১) আল জামেয়ু লে আহকামিল কোরআন	-ইমাম কুরতুবী (৩৮০হি.) ৮৭:২
(২) শোয়াবুল ইমান	- ইমাম বায়হাকী (৪৫৮ হি.) ১৭৭:৩
(৩) আলমদখল ইলাচ-ছুনানিল কুবরা	- ইমাম বায়হাকী (৪৫৮ হি.) ২০৬:১
(৪) এয়াহয়ায়ুল উলুমিদ দীন	- ইমাম গাযালী (৫০৫ হি.) ৩:২
(৫) আন নিহায়া ফি গরীবীল হাদিসে ওয়াল আসার	- ইবনে আসীর জজরী (৬০৬হি.) ১০৬:১
(৬) কাওয়ায়েদুল আহকাম ফি মাসালেহিল আনাম	- ইজ্জুদ দ্বীন আবদুচসালাম (৬৬০ হি.) ১৭৩:২
(৭) তাহজীবুল আসমায়ে ওয়াল লুগাত	- ইমাম নব্বী (৬৭৬ হি.) ২২:৩
(৮) আনওয়ারুল বরুক ফি আনওয়ারুল ফরুক	- ইমাম কুরাফী (৬৮৪ হি.) ২০২:৪
(৯) লেসানুল আরব	- ইবনে মানজুর অফ্রিকী (৭১১ হি.) ৮:৬
(১০) মিনহাজুচ সুন্নাহ	- ইমাম ইবনে তায়মীয়া (৭২৮ হি.) ২২৪:৪
(১১) সিয়ারু আলামিল নুবালা	- ইমাম জাহাবী (৭৪৮ হি.) ৪৫৮:৮
(১২) তাফসীরুল কোরআনিল আযীম	- ইবনে কাসীর (৭৭৪ হি.) ১৬১:১
(১৩) আল এ'তেসাম	- ইমাম শাতবী (৭৯০ হি.) ১১৫-১১১:২
(১৪) আল মানসুর ফিল কাওয়ায়েদ	- ইমাম যরকশী (৭৯৪ হি.) ২১৭:১
(১৫) জামেয়ুল উলুমে ওয়াল হেকম ফি শরহে খামসীনা হাদিসান মিন জাওয়ামেয়িল কালাম	- ইবনে রজব হাম্বলী (৭৯৫ হি.) ১৬০
(১৬) আল কাওয়াকেবুদ দুরারী ফি শরহে সহীহিল বুখারী	-আল্লামা কিরমানী (৭৯৬ হি.) ১৫৪:৯
(১৭) একমালু একমালিল মুয়াল্লিম	- আল্লামা ওসতানি মালেকী (৮২৮ হি.) ২৩:৩
(১৮) ফতহুল বারী	- ইবনে হাজর আসকালানী (৮৫২ হি.) ২৫৩:৩
(১৯) উমদাতুল ক্বারী শরহে সহীহিল বুখারী	- আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (৮৫৫ হি.) ১২৬:১১
(২০) মুকাম্মেলু একমালিল মুয়াল্লিম	- আল্লামা সনুসী মালেকী (৮৯৫ হি.) ২৩:৩
(২১) আল কাউলুল বদিয়ে ফিচ সালাতে আলাল হাবিবীশ শফীয়	- ইমাম সাখাবী (৯০২ হি.) ১৯২
(২২) ফতহুল মুগীস শরহে আলফিয়াতিল হাদিস	- ইমাম সাখাবী (৯০২ হি.) ২৭:২
(২৩) হাসানুল মকসদ ফি আমলিল মাওলুদ	- ইমাম সয়ুতী (৯১১হি.) ৫১
(২৪) আদদিবাজু আলা সহীহে মুসলিম বিন হাজ্জাজ	- ইমাম সয়ুতী (৯১১ হি.) ৪৪৫:২
(২৫) তানবীরুল হাওয়ালেক শরহে মুয়াত্তা মালেক	- ইমাম সয়ুতী (৯১১ হি.) ১০৫:১
(২৬) আলহা'বী লিলফতাওয়া	- ইমাম সয়ুতী -(৯১১ হি.) ১৩১৯২:১
(২৭) সুবুলুল হুদা ওয়ার রাসাদ	- আল্লামা সালেহী সামী (৯১১হি.) ৩৭০:১
(২৮) এরশাদুচ সারী লে শরহে সহীহে বুখারী	- ইমাম কোসতালানী (৯২৩ হি.) ৪২৬:৩
(২৯) আল যুওয়াকিত ওয়াল জাওয়াহির ফি	

বয়ানে আকায়েদিল আকাবের - আল্লামা শা'রানী (৯৭৩ হি.) ২৮৮:২
(৩০) ফতওয়াল হাদিসীয়াহ - ইবনে হাজর মক্কী (৯৭৪ হি.) ১৩০
(৩১) মিরকাতুল মফাতিহ - মোল্লা আলী ক্বারী (১০১৪ হি.) ২১৬:১
(৩২) ফয়জুল ক্বাদির শরহে আল জামেয়ুল সগীর - আল্লামা মানাবী (১০৩১ হি.) ৪৩৯:১
(৩৩) সিরাতে হলবীয়া - আল্লামা হলবী (১০৪৪ হি.) ১৩৬:১
(৩৪) আশয়েয়াতুল লুমআত - শেয়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (১০৫২হি.) ১২৫:১
(৩৫) দুররে মোখতার আলা হামেশির রদ্দে - আল্লামা খসকফী (১০৮৮ হি.) ৩৬২:১
(৩৬) শরহুল মো'য়াত্তা - ইমাম জুরকানী (১১২২ হি.) ২৩৮:১
(৩৭) তাজুল আরুস মিন জাওয়াহেরিল কামুস - মুরতাজা জুবাইদী (১২০৫ হি.) ১১:৯
(৩৮) হাসিয়ায়ে তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ - ইমাম তাহতাবী (১২৩১ হি.) ১১৪
(৩৯) রদ্দুল মোখতার শরহে দুরুল মোখতার - আল্লামা শামী (১২৫২হি.) ৫২৪:১
(৪০) নায়লুল আওতার শরহে মুনতাকীল আখবার - আল্লামা শওকানী (১২৫৫ হি.) ৩২৫:৩
(৪১) রুহুল মা'নী ফি তাফসীরিল কুরআনীল আজীম - আল্লামা আলুসী (১২৭০ হি.) ১৯২:২৭
(৪২) হাদিয়াতুল মাহদী - শায়খ ওয়াহিদুজ্জামান- (১৩২৭ হি.) ১১৭
(৪৩) আউনুল মা'বুদ শরহে আবী দাউদ - আজীম আবাদী (১৩২৯ হি.) ২৩৫:১২
(৪৪) মাজমাউ বেহারীল আনোয়ার - আল্লামা তাহের পাটনী (-)৮০:১
(৪৫) হায়াসীউস্ সারওয়ানী - আল্লামা শরওয়ানী-২৩৫:১০
(৪৬) তোহফাতুল আহওজী - আল্লামা আবদুর রহমান মোবারকপুরী -(১৩৫৩ হি.) ৭৩৬৬:৭
(৪৭) ফতহুল মোলহিম শরহে সহীহি মুসলিম - শায়খ শিব্বির আহমদ ওসমানী - (১৩৬৯ হি.) ৪০৬:২
(৪৮) মুগনীল মোহতাজ ইলা মা'রফতে মায়ানীল আলফাজ আলমিনহাজ - ইমাম শরবিনি-৪৩৬:৪
(৪৯) আউজেজুল মাসালেক ইলা মোয়াত্তা মালেক - আল্লামা জাকারিয়া কান্দুলবি (১৪০২হি.) ২৯৭:২
(৫০) ফতাওয়া আল লজনাতুদ দায়েমাহ লিল বহুছিল এলমিয়াহ ওয়াল এফতা - ইবনে বাজ (১৪২১ হি.) ৩২৫:২
(৫১) মাফাহিম এয়াজিব আন তুসাহহিকা - শায়খ আলাবী মালেকী - (১৪২৫ হি.) ১০২-১০৬

সার সংক্ষেপ আলোচনা

এ সব আলোচনার সার সংক্ষেপ হল প্রত্যেক কাজকে এভাবে পরখ করা বা মূল্যায়ন করা যায় না, যে কাজটা সরকারে দো আলম (ﷺ) এর সময়ে ছিল কি ছিলনা পরবর্তী পর্যায়ে কখন আরম্ভ হয়েছে বরং একে পরখ করার জন্য আমাদেরকে একথা স্মরণ রাখতে হবে, যে কোন কাজের অবয়ব কখনো প্রচলিত রীতি নীতির উপর প্রয়োজন ও যুগের চাহিদানুযায়ী আবার কখনো এ কাজের বিভিন্ন কৌশল বা বিভিন্ন কল্যাণময় কার্যাবলী বিকশিত হয়। চিন্তনীয় ও লক্ষনীয় হল যে, এসব নতুন কার্যাবলীর কোন মূল কি, কুরআন বা হাদিস দ্বারা প্রমানিত কিনা? অথবা এ কাজ একারণে নিন্দনীয় যে, এর মাধ্যমে কোন ওয়াজিব, সুন্নাত বা মোস্তাহাবের উপর কোন প্রতিক্রিয়া হয় কিনা বা এ

সবের সাথে এ নতুন কাজের পার্থক্য বা সাংঘর্ষিক হয় কিনা। যদি কোন কাজের মূল কোরআনে পাক বা হাদিসে নববী (ﷺ) দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যায় তখন তাতে দোষনীয়, নিন্দনীয় বা ভ্রষ্টতা বা কোন গুনাহের কারণ থাকে না, আর যদি মেনে নেয়া হল যে, কুরআন-সুন্নাহ কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রমাণিত নয় কিন্তু কুরআন-সুন্নাহর বিরোধীও নয়, তার পরও এটা কোন প্রকারের নিন্দার কারণ নয় বা তার দোষ বা খারাপ নিন্দা করা জায়েজ নয়। হ্যাঁ শুধুমাত্র ঐ সময় কোন বিদআত অবৈধ ও নিন্দনীয় হয়ে তাকে খারাপ ও মন্দ বলা যাবে যখন তা কুরআন সুন্নাহর পরখ ও বিবেচনায় প্রমাণিত হয় যে, একাজটা কুরআন-সুন্নাহর ঐ দলীলের বিপরীত বা শরীয়তের ঐ নির্দেশের বিপরীত।

বিদআতের অর্থ ও ধারণা সম্পর্কে উপরের বিভিন্ন আলোচনায় বারংবার পরিষ্কার করা হয়েছে যে, যে কোন নতুন কাজকে ঐ সময় পর্যন্ত অবৈধ ও হারাম বলা যাবেনা, যতক্ষণ ইসলামী শরীয়তের কোন হুকুমের বিপরীত না হয়, তাকে দ্বীনের প্রয়োজনীয় অংশ মনে করে তার অনুসরণে চিহ্নিত করা হয় বা তাকে দ্বীনের প্রয়োজনীয় অংশ মনে করে যে ব্যক্তি তা মানবে না তাকে পাপী এবং যে ব্যক্তি মানবে তাদের মুসলমান মনে করা হয়। এ অবস্থায় নিঃসন্দেহে জায়েজ ও মুস্তাহসান বিদআত না জায়েজ কার্যাবলী অন্তর্ভূক্ত করা হয় যার মাধ্যমে ইসলাম মূল শক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হয় তাহলে অবশ্যই এধরনের বিদআতে নিন্দনীয় হবে। হ্যাঁ যদি এধরনের না হয় তাহলে এসবকে সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দু ও লক্ষ্যবস্তু বানানোর কোন বৈধতা নেই।

অধ্যায়-১০
বিদআত
ইমামগণ ও মুহাদ্দিসীনের চিন্তাধারায়

ইমামগণ ও মোহাদ্দেসীনের তালিকা :

(১) ইমাম মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস বিন আব্বাস আশ্-শাফেয়ী (রহ.) (২০৪ হি.)
(২) ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ আল কুরতবী (রহ.) (৩৮০হি.)
(৩) ইমাম আলী বিন আহমদ ইবনে খজম আল উনদুলুসী (রহ.) (৪৫৬ হি.)
(৪) ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হোসাইন আল বায়হাকী (রহ.) (৪৫৮ হি.)
(৫) ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ আল গাযালী (রহ.) (৫০৫ হি.)
(৬) ইমাম মোবারক বিন মুহাম্মদ ইবনে আসীর আল-জজরী (রহ.) (৬০৬ হি.)
(৭) ইমাম ইজ্জুদ্ দ্বীন বিন আবদুচ সালাম আশ শাফেয়ী (রহ.) (৬৬০ হি.)
(৮) ইমাম আবু জাকারিয়া মহী উদ্দিন বিন শরফ আন নকী (রহ.) (৬৭৬ হি.)
(৯) ইমাম শেহাব উদ্দিন আহমদ আল কারাফী আল মালেকী (রহ.) (৬৮৪ হি.)
(১০) আল্লামা জামাল উদ্দিন মুহাম্মদ বিন মোকাররম বিন মনজুর আল আফ্রিকী (রহ.) (৭১১ হি.)
(১১) আল্লামা তকী উদ্দিন আহমদ বিন আবদুল হালিম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) (৭২৮ হি.)
(১২) ইমাম হাফেজ ইমাদুদ্দীন আবু ফিদা ইসমাইল ইবনে কাসীর (রহ.) (৭৭৪ হি.)
(১৩) ইমাম আবু ইসহাক ইব্রাহিম বিন মুছা আসসাতবী (রহ.) (৭৯০ হি.)
(১৪) ইমাম বদরুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আয যরকসী (রহ.) (৭৯৪ হি.)
(১৫) ইমাম আবদুর রহমান বিন শিহাবুদ্দীন ইবনে রজব আল হাম্বলী (রহ.) (৭৯৫হি.)
(১৬) আল্লামা শমসুদ্দীন মুহাম্মদ বিন ইউসূফ আল কিরমানী (রহ.) (৭৯৬ হি.)
(১৭) আল্লামা আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন খলফা আল ওসতানী আলমালেকী (রহ.) (৮২৮ হি.)
(১৮) ইমাম আবুল ফজল আহমদ বিন আলী বিন মুহাম্মদ ইবনে হাজর আসকালানী (রহ.) (৮৫২ হি.)
(১৯) ইমাম আবু মুহাম্মদ বদরুদ্দীন মাহমুদ আল আইনী (রহ.) (৮৫৫ হি.)
(২০) ইমাম মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান শামসুদ্দিন মাহমুদ আস সাখাবী (রহ.) (৯০২ হি.)
(২১) ইমাম জালালুদ্দিন আবদুর রহমান বিন আবু বকর আস সয়ুতী (রহ.) (৯১১ হি.)
(২২) ইমাম আবুল আব্বাস আহমদ বিন মুহাম্মদ শিহাবুদ্দীন আল কুসতলানী (রহ.) (৯২৩ হি.)
(২৩) ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইউসূফ সালেহী আশ্শামী (রহ.) (৯৪২ হি.)
(২৪) ইমাম আবদুল ওহ্হাব বিন আহমদ আলী আশশেরানী (রহ.) (৯৭৩ হি.)
(২৫) ইমাম আহমদ শিহাবুদ্দিন ইবনিল হাজার আলমাক্কী আল হায়তমী (রহ.)(৯৭৪ হি.)
(২৬) আস্ শেয়খ মুহাম্মদ শামসুদ্দিন আশ-শারবিনী আল খতিব (রহ.) (৯৭৭ হি.)
(২৭) ইমাম মোল্লা আলী বিন সুলতান মুহাম্মদ আল ক্বারী (রহ.) (১০১৪ হি.)
(২৮) আস-শায়খ আবদুল হামিদ আস শারওয়ানী (রহ.) (------)
(২৯) ইমাম আবদুর রাউফ যায়নুদ্দিন আল মনাবী আশ শাফী (রহ.) (১০৩১ হি.)
(৩০) ইমাম আলী বিন বুরহানুদ্দিন হালবী (রহ.) (১০৪৪ হি.)
(৩১) শায়খ আবদুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (রহ.) (১০৫২ হি.)

(৩২) আল্লামা আলাউদ্দিন মুহাম্মদ বিন আলী বিন মুহাম্মদ আল হাসকফী (রহ.) (১০৮৮ হি.)
(৩৩) ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ আবদুল বাকী আজজুরকানী আল মালেকী (রহ.) (১১২২হি.)
(৩৪) আল্লামা মুরতজা হোসাইনী আজজুবাইদী আল হানাফী (রহ.) (১২০৫হি.)
(৩৫) আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ আমীন ইবনে আবেদীন আস্-শামী (রহ.) (১২৫৫হি.)
(৩৬) শায়খ মুহাম্মদ বিন আলী-বিন মুহাম্মদ আস শওকানী (রহ.) (১২৫৫ হি.)
(৩৭) আল্লামা শিহাবুদ্দীন সৈয়দ মাহমুদ আলুসী (রহ.) (১২৭০ হি.)
(৩৮) মাওলানা আহমদ আলী ছাহরানপূরী (১২৯৭ হি.)
(৩৯) নওয়াব সিদ্দিক হাসন খাঁন ভূপালী (১৩০৭ হি.)
(৪০) মাওলানা ওয়াহিদুয যামান (১৩২৭হি.)
(৪১) মাওলানা আবদুর রহমান মোবারক পূরী (১৩৫৩ হি.)
(৪২) মাওলানা শাব্বির আহমদ ওসমানী (১৩৬৯ হি.)
(৪৩) মাওলানা মুহাম্মদ জাকারিয়া কান্দুলভী (১৪০২ হি.)
(৪৪) আস শায়খ আবদুল আজিজ বিন আবদুল্লাহ বিন বাজ (১৪২১ হি.)
(৪৫) আস শায়খ মুহাম্মদ বিন উলুবী আল মালেকী আল মক্কী (রহ.) (১৪২৫হি.)

১. ইমাম মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস আশশাফেয়ী (রহ.) (২০৪ হি.)

দ্বীন ও শরীয়তের মূল নিয়ম পদ্ধতিতে বিদআতের প্রকরণের সাথে সর্বপ্রথম পরিচিতি করিয়েছেন ইমাম শাফেয়ী (রহ.)। ইমাম বায়হাকী (রা.) (৪৫৮ হি.) স্বীয় সনদের সাথে "মনাকেবিশ শাফেয়ী" নামক কিতাবে রাওয়ায়েত করেন যে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বিদআতের প্রকরণ এসব শব্দে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: الْمُحْدَثَاتُ مِنَ الْأُمُورِ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا: مَا أُحْدِثَ يُخَالِفُ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ أَثَرًا أَوْ إِجْمَاعًا , فَهَذِهِ لَبِدْعَةُ الضَّلَالَةِ. وَالثَّانِيَةُ: مَا أُحْدِثَ مِنَ الْخَيْرِ لَا خِلَافَ فِيهِ لِوَاحِدٍ مِنْ هَذَا , فَهَذِهِ مُحْدَثَةٌ غَيْرُ مَذْمُومَةٍ وَقَدْ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ: «نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ»[৪৪৪] يَعْنِي أَنَّهَا مُحْدَثَةٌ لَمْ تَكُنْ , وَإِنْ كَانَتْ فَلَيْسَ فِيهَا رَدٌّ لِمَا مَضَى

-মুহদিসাত বা নতুন সৃষ্টিকৃত কার্যাবলীতে দু'ধরণের কার্যাবলী অন্তর্ভূক্ত। প্রথম প্রকারে ঐ সব নতুন কার্যাবলী যা কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবায়ে কেরামের আসার (হাদিস) বা উম্মাহর এজমার বিপরীত হয়, এসব বিদআতে দালালাহর অন্তর্ভূক্ত। দ্বিতীয় প্রকার ঐ সব নতুন কার্যাবলী যেগুলোকে

---

৪৪৪ .(ক) মোয়াত্তায়ে মালেক, বাবু মা জায়া ফি কিয়ামে রমজান : ১/১১৪ হাদিস: ২৫০
(খ) শুয়াবুল ঈমান, ইমাম বায়হাকী : ৩/১৭৭ হাদিস: ৩২৬৯
(গ) তানবীরুল হাওয়ালিক শরহে মুয়াত্তায়ি মালিক, সয়ুতী : ১/১০৫ হাদিস: ২৫০
(ঘ) জামিয়ুল উলুম ওয়াল হিকাম, ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী : ১/২৬৬
(ঙ) শরহুজ জুরকানী আলা মোয়াত্তাল ইমাম মালিক, ইমাম জুরকানী : ১/৩৪০

প্রশংসনীয় ও কল্যানময়ের জন্য তৈরী করা হয়েছে, যা শরীয়তের কোন কাজের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। অতএব এসব কার্যাবলী অর্থাৎ নতুন কাজ "মোহদেসায়ে গায়েরে মাজমুমাহ" বা নতুন সৃজিত অনিন্দনিয়ের অন্তর্ভূক্ত। এ কারণে ফারুকে আজম (رضي الله عنه) রমজানের তারাবীহ জামাত কায়েমের সময় বলেছিলেন, এটা কত উত্তম বিদআত। অর্থাৎ এটা এক নতুন সৃজিত, যা পূর্বে ছিলনা যদি এটা পূর্বে থাকত তা হলে নিষিদ্ধ হত না।[৪৪৫]

আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী (رحمه الله) (৭৯৫ হি.) নিজের কিতাব-

جَامِعُ الْعُلُوْمِ وَالْحُكم فِيْ شَرْحِ خَمْسِيْنَ حَدِيْثًا مِنْ جَوَامِعِ الكلم

এর মধ্যে বিদআতের আলোচনায় ইমাম শাফেয়ী (رحمه الله)-এর সূত্রে আরো লিখেন-

وَقَدْ رَوَى الْحَافِظُ أَبُو نُعَيْم بِإِسْنَادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْجُنَيْدِ، [حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى] قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: الْبِدْعَةُ بِدْعَتَانِ: بِدْعَةٌ مَحْمُودَةٌ، وَبِدْعَةٌ مَذْمُومَةٌ، فَمَا وَافَقَ السُّنَّةَ فَهُوَ مَحْمُودٌ، وَمَا خَالَفَ السُّنَّةَ فَهُوَ مَذْمُومٌ. وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ عُمَرَ: نِعْمَتْ الْبِدْعَةُ هِيَ[٤٤٦]. وَمُرَادُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ قَبْلُ: أَنَّ الْبِدْعَةَ الْمَذْمُومَةَ مَا لَيْسَ لَهَا أَصْلٌ مِنَ الشَّرِيعَةِ يُرْجَعُ إِلَيْهِ، وَهِيَ الْبِدْعَةُ فِي إِطْلَاقِ الشَّرْعِ، وَأَمَّا الْبِدْعَةُ الْمَحْمُودَةُ فَمَا وَافَقَ السُّنَّةَ، يَعْنِي: مَا كَانَ لَهَا أَصْلٌ مِنَ السُّنَّةِ يُرْجَعُ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا هِيَ بِدْعَةٌ لُغَةً لَا شَرْعًا، لِمُوَافَقَتِهَا السُّنَّةَ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ كَلَامٌ آخَرُ يُفَسِّرُ هَذَا، وَأَنَّهُ قَالَ: وَالْمُحْدَثَاتُ ضَرْبَانِ: مَا أُحْدِثَ مِمَّا يُخَالِفُ كِتَابًا، أَوْ سُنَّةً، أَوْ أَثَرًا، أَوْ إِجْمَاعًا، فَهَذِهِ الْبِدْعَةُ الضَّلَالُ، وَمَا أُحْدِثَ فِيهِ مِنَ الْخَيْرِ، لَا خِلَافَ فِيهِ لِوَاحِدٍ مِنْ هَذَا، وَهَذِهِ مُحْدَثَةٌ غَيْرُ مَذْمُومَةٍ.

وَكَثِيرٌ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي حَدَثَتْ وَلَمْ يَكُنْ قَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي أَنَّهَا بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى السُّنَّةِ أَمْ لَا؟ فَمِنْهَا كِتَابَةُ الْحَدِيثِ، نَهَى عَنْهُ عُمَرُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَرَخَّصَ فِيهَا الْأَكْثَرُونَ، وَاسْتَدَلُّوا لَهُ بِأَحَادِيثَ مِنَ السُّنَّةِ. وَمِنْهَا كِتَابَةُ تَفْسِيرِ الْحَدِيثِ وَالْقُرْآنِ، كَرِهَهُ قَوْمٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَرَخَّصَ فِيهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. وَكَذَلِكَ اخْتِلَافُهُمْ فِي كِتَابَةِ الرَّأْيِ فِي الْحَلَالِ

---

৪৪৫ .(ক) আল মাদখাল ইলাস সুনানিল কোবরা, ইমাম বায়হাকী : ১/২০৬

(খ) সিয়ারু আলামিন নুবালা, ইমাম যাহাবী : ৮/৪০৮ পৃ.

(গ) তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত, ইমাম নববী : ৩/২১

৪৪৬ .(ক) আল মোয়াত্তা, ইমাম মালিক : ১/১১৪ হাদিস: ২৫০

(খ) আস্‌সহীহ লিল বুখারী, কিতাবু সালাতিত তারাবীহ, বাবু ফজলি মন কামা রামজানা: ২/৭০৭ হাদিস: ১৯০৬

(গ) আস সুনানুল কোবরা, বায়হাকী : ২/৪৯৩ হাদিস: ৪৩৭৯

(গ) আস সহীহ ইবনে হুজাইমা : ২/১৫৫ হাদিস: ১১০০

وَالْحَرَامِ وَنَحْوِهِ، وَفِي تَوْسِعَةِ الْكَلَامِ فِي الْمُعَامَلَاتِ وَأَعْمَالِ الْقُلُوبِ الَّتِي لَمْ تُنْقَلْ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ.

-ইব্রাহিম বিন জুনাইদের সূত্রে হাফেজ আবু নাইম বর্ণনা করেন যে, আমি ইমাম শাফেয়ী (রা.)কে বলতে শুনেছি যে, বিদআত দু'প্রকার (১) বিদআতে মাহমুদা (প্রশংসনীয় বিদআত) (২) বিদআতে মাজমুমাহ বা নিন্দনীয় বিদআত। যে বিদআত সুন্নাতের অনুকরণ অনুসরণ হয় তা বিদআতে মাহমুদা আর যে বিদআত সুন্নাতের বিপরীত ও সাংঘর্ষিক হয় তা বিদআতে মাজমুমাহ। তিনি হযরত ওমর ফারুক (ﷺ) বক্তব্য نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هذه (এটা কত উত্তম বিদআত) দ্বারা দলিল উপস্থাপন করেন এবং ইমাম শাফেয়ী (রা.) এর উদ্দেশ্যও একই, যা একটু আগে আলোচিত হয়েছে। নিশ্চয় বিদআতে মাজমুমাহ বা নিন্দনীয় বিদআত ঐ বিদআতকে বলা হয়-শরীয়তে যার কোন ভিত্তি নেই। মূলত শরীয়তের পরিভাষায় এ ধরণের বিদআতকেই বিদআত বলা হয়। তার বিপরীত বিদআতে মাহমুদা, ঐ বিদআতকে বলা হয় যা শরীয়তের মোতাবেক হয় অর্থাৎ যার ভিত্তি বা আসল শরীয়তের সাথে সম্পৃক্ত হয়, শরীয়ত এ ধরণের বিদআতকে বিদআতে লুগাবী বলে। এর ব্যাখ্যায় ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর অন্য দলিল হচ্ছে যে, মুহদিসাত (নব সৃজিত) দু'প্রকার, প্রথম প্রকার ঐ বিদআত যা কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবায়ে কেরামের আসার বা হাদিস, ও উম্মাহর ঐক্যমত বা এজমায়ে উম্মাহর বিপরীত হয় তাকে বিদআতে দলালাহ বা নিন্দনীয় বিদআত। এছাড়া এমন কিছু নতুন সৃজিত কার্যাবলী যার মধ্যে রয়েছে কল্যাণ এবং যেগুলো (কুরআন, সুন্নাহ, আসার, ও এজমায়ে উম্মাহর)

কোনটার বিপরীত নয় এধরণের বিদআতকে গায়রে মাজমুমাহ বা অনিন্দনীয় বিদআত বলে। এছাড়া এমন অনেক নতুন কাজ রয়েছে, যা পূর্বে ছিলনা, যেগুলো নিয়ে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে যে, এসব বিদআত হাসনা কিনা বা কোন সুন্নাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয় কিনা। এ ধরণের কার্যাবলীর মধ্যে একটা সম্প্রদায় হাদিসের লিখন নিষেধ করেন, যখন অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম হাদিস লিখার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং দলিল হিসেবে কিছু হাদিস ও উপস্থাপন করেন। কুরআনে পাকের তাফসীর ও হাদিসে নবীর ব্যাখ্যা ও বিদআতে হাসনার অন্তর্ভূক্ত যেসব কার্যাবলীকে মুসলিম উম্মাহর কিছু ওলামায়ে কেরাম অপছন্দ করেছেন, কিন্তু অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম অনুমতি দিয়েছেন। এভাবে হালাল হারাম বা এ ধরনের

কার্যাবলীতে নিজের মতামত লিখার মধ্যেও মতভেদ রয়েছে ওলামায়ে কেরামের। এ ছাড়া বিভিন্ন ময়ামেলাত বা কার্যাবলীও অন্তরের কথায় যা সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীন থেকে প্রকাশ পায়নি, এসবের ব্যাপারে আলোচনায় ওলামায়ে কেরামের মতভেদ রয়েছে।[৪৪৭]

এ সব বিস্তারিত আলোচনায় এ কথা পরিস্কার যে- ইমাম শাফেয়ী (রহ.) - كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ 'র অর্থকে কিছু কার্যবলীতে (Specify) সীমিত শর্তারোপ করে দিয়েছেন, তার কাছে শুধুমাত্র ঐ সব নতুন কার্যাবলী বিদআতে দালালাহ হবে, যে সব চার বস্তুর কোরআন, হাদিস, সাহাবায়ে কেরামের আসার, এবং এজমায়ে উম্মাহ বিপরীত হয়। যদি এ চার বস্তুর নীতিগত ও ভিত্তিগত বিপরীত না হয়, তাহলে এসব নতুন সৃজিত কার্যাবলী বিদআতে গায়রে মাজমুমা (অনিন্দনীয়) বা বিদআতে হাসানা (প্রশংসনীয়) হবে।

মূলকথা হচ্ছে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বিদআতের এ প্রকরণের ভিত্তি রেখেছেন বুখারী শরীফের[৪৪৮] হাদিস نعمة البدعة هذه এর উপর।

২. ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ আল কুরতুবী (রা.) (৬৮০ হি.)

কুরআনে পাকের তাফসীর বিশারদ প্রসিদ্ধ মোফাচ্ছেরে কুরআন ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ কুরতুবী (রহ.) বিদআতের বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা করে তাঁর তাফসীরে الجامع لأحكام القرآن আল জামিয়ু লিআহকামিল কুরআন তথা তাফসীরে কুরতুবীতে লিখেন-

كُلُّ بِدْعَةٍ صَدَرَتْ مِنْ مَخْلُوقٍ فَلَا يخلو أَنْ يَكُونَ لَهَا أَصْلٌ فِي الشَّرْعِ أَوَّلًا، فَإِنْ كَانَ لَهَا أَصْلٌ كَانَتْ وَاقِعَةً تَحْتَ عُمُومِ مَا نَدَبَ اللَّهُ إِلَيْهِ وَحَضَّ رَسُولُهُ عَلَيْهِ، فَهِيَ فِي حَيِّزِ الْمَدْحِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِثَالُهُ مَوْجُودًا كَنَوْعٍ مِنَ الْجُودِ وَالسَّخَاءِ وَفِعْلِ الْمَعْرُوفِ، فَهَذَا فِعْلُهُ مِنَ الْأَفْعَالِ الْمَحْمُودَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْفَاعِلُ قَدْ سُبِقَ إِلَيْهِ. وَيَعْضُدُ هَذَا قَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ ، لَمَّا كَانَتْ مِنْ أَفْعَالِ الْخَيْرِ وَدَاخِلَةً فِي حَيِّزِ الْمَدْحِ، وَهِيَ وَإِنْ

---

৪৪৭. জামেয়ুল উলুম ওয়াল হেকাম, ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী : ২৫৩

৪৪৮. (ক) আস্‌সহীহ লিল বুখারী কিতাবু সালাতি তারাবীহ, বাবু ফজলি মন কামা রমজানা: ২/৭০৭ হাদিস:১৯০৬

(খ) আল মুয়াত্তা, ইমাম মালেক : ১/১১৪ হাদিস: ২/২৫০

(গ) আস সহীহ, ইবনে খুজাইমা : ২/১৫৫ হাদিস: ১১০০

(ঘ) আস সুনানুল কোবরা, বায়হাকী : ২/৪৯৩ হাদিস: ৪৩৭৯

(ঙ) শোয়াবুল ইমান, ইমাম বায়হাকী : ৩/১৭৭ হাদিস: ৩২৬৯

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صَلَّاهَا إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَهَا وَلَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، وَلَا جَمَعَ النَّاسَ، عَلَيْهَا، فَمُحَافَظَةُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهَا، وَجَمْعُ النَّاسِ لَهَا، وَنَدْبُهُمْ إِلَيْهَا، بِدْعَةٌ لَكِنَّهَا بِدْعَةٌ مَحْمُودَةٌ مَمْدُوحَةٌ. وَإِنْ كانت في خلاف ما أمر الله به وَرَسُولُهُ فَهِيَ فِي حَيِّزِ الذَّمِّ وَالْإِنْكَارِ، قَالَ مَعْنَاهُ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُ. قُلْتُ: وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُطْبَتِهِ: (وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ[৪৪৯]) يُرِيدُ مَا لَمْ يُوَافِقْ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً، أَوْ عَمَلَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَقَدْ بَيَّنَ هَذَا بِقَوْلِهِ: (مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شي وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شي[৪৫০] (. وَهَذَا إِشَارَةٌ إِلَى مَا ابْتُدِعَ مِنْ قَبِيحٍ وَحَسَنٍ،

মহান আল্লাহ পাকের সৃষ্টি কর্তৃক সৃজিত প্রত্যেক নতুন কাজ তথা বিদআত দু অবস্থা থেকে এক অবস্থা হবেই অর্থাৎ এ বিদআতের মূল শরীয়তে হবে বা হবে না। যদি তার আসল শরীয়তে হয় তা হলে তা আবশ্যকভাবে সাধারণ পর্যায়ে হবে যাকে আল্লাহ পাক মুস্তাহাব বলেছেন এবং রাসূলে পাক (ﷺ) এ কাজে উৎসাহিত করেছেন। অতঃপর এ বিদআত প্রশংসার স্থরে হবে। আর যদি তার অবয়ব পূর্বে স্থিত না থাকে যথা-দান সদকা ইত্যাদির প্রকরণ ও প্রসিদ্ধ কাজ, অতএব এধরনের কাজ বাস্তবয়িত করা প্রশংসনীয় কার্যাবলীর অন্তর্ভূক্ত। যদিও এ কাজ পূর্বে কেউ করেনি, এ কাজকে ফারুকে আজম (ﷺ) কত উত্তম বিদআত বলে সমৃদ্ধ করেছেন। যা উত্তম কাজ ছিল ও প্রশংসনীয় কাজের অন্তর্ভূক্ত ছিল, তাহলে- নবীয়ে পাক (ﷺ) তারাবীহর নামায পড়েছিলেন কিন্তু তিনি জামাত ছেড়ে দিয়েছিলেন, তার সংরক্ষণ করেননি। একত্রিত করেননি সাহাবায়ে কেরামকে তাববীহর জামাতে। পরবর্তীতে সময়ের চাহিদানুসারে হযরত ওমর ফারুক (ﷺ) এ নামাজে তারাবীহকে

৪৪৯.(ক) সুনানু ইবনে মাযাহ, বাবু ইজতিনাবিল বিদয়িল জিদাল : ১/১৮ হাদিস: ৪৬
(খ) আস সহীহ, ইমাম ইবনে হিব্বান : ১/১৮৬ হাদিস: ১০
(গ) আল মো'জামুল কাবীর, ইমাম তাবরানী : ৯/৬৯ পৃ. হাদিস: ৮৫১৮
(ঘ) আল মুসনাদ, ইমাম আবু ই'য়ালা : ৪/৮৫ হাদিস: ২১১১
(ঙ) আল মুসনাদুল ফিরদাউস : ১/৩৮০ হাদিস: ১৫২৯
৪৫০ .(ক) সহীহ মুসলিম, কিতাবুজ যাকাত বাবুল হিস্সে আলাস সদকা : ২/৭০৫ হাদিস: ১০১৭
(খ) সুনানু নাসায়ী, কিতাবুয যাকাত বাবুত তাহরীসে আলা সাদকা : ৫/৫৫,৫৬ হাদিস: ২৫৫৪
(গ) সুনানু ইবনে মাযা, মোকাদ্দমা, বাবু সান্না সুন্নাতান হাসনাতান আউ সাইয়্যেয়াতান : ১/৭৪ হাদিস: ২০৩
(ঘ) আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল :৪/৩৫৭-৩৫৯
(ঙ) আস সহীহ, ইবনে হিব্বান : ৮/১০১, ১০২ হাদিস: ৩৩০৮

সংরক্ষণ করেছেন জামাতে একত্রিত করেছেন। উৎসাহিত করেছেন এ কারনে তা বিদআত হয়েছে, তবে প্রশংসনীয় বিদআত, বিদআতে মাহমুদা। যদি এ বিদআত আল্লাহ ও রাসূল (ﷺ) প্রণীত আহকামের বিপরীত হয়, তা হলে তা নিন্দার স্থরে। এ অর্থ খত্তাবী সহ অন্যরাও করেছেন। ইমাম কুরতুবী (رحمه الله) বলেন যে- এ অর্থ নবীয়ে পাক (ﷺ) এর খুতবা থেকেও প্রমাণিত।
যেমন রাসূলে পাক (ﷺ) ইরশাদ করেন

وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

অর্থাৎ ঐ সব কার্যাবলী যা কুরআন, সুন্নাহ বা সাহাবায়ে কেরামের আমলের সাদৃশ্য না হয় এবং এ কথা রাসূলে পাক (ﷺ) এর এ কথায় পরিস্কার হয় যে-যে ব্যক্তি ইসলামে কোন একটা ভাল কাজের প্রচলন করেছেন। সে তার সাওয়াব পাবেন এবং এ কাজের উপর যারা আমল করেছেন তাদের আমলের সাওয়াবও পাবেন। সেখানে কোনরূপ কমতি করা হবেনা। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন একটা খারাপ কাজ চালু করেছে, সে তার শাস্তি পাবে এবং এখারাপ কাজের উপর যারা আমল করেছে তাদের আমলের শাস্তিও পাবে, এতে কোনরূপ কমতি করা হবে না। একথা ইংগিত বহন করে ভাল এবং খারাপ কাজ প্রচলনকারীর দিকে।[৪৫১]

৩. ইমাম আলী বিন আহমদ ইবনে হজম আল উনদুলুসী (رحمه الله) (৪৫৬ হি.)

ইমাম ইবনে হজম উনদুলুসী (رحمه الله) নিজের কিতাব- الإحكام في أصول الأحكام নামক কিতাবে[৪৫২] বিদআতের সংজ্ঞা ও প্রকরণ বর্ণনা করে লিখেন-

وَالْبِدْعَةُ كُلُّ مَا قِيلَ أَوْ فُعِلَ مِمَّا لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فِيمَا نُسِبَ إِلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الدِّينِ كُلُّ مَا لَمْ يَأْتِ فِي الْقُرْآنِ وَلَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنَّ مِنْهَا مَا يُؤْجَرُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَيَعْذِرُ بِمَا قُصِدَ إِلَيْهِ مِنَ الْخَيْرِ وَمِنْهَا مَا يُؤْجَرُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَيَكُونُ حَسَنًا وَهُوَ مَا كَانَ أَصْلُهُ الْإِبَاحَةُ كَمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هٰذِهِ[৪৫৩] وَهُوَ مَا

৪৫১.আল জামেউ লি আহকামিল কুরআন, ইমাম কুরতুবী : ২/৮৭ পৃ.
৪৫২.ইমাম ইবনে আজম উন্দুলুসী (র.) আল আলহকামু ফি উছুলিল আহকাম : ১/৪৭
৪৫৩.(ক) আল মুয়াত্তা মালেক বাবু মা জায়া ফি কিয়ামি রামজান :১/১১৪ হাদিস: ২৫০
(খ) শুয়াবুল ইমান বায়হাকী : ৩/১১৭ হাদিস: ৩২৬৯
(গ) তানবীরুল হাওয়ালেক শরহে মুয়াত্তা মালিক, সুয়ুতী : ১/১০৫ হাদিস: ২৫০
(ঘ) জামিয়ুল উলুম ওয়াল হিকাম, ইবনে রজব হাম্বলী : ১/২৬৬ পৃ.

كَانَ فِعْلُ خَيْرٍ جَاءَ النَّصُّ بِعُمُوْمِ اِسْتِحْبَابِه وَإِنْ لَمْ يُقَرِّرْ عَمَلُه فِي النَّصِّ وَمِنْهَا مَا يَكُوْنُ مَذْمُوْمًا وَلَا يَعْذِرُ صَاحِبُهُ وَهُوَ مَا قَامَتْ بِه الْحُجَّةُ عَلَى فَسَادِه فَتَمَادٰى عَلَيْهِ الْقَائِلُ بِه–

-বিদআত প্রত্যেক ঐ কাজ ও কথাকে বলে, দীনের মধ্যে যার কোন আসল বা দলিল নেই বা নেই কোন সম্পর্ক আঁকা (ﷺ) এর দিকে। অতএব দ্বীনের মধ্যে বিদআত বলা হচ্ছে যার কোন ভিত্তি কুরআন সুন্নাহয় নেই। কিন্তু যে নতুন কাজের ভিত্তি ভাল ও কর্তাকে সৎ নিয়তের কারনে প্রতিদান দেয়া হয় এগুলো বিদআতে হাসানা এবং এগুলো এমন বিদআত, যার আসল ইবাহত। যেভাবে ফারুকে আজম (رضي الله عنه) এর বক্তব্য نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هٰذِه এটা কত উত্তম বিদআত। এসব ঐ ভাল কাজ যা মুস্তাহাব হওয়ার উপর (নস) দলিল এসেছে, যদিও প্রাথমিকাবস্থায় সরাসরি এসব কাজের নস ছিল না। এ সব বিদআতের মধ্যে কিছু কার্যাবলী নিন্দনীয় হয় যারা এর উপর আমল করে। তাদের অক্ষম বুঝা যাবে না যে সবের না জায়েজ হওয়ার উপর দলিল রয়েছে। তার কর্তা কঠোরভাবে আমল করে।

৪. ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হোসাইন আল বায়হাকী (رحمه الله) (৪৫৮ হি.)

ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হোসাইন আল বায়হাকী (رحمه الله) স্বীয় কিতাব المدخل إلى السنن الكبرى নামক কিতাবে রবি' বিন সোলায়মান থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: الْمُحْدَثَاتُ مِنَ الْأُمُوْرِ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا: مَا أُحْدِثَ يُخَالِفُ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ أَثَرًا أَوْ إِجْمَاعًا , فَهٰذِه لَبِدْعَةُ الضَّلَالَةِ. وَالثَّانِيَةُ: مَا أُحْدِثَ مِنَ الْخَيْرِ لَا خِلَافَ فِيهِ لِوَاحِدٍ مِنْ هٰذَا ، فَهٰذِه مُحْدَثَةٌ غَيْرُ مَذْمُوْمَةٍ وَقَدْ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ: «نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هٰذِهِ[৪৫৪]» يَعْنِي أَنَّهَا مُحْدَثَةٌ لَمْ تَكُنْ , وَإِنْ كَانَتْ فَلَيْسَ فِيهَا رَدٌّ لِمَا مَضَى–

-মুহদিসাতে দু'ধরণের কার্যাবলী অন্তর্ভূক্ত: প্রথম প্রকারে ঐ সব নতুন কার্যাবলী, যা কুরআন-সুন্নাহ, সাহাবায়ে কেরামের কাজ-আসর, বা উম্মাহর

---

৪৫৪ .(ক) আল মুয়াত্তা, মালিক বাবু মা জায়া ফি কিয়ামে রামজান : ১/১১৪ পৃ. হাদিস: ২৫০
(খ) শোয়াবুল ইমান, বায়হাকী : ৩/১৭৭ হাদিস: ৩২৬৯
(গ) তানবীরুল হাওয়ালেক শরহি মুয়াত্তা মালিক সুয়ুতী : ১/১০৫ হাদিস: ২৫০
(ঘ) জামিয়ুল উলুমে ওয়াল হিকম, ইবনে রজব হাম্বলী, ১/২৬৬ পৃ.
(ঙ) শরহুজ জুরকানী আলা মুয়াত্তাল ইমাম মালিক, ইমাম জুরকানী : ১/৩৪০ পৃ.

এজমা বা ঐক্যমতের বিপরীত এধরনের নতুন কার্যাবলী হল বিদআতে দলালাহ বা নিন্দনীয় বিদআত। দ্বিতীয় প্রকার ঐ সব নতুন কার্যাবলী যেগুলোকে ভাল ও প্রশংসনীয় কাজের জন্য গঠন করেছে এবং এসব কার্যাবলী শরীয়তের কোন কিছুর বিপরীত বা সাংঘর্ষিক নয়। এ ধরণের নতুন কার্যাবলীকে অনিন্দনীয় নতুন কাজ বা বিদআতে হাসানা বলে। একারণে হযরত ওমর (ﷺ) রমজানে তারাবীর জামাত প্রতিষ্ঠা করতে বলেছিলেন। এটা কত উত্তম বিদআত অর্থাৎ এটা এমন মুহদাসা বা নতুন কাজ যা পূর্বে ছিলনা, আর যদি পূর্বে হত তাহলে প্রত্যাক্ষাত হত না।[৪৫৫]

৫. ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ আলগাযালী (রহ.) (৫০৫ হি.)

ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী (রহ.) স্বীয় কিতাব إحياء علوم الدين নামক কিতাবে বিদআতের সূত্রে লিখেছেন-

فَلَيْسَ كُلُّ مَا أُبْدِعَ مَنْهِيًّا بَلِ الْمَنْهِيُّ بِدْعَةٌ تُضَادُّ سُنَّةً ثَابِتَةً وَتَرْفَعُ أَمْرًا مِنَ الشَّرْعِ مَعَ بَقَاءِ عِلَّتِهِ بَلِ الْإِبْدَاعُ قَدْ يَجِبُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ إِذَا تَغَيَّرَتِ الْأَسْبَابُ وَلَيْسَ فِي الْمَائِدَةِ إِلَّا رَفْعُ الطَّعَامِ عَنِ الْأَرْضِ لِتَيْسِيرِ الْأَكْلِ وَأَمْثَالُ ذَلِكَ مِمَّا لَا كَرَاهَةَ فِيهِ وَالْأَرْبَعِ الَّتِي جُمِعَتْ فِي أَنَّهَا مُبْدَعَةٌ لَيْسَتْ مُتَسَاوِيَةً بَلِ الْأَشْتَانُ حَسَنٌ لِمَا فِيهِ مِنَ النَّظَافَةِ فَإِنَّ الْغُسْلَ مُسْتَحَبٌّ لِلنَّظَافَةِ وَالْأَشْتَانُ أَتَمُّ فِي التَّنْظِيفِ وَكَانُوا لَا يَسْتَعْمِلُونَهُ لِأَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ لَا يَعْتَادُ عِنْدَهُمْ أَوْ لَا يَتَيَسَّرُ أَوْ كَانُوا مَشْغُولِينَ بِأُمُورٍ أَهَمَّ مِنَ الْمُبَالَغَةِ فِي النَّظَافَةِ فَقَدْ كَانُوا لَا يَغْسِلُونَ الْيَدَ أَيْضًا وَكَانَتْ مَنَادِيلُهُمْ أَخْمَصَ أَقْدَامِهِمْ وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ كَوْنَ الْغُسْلِ مُسْتَحَبًّا وَأَمَّا الْمُنْخُلُ فَالْمَقْصُودُ مِنْهُ تَطْيِيبُ الطَّعَامِ وَذَلِكَ مُبَاحٌ مَا لَمْ يَنْتَهِ إِلَى التَّنَعُّمِ الْمُفْرِطِ وَأَمَّا الْمَائِدَةُ فَتَيْسِيرٌ لِلْأَكْلِ وَهُوَ أَيْضًا مُبَاحٌ مَا لَمْ يَنْتَهِ إِلَى الْكِبْرِ وَالتَّعَاظُمِ وَأَمَّا الشِّبَعُ فَهُوَ أَشَدُّ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ فَإِنَّهُ يَدْعُو إِلَى تَهْيِيجِ الشَّهَوَاتِ وَتَحْرِيكِ الْأَدْوَاءِ فِي الْبَدَنِ فَلْتُدْرِكِ التَّفْرِقَةَ بَيْنَ هَذِهِ الْبِدَعَاتِ-

-প্রত্যেক বিদআত নিষিদ্ধ নয় বরং নিষিদ্ধ শুধু ঐ সব বিদআত যা প্রতিষ্ঠিত সুন্নাতের সাংঘর্ষিক হয় এবং সে সুন্নাতের কারণ থাকাবস্থায় শরীয়তের কার্যাবলী উঠিয়ে দেয়। সর্বোপরি যখন কারণগুলো পরিবর্তন হয়, তখন বিদআত ওয়াজিব হয়ে যায় এবং খানার টেবিলের ব্যাপারে প্রচলিত যে খাদ্য

---

৪৫৫. (ক) আল মুদখাল ইলা সুনানিল কুবরা, ইমাম বায়হাকী, ১/২০৬ পৃ.
(খ) সিয়ারু আলামিন নুবালা, ইমাম যাহাবী : ৮/৪০৮ পৃ.
(গ) তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত, ইমাম নববী : ৩/২১ পৃ.

গ্রহণে সহজতর করার জন্য খাদ্যকে ভূমি থেকে উঁচু করা হয় এবং এ ধরনের কার্যাবলীতে অপছন্দ (কারাহাত) নেই। যে চার কথাকে একত্রিকরণ করা হয়েছে যে, এগুলো বিদআত, এসব কিন্তু সমপর্যায়ের নয়। বরং আসনান (এক টুকরা যা পরিচ্ছন্নতার কাজে আসে) ভাল বস্তু কেননা, এতে পরিচ্ছন্নতা রয়েছে। পবিত্রতা অর্জনে গোসল মুস্তাহাব এবং আসনান এ পবিত্রতা পূর্ণ করে, মানুষ এটাকে একারণে ব্যবহার করতেন না যে, তার অভ্যাস নেই, বা প্রাপ্যতা নেই বা পরিচ্ছন্নতা থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত থাকত। এভাবে চালনি ব্যবহারের উদ্দেশ্য হল, খাদ্য সামগ্রীকে পরিচ্ছন্ন করা এবং এটা বৈধ যতক্ষণ তা সীমা ছেড়ে বিলাসিতায় পর্যবসিত না হয়। খানার টেবিলে যেহেতু খেতে সহজতর হয় সুতরাং তা ও বৈধ। যতক্ষণ পর্যন্ত তা অহংকার গর্ব সৃষ্টি না করে। ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ বা তৃপ্তসহকারে খাদ্য গ্রহন এ চার থেকে অধিক কঠিন, কেননা এর মাধ্যমে রিপু উত্তেজিত হয় এবং শরীরে রোগ সৃষ্টি করে। অতএব এ চার বিদআত গুলোর মধ্যে পরস্পরের পার্থক্য বুঝে নেয়া প্রয়োজন।[৪৫৬]

৬. ইমাম মুবারক বিন মোহাম্মদ ইবনে আসীর আলজাজরী (رحمه الله) (৬০৬ হি.)

আল্লামা ইবনে আসীর জাজরী (رحمه الله) ফারুকে আজম (رضي الله عنه) এর হাদিস نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ (এটা কত উত্তম বিদআত) অধীনে বিদআতের প্রকরণ ও অর্থ বর্ণনা করে লিখেন-

الْبِدْعَةُ بِدْعَتَانِ: بِدْعَةُ هُدًى، وَبِدْعَةُ ضَلَالٍ، فَمَا كَانَ فِي خِلَافِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ ورسوله صلى الله عليه وسلم فَهُوَ فِي حَيِّزِ الذَّمِّ وَالْإِنْكَارِ، وَمَا كَانَ وَاقِعًا تَحْتَ عُمُومِ مَا نَدَبَ اللَّهُ إِلَيْهِ وحَضَّ عَلَيْهِ اللَّهُ أَوْ رَسُولُهُ فَهُوَ فِي حَيِّزِ الْمَدْحِ، وَمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثَالٌ مَوْجُودٌ كَنَوْعٍ مِنَ الْجُودِ وَالسَّخَاءِ وفعل الْمَعْرُوفِ فَهُوَ مِنَ الْأَفْعَالِ الْمَحْمُودَةِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي خِلَافِ مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِهِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَعَلَ لَهُ فِي ذَلِكَ ثَوَابًا فَقَالَ «مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا[৪৫৭]» وَقَالَ فِي ضِدِّهِ «وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً

---

৪৫৬. ইহইয়াউল উলুমুদ দ্বীন, ইমাম গাযযালী : ২/৩ পৃ.

৪৫৭. (ক) সহীহ মুসলিম কিতাবুয যাকাত, বাবুল হিস্সে আলাস সদকা : ২/৭০৫ হাদিস: ১০১৭
(খ) সুনানে নসায়ী কিতাবুয যাকাত বাবুত তাহরীসে আলাস সদকা : ৫/৫৫৫৬, হাদিস:২৫৫৪
(গ) সুনানি ইবনে মাযা, মুকাদ্দমা বাবু মান সান্না সুন্নাতান হাসানাতান আউ সাইয়্যিয়াতান: ১/৭৪ হাদিস: ২০৩
(ঘ) আল মুসনাদ, আহমদ বিন হাম্বল : ৪/৩৫৭-৩৫৯
(ঙ) আস সুনানু দারমী : ১/১৪১ হাদিস: ৫১৪

سُنَّةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا» وَذَلِكَ إِذَا كَانَ فِي خِلَافِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ قَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ[৪৫৮]. لِمَا كَانَتْ مِنْ أَفْعَالِ الْخَيْرِ وَدَاخِلَةً فِي حَيِّزِ الْمَدْحِ سَمَّاهَا بِدْعَةً وَمَدَحَهَا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهَا لَهُمْ، وَإِنَّمَا صَلَّاهَا لَيَالِيَ ثُمَّ تَرَكَهَا وَلَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، وَلَا جَمَعَ النَّاسَ لَهَا، وَلَا كَانَتْ فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ، وَإِنَّمَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَمَعَ النَّاسَ عَلَيْهَا وَنَدَبَهُمْ إِلَيْهَا، فَبِهَذَا سَمَّاهَا بِدْعَةً، وَهِيَ عَلَى الْحَقِيقَةِ سُنَّةٌ[৪৫৯]، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي» وَقَوْلِهِ «اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ[৪৬০]» وَعَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ يُحْمَلُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ «كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ» إِنَّمَا يُرِيدُ مَا خَالَفَ أُصُولَ الشَّرِيعَةِ وَلَمْ يُوَافِقِ السُّنَّةَ.

-বিদআত দু'প্রকার (১) বিদআতে হাসানা, (২) বিদআতে সাইয়্যিয়া, যে আল্লাহ ও তার রাসূল (দ.) নির্দেশাবলীর বিপরীত হয় তা নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ, আর যে কাজ সাধারণ কোন নির্দেশের অংশ, যাকে আল্লাহ পাক মুস্তাহাব করেছেন, বা আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল (ﷺ) এ কাজে উৎসাহিত করেছেন এ কাজ করা প্রশংসনীয় এবং যে কাজের মেসাল বা উদাহরণ পূর্বে ছিলনা। যথা বদান্যতার প্রকরণ ও অন্যান্য সৎ কার্যাবলী এসব ভাল কাজ যদি শরীয়তের বিপরীত না হয়। কেননা রাসূলে পাক (ﷺ) এধরনের কার্যাবলীর উপর সাওয়াবের সুসংবাদ দিয়েছেন। নবীয়ে পাক (ﷺ) বলেছেন যে ব্যক্তি ভাল কাজের সূচনা করেছেন তার নিজের কাজের সওয়াবও পাবেন এবং যারা তার এ কাজের আমল করবেন তাদের আমলের সাওয়াবও পাবেন। এখানে কোন প্রকারের কম করা হবে না। তার বিপরীতে যে ব্যক্তি কোন খারাপ কাজের সূচনা করবে, সে তার সাজা পাবে এবং তার অনুকরণে অন্য যারা এ

---

৪৫৮. (ক) আল মুয়াত্তা মালিক, বাবু মাযায়া ফি কিয়ামে রমজান : ১/১১৪ হাদিস: ২৫০
(খ) শুয়াবুল ইমান, ইমাম বায়হাকী : ৩/১৭৭ হাদিস: ৩২৬৯
(গ) তানবীরুল হাওয়ালেক শরহি মুয়াত্তা মালিক সুয়ুতী : ১/১০৫ পৃ. হাদিস: ২০৫

৪৫৯. (ক) সুনানু আবি দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ বাবু ফি লজুমিস সুন্নাহ : ৪/২০০ হাদিস: ৪৬০৭
(খ) আলজামেয়ু আসসহীহ লিত তিরমিজি কিতাবুল ইলম বাবু মা জায়া ফিল আখজে বিস সুন্নাহ: ৫/৪৪ হাদিস: ২৬৭৬
(গ) সুনানে ইবনে মাযা মোকাদ্দমা বাবু এত্তেবায়ীস সুন্নাতিল খুলাফায়ীর রাশেদীন : ১/১৫ হাদিস: ৪২
(ঘ) আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ৪/১২৬ পৃ.

৪৬০. (ক) আল জামেয়া লিত তিরমিজি কিতাবুল মুনাকিবি আনির রাসূলি (ﷺ) বাবু মনাকিবি আবি বকর ওয়া ওমরা : ৫/৬০৯ পৃ. হাদিস: ৩৬৬২
(খ) সুনানু ইবনে মাযা বাবু ফি ফজলি আসহাবে রাসুলিল্লাহ (ﷺ) : ১/৩৭ পৃ. হাদিস: ৯৭
(গ) আল-মুসতাদরাক, হাকেম : ৩/৭৯ হাদিস: ৪৪৫১

কাজ করবেন তাদের আমলের সাজাও তিনি পাবে। এর মধ্যে কোন কম করা হবে না। এ সব ঐ সময় যখন তার এ খারাপ কাজটা আল্লাহ পাক ও রাসূলে পাক (ﷺ) এর নির্দেশাবলীর বিপরীত হয়।

এ ধরণের বিদআতে হাসানার সম্পর্কে সৈয়্যদিনা হযরত ওমর ফারুক (رضي الله عنه) এর বক্তব্য نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هٰذِهِ (এটা কত উত্তম বিদআত)।

অতএব যখন কোন কাজ ভাল কার্যাবলী ও প্রশংসার স্তরে হয়, তখন লুগাবীভাবে তাকে বিদআত বলা হবে। কিন্তু তার প্রশংসা করা হবে। কেননা নবীয়ে পাক (ﷺ) তারাবীহর নামায জমাত সহকারে আদায় প্রচলন করেন নি। তিনি কয়েক রাত পড়েছিলেন তারপর জামাতে আদায় করা পরিহার করেন। এ প্রথা তিনি সংরক্ষণ করেননি অন্যদের এ কাজে একত্রিত করেন নি। এরপর সিদ্দিকে আকবর (رضي الله عنه)-এর সময় এ নামায জামাতে পড়া হয়নি। অতঃপর ফারুকে আযম (رضي الله عنه) সময়ে তিনি সাহাবায়ে কেরামকে এ কাজে একত্রিত করেছেন, করেছেন একাজে সবাইকে অনুপ্রাণিত। এ কারণে এটাকে বিদআত বলা হয়েছে। অথচ রাসুলে পাক (ﷺ) এর এ বক্তব্য عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي এবং اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ এর কারণে মূলতঃ এটা সুন্নাত। অতএব এ ব্যাখ্যার কারণে হাদিস كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ কে শরীয়তের মূল ভিত্তির বিপরীত এবং সুন্নাহর অসাদৃশ্যতার উপর প্রয়োগ করা হবে।[৪৬১]

৭. ইমাম ইজ্জুদ্দিন আবদুল আজিজ বিন আবদুস সালাম (رحمه الله) আস সালমী আশ-শাফেয়ী (৬৬০ হি.)

ইমাম ইজ্জুদ্দিন আবদুল আজীজ বিন আবদুস সালাম আসসালমী আশ-শাফেয়ী (رحمه الله) উঁচু মাপের আইনজ্ঞ মুহাদ্দিস ও ইমাম ছিলেন। সামসময়িক কালে উনাকে সুলতানুল ওলামা নামে ডাকা হত।[৪৬২] তিনি স্বীয় কিতাব قواعد الأحكام في مصالح الأنام নামক কিতাবে বিদআতের পাঁচ প্রকার ও তার বিস্তারিত আলোচনায় লিখেন-

---

৪৬১. আন নেয়া ফি গরীবেল হাদিসে ওয়াল আসর, ইবনে আসীর জাজরী : ১/১০৬

৪৬২. (ক) তাবকাতুশ শাফীয়া, ইবনে সুবকী : ৮/২০৯

(খ) আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবনে কাসীর : ১৩/২৩৫

(গ) শজরাতুজ জাহাব ফি আখবারি মিন জাহাব, আবদুল হাই আহমদ আল আকবরী : ৫/৩০১

الْبِدْعَةُ فِعْلُ مَا لَمْ يُعْهَدْ فِي عَصْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وَهِيَ مُنْقَسِمَةٌ إِلَى: بِدْعَةٍ وَاجِبَةٍ، وَبِدْعَةٍ مُحَرَّمَةٍ، وَبِدْعَةٍ مَنْدُوبَةٍ، وَبِدْعَةٍ مَكْرُوهَةٍ، وَبِدْعَةٍ مُبَاحَةٍ، وَالطَّرِيقُ فِي مَعْرِفَةِ ذَلِكَ أَنْ تُعْرَضَ الْبِدْعَةُ عَلَى قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ: فَإِنْ دَخَلَتْ فِي قَوَاعِدِ الْإِيجَابِ فَهِيَ وَاجِبَةٌ، وَإِنْ دَخَلَتْ فِي قَوَاعِدِ التَّحْرِيمِ فَهِيَ مُحَرَّمَةٌ، وَإِنْ دَخَلَتْ فِي قَوَاعِدِ الْمَنْدُوبِ فَهِيَ مَنْدُوبَةٌ، وَإِنْ دَخَلَتْ فِي قَوَاعِدِ الْمَكْرُوهِ فَهِيَ مَكْرُوهَةٌ، وَإِنْ دَخَلَتْ فِي قَوَاعِدِ الْمُبَاحِ فَهِيَ مُبَاحَةٌ، وَلِلْبِدَعِ الْوَاجِبَةِ أَمْثِلَةٌ.

أَحَدُهَا: الِاشْتِغَالُ بِعِلْمِ النَّحْوِ الَّذِي يُفْهَمُ بِهِ كَلَامُ اللَّهِ وَكَلَامُ رَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَذَلِكَ وَاجِبٌ لِأَنَّ حِفْظَ الشَّرِيعَةِ وَاجِبٌ وَلَا يَتَأَتَّى حِفْظُهَا إِلَّا بِمَعْرِفَةِ ذَلِكَ، وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ.

الْمِثَالُ الثَّانِي: حِفْظُ غَرِيبِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنَ اللُّغَةِ.

الْمِثَالُ الثَّالِثُ: تَدْوِينُ أُصُولِ الْفِقْهِ.

الْمِثَالُ الرَّابِعُ: الْكَلَامُ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ لِتَمْيِيزِ الصَّحِيحِ مِنَ السَّقِيمِ، وَقَدْ دَلَّتْ قَوَاعِدُ الشَّرِيعَةِ عَلَى أَنَّ حِفْظَ الشَّرِيعَةِ فَرْضُ كِفَايَةٍ فِيمَا زَادَ عَلَى الْقَدْرِ الْمُتَعَيِّنِ، وَلَا يَتَأَتَّى حِفْظُ الشَّرِيعَةِ إِلَّا بِمَا ذَكَرْنَاهُ.

وَلِلْبِدَعِ الْمُحَرَّمَةِ أَمْثِلَةٌ. مِنْهَا: مَذْهَبُ الْقَدَرِيَّةِ، وَمِنْهَا مَذْهَبُ الْجَبْرِيَّةِ، وَمِنْهَا مَذْهَبُ الْمُرْجِئَةِ، وَمِنْهَا مَذْهَبُ الْمُجَسِّمَةِ، وَالرَّدُّ عَلَى هَؤُلَاءِ مِنَ الْبِدَعِ الْوَاجِبَةِ. وَلِلْبِدَعِ الْمَنْدُوبَةِ أَمْثِلَةٌ. مِنْهَا: إِحْدَاثُ الرُّبُطِ وَالْمَدَارِسِ وَبِنَاءِ الْقَنَاطِرِ، وَمِنْهَا كُلُّ إِحْسَانٍ لَمْ يُعْهَدْ فِي الْعَصْرِ الْأَوَّلِ، وَمِنْهَا: صَلَاةُ التَّرَاوِيحِ، وَمِنْهَا الْكَلَامُ فِي دَقَائِقِ التَّصَوُّفِ، وَمِنْهَا الْكَلَامُ فِي الْجَدَلِ فِي جَمْعِ الْمَحَافِلِ لِلِاسْتِدْلَالِ عَلَى الْمَسَائِلِ إِذَا قُصِدَ بِذَلِكَ وَجْهُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ.

وَلِلْبِدَعِ الْمَكْرُوهَةِ أَمْثِلَةٌ. مِنْهَا: زَخْرَفَةُ الْمَسَاجِدِ، وَمِنْهَا تَزْوِيقُ الْمَصَاحِفِ، وَأَمَّا تَلْحِينُ الْقُرْآنِ بِحَيْثُ تَتَغَيَّرُ أَلْفَاظُهُ عَنِ الْوَضْعِ الْعَرَبِيِّ، فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ مِنَ الْبِدَعِ الْمُحَرَّمَةِ.

وَلِلْبِدَعِ الْمُبَاحَةِ أَمْثِلَةٌ. مِنْهَا: الْمُصَافَحَةُ عَقِيبَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ، وَمِنْهَا التَّوَسُّعُ فِي اللَّذِيذِ مِنَ الْمَآكِلِ وَالْمَشَارِبِ وَالْمَلَابِسِ وَالْمَسَاكِنِ، وَلُبْسِ الطَّيَالِسَةِ، وَتَوْسِيعِ الْأَكْمَامِ. وَقَدْ يُخْتَلَفُ فِي بَعْضِ ذَلِكَ، فَيَجْعَلُهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْبِدَعِ الْمَكْرُوهَةِ، وَيَجْعَلُهُ آخَرُونَ مِنَ السُّنَنِ الْمَفْعُولَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَمَا بَعْدَهُ، وَذَلِكَ كَالِاسْتِعَاذَةِ فِي الصَّلَاةِ وَالْبَسْمَلَةِ.

-বিদআত বলতে ঐ কাজকে বুঝায়, যা রাসূলে পাক (ﷺ)-এর সময়ে করা হয়নি। বিদআত নিম্নলিখিত প্রকরণে বিভাজিত: ওয়াজিব, হারাম, মুস্তাহাব, মাকরূহ এবং মুবাহ। এসব প্রকরণের সাথে পরিচিতির জন্য বিদআতকে শরীয়তের নিয়মাবলীর (কাওয়ায়িদে) সাথে তুলনা করতে হবে। যদি এ বিদআত ওয়াজিবের নিয়মের অন্তর্ভূক্ত হয় তখন তা ওয়াজিব। আর যদি হারামের নিয়মের অধীনে হয়, তখন তা হারাম এবং যদি কাওয়ায়েদে এস্তে হবাবের অধীনে হয় তখন মুস্তাহাব, কারাহতের নিয়মের অধীনে হয় মাকরূহ এবং এবাহতের কাওয়ায়িদির অধীনে হলে মুবাহ।

বিদআতে ওয়াজিবার উদাহরণ: ইলমে নাহু (আরবী ব্যাকরণ) পড়া, কুরআন, হাদিস বুঝা যে শাস্ত্রের জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল, যেহেতু ইলমে শরীয়তের জ্ঞানার্জন ওয়াজিব, আর কুরআন হাদিসের জ্ঞানার্জন ছাড়া শরীয়ত বুঝা অসম্ভব। তাই যার উপর কোন ওয়াজিব নির্ভরশীল, তার অর্জনও ওয়াজিব। দ্বিতীয় উদাহরণ- কুরআন-হাদিসের অর্থ বুঝার জন্য ইলমে লুগাত তথা অভিধান শাস্ত্র শেখা। তৃতীয় উদাহরণ-ধর্মীয় অনুশাসন এবং উসুলে ফিকহ অনুশীলন করা। চতুর্থ উদাহরণ- হাদিসের সনদের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন করা, যাতে সঠিক ও দুর্বল হাদিসের পার্থক্য করা যায় এবং (কাওয়ায়িদে শরীয়া), শরীয়তের নিয়মাবলী প্রমাণ করে যে তার প্রয়োজনীয় কার্যাবলী থেকে অধিক পরিমাণে শরীয়তের জ্ঞানার্জন ফরজে কিফায়া, এবং তা উল্লেখিত বিষয়াবলী ছাড়া অসম্ভব।

বিদআতে মোহাররমার কিছু উদাহরণ: কদরীয়া, জবরীয়া, মরজিয়া এবং মোজাস্‌সমার চিন্তাধারা ও তাদের প্রতিহত করা বিদআতে ওয়াজিবার প্রকরণে পড়ে।

বিদআতে মুস্তাহাব্বার উদাহরণ : সরাইখানা, মাদরাসা, উঁচু দালান নির্মাণ ও এমন কল্যাণময় গঠনমূলক কার্যাবলী, যা রাসূলে পাক (ﷺ) এর সময়ে ছিল না। (সমস্ত রমজানে জামাত সহকারে) তারাবীহর নামায, তরীকতের সূক্ষ্ম আলোচনা বাতিল ফেরকার সাথে বিতর্ক এবং এ কাজের জন্য সভা সমাবেশ করা। শর্ত হল যে এর উদ্দেশ্য শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন হয়।

বিদআতে মাকরূহার উদাহরণ: মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণ (মুতায়াখখিরীন) পরবর্তী সময়ের ফকীহগণ বৈধ বলেছেন, কুরআনের কপি সৌন্দর্যকরণ (তাও পরবর্তী ফকীহগণ বৈধ বলেছেন) কুরআনকে সূর দিয়ে

পড়া, এতে কুরআনের শব্দগত আরবী গঠনে পরিবর্তন হয়ে পড়ে। অধিক সঠিক হচ্ছে তা বিদআতে মোহরমা।

বিদআতে মুবাহার উদাহরণ: ফজর ও আসরের নামাজের পর মোসাফাহা করা, খাদ্য পানীয় ও পরিধানে বিলাসিতা, সবুজ চাদর ব্যবহার, ঢিলেঢালা জামার পরিধান তবে এখানেও মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন এসব বিদআতে মাকরূহার অন্তর্ভূক্ত। আবার কেউ এ সবকে রাসূলে পাক (ﷺ) ও সাহাবায়ে কিরামের সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। যেমন-নামাযে আউজুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ বড় করে পড়া সুন্নাত হওয়া না হওয়ায় মতভেদ।[৪৬৩]

৮. ইমাম আবু জাকারিয়া মহিউদ্দিন বিন শরফ আন নববী (رحمه الله) (মৃত্যু ৬৭৬ হি.)

ইমাম আবু জাকারিয়া মহিউদ্দিন বিন শরফ আন নববী (رحمه الله)-এর এ'তিক্বাদ ও বিশ্বাস হচ্ছে বিদআত পাঁচ প্রকার। তিনি বিদআতের সংজ্ঞা ও প্রকরণ বর্ণনায় تهذيب الأسماء واللغات কিতাবে বলেন -

اَلْبِدْعَةُ بِكَسْرِ الْبَاءِ فِي الشَّرْعِ هِيَ إِحْدَاثُ مَا لَمْ يَكُنْ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، وَهِيَ مُنْقَسِمَةٌ إِلَى: حَسَنَةٍ وَقَبِيْحَةٍ.

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْمُجْمَعُ عَلَى إِمَامَتِهِ وَجَلَالَتِهِ وَتَمَكُّنِهِ فِي أَنْوَاعِ الْعُلُوْمِ وَبَرَاعَتِهِ أَبُوْ مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْعَزِيْزُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ رَحِمَهُ اللهُ وَرَضِيَ عَنْهُ فِي آخِرِ كِتَابِ "الْقَوَاعِدِ": اَلْبِدْعَةُ مُنْقَسِمَةٌ إِلَى: وَاجِبَةٍ، وَمُحَرَّمَةٍ، وَمَنْدُوْبَةٍ، وَمَكْرُوْهَةٍ، وَمُبَاحَةٍ. قَالَ: وَالطَّرِيْقُ فِي ذَلِكَ أَنْ تُعْرَضَ الْبِدْعَةُ عَلَى قَوَاعِدِ الشَّرِيْعَةِ، فَإِنْ دَخَلَتْ فِي قَوَاعِدِ الْإِيْجَابِ فَهِيَ وَاجِبَةٌ، أَوْ فِي قَوَاعِدِ التَّحْرِيْمِ فَمُحَرَّمَةٌ، أَوِ النَّدْبُ فَمَنْدُوْبَةٌ، أَوِ الْمَكْرُوْهِ فَمَكْرُوْهَةٌ، أَوِ الْمُبَاحُ فَمُبَاحَةٌ، وَلِلْبِدَعِ الْوَاجِبَةِ أَمْثِلَةٌ مِنْهَا: اَلْاِشْتِغَالُ بِعِلْمِ النَّحْوِ الَّذِيْ يُفْهَمُ بِهِ كَلَامُ اللهِ تَعَالَى وَكَلَامُ رَسُوْلِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، وَذَلِكَ وَاجِبٌ؛ لِأَنَّ حِفْظَ الشَّرِيْعَةِ وَاجِبٌ، وَلَا يَتَأَتَّى حِفْظُهَا إِلَّا بِذَلِكَ وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ، فَهُوَ وَاجِبٌ، اَلثَّانِيْ حِفْظُ غَرِيْبِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فِي اللُّغَةِ، اَلثَّالِثُ تَدْوِيْنُ أُصُوْلِ الدِّيْنِ وَأُصُوْلِ

---

৪৬৩ .(ক) কাওয়ায়েদুল আহকাম ফি মসালেহিল আনাম, ইজ্জুদ্দিন : ২/৩৩৭, ফাতওয়া আল ইজ্জ বিন আবদুস সালাম : ১১৬

(খ) তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত নববী : ৩/২১

(গ) শরহি সুনানু ইবনে মাযা, সায়ুতী : ১/৬

(ঘ) আল ফতওয়া আল হাদিসীয়া, ইবনে হাজর মককী : ১৩০

الْفِقْه، الرَّابِع الْكَلَامُ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ، وَتَمْيِيْزُ الصَّحِيْحِ مِنَ السَّقِيْمِ، وَقَدْ دَلَّتْ قَوَاعِدُ الشَّرِيْعَةِ عَلَى اَنَّ حِفْظَ الشَّرِيْعَةِ فَرْضُ كِفَايَةٍ فِيْمَا زَادَ عَلَى الْمُتَعَيِّنِ وَلَا يَتَاتَى ذٰلِكَ إِلَّا بِمَا ذَكَرْنَاهُ، وَلِلْبِدْعِ الْمُحَرَّمَةِ اَمْثِلَةٌ مِنْهَا: مَذَاهِبُ الْقَدْرِيَةِ وَالْجَبْرِيَةِ وَالْمُرْجِئَةِ وَالْمُجَسِّمَةِ وَالرَّدُّ عَلَى هٰؤُلَاءِ مِنَ الْبِدْعِ الْوَاجِبَةِ، وَلِلْبِدْعِ الْمَنْدُوْبَةِ اَمْثِلَةٌ مِنْهَا إِحْدَاثُ الرُّبُطِ وَالْمَدَارِسِ، وَكُلُّ إِحْسَانٍ لَمْ يُعْهَدْ فِي الْعَصْرِ الْاَوَّلِ، وَمِنْهَا التَّرَاوِيْحُ، وَالْكَلَامُ فِي دَقَائِقِ التَّصَوُّفِ، وَفِي الْجَدَلِ، وَمِنْهَا جَمْعُ الْمَحَافِلِ لِلْاِسْتِدْلَالِ إِنْ قُصِدَ بِذٰلِكَ وَجْهُ اللهِ تَعَالَى. وَلِلْبِدْعِ الْمَكْرُوْهَةِ اَمْثِلَةٌ: كَزُخْرُفَةِ الْمَسَاجِدِ، وَتَزْوِيْقِ الْمَصَاحِفِ، وَلِلْبِدْعِ الْمُبَاحَةِ اَمْثِلَةٌ: مِنْهَا الْمُصَافَحَةُ عَقْبَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ، وَمِنْهَا: اَلتَّوَسُّعُ فِي اللَّذِيْذِ مِنَ الْمَآكِلِ، وَالْمَشَارِبِ، وَالْمَلَابِسِ، وَالْمَسَاكِنِ، وَلُبْسِ الطَّيَالِسَةِ، وَتَوْسِيْعِ الْاَكْمَامِ. وَقَدْ يَخْتَلِفُ فِي بَعْضِ ذٰلِكَ فَيَجْعَلُهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْبِدَعِ الْمَكْرُوْهَةِ، وَيَجْعَلُهُ آخَرُوْنَ مِنَ السُّنَنِ الْمَفْعُوْلَةِ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا بَعْدَهُ، وَذٰلِكَ كَالْاِسْتِعَاذَةِ فِي الصَّلَاةِ وَالْبَسْمَلَةِ هٰذَا آخِرُ كَلَامِهِ.

-ইসলামী শরীয়তে বিদআত বলা হয় ঐ সব কার্যাবলীকে, যা নবীয়ে পাক (ﷺ) এর সময়ে ছিলনা। বিদআতকে বিদআতে হাসানা ও বিদআতে কাবিহা দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং শেখ আবদুল আজিজ বিন আবদুচ ছালাম القواعد এ বলেছেন- বিদআতকে বিদআতে ওয়াজিবা, মুহরামা, মানদুবাহ, মাকরুহা ও মুবাহায় প্রকরণ করা হয়েছে। তিনি বলেছেন যে- এ প্রকারগুলো সম্পর্কে অবগত হওয়ার নিয়ম হল যে, বিদআতকে শরীয়তের বিধি মোতাবেক পর্যালোচনা করে দেখতে হবে। যদি এ বিদআত ওয়াজিবের নিয়মাবলীর আওতায় আসে, তা বিদআতে ওয়াজিবা, আর হারামের বিধি নিষেধের আওতায় আসে, তাহলে তা বিদআতে হারাম। যদি মুস্তাহাবের কাওয়ায়েদের অধীনে আসে, তাহলে তা হবে বিদআতে মুস্তাহাব্বাহ্, আর যদি মাকরূহের নিয়মাবলীর আওতায় আসে তা হলে তা বিদআতে মাকরূহা এবং যদি এ বিদআত মুবাহের পর্যায়ে থাকে, তাহলে তাকে বিদআতে মুবাহ বলা হবে।

বিদআতে ওয়াজিবাহর কিছু নমুনা: ইলমে নাহু (আরবী ব্যাকরণ) পড়া যার জ্ঞানের উপর নির্ভর করছে কুরআন হাদিস বুঝা। এটা এ কারণে ওয়াজিব যে, শরীয়তের ইলম শেখা ওয়াজিব। কুরআন হাদিসের জ্ঞান অর্জন ছাড়া শরীয়ত জানা বুঝা অসম্ভব। যে বস্তুর উপর কোন ওয়াজিব নির্ভরশীল, তাও ওয়াজিব হয়। দ্বিতীয় উদাহরণ হচ্ছে কুরআন হাদিসের অর্থ বুঝার জন্য

ইলমুল লুগাত বা আভিধানিক জ্ঞান জানা আবশ্যক। তৃতীয় উদাহরণ হচ্ছে- দ্বীনের কাওয়ায়িদ বা নিয়মাবলী এবং উসুলে ফিকহ (শরীয়তের মাসয়ালা বের করার নিয়ম) রচনা করা। চতুর্থ হচ্ছে হাদিসের সনদে ভাল খারাপ ত্রুটি-বিচ্যুতি নির্ণয়ের জ্ঞান অর্জন করা যাতে দূর্বল ও সবল হাদিসে পার্থক্য করা যায়। শরীয়তের নিয়মাবলী এ কথা প্রমাণ করে যে, নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জন করা ফরজে কিফায়া এবং এ জ্ঞান উল্লেখিত জ্ঞান ছাড়া অর্জন করা অসম্ভব নয়। বিদআতে মোহরিমাহ্‌র কিছু উদাহরণ হল, কাদরীয়াহ্, জাবরীয়াহ্ এবং মোজাচ্ছিমাহর চিন্তাধারা এবং তাদেরকে প্রতিহত করা বিদআতে ওয়াজিবাহ্‌র অন্তর্ভূক্ত। বিদআতে মুস্তহাব্বাহর কিছু উদাহরণ হল : যেমন সরাইখানা, মাদরাসা, উঁচু ঘর তৈরী এমন সংস্কার ও কল্যাণমূলক কার্যাদি, যা রাসূলে পাক (ﷺ) এর যুগে ছিল না (সমস্ত রমজানে) জামাতসহকারে তারাবীহর নামায আদায় করা তরীকতের সূক্ষ্ম আলোচনা, বাতিল ও ভ্রান্ত আক্বিদায় বিশ্বাসী গোত্রসমূহের সাথে বিতর্ক এবং এতুদ্দেশ্যে সভা-সেমিনারের আয়োজন মহান রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টির শর্তে বিদআতে মুস্তাহাব্বাহ।

বিদআতে মাকরূহ্‌র কিছু উদাহরণ: মসজিদের সৌন্দর্যবর্ধন (মুতায়াখখিরীন তথা পরর্বতী ফকীহগণ জায়েয বলেছেন) কুরআনে মজীদের সৌন্দর্যকরণ, (এটাও পরবর্তী ফকীহগণ জায়েজ বলেছেন) কুরআনে পাককে এত আস্তে নীরবে পড়া যে, আরবী শব্দের গঠন পরিবর্তন হয়ে যায়। তবে বিশুদ্ধ হল এটা বিদআতে মোহরেমা।

বিদআতে মুবাহার কিছু উদাহরণ: সকাল এবং আছরের নামাযের পর মোসাফাহা করা, খানা-পিনা, পরিধান-অবস্থান এ ধরণের কাজে বিলাসিতা উদারতা গ্রহণ করা, সবুজ ছাদর শরীরে ধারণ করা, পরিধানের জামার খোলামেলা রাখা এসব কার্যাবলীতে মতভেদ রয়েছে, কোন কোন আলেম এগুলোকে বিদআতে মাকরূহার অন্তর্ভূক্ত করেছেন। আবার কিছু কিছু আলেম এসবকে রাসূলে পাক (ﷺ) এর যুগ ও সাহাবায়ে কেরামের সময়ের সুন্নাত হিসেবে নিয়েছেন। যেমন নামাযে আয়ুজুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ বড় করে পড়া সুন্নাত হওয়া না হওয়া সম্পর্কে।[৪৬৪]

---

৪৬৪ . (ক) তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত, নববী : ৩/২২ পৃ.
(খ) শরহি সহীহ্ মুসলিম, ইমাম নববী : ১/২৮৬ পৃ.
(গ) হুসনুল মাকাসিদ ফি আমলিল মাওলিদ, সুয়ুতী : ৫১ পৃ.
(ঘ) সুবুলুল হুদা ওয়ার রশাদ, সালেহী : ১/৩৭০

ইমাম নব্বী (রহ.) মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যায় বিদআতের প্রকরণ এবং প্রত্যেক প্রকারের বিস্তারিত আলোচনা লিখেন -

قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ[৪৬৫] هَذَا عَامٌّ مَخْصُوصٌ وَالْمُرَادُ غَالِبُ الْبِدَعِ قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ هِيَ كُلُّ شَيْءٍ عُمِلَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ قَالَ الْعُلَمَاءُ الْبِدْعَةُ خَمْسَةُ أَقْسَامٍ وَاجِبَةٌ وَمَنْدُوبَةٌ وَمُحَرَّمَةٌ وَمَكْرُوهَةٌ وَمُبَاحَةٌ فَمِنَ الْوَاجِبَةِ نَظْمُ أدلة المتكلمين للرَّدِّ عَلَى الْمَلَاحِدَةِ وَالْمُبْتَدِعِينَ وَشِبْهُ ذَلِكَ وَمِنَ الْمَنْدُوبَةِ تَصْنِيفُ كُتُبِ الْعِلْمِ وَبِنَاءُ الْمَدَارِسِ وَالرُّبُطِ وَغَيْرُ ذَلِكَ وَمِنَ الْمُبَاحِ التَّبَسُّطُ فِي أَلْوَانِ الْأَطْعِمَةِ وَغَيْرُ ذَلِكَ وَالْحَرَامُ وَالْمَكْرُوهُ ظَاهِرَانِ وَقَدْ أَوْضَحْتُ الْمَسْأَلَةَ بِأَدِلَّتِهَا الْمَبْسُوطَةِ فِي تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ فَإِذَا عُرِفَ مَا ذَكَرْتُهُ عُلِمَ أَنَّ الْحَدِيثَ مِنَ الْعَامِّ الْمَخْصُوصِ وَكَذَا مَا أَشْبَهَهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ وَيُؤَيِّدُ مَا قُلْنَاهُ قَوْلُ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فِي التَّرَاوِيحِ نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ[৪৬৬] وَلَا يَمْنَعُ مِنْ كَوْنِ الْحَدِيثِ عَامًّا مَخْصُوصًا قَوْلُهُ كُلُّ بِدْعَةٍ مُؤَكَّدًا بِكُلٍّ بَلْ يَدْخُلُهُ التَّخْصِيصُ مَعَ ذَلِكَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ[৪৬৭]

-রাসূলে পাক (ﷺ) এর ঘোষণা প্রত্যেক বিদআত ভ্রান্ত এটা "আম মাখছুছ" সাধারণত: এর অর্থ বিদআতে সাইয়্যিয়া নেয়া হয়। অভিধানবিদরা বলেছেন প্রত্যেক ঐ বস্তু যার পূর্বে কোন নমুনা নেই তা বিদআত। ওলামায়ে কেরাম বিদআতের পাঁচ প্রকার বলেছেন, বিদআতে ওয়াজিবা, মানদুবা, মোহরেমা, মাকরূহা এবং মুবাহা বর্ণনা করেছেন। বিদআতে ওয়াজিবার উদাহরণ মুতাকাল্লিমীন তথা আকায়েদবিদের প্রমাণাদিকে নাস্তিক ভ্রান্ত ধরণের কাজের প্রতিরোধে ব্যবহার করা। বিদআতে মুস্তাহাব্বাহর উদাহরণ যথা- কিতাব প্রণয়ন করা, মাদ্‌রাসা নির্মাণ, সরাইখানা বা এধরণের নির্মাণকাজ করা।

---

৪৬৫ . (ক) সুনানু আবি দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু লুযুমিস সুন্নাহ : ৪/২০০ হাদিস: ৪৬০৭
(খ) আল জামেয়ু আস সহীহ লিত তিরমিজি, কিতাবুল এলম, বাবু মা জায়া ফিল আখজে বিস সুন্নাহ : ৫/৪৪ হাদিস: ২৬৭৬
(গ) সুনানু ইবনে মাযা, মোকাদ্দমা, বাবু এত্তেবায়ীস সুন্নাতিল খোলাফায়ীর রাশেদীন : ১/১৫ নং ৪২
(ঘ) আল মুসনদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ৪/১২৬ পৃ.
(ঙ) আল-মুসনাদ, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল : ১/১৭৮ হাদিস: ৫
(চ) আস সুনানু দারমী : ১/৫৭ নং ৯৫
৪৬৬ . (ক) আল মুয়াত্তা মালিক, বাবু মা জায়া ফি কেয়ামে রমজান : ১/১১৪ হাদিস: ২৫০
(খ) শোয়াবুল ইমান, ইমাম বায়হাকী : ৩/১৭৭ হাদিস: ৩২৬৯
(গ) তানবীরুল হাওয়ালেক শরহি মুয়াত্তা মালিক, ইমাম সুয়ুতী : ১/১০৫ হাদিস: ২৫০
৪৬৭ .আল কুরআন-সূরা আহকাফ : ৪২ : আয়াত নং- ৫২

বিদআতে মুবাহার উদাহরণ বিভিন্ন প্রকারের রুচিসম্মত করা ও এ ধরনের বস্তুর ব্যবহার। বিদআতে হারাম ও মাকরুহ স্পষ্ট। এ মাসয়ালাকে বিস্তারিত প্রমাণাদিসহ আমি تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ কিতাবে আলোচনা করেছি আমার আলোচিত বিষয়াবলীর সাথে পরিচিত হলে বুঝা সহজ হবে যে এ হাদিস বা এ ধরনের অন্যান্য হাদিস যেগুলোর সাথে এগুলোর সাদৃশ্যতা রয়েছে সবগুলোই "আম মাখছুছ" এবং আমি যা বলেছি তার সহায়তায় হযরত ওমর ফারুক (ﷺ)এর বক্তব্য نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ তার এ কথা হাদিসকে "আম মাখছুছ" এর নিয়ম বহির্ভূত নয়। بِدْعَة'র মধ্যে كُلُّ শব্দের সাথে দৃঢ়তা রয়েছে তারপরও সেখানে তাখছীছ বিশেষত: অন্তর্ভূক্ত যেমন আল্লাহর বাণী- (তিনি প্রত্যেক বস্তুকে উৎপাঠন করবে) এর মধ্যে তাখছীছ বিশেষত: অর্ন্তভুক্ত।[৪৬৮]

৯. ইমাম শিহাবুদ্দিন আহমদ আল কারাফী আল মালেকী (رحمه الله) (৬৮৪ হি.)

মালেকী মাজহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহ ইমাম শিহাবুদ্দিন আহমদ বিন ইদ্রিস আলকারাফী (رحمه الله) তাঁর কিতাব أنوار البروق في أنوار الفروق এ বিস্তারিতভাবে বিদআতের প্রকরণ বর্ণনায় লিখেছেন -

اَلْبِدْعَةُ خَمْسَةُ أَقْسَامٍ (اَلْقِسْمُ الأَوَّلُ) وَاجِبٌ، وَهُوَ مَا تَتَنَاوَلُهُ قَوَاعِدُ الْوُجُوبِ وَأَدِلَّتُهُ مِنَ الشَّرْعِ كَتَدْوِينِ الْقُرْآنِ وَالشَّرَائِعِ إِذَا خِيفَ عَلَيْهَا الضَّيَاعُ فَإِنَّ التَّبْلِيغَ لِمَنْ بَعْدَنَا مِنَ الْقُرُونِ وَاجِبٌ إِجْمَاعًا، وَإِهْمَالُ ذَلِكَ حَرَامٌ إِجْمَاعًا فَمِثْلُ هَذَا النَّوْعِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُخْتَلَفَ فِي وُجُوبِهِ (اَلْقِسْمُ الثَّانِي): مُحَرَّمٌ، وَهُوَ بِدْعَةٌ تَنَاوَلَتْهَا قَوَاعِدُ التَّحْرِيمِ وَأَدِلَّتُهُ مِنَ الشَّرِيعَةِ كَالْمُكُوسِ وَالْمُحْدَثَاتِ مِنَ الْمَظَالِمِ الْمُنَافِيَةِ لِقَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ كَتَقْدِيمِ الْجُهَّالِ عَلَى الْعُلَمَاءِ وَتَوْلِيَةِ الْمَنَاصِبِ الشَّرْعِيَّةِ مَنْ لَا يَصْلُحُ لَهَا بِطَرِيقِ التَّوَارُثِ وَجَعْلِ الْمُسْتَنَدِ لِذَلِكَ كَوْنُ الْمَنْصِبِ كَانَ لِأَبِيهِ، وَهُوَ فِي نَفْسِهِ لَيْسَ بِأَهْلٍ (اَلْقِسْمُ الثَّالِثُ) مِنَ الْبِدَعِ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ، وَهُوَ مَا تَنَاوَلَتْهُ قَوَاعِدُ النَّدْبِ وَأَدِلَّتُهُ مِنَ الشَّرِيعَةِ كَصَلَاةِ التَّرَاوِيحِ وَإِقَامَةِ صُوَرِ الْأَئِمَّةِ وَالْقُضَاةِ وَوُلَاةِ الْأُمُورِ عَلَى خِلَافِ مَا كَانَ عَلَيْهِ أَمْرُ الصَّحَابَةِ بِسَبَبِ أَنَّ الْمَصَالِحَ وَالْمَقَاصِدَ الشَّرْعِيَّةَ لَا تَحْصُلُ إِلَّا بِعَظَمَةِ الْوُلَاةِ فِي نُفُوسِ النَّاسِ، وَكَانَ النَّاسُ فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ مُعْظَمُ تَعْظِيمِهِمْ إِنَّمَا هُوَ بِالدِّينِ وَسَابِقِ الْهِجْرَةِ ثُمَّ اخْتَلَّ النِّظَامُ وَذَهَبَ ذَلِكَ الْقَرْنُ وَحَدَثَ قَرْنٌ آخَرُ لَا يُعَظِّمُونَ إِلَّا بِالصُّوَرِ فَيَتَعَيَّنُ تَفْخِيمُ الصُّوَرِ حَتَّى تَحْصِيلَ الْمَصَالِحِ، وَقَدْ كَانَ عُمَرُ يَأْكُلُ خُبْزَ الشَّعِيرِ

---

৪৬৮. শরহে সহীহ্ মুসলিম, ইমাম নববী : ৬/১৫৪ পৃ.

وَالْمِلْحَ وَيَفْرِضُ لِعَامِلِهِ نِصْفَ شَاةٍ كُلَّ يَوْمٍ لِعِلْمِهِ بِأَنَّ الْحَالَةَ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا لَوْ عَمِلَهَا غَيْرُهُ لَهَانَ فِي نُفُوسِ النَّاسِ، وَلَمْ يَحْتَرِمُوهُ وَتَجَاسَرُوا عَلَيْهِ بِالْمُخَالَفَةِ فَاحْتَاجَ إِلَى أَنْ يَضَعَ غَيْرَهُ فِي صُورَةٍ أُخْرَى لِحِفْظِ النِّظَامِ؛ وَلِذَلِكَ لَمَّا قَدِمَ الشَّامَ وَوَجَدَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ قَدْ اتَّخَذَ الْحُجَّابَ وَأَرْخَى الْحِجَابَ، وَاتَّخَذَ الْمَرَاكِبَ النَّفِيسَةَ وَالثِّيَابَ الْهَائِلَةَ الْعَلِيَّةَ، وَسَلَكَ مَا يَسْلُكُهُ الْمُلُوكُ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّا بِأَرْضٍ نَحْنُ فِيهَا مُحْتَاجُونَ لِهَذَا فَقَالَ لَهُ لَا آمُرُكَ، وَلَا أَنْهَاكَ وَمَعْنَاهُ أَنْتَ أَعْلَمُ بِحَالِكَ هَلْ أَنْتَ مُحْتَاجٌ إِلَى هَذَا فَيَكُونُ حَسَنًا أَوْ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إِلَيْهِ فَدَلَّ ذَلِكَ مِنْ عُمَرَ وَغَيْرِهِ عَلَى أَنَّ أَحْوَالَ الْأَئِمَّةِ وَوُلَاةِ الْأُمُورِ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَعْصَارِ وَالْأَمْصَارِ وَالْقُرُونِ وَالْأَحْوَالِ فَلِذَلِكَ يَحْتَاجُونَ إِلَى تَجْدِيدِ زَخَارِفَ وَسِيَاسَاتٍ لَمْ تَكُنْ قَدِيمًا وَرُبَّمَا وَجَبَتْ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ (الْقِسْمُ الرَّابِعُ) بِدَعٌ مَكْرُوهَةٌ، وَهِيَ مَا تَنَاوَلَتْهُ أَدِلَّةُ الْكَرَاهَةِ مِنَ الشَّرِيعَةِ وَقَوَاعِدِهَا كَتَخْصِيصِ الْأَيَّامِ الْفَاضِلَةِ أَوْ غَيْرِهَا بِنَوْعٍ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَمِنْ ذَلِكَ فِي الصَّحِيحِ مَا خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «نَهَى عَنْ تَخْصِيصِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ أَوْ لَيْلَتِهِ» بِقِيَامٍ[٤٦٩]، وَمِنْ هَذَا الْبَابِ الزِّيَادَةُ فِي الْمَنْدُوبَاتِ الْمَحْدُودَاتِ كَمَا وَرَدَ فِي التَّسْبِيحِ عَقِيبَ الصَّلَوَاتِ ثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ فَيَفْعَلُ مِائَةً وَوَرَدَ صَاعٌ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ فَيَجْعَلُ عَشَرَةَ آصُعٍ بِسَبَبِ أَنَّ الزِّيَادَةَ فِيهَا إِظْهَارُ الِاسْتِظْهَارِ عَلَى الشَّارِعِ، وَقِلَّةُ أَدَبٍ مَعَهُ بَلْ شَأْنُ الْعُظَمَاءِ إِذَا حَدَّدُوا شَيْئًا وُقِفَ عِنْدَهُ، وَالْخُرُوجُ عَنْهُ قِلَّةُ أَدَبٍ وَالزِّيَادَةُ فِي الْوَاجِبِ أَوْ عَلَيْهِ أَشَدُّ فِي الْمَنْعِ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى أَنْ يُعْتَقَدَ أَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ الْأَصْلُ، وَالْمَزِيدُ عَلَيْهِ؛ وَلِذَلِكَ نَهَى مَالِكٌ عَنْ إِيصَالِ سِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ لِئَلَّا يُعْتَقَدَ أَنَّهَا مِنْ رَمَضَانَ وَخَرَّجَ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ[٤٧٠] «أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ إِلَى مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَصَلَّى الْفَرْضَ وَقَامَ لِيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: اجْلِسْ حَتَّى تَفْصِلَ بَيْنَ فَرْضِكَ وَنَفْلِكَ فَبِهَذَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا فَقَالَ لَهُ – عَلَيْهِ السَّلَامُ –: أَصَابَ اللَّهُ بِكَ يَا

---

৪৬৯ .(ক) সহীহ্ মুসলিম: ২/৮০১ হাদিস: ১১৪৪
(খ) সহীহ্ ইবনে হুজায়মা: ২/১৯৮ হাদিস: ১১৭৬
(গ) সহীহ্ ইবনে হিব্বান : ৮/৩৭৬ হাদিস: ৩৬১২
(ঘ) আল মুসতাদরক আলাস সহীহাইন, ইমাম হাকিম : ১/৪৫৫ হাদিস: ১১৭৬
(ঙ) আস সুনানুল কুবরা, ইমাম বায়হাকী: ৪/৩০২ হাদিস: ৮২৭৩
(চ) আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ২/২৩৪ পৃ.
৪৭০ .(ক) আস সুনানু আবি দাউদ : ১/২৬৪
(খ) আস সুনানুল কুবরা, ইমাম বায়হাকী : ২/১৯০ হাদিস:২৮৬৭
(গ) মাজমাউজ জাওয়ায়িদ, ইমাম হাইসামী : ২/২৩৪

ابْنَ الْخَطَّابِ» يُرِيدُ عُمَرُ أَنَّ مَنْ قَبْلَنَا وَصَلُوا النَّوَافِلَ بِالْفَرَائِضِ فَاعْتَقَدُوا الْجَمِيعَ وَاجِبًا، وَذَلِكَ تَغْيِيرٌ لِلشَّرَائِعِ، وَهُوَ حَرَامٌ إِجْمَاعًا (الْقِسْمُ الْخَامِسُ) الْبِدَعُ الْمُبَاحَةُ، وَهِيَ مَا تَنَاوَلَتْهُ أَدِلَّةُ الْإِبَاحَةِ وَقَوَاعِدُهَا مِنَ الشَّرِيعَةِ كَاتِّخَاذِ الْمَنَاخِلِ لِلدَّقِيقِ فَفِي الْآثَارِ أَوَّلُ شَيْءٍ أَحْدَثَهُ النَّاسُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اتِّخَاذُ الْمَنَاخِلِ لِلدَّقِيقِ؛ لِأَنَّ تَلْيِينَ الْعَيْشِ وَإِصْلَاحَهُ مِنَ الْمُبَاحَاتِ فَوَسَائِلُهُ مُبَاحَةٌ

পাঁচ প্রকার বিদআতের - প্রথম প্রকার

ওয়াজিব এটা ঐ বিদআত যা ওয়াজিবের নিয়ম কানুন সম্বলিত এবং এর প্রমাণ শরীয়তে বিদ্যমান। যেমন বিনষ্ট হওয়ার ভয়ে কুরআনে মাজীদ ও শরীয়তের সংকলন, নিশ্চয় আমাদের পরবর্তী আগত ভবিষ্যতের প্রতি প্রচার করা, তাদের প্রতি দীন পৌঁছে দেয়া সর্বসম্মত মতে ওয়াজিব এবং তাবলীগের কাজ পরিহার সম্মিলিতভাবে হারাম। এ ধরণের কার্যাবলী ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য অনুচিত।

দ্বিতীয় প্রকার

বিদআতে মুহাররামাহ: এটা ঐ বিদআত যার দলিল শরিয়াতে হারামের নিয়ম সম্বলিত যেমন- কর, বা এ রকম নতুন অত্যাচারমূলক কার্যাবলী, যা শরিয়তের নিয়ম নীতির পরিপন্থী। যেমন দীন সম্পর্কে অজ্ঞ লোকদের আলেমদের উপর প্রধান্য দেয়া এবং শরীয়তের এমন কোন পদে অধিষ্টিত করা যা পৈত্রিক বা উত্তরাধিকার সূত্রেও প্রযোজ্য নয়। অথচ এটা তার জন্য উচিত মনে করা যা তার বাবার জন্য উপযুক্ত ছিল। কিন্তু সে শুধুমাত্র ছেলে হওয়ার কারণে উপযুক্ততা না থাকার পরও তাকে ঐ পদে বসানো।

তৃতীয় প্রকার

মুস্তাহাব্বাহ বিদআত, এটা ঐ বিদআত যা ইসতিহবারের নিয়ম কানুন সম্বলিত এবং শরীয়তে তার সহায়তায় দলিল বিরাজিত যেমন- তারাবীহর নামায, সাহাবায়ে কেরামের নির্দেশের বিপরীত (কল্যাণ ও ভালোর জন্য) বিভিন্ন সময়ের প্রশাসক ও বিচারপতিরা, গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের ফটো প্রদর্শন সংরক্ষণ করা। এসব এ কারণে যে, অসংখ্য কল্যাণময় ও শরয়ী উদ্দেশ্যাবলী মানুষের অন্তরে সময়ের প্রশাসকদের সম্মান ও মার্যাদা প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া সম্ভব নয়। সাহাবায়ে কেরামের সময় রাসূলে পাক (ﷺ) এর নিকটতম ও হিজরতকারী হওয়ার কারণে সাধারণ মানুষের অন্তরে

তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও মর্যাদাবোধ ছিল। অতঃপর পরিবেশ পরিবর্তন হল, সে যুগ অতিবাহিত হল। নব যুগের সূচনা হল, এ সময় লোকে ফটো ছাড়া সম্মান করেনা। সুতরাং ফটোর অবস্থান মানুষ মেনে নিল, এমনকি সম্পর্কিত কল্যাণাদি অর্জিত হল। এভাবে হযরত ওমর (ﷺ) নিজে যবের রুটি ও লবণ খেতেন, যখন তাঁর কর্মচারীদের প্রত্যেকের জন্য অর্ধেক ছাগল দৈনিক বন্টন করে রেখেছিল। কেননা, অন্যান্য কর্মচারীরাও যদি এভাবে চলত যেভাবে হযরত ওমর (ﷺ) চলতেন। তাহলে সাধারণ জনতার কাছে তাঁর মর্যাদা থাকত না, তাঁকে সম্মান করতেন না। বরং তাঁর বিরোধিতায় নেমে পড়ত। অতএব প্রয়োজন অনুভব হতে লাগল যে, ভিন্ন অবয়ব ও পরিচালনার জন্য প্রস্তুত রাখা। এভাবে হযরত ওমর (ﷺ) যখন সিরিয়া (শাম) গেলেন তখন হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (ﷺ) কে দেখলেন যে, তিনি পর্দা লাগিয়েছেন এবং পর্দা টাঙ্গানো ঘরে অবস্থান করছেন। সুন্দর আরোহী উন্নতমানের সম্মান ও মর্যাদাজনক কাপড় পরিধান করেছেন। তিনি জনসমক্ষে এভাবে আসতেন যে ভাবে রাজা-বাদশাহ আসতেন। এ ব্যাপারে যখন উনাকে জিজ্ঞাসা করা হল, উত্তরে তিনি বললেন, আমরা এমন এলাকায় রয়েছি, যেখানে জনগণকে শাসন করতে এসব প্রয়োজন। তখন সাইয়্যিদুনা ওমর ফারুক (ﷺ) উনাকে বললেন যে, আমি এসব করার জন্য নির্দেশও দেব না, আবার নিষেধও করব না। তার অর্থ হল যে, তোমার নিজের অবস্থান তুমি নিজে ভাল জান। কোনটা প্রয়োজন কোনটা প্রয়োজন নয়। যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে এসব কর। অতএব হযরত ওমর (ﷺ) ও অন্যান্যদের দৃষ্টান্ত থেকে (Precedents) দলিল পাওয়া যায় যে, ইমামগণের অবস্থাদি রাষ্ট্রপরিচালনার কার্যাবলী, যামানা, শহর বা সময়ের পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয়। এভাবে তাদের সৎ কার্যাবলী ও সুন্দর রাজনৈতিক আচরণে বিভিন্ন প্রকরণ প্রয়োজন যাতে এসব আচরণ যেন পুরাতন (সেকেলে) না হয়। কখনো কখনো এসব কৌশল ওয়াজিব হয়ে যায়।

চতুর্থ প্রকার

বিদআতে মাকরূহ এটা ঐ বিদআত যা শরীয়ত এবং এর নিয়মাবলী থেকে দলীল সমূহ কেরাহত অপছন্দের সমন্বয়ে হয়। যেমনঃ কোন কোন ফজিলত পূর্ণ ও বরকতপূর্ণ দিনকে ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা। উদাহরণ হিসেবে ঐ হাদিসকে উপস্থাপন করা হয় যা ইমাম মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দেসীনরা বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলে পাক (ﷺ) জুমার দিন রোজা রাখা এবং সে রাত

ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করাকে নিষেধ করেছেন। এভাবে এ অধ্যায়ে নির্দিষ্ট বৈধ কার্যাবলীতে বৃদ্ধিকরণ যেমন: নামাযের পর তেত্রিশ বার তাসবীহ পড়াকে একশ বার করা অনুরূপ যাকাত ফিৎরার জন্য এক চা'র পরিবর্তে দশ চা'করা। এসব একারণে যে এসব কার্যাবলীতে বৃদ্ধিকরণ (শারেয়) শরীয়ত প্রবর্তন কারীর সিদ্ধান্তের উপর ধৃষ্টতা ও বেয়াদবী। অতএব বড় ব্যক্তিবর্গের শান হল যে, যদি তাদেরকে কোন কাজ থেকে বিরত রাখলে বিরত থাকে। কেননা এ নির্দেশ অমান্য বেয়াদবী। সুতরাং কোন ওয়াজিব কাজে বৃদ্ধিকরণ বা ওয়াজিব কাজের উপর বৃদ্ধিকরণ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, কারণ এভাবে বিশ্বাস করা যে ওয়াজিব এবং ওয়াজিবের উপর বৃদ্ধি উভয়ই ওয়াজিব। যেভাবে ইমাম মালেক (রহ.) শাওয়ালের ছয় রোজাকে মিলিয়ে রাখতে মানা করেছেন, যাতে কেউ একথা না বুঝে যে, শাওয়ালের ছয় রোজা ও রমজানের মত ফরজ বা রমজানের অংশ। এভাবে ইমাম আবু দাউদ (রহ.) স্বীয় সুনানে উল্লেখ করেছেন যে, এক ব্যক্তি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে ফরজ নামায আদায় করে দাড়িয়ে গিয়েছেন, দু'রাকাত নফল পড়তে। তাকে ফারুকে আজম (রাঃ) বললেন বসে যাও যাতে তোমার ফরজ এবং নফল নামাযে পার্থক্য হয়। এ কারণে আমাদের পূর্ববর্তীরা ধ্বংস হয়েছিল। এরপর সরকারে দো-আলম (ﷺ) বললেন, হে খাত্তাবের ছেলে তোমাকে আল্লাহপাক সঠিক পেয়েছে। হযরত ওমর (রাঃ) বক্তব্য ছিল আমাদের পূর্ববর্তীরা ফরজ এবং নফলকে মিলিয়ে পরে সবগুলোকে ওয়াজিবের অর্ন্তভূক্ত করেছিল। এটা শরীয়তের পরিবর্তন যা সম্মিলিতভাবে হারাম।

পঞ্চম প্রকার বিদআতে মুবাহ

বিদআতে মুবাহ হল কোন বস্তুর দলিল শরীয়তের নিয়ম পদ্ধতি অনুযায়ী ইবাহতের বিধানানুযায়ী যথা: আটা পরিষ্কার করার জন্য চালনি ব্যবহার এবং রাসূলে পাক (ﷺ) এর পরে আসার বা হাদিসে প্রথম যে বস্তু সৃষ্টি সম্পর্কে আসছে তাহল اتخاذ المناخل للدقيق আটাকে পরিচ্ছন্ন করার জন্য চালনি ব্যবহার। কেননা, সাধারনত: মানুষ হালকা নরম ও সূক্ষ্ম বস্তু পছন্দ করেন এবং তার মেরামত মুবাহ, মুবাহ ধারণ করার যাবতীয় সরঞ্জাম মুবাহ।[৪৭১]

৪৭১.(ক) আনওয়ারুল বারুক ফি আনওয়ারুল ফারুক : ৪/২০২-২০৫
(খ) শুয়াবুল ইমান, বায়হাকী : ৩/১৭৭ হাদিস: ৩২৬৯
(গ) তানবীরুল হাওয়ালেক শরহি মুয়াত্তা মালিক : ১/১০৫ হাদিস: ২৫০

১০. আল্লামা জামালউদ্দিন মুহাম্মদ বিন মোকাররম ইবনে মানজুর আল আফ্রীকি (রহ.) (৭১১হি.)

আল্লামা জামাল উদ্দিন ইবনে মনজুর আফ্রীকি স্বীয় প্রসিদ্ধ কিতাব لسان العرب এ আল্লামা ইবনে আসীর জাজরী (রহ.) (৬০৬ হি.) র সূত্রে বর্ণনা করেন যে হাদিসে পাক كلُّ مُحْدَثَة بدْعَةٌ (প্রত্যেক নতুন কাজ বিদআত) শুধুমাত্র ঐসব কাজের জন্য যা পবিত্র শরীয়তের বিপরীত হয় এবং ঐ সব বিদআত যা শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক না হয় তা বৈধ জায়েজ। তিনি লিখেন

والبِدْعةُ: الحَدَث وَمَا ابْتدِعَ مِنَ الدِّينِ بَعْدَ الإكمال. ابْنُ السِّكِّيت: البِدْعةُ كلُّ مُحْدَثة. وَفِي حَدِيث عُمَرَ، رَضِيَ الله عنه، فِي قِيام رمضانَ: نِعْمت البِدْعةُ هَذِه[٤٧٢].

ابْنُ الأثير: البِدْعةُ بِدْعتان: بدعةُ هُدى، وبدْعة ضَلَال، فَمَا كَانَ فِي خِلَافِ مَا أمر اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَهُوَ فِي حَيِّزِ الذَّمِّ والإنكار، وَمَا كَانَ وَاقِعًا تَحْتَ عُمومِ مَا نَدَبَ اللهُ إِلَيه وحَضَّ عَلَيْهِ أو رسولُه فَهُوَ فِي حَيِّزِ الْمَدْحِ، وَمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثال مَوْجُودٌ كنَوْعٍ مِنَ الجُود وَالسَّخَاءِ وفِعْل الْمَعْرُوفِ فَهُوَ مِنَ الأفعال الْمَحْمُودَة، وَلَا يَجُوزُ أن يَكُونَ ذَلِكَ فِي خِلَافِ مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِهِ لأن النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ جَعَلَ لَهُ فِي ذَلِكَ ثَوَابًا فَقَالَ: مَن سَنَّ سُنَّة حسَنة كَانَ لَهُ أجرُها وأجرُ مَن عَمِلَ بِهَا، وَقَالَ فِي ضِدِّهِ: مَن سَنَّ سُنَّة سَيِّئة كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُها ووِزْر مَن عَمِلَ بِهَا[٤٧٣]، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ فِي خِلَافِ مَا أمر اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ، قَالَ: وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ قَوْلُ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: نعمت البِدْعةُ هَذِه، لَمَّا كَانَتْ مِنْ أفعال الْخَيْرِ وَدَاخِلَةً فِي حَيِّزِ الْمَدْحِ سَمَّاها بِدْعَةً ومدَحَها لأَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم، لم يَسُنَّها لَهُمْ، وإنما صلَّاها لَيالِيَ ثُمَّ تَرَكَهَا وَلَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا وَلَا جَمَعَ النَّاسَ لَهَا وَلَا كَانَتْ فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ وإنما عُمَرُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، جَمَعَ النَّاسَ عَلَيْهَا وندَبهم إليها فَبِهَذَا سَمَّاهَا بِدْعَةً، وَهِيَ عَلَى الْحَقِيقَةِ سُنَّة لِقَوْلِهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ

৪৭২.(ক.) মালেকে ইমামে মুওয়াত্তা, বাবুত মাযাআ ফি কিয়ামি রামাদান : ১/১১৪, হাদিস: ২৫০
(খ) ইমাম বায়হাকী শয়াইবুল ইমান : ৩/১৭৭, নং ৩২৬৯
(গ) ইমাম ছিয়ুতি তানবীরুল হাওয়ালেক, সরহে মওয়াত্তায়ে মালিক : ১/১০৫, হাদিস: ২৫০
৪৭৩. (ক) সহীহ মুসলিম, কিতাবুজ যাকাত, বাবুল হিস্সে আলাস সদকাহ : ২/৭০৫ নং ১০১৭
(খ) সুনানু নাসায়ী, কিতাবুজ যাকাত, বাবুত তাহরীসে আলাস সদকাহ : ৫/৫৫,৫৬ নং ২৫৫৪
(গ) সুনানু ইবনে মাযা, মোকাদ্দমা, বাবু সান্না সুন্নাতান হাসানাতান আউ সাইয়্যিয়াতান : ১/৭৪ নং ২০৩
(ঘ) আল মুসনাদ, আহমদ বিন হাম্বল : ৪/৩৫৭-৩৫৯

الخُلفاء الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي[474] وَقَوْلُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي: أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ[475]، وَعَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ يُحمل الْحَدِيثُ الآخَرُ: كلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ إِنَّمَا يُرِيدُ مَا خالَفَ أُصولَ الشَّرِيعَةِ وَلَمْ يُوَافِقِ السُّنَّةَ.

-বিদআতের অর্থ হল ইহদাস বা নতুন তৈরী করা অথবা প্রত্যেক ঐ কাজ যা দ্বীনের পূর্ণতায় ধর্মীয় কোন কৌশলকে সামনে রেখে শুরু করা হয় ইবনে সকীত বলেন, প্রত্যেক নতুন কাজ বিদআত, যেমন রমজানের কিয়াম বা তারাবীহর সূত্রে হযরত ওমর (ﷺ) হাদিস نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ ইবনে আসীর বলেন, বিদআত দু'প্রকার (১) বিদআতে হাসানা (২) বিদআতে সাইয়্যেয়াহ্, যে কাজ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলে (ﷺ) এর নির্দেশাবলীর বিপরীত হয় তা নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ। বা কোন এমন সাধারণ নিদের্শের অংশ যাকে মহান আল্লাহ পাক মুস্তাহাব করেছেন বা আল্লাহ তায়ালা ও রাসূলে পাক (ﷺ) এ নির্দেশের প্রতি উৎসাহিত করেছেন। তখন একাজ প্রশংসনীয় এবং যে কাজের নমুনা বিরাজমান ছিল না পূর্বে। যথা : বদান্যতার প্রকরণ ও অন্যান্য সৎ কাজ এসব ভাল কাজের অন্তর্ভূক্ত শর্ত হল যে, এসব যেন শরীয়তের পরিপন্থী না হয়, কেননা রাসূলে পাক (ﷺ) এ ধরণের কাজে সাওয়াবের সুসংবাদ দিয়েছেন। আঁকা (ﷺ) বলেছেন- যে ব্যক্তি ভাল কাজের সূচনা করল তাকে এ সূচনার সাওয়াব দেয়া হবে, দেয়া হবে ঐব্যক্তির আমলের সাওয়াবও যে এ সূচনাকৃত কাজের উপর আমল করেছেন। তার বিপরীতে বলেছেন- যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজের সূচনা করেছে তাকে তার সূচনাকৃত কাজের শাস্তি দেয়া হবে, আরো দেয়া হবে তার সূচনাকৃত কাজের উপর অন্য যে ব্যক্তি আমল করেছে তার আমলের শাস্তিও এবং এটা ঐ সময় যখন একাজ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) এর নির্দেশের বিপরীত হয়। এ ধরনের প্রশংসনীয় বিদআতের মধ্যে হচ্ছে সৈয়্যদিনা ওমর ফারুক (ﷺ) এর বক্তব্য نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ ।

৪৭৪.(ক) সুনান আবি দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু ফি লজুমিস সুন্নাহ : ৪/২০০ হাদিস: ৪৬০৭
(খ) আল জামিয়ু লিত তিরমিজি, কিতাবুল এলম, বাবু মা জায়া ফিল আখজে বিস সুন্নাহ : ১৫/৪৪ হাদিস: ২৬৭৬
(গ) সুনানু ইবনে মাযা, মোকাদ্দমা, বাবু এত্তিবায়ীস সুন্নাহ আল খুলাফায়ীর রাশিদান : ১/১৫ হাদিস: ৪২
(ঘ) আল মুসনাদ, আহমদ বিন হাম্বল : ৪/১২৬
৪৭৫. (ক) আল জামেয়ু লিত তিরমিজি, কিতাবুল মোনাকেব আনির রাসুলে (ﷺ) বাবু মোনাকেবে আবি বকর ওয়া ওমরা : ৫/৬০৯ হাদিস: ৩৬৬২
(খ) সুনানু ইবনে মাযাহ, বাবু ফি ফজলে আসহাবি রাসুলিল্লাহ (ﷺ) ১/৩৭ পৃ. হাদিস: ৯৭
(গ) আল-মুস্তাদরাক, ইমাম হাকেম : ৩/৭৯ হাদিস: ৪৪৫১
(ঘ) আস-সুনানুল কোবরা, ইমাম বায়হাকী : ৫/২১২ হাদিস: ৯৮৩৬

অতএব যখন কোন কাজ ভাল কাজের অন্তর্ভূক্ত হয় এবং প্রশংসার স্তরে উপনীত হয়, তখন তাকে শাব্দিকভাবে বিদআত বলা হবে। কিন্তু তার সৌন্দর্য্য বর্ণনা করা হবে। কেননা, হুজুরে পাক (ﷺ) এ (জামাত সহকারে তারাবীহর নামায) কাজকে তাদের জন্য প্রচলন করে যাননি। তিনি (ﷺ) মাত্র কয়েক রাত পড়েছেন অতঃপর (জামাত সহকারে পড়া) পরিহার করেছেন এবং (পরে) তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করেননি, একত্রিত করেন নি সাহাবায়ে কেরামকে এ কাজে, একত্রিত করেননি পরে সিদ্দিকে আকবর (ﷺ) এর সময়ে জামাতে নামায পড়তে। পরে সাইয়্যেদুনা ওমর ফারুক (ﷺ) সাহাবায়ে কেরাম তথা সাধারণ জনগণকে একত্রিত করলেন, মনযোগী হলেন এ কাজের প্রতি, একারণে এটাকে বিদআত বলা হয়েছে। অথচ রাসূলে পাক (ﷺ) এর একথা - عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي এবং اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي: أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ হাদিসের কারনে মূলতঃ সুন্নাত, অতএব এ ব্যাখ্যার কারনে হাদিস كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ (প্রত্যেক নতুন সৃষ্টি বিদআত) কে শরীয়তের বিপরীত ও সুন্নাতের পরিপন্থী কাজে প্রয়োগ করা হবে।[৪৭৬]

১১. আল্লামা তকীউদ্দিন আহমদ বিন আবদুল হালিম ইবনে তায়মিয়াহ (৭২৮ হি.)

ইমাম ইবনে তায়মীয়াহ স্বীয় কিতাব "মিনহাজুস সুন্নাহ"য় লুগাবী বিদআত ও শারয়ী বিদআতের ব্যাখ্যায় نعمت البدعة هذه এর অধীনে বর্ণনা করেন।

سَمَّاهُ بِدْعَةً، لِأَنَّ مَا فُعِلَ ابْتِدَاءً يُسَمَّى بِدْعَةً فِي اللُّغَةِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِدْعَةً شَرْعِيَّةً؛ فَإِنَّ الْبِدْعَةَ الشَّرْعِيَّةَ الَّتِي هِيَ ضَلَالَةٌ هِيَ مَا فُعِلَ بِغَيْرِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ[৪৭৭]

অর্থাৎ, এ কাজটাকে বিদআত এ কারণে বলা হয়েছে যে, ইতোপূর্বে এ কাজ এভাবে হয়নি। অতএব এটা বিদআত লুগাবী; বিদআত শারয়ী নয়। কেননা, বিদআতে শারয়ী ঐ ভ্রান্ততা যার পরিপূর্ণহতা শারয়ী দলিল ব্যতীত হয়েছে। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া বিদআতে হাসানা ও বিদআতে দালালাহর অর্থকে আরো ব্যাপকভাবে বর্ণনায় লিখেন -

وَمِنْ هُنَا يُعْرَفُ ضَلَالُ مَنْ ابْتَدَعَ طَرِيقًا أَوْ اعْتِقَادًا زَعَمَ أَنَّ الْإِيمَانَ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِهِ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّ الرَّسُولَ لَمْ يَذْكُرْهُ وَمَا خَالَفَ النُّصُوصَ فَهُوَ بِدْعَةٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ وَمَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ خَالَفَهَا

---

৪৭৬. লিসানুল আরব, ইবনে মানজুর আফ্রিকী : ৮/৬ পৃ.

৪৭৭. মিনহাজুস সুন্নাহ, ইবনে তায়মীয়া : ৪/২২৪ পৃ.

فَقَدْ لَا يُسَمَّى بِدْعَةً قَالَ الشَّافِعِيُّ – رَحِمَهُ اللَّهُ –: الْبِدْعَةُ بِدْعَتَانِ: بِدْعَةٌ خَالَفَتْ كِتَابًا وَسُنَّةً وَإِجْمَاعًا وَأَثَرًا عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَذِهِ بِدْعَةُ ضَلَالَةٍ. وَبِدْعَةٌ لَمْ تُخَالِفْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَهَذِهِ قَدْ تَكُونُ حَسَنَةً لِقَوْلِ عُمَرَ: نِعْمَتْ الْبِدْعَةُ هَذِهِ[৪৭৮] هَذَا الْكَلَامُ أَوْ نَحْوُهُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيحِ فِي الْمَدْخَلِ

-"এ বক্তব্য থেকে "দালালাহ" শব্দের অর্থ বুঝা যায় যে-যদি কেউ এ কথা জানার পর যে রাসূলে পাক (ﷺ) এটা বর্ণনা করেননি কোন পদ্ধতি বা আক্বিদার সূচনা এ ধারণায় করেছে যে, ঈমান এ কাজ ছাড়া পূর্ণ নয়, এটাই ভ্রান্ত বা দালালাহ এবং যে বস্তু বা কাজ শরীয়াতের দলীলের (নুসুসের) পরিপন্থী হয় তা মুসলমানদের ঐক্যমতে বিদআত। আর যে কাজ সম্পর্কে কোরআন-সুন্নাহর বিপরীত হওয়া জানা না থাকে এধরনের কাজকে বিদআত নাম দেয়া যাবে না। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বিদআত দু'প্রকার বলেছেন, প্রথমত: ঐ বিদআত যা কুরআন, সুন্নাহ এজমা ও সাহাবায়ে কেরামের কারো কারো বক্তব্যের বিপরীত হয় তা হলে এ বিদআতে দালালাহ্। আর যে বিদআত (কুরআন, সুন্নাহ, এজমা এবং আসারে সাহাবা) এসবের বিপরীত হয় না, তখন তা বিদআতে হাসানা। যেমন হযরত ওমর (রাঃ) এর বক্তব্য نِعْمَتْ الْبِدْعَةُ هَذِهِ (কত উত্তম বিদআত এটা) বা এ ধরণের অন্য বর্ণনা যা ইমাম বায়হাকী নিজের সঠিক সনদ সহকারে الْمَدْخَلِ 'আল মাদখাল' নামক কিতাবে বর্ণনা করেছেন।"[৪৭৯]

১২. ইমাম হাফেজ এমাদউদ্দিন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাসীর (রহ.) (৭৭৪ হি.)

হাফেজ এমাদ উদ্দিন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাসীর (রহ.) সীয় তাফসীর تفسير القرآن العظيم তাফসীরুল কুরআনিল আযীমে বিদআতের প্রকরণ বর্ণনা করে লিখেন-

وَالْبِدْعَةُ عَلَى قِسْمَيْنِ: تَارَةً تَكُونُ بِدْعَةً شَرْعِيَّةً، كَقَوْلِهِ: «فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» ، وَتَارَةً تَكُونُ بِدْعَةً لُغَوِيَّةً، كَقَوْلِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عمر بن الخطاب عَنْ جَمْعِهِ إِيَّاهُمْ عَلَى صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ وَاسْتِمْرَارِهِمْ: نعمت البدعة هذه.

---

৪৭৮. (ক) আল মুয়াত্তা মালিক, বাবু মা যায়া ফি কেয়ামে রমজান : ১/১১৪ পৃ. হাদিস: ২৫০

(খ) শোয়াবুল ইমান, বায়হাকী : ৩/১৭৭ হাদিস: ৩২৬৯

(গ) তানবীরুল হাওয়ালেক শরহি মুয়াত্তা মালিক, ইমাম সুয়ুতী : ১/১০৫ হাদিস: ২৫০

৪৭৯. ইবনে তাইমিয়া, মাজমাউল ফাতওয়া, ২০/১৬৩পৃ.

-বিদআত দু'প্রকার কখনো এটা বিদআতে শারয়ীয়াহ হয়। যেমন: নবীয়ে পাক (ﷺ) এর বক্তব্য فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ কেননা প্রত্যেক নতুন কাজ বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআত ভ্রান্ত।[৪৮০] আবার এটা বিদআতে লুগাবীয়া হয় যেমন আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর ফারুক (رضي الله عنه) এর বক্তব্য সাহাবায়ে কেরাম সাধারণ মুসলিমকে জামাতে তারাবীহর নামাযে একত্রিকরণ এবং তা ধারাবাহিক চালিয়ে যাওয়ার প্রতি উৎসাহিত করে। এটা কত উত্তম বিদআত বলা।[৪৮১]

উল্লেখিত আলোচনায় হাফেজ ইবনে কাসির বিদআতকে বিদআতে শরয়ীয়া ও বিদআতে লুগাবীয়ায় ভাগ করেছেন। এখানে বিদআতে দলালাহকে বিদআতে শারয়ীয়া হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। তাঁর কাছে প্রত্যেক বিদআত নিন্দনীয় ও ভ্রান্ত নয় বরং প্রত্যেক খারাপ ও নিন্দনীয় বিদআতই ভ্রান্ত পক্ষান্তরে তার বিপরীত বিদআতে লুগাবীয়া বলেছেন, তার উদাহরণ দিয়েছেন ফারুকে আযম (رضي الله عنه) এর বক্তব্য এটা কত উত্তম বিদআত দিয়ে, (৪৭২ - ক-গ) এখানে বিদআত অর্থ বিদআতে লুগাবী, বিদআতে দালালাহ্ নয়।

গুরুত্বপূর্ণ রহস্য

আল্লামা ইবনে তাইমীয়াহ এবং হাফেজ ইবনে কাসীর হযরত ওমর ফারুকের বক্তব্য نعمت البدعة هذه (কত উত্তম বিদআত) এ বিদআতকে বিদআতে লুগাবী বলেছেন অথচ হযরত ওমর ফারুক (رضي الله عنه) কখনো এটাকে বিদআতে লুগাবী বলেননি। বরং তিনি বিদআতের সাথে نعم শব্দ ব্যবহার করেছেন। যার অর্থ হচ্ছে যে, তিনি এটা প্রশংসনীয় বিদআত বলেছে, এ অর্থের সাক্ষীপ্রমান কোরআনে পাকেও বিরাজিত। সূরায়ে সোয়াদে এরশাদ হচ্ছে نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ হযরত সোলায়মান (আলাইহিস সালাম) কত উত্তম ব্যক্তি ছিলেন, নিশ্চয় তিনি অনেক তোওবাকারী ছিলেন।[৪৮২] এ আয়াতে পাকে نعم শব্দ ব্যবহার হয়েছে তার শাব্দিক অর্থ হয় না বরং তার অর্থ প্রশংসনীয় হয়। মোট কথা, হযরত ওমর ফারুক (رضي الله عنه) যেমন نعم البدعة هذه বলেছেন শাব্দিক বা

---

৪৮০. (ক) আল মুয়াত্তা মালিক বাবু মা যায়া ফি কিয়ামে রমজান : ১/১০৫ হাদিস: ২৫০
(খ) শুয়াবুল ঈমান, ইমাম বায়হাকী : ৩/১৭৭ হাদিস: ৩২৬৯
(গ) তানভীরুল হাওয়ালিক শরহি মুয়াত্তা মালিক, ইমাম সুয়ূতী : ১/১০৫ হাদিস: ২৫০
৪৮১. তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, ইমাম ইবনে কাসীর : ১/১৬১
৪৮২. আল কুরআন - সুরা - ছোয়াদ : ৩৮ : আয়াত নং-৩০

অভিধানিক ভাবে তার অর্থ হয় প্রশংসনীয় বিদআত অর্থাৎ অভিধানিক ভাবে বিদআতে লুগাবীর অর্থ বিদআতে হাসানা।

১৩. ইমাম আবু এছহাক ইব্রাহিম বিন মূছা আস্ শাতবী (রা.) (৭৯০ হি.)

আল্লামা আবু এসহাক সাতবী (রহ.) বড় মাপের একজন মুহাদ্দিস, ফকীহ ও উসুল বিশারদ ছিলেন। অষ্টম হিজরীর নতুন চিন্তাবিদ ফকীহদের সাথে তাঁর গণনা হয়। তিনি তাঁর "الاعتصام" কিতাবে বিদআতের প্রকরণ বর্ণনায় লিখেন-

هَذَا الْبَابُ يُضْطَرُّ إِلَى الْكَلَامِ فِيهِ عِنْدَ النَّظَرِ فِيمَا هُوَ بِدْعَةٌ وَمَا لَيْسَ بِبِدْعَةٍ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَدُّوا أَكْثَرَ الْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ بِدَعًا، وَنَسَبُوهَا إِلَى الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَجَعَلُوهَا حُجَّةً فِيمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ مِنْ اخْتِرَاعِ الْعِبَادَاتِ. وَقَوْمٌ جَعَلُوا الْبِدَعَ تَنْقَسِمُ بِأَقْسَامِ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ، فَقَالُوا: إِنَّ مِنْهَا مَا هُوَ وَاجِبٌ وَمَنْدُوبٌ، وَعَدُّوا مِنَ الْوَاجِبِ كَتْبَ الْمُصْحَفِ وَغَيْرِهِ، وَمِنَ الْمَنْدُوبِ الِاجْتِمَاعُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ. وَأَيْضًا، فَإِنَّ الْمَصَالِحَ الْمُرْسَلَةَ يَرْجِعُ مَعْنَاهَا إِلَى اعْتِبَارِ الْمُنَاسِبِ الَّذِي لَا يَشْهَدُ لَهُ أَصْلٌ مُعَيَّنٌ، فَلَيْسَ لَهُ عَلَى هَذَا شَاهِدٌ شَرْعِيٌّ عَلَى الْخُصُوصِ، وَلَا كَوْنُهُ قِيَاسًا بِحَيْثُ إِذَا عُرِضَ عَلَى الْعُقُولِ تَلَقَّتْهُ بِالْقَبُولِ. وَهَذَا بِعَيْنِهِ مَوْجُودٌ فِي الْبِدَعِ الْمُسْتَحْسَنَةِ، فَإِنَّهَا رَاجِعَةٌ إِلَى أُمُورٍ فِي الدِّينِ مَصْلَحِيَّةٍ — فِي زَعْمِ وَاضِعِيهَا — فِي الشَّرْعِ عَلَى الْخُصُوصِ وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنْ كَانَ اعْتِبَارُ الْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ حَقًّا، فَاعْتِبَارُ الْبِدَعِ الْمُسْتَحْسَنَةِ حَقٌّ، لِأَنَّهُمَا يَجْرِيَانِ مِنْ وَادٍ وَاحِدٍ. وَإِنْ لَمْ يَكُنِ اعْتِبَارُ الْبِدَعِ.

-এ অধ্যায়ে এ আলোচনা আবশ্যক যে, কোনটা বিদআত আর কোনটা বিদআত নয়। কেননা, অধিকাংশ লোকেরা সাধারণ কল্যাণে ব্যবহৃত অনেক কাজকেও বিদআত বলেছেন এবং এসব বিদআতকে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবি'য়ীনে এজামের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন এবং এগুলোকে নিজেদের পছন্দমত ইবাদাতে দলিল এনেছেন।

অন্য সম্প্রদায় বিদআতের শরয়ী বিধানাবলীকে বিভক্ত করেছেন যে- কিছু বিদআতে ওয়াজিবা আবার কিছু বিদআতে মোস্তহাব্বাহ্ তারা বিদআতে ওয়াজিবায় কুরআনে পাকের লিখনকে অন্তর্ভূক্ত করেছেন এবং বিদআতে মুস্ত াহাব্বাহয় অন্তর্ভূক্ত করেছেন পবিত্র রমজান মাসে একই ইমামের পিছনে তারাবীহর নামায জামাতে পড়াকে সাধারণ কল্যাণময়ের প্রত্যাবর্তন। এ

কারণে রুচিশীলের প্রতি হয়ে থাকে যার উপর মূলতঃ নির্দিষ্ট কোন প্রত্যক্ষদর্শী থাকে না। এ জন্য এর উপর বিশেষ কোন শরয়ী দলীল হয় না এবং তা এমন কোন কিয়াস দ্বারাও প্রমাণিত নয় যে আকলী কোন দলিল উপস্থাপন করে গ্রহণ করবে এবং এ কাজ সরাসরি প্রশংসনীয় বিদআতে পাওয়া যায়। কেননা, বিদআতে হাসানা সূচনাকারীদের কাছে এর ভিত্তি দীন বিশেষ করে শরীয়তের কোন কল্যাণে হয়ে থাকে। যখন একথা প্রমাণ হয়েছে তখন বিদআত হাসানা ও মসালেহে মুরসেলা উভয়ের উৎস অভিন্ন এবং উভয় সঠিক। যদি বিদআতে হাসানা সঠিক না হয় তা হলে মসালেহে মোরসেলাও সঠিক নয়।[৪৮৩]

আল্লামা শাতেবী বিদআতে হাসানার বৈধতার উপর প্রমানাদি উপস্থাপন করে বলেছেন-

أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّفَقُوا عَلَى جَمْعِ الْمُصْحَفِ، وَلَيْسَ ثَمَّ نَصٌّ عَلَى جَمْعِهِ وَكَتْبِهِ أَيْضًا، بَلْ قَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ: كَيْفَ نَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَرُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ــ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ــ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ ــ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ــ مَقْتَلَ (أَهْلِ) الْيَمَامَةِ، وَإِذَا عِنْدَهُ عُمَرُ ــ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ــ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: (إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي فَقَالَ): إِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ بِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ يَوْمَ الْيَمَامَةِ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ فِي الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا فَيَذْهَبَ قُرْآنٌ كَثِيرٌ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: كَيْفَ أَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ لِي: هُوَ ــ وَاللَّهِ ــ خَيْرٌ. فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِي فِي ذَلِكَ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لَهُ، وَرَأَيْتُ فِيهِ الَّذِي رَأَى عُمَرُ. قَالَ زَيْدٌ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ لَا نَتَّهِمُكَ، قَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَتَبَّعِ الْقُرْآنَ فَاجْمَعْهُ. قَالَ زَيْدٌ: فَوَاللَّهِ لَوْ كَلَّفُونِي نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِنْ ذَلِكَ. فَقُلْتُ: كَيْفَ تَفْعَلُونَ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ[৪৮৪]، فَلَمْ يَزَلْ

---

৪৮৩. আল-ই'তিসাম, ইমাম শাতেবী : ২/১১১ পৃ.

৪৮৪. (ক) সহীহু বুখারী কিতাবুত তাফসীর, বাবু কাওলীহি "লকদ যায়াকুম রাসুল : ৪/১৭২০ হাদিস: ৪৪০২

(খ) আসসহীহ লিল বুখারী, কিতাবুল আহকাম, বাবু আয়াতাহিকুল লিল কাতিবে আন এয়াকুনা আমিনান আকেলান : ৬/২৬২৯ হাদিস: ৬৭৬৮

(গ) আল জামেউত লিত তিরমিজি, কিতাবুত তাফসীর, বাবু মিন সুরাতি তাওবা : ৫/২৮৩ হাদিস: ৩১০৩

(ঘ) আস সুনানুল কোবরা, নাসায়ী : ৫/৭ হাদিস: ২২০২

(ঙ) আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ১/১৩ হাদিস: ৭৬

يُرَاجِعُنِي فِي ذَلِكَ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ صَدْرَيْهِمَا فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الرِّقَاقِ وَالْعُسُبِ وَاللِّخَافِ، وَمِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ. فَهَذَا عَمَلٌ لَمْ يُنْقَلْ فِيهِ خِلَافٌ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ... حَتَّى إِذَا نَسَخُوا الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ، بَعَثَ عُثْمَانُ فِي كُلِّ أُفُقٍ بِمُصْحَفٍ مِنْ تِلْكَ الْمَصَاحِفِ الَّتِي نَسَخُوهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَنْ يُحْرَقَ... وَلَمْ يَرِدْ نَصٌّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا صَنَعُوا مِنْ ذَلِكَ، وَلَكِنَّهُمْ رَأَوْهُ مَصْلَحَةً تُنَاسِبُ تَصَرُّفَاتِ الشَّرْعِ قَطْعًا، فَإِنَّ ذَلِكَ رَاجِعٌ إِلَى حِفْظِ الشَّرِيعَةِ، وَالْأَمْرُ بِحِفْظِهَا مَعْلُومٌ، وَإِلَى مَنْعِ الذَّرِيعَةِ لِلِاخْتِلَافِ فِي أَصْلِهَا الَّذِي هُوَ الْقُرْآنُ، وَقَدْ عُلِمَ النَّهْيُ عَنِ الِاخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ بِمَا لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ. وَإِذَا اسْتَقَامَ هَذَا الْأَصْلُ فَاحْمِلْ عَلَيْهِ كَتْبَ الْعِلْمِ مِنَ السُّنَنِ وَغَيْرِهَا، إِذَا خِيفَ عَلَيْهَا الِانْدِرَاسُ، زِيَادَةً عَلَى مَا جَاءَ فِي الْأَحَادِيثِ مِنَ الْأَمْرِ بِكَتْبِ الْعِلْمِ.

-নবীয়ে পাক (ﷺ) এর সাহাবায়ে কেরাম কুরআনে করীমকে একই গ্রন্থে একত্রিকরণে ঐক্যমতে পৌঁছেছেন অথচ তাদের কাছে এ সংক্রান্ত তথা কুরআনে মজীদকে একত্রিকরণ বা লিখনের ব্যাপারে সরাসরি কোন দলিল ছিল না, কিন্তু কোন কোন সাহাবা বলে বসলেন যে আমরা একাজ কিভাবে করতে পারি, যা রাসূলে পাক (ﷺ) করেননি। হযরত যায়েদ বিন সাবেত (ﷺ) বর্ণনা করেন যে, আমাকে হযরত আবু বকর (ﷺ) ডেকে পাঠালেন যখন এমামায় যুদ্ধ চলছিল, এ সময় হযরত ওমর ফারুক (ﷺ) ও সিদ্দিকে আকবরের কাছে ছিলেন, হযরত আবু বকর (ﷺ) বললেন যে, হযরত ওমর (ﷺ) আমার কাছে এসে বললেন যে ইয়ামামার যুদ্ধে কতগুলো হাফেজে কুরআন শহীদ হয়ে গিয়েছেন, আমার ভয় হচ্ছে এভাবে যুদ্ধে হাফেজে কুরআন শহীদ হতে থাকলে কুরআনে পাকের অধিকাংশ বিনষ্ট হয়ে যাবে। অতএব আমার পরামর্শ আপনি কোরআন মাজিদ একত্রিকরণের নির্দেশ দিন। হযরত আবু বকর (ﷺ) বলেন যে, আমি হযরত ওমর (ﷺ) কে বললাম-আমরা ঐ কাজ কিভাবে করতে পারি, যা রাসুলে পাক (ﷺ) করেননি, তখন তিনি আমাকে বললেন আল্লাহর শপথ! এটা ভাল কাজ এবং তিনি আমার সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা করতে থাকেন, ইতোমধ্যে আল্লাহ পাক এ ব্যাপারে আমার অন্তর খুলে দিয়েছেন, আমি ঐ কথা ঐক্যমত দেখতে পেলাম, যা ফারুকে আযম (ﷺ) দেখেছেন। হযরত যায়েদ বিন সাবেতের বর্ণনা যে -সিদ্দিকে আকবর (ﷺ) আমাকে বললেন-আপনি যুবক,

---

(চ) আস সহীহ, ইমাম ইবনে হিব্বান : ১০/৩৬০ হাদিস:৪৫০৬

ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, আপনার কুরআনে পাকের জ্ঞানের উপর কারো কোন আপত্তি নেই। আপনি আঁকা (ﷺ) এর সময় ওহীর লিখক ছিলেন, আপনি কুরআনে পাকের বিক্ষিপ্ত অংশগুলো অনুসন্ধান করে একত্রিত করণ করুন। তখন হযরত যায়েদ (ﷺ) বললেন- আল্লাহর শপথ নিয়ে বলছি! আপনি পাহাড় গুলোর মধ্য থেকে কোন একটা পাহাড় স্থানান্তর করতে নির্দেশ দিলে তা আমার কাছে সহজ হত কুরআনে পাকের একত্রিকরনের ভারী কাজ থেকে। আমি সিদ্দিকে আকবর (ﷺ) কে বললাম যে- আপনি এ কাজ কেন করছেন? যা রাসূলে পাক (ﷺ করেননি। তখন হযরত আবু বকর (ﷺ) বললেন, আল্লাহর শপথ নিয়ে বলছি এটা উত্তম কাজ। আমি সিদ্দিকে আকবর (ﷺ)'র সাথে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলাম এ ব্যপারে ইতোমধ্যে আল্লাহ পাক আমার অন্তরও খুলে দিলেন। যে ভাবে খুলে দিয়েছেন সিদ্দিকে আকবর (ﷺ) ও ফারুকে আযম (ﷺ)'র অন্তর। অতঃপর আমি কুরআনে পাকের বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত অংশ খেজুরের পাতা, কাপড়ের টুকরা, পাথরের টুকরা এবং মানুষের অন্তর থেকে অনুসন্ধান করে একত্রিত করি। এটা ঐ কাজ যার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের কারো থেকে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়নি। এমনকি তাঁরা (কুরাইশে ভাষায়) কুরআন সংকলন করে পরিপূর্ণ কপি তৈরী করেছেন। তখন ওসমান (ﷺ), বিভিন্ন কপি করে বিজিত শহরগুলোতে এ মসাহেফ পাঠিয়ে দিলেন এবং নির্দেশ দিলেন কুরাইশ ভাষায় সম্পাদনকৃত কপি ছাড়া বাকীগুলো জ্বালিয়ে দিতে। অথচ এ ব্যাপারে তাদের কাঁছে রাসূলে পাক (ﷺ) এর পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ ছিলনা। তবে তাঁরা এ কাজ বা এ পদক্ষেপে এমন কল্যাণ দেখলেন, যা শরীয়তের দৈনন্দিন কার্য পরিচালনায় সমুচিত। কেননা কুরআনে করীমকে একত্রীকরণ মূলত: শরীয়তের সংরক্ষণের জন্যই এবং একথা স্বীকৃত ও সিদ্ধান্তকৃত যে, আমাদেরকে শরীয়তের সংরক্ষণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এক (লুগাতে) ভাষায় কুরআনে করীমকে একত্রীকরণের কাজ একারনে ছিল। যাতে একে অন্যের সাথে কিরাত, লুগাত ও ভাষা নিয়ে বিরোধ না হয়। এছাড়া একথাও স্বীকৃত যে, আমাদেরকে এখতিলাফ থেকে নিষেধ করা হয়েছে। সর্বোপরি প্রত্যেকের কাছে এ কথা যখন জানা হয়েছে তা হলে এটাও জেনে রাখা উচিত যে হাদিসে পাক ও ফিকহের কিতাব সংকলন, সংরক্ষণ শরীয়তের হিফাজতে প্রয়োজন। এছাড়া হাদিসে পাকে ইলমের সংশ্লিষ্ঠতা লিখে রাখার নির্দেশ প্রমাণিত।[৪৮৫]

---

৪৮৫. আল ইতিসাম, ইমাম শাতেবী : ২/১১৫ পৃ.

১৪. ইমাম বদরুদ্দিন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আজ জরকসী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (৭৯৪ হি.)

আল্লামা বদরুদ্দিন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ জারকসী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) স্বীয় কিতাব المنثور في القواعد الفقهية এ বিদআতে লুগাবীয়া ও বিদআতে শারীয়া সংজ্ঞায়িত করে লিখেছেন-

فَأَمَّا فِي الشَّرْعِ فَمَوْضُوعَةٌ لِلْحَادِثِ الْمَذْمُومِ، وَإِذَا أُرِيدَ الْمَمْدُوحُ قُيِّدَتْ، وَيَكُونُ ذَلِكَ مَجَازًا شَرْعِيًّا حَقِيقَةً لُغَوِيَّةً

-শরীয়তে সাধারণত বিদআত শব্দের ব্যবহার নিন্দনীয় বিদআতের উপর হয়ে থাকে, কিন্তু যখন প্রশংসনীয় বিদআত বলার উদ্দেশ্য হয় তখন তাকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়। কাজেই এ বিদআত রূপক অর্থে শরয়ী হবে এবং মূলতঃ লুগাবী।[৪৮৬]

১৫. ইমাম আবদুর রহমান বিন শিহাবউদ্দিন ইবনে রজব আল হাম্বলী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (৭৯৫হি.)

আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী বাগদাদী স্বীয় কিতাব- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم এ বিদআতের প্রকরণ ও ব্যাখ্যা বর্ণণা করে লিখেন-

وَالْمُرَادُ بِالْبِدْعَةِ: مَا أُحْدِثَ مِمَّا لَا أَصْلَ لَهُ فِي الشَّرِيعَةِ يَدُلُّ عَلَيْهِ، فَأَمَّا مَا كَانَ لَهُ أَصْلٌ مِنَ الشَّرْعِ يَدُلُّ عَلَيْهِ، فَلَيْسَ بِبِدْعَةٍ شَرْعًا، وَإِنْ كَانَ بِدْعَةً لُغَةً،

-বিদআত বলতে প্রত্যেক ঐ নতুন কাজকে বুঝায় শরীয়তে যার কোন ভিত্তি নেই যে ভিত্তি কাজটাকে প্রমান করে। কিন্তু শরীয়তে যার মূল বা ভিত্তি রয়েছে শরীয়ত বা প্রচলিত ভাষায় বিদআত নয় যদিও আভিধানিকভাবে বিদআত।[৪৮৭] রাসূলে পাক (ﷺ)-এর হাদিস-

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

এর ব্যাখ্যায় হাম্বলী বাগদাদী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) লিখেন -

---

৪৮৬. আল মনসুর ফিল কাওয়ায়েদ, জুরকানী : ১/২১৭

৪৮৭. (ক) জামিউল উলুম ওয়াল হিকম ফি শরহি খামসীনা হাদিসান মিন জাওয়ামিয়ীল কালম, ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী : ১/২৫২ পৃ.

(খ) আউনুল মা'বুদ শরহি সুনানে আবি দাউদ, মুহাম্মদ শামসুল হক আযিমাবাদি : ১২/২৩৫

(গ) তোহফাতুল আহওয়াজী, আবদুর রহমান মোবারকপুরী : ৭/৩৬৬

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ[৪৮৮] فَكُلُّ مَنْ أَحْدَثَ شَيْئًا، وَنَسَبَهُ إِلَى الدِّينِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلٌ مِنَ الدِّينِ يَرْجِعُ إِلَيْهِ، فَهُوَ ضَلَالَةٌ، وَالدِّينُ بَرِيءٌ مِنْهُ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ مَسَائِلُ الاعْتِقَادَاتِ، أَوِ الأَعْمَالُ، أَوِ الأَقْوَالُ الظَّاهِرَةُ وَالْبَاطِنَةُ. وَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي كَلَامِ السَّلَفِ مِنَ اسْتِحْسَانِ بَعْضِ الْبِدَعِ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْبِدَعِ اللُّغَوِيَّةِ، لَا الشَّرْعِيَّةِ،

-নবীয়ে পাক (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের ধর্মে এমন কিছু সৃজন করে যা মূলত: ধর্মের নয় তখন সে সৃজিত বস্তু পরিহারযোগ্য। অতএব যে কোন ব্যক্তি নতুন কোন বস্তু সৃজন করেছেন এবং তার সম্পর্ক দীনের সাথে করেছেন অথচ দীনে তার কোন ভিত্তি নেই, তখন সে বস্তুর সম্পর্ক ঐ ব্যক্তির দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে এবং পথভ্রষ্ট হবে দীন ঐ বস্তু থেকে নিরাপদে থাকবে। এ ব্যাপারে ঐ বস্তু বা কথা বা কাজ এতেকাদী, আমলী, কাওলী, প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য হউক এ মাসয়ালা পরিহারযোগ্য হওয়ার মধ্যে সব সমান। পূর্বে অতিবাহিত কিছু সালাফীদের বক্তব্যে যে বিদআত শব্দের ব্যবহার এসেছে। কিছু ভাল ও প্রশংসনীয় কাজে এগুলো বিদআতে লুগাবী, শারয়ী নয়।[৪৮৯]

আল্লামা ইবনে রজব বিদআতে হাসানার উদাহরণ বর্ণণা করে লিখেন-

فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا جَمَعَ النَّاسَ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ عَلَى إِمَامٍ وَاحِدٍ فِي الْمَسْجِدِ، وَخَرَجَ وَرَآهُمْ يُصَلُّونَ كَذَلِكَ فَقَالَ: نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ[৪৯০]. وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ كَانَتْ هَذِهِ بِدْعَةً، فَنِعْمَتِ الْبِدْعَةُ. وَرُوِيَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ لَهُ: إِنَّ هَذَا لَمْ يَكُنْ، فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ عَلِمْتُ، وَلَكِنَّهُ حَسَنٌ، وَمُرَادُهُ أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ لَمْ يَكُنْ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ قَبْلَ

---

৪৮৮. (ক) আসসহীহ লিল মুসলিম, কিতাবুল আকজিয়া, বাবু নকজিল আহকমিল বাতেলা: ৩: ১৩৪৩ হাদিস:১৭১৮

(খ) সুনানে ইবনে মাযা আল মুকাদ্দামাতুল কিতাব, বাবু তা'জীমে হাদিসে রাসুলুল্লাহ : ১/৭ হাদিস: ১৪

(গ) আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ৬/২৭০ হাদিস: ২৬৩৭২

(ঘ) আস সহীহ, ইমাম ইবনে হাব্বান : ১/২০৭ হাদিস: ২৬

(ঙ) আস সুনান, দারে কুতনী : ৪/২২৪ হাদিস: ৭৮

৪৮৯ . জামিয়ুল উলুমে ওয়াল হিকম ফি শরহি খামসীনা হাদিসান মিন জাওয়ামেয়ীল কলম, ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী : ২৫২

৪৯০ . (ক) আল মুয়াত্তা, মালিক, বাবু মা জায়া ফি কিয়ামে রমজান : ১/১১৪ হাদিস: ২৫০

(খ) শুয়াবুল ইমান, ইমাম বায়হাকী : ৩/১৭৭ হাদিস: ৩২৬৯

(গ) তানবীরুল হাওয়ালেক শরহি মুয়াত্তামালিক, ইমাম সুয়ুতী : ১/১০৫ হাদিস: ২৫০

(ঘ) জামিয়ুল উলুমে ওয়াল হিকাম, ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী : ১/২৬৬

(ঙ) শরহি জুরকানী আলা মুয়াত্তাল ইমাম মালিক, ইমাম জুরকানী : ১/৩৪০

هَذَا الْوَقْتِ، وَلَكِنْ لَهُ أُصُولٌ مِنَ الشَّرِيعَةِ يُرْجَعُ إِلَيْهَا، فَمِنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحُثُّ عَلَى قِيَامِ رَمَضَانَ، وَيُرَغِّبُ فِيهِ، وَكَانَ النَّاسُ فِي زَمَنِهِ يَقُومُونَ فِي الْمَسْجِدِ جَمَاعَاتٍ مُتَفَرِّقَةً وَوُحْدَانًا، وَهُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فِي رَمَضَانَ غَيْرَ لَيْلَةٍ، ثُمَّ امْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ مُعَلِّلًا بِأَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِمْ، فَيَعْجِزُوا عَنِ الْقِيَامِ بِهِ، وَهَذَا قَدْ أَمِنَ بَعْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُومُ بِأَصْحَابِهِ لَيَالِيَ الْأَفْرَادِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ. وَمِنْهَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِاتِّبَاعِ سُنَّةِ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ، وَهَذَا قَدْ صَارَ مِنْ سُنَّةِ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ، فَإِنَّ النَّاسَ اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ فِي زَمَنِ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ. وَمِنْ ذَلِكَ: أَذَانُ الْجُمُعَةِ الْأَوَّلُ، زَادَهُ عُثْمَانُ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ[৪৯১]، وَأَقَرَّهُ عَلِيٌّ، وَاسْتَمَرَّ عَمَلُ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: هُوَ بِدْعَةٌ[৪৯২]، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ مَا أَرَادَ أَبُوهُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ. وَمِنْ ذَلِكَ جَمْعُ الْمُصْحَفِ فِي كِتَابٍ وَاحِدٍ، تَوَقَّفَ فِيهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَقَالَ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ: كَيْفَ تَفْعَلَانِ مَا لَمْ يَفْعَلْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟[৪৯৩] ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ مَصْلَحَةٌ، فَوَافَقَ عَلَى جَمْعِهِ، وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِكِتَابَةِ الْوَحْيِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُكْتَبَ مُفَرَّقًا أَوْ مَجْمُوعًا، بَلْ جَمْعُهُ صَارَ أَصْلَحَ. وَكَذَلِكَ جَمْعُ عُثْمَانَ الْأُمَّةَ عَلَى مُصْحَفٍ وَاحِدٍ وَإِعْدَامُهُ لِمَا خَالَفَهُ خَشْيَةَ تَفَرُّقِ الْأُمَّةِ، وَقَدِ اسْتَحْسَنَهُ عَلِيٌّ وَأَكْثَرُ الصَّحَابَةِ، وَكَانَ ذَلِكَ عَيْنَ الْمَصْلَحَةِ. وَكَذَلِكَ قِتَالُ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ تَوَقَّفَ فِيهِ عُمَرُ وَغَيْرُهُ حَتَّى بَيَّنَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ أَصْلَهُ الَّذِي يَرْجِعُ إِلَيْهِ مِنَ الشَّرِيعَةِ، فَوَافَقَهُ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ.

-বিদআতে হাসানার বৈধতা প্রমাণে হযরত ওমর ফারুক (ﷺ) এর বক্তব্য- যখন তিনি রমজান মাসে তারাবীহর নামায জামাতে পড়তে জনসাধারণকে

---

৪৯১ . (ক) সহীহ বুখারী, কিতাবুল জুমা বাবুল জুলুসে আলাল মিম্বর : ১/৩১০ হাদিস: ৮৭৩
(খ) আউনুল মা'বুদ, শামসুল হক আযিমাবাদি : ৩/৩০২
(গ) তোহফাতুল মোহতাজ, আল্লামা ইয়াদরুসী : ১/৫০২ পৃ. হাদিস: ৬২৪
(ঘ) নায়নুল আওতার শাওকানী : ৩/৩২৩ পৃ.
৪৯২ . আল-মুসান্নিফ, ইমাম ইবনে আবি শায়বা : ১/৪৭০ পৃ. হাদিস: ৫৪৩৭
৪৯৩ . (ক) সহীহ বুখারী, কিতাবুত তাফসীর বাবু লাকাদ জায়াকুম রাসুল : ৪/১৭২০ হাদিস: ৪৪০২
(খ) আল জামেউত লিত তিরমিজি, কিতাবুত তাফসীর, বাবু মিন সুরাতি তাওবা : ৫/২৮৩ হাদিস: ৩১০৩
(গ) আস সুনানুল কোবরা, ইমাম নাসায়ী : ৫/৭ হাদিস: ২২০২
(ঘ) আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ১/১৩ হাদিস: ৭৬
(ঙ) আস সহীহ, ইমাম ইবনে হাব্বান : ১০/৩৬০ হাদিস: ৪৫০৬
(চ) আল-মু'জামুল কাবীর, ইমাম তাবরানী : ৫/১৪৬ পৃ. হাদিস: ৪৯০১
(ছ) আস সুনানুল কোবরা, ইমাম বায়হাকী : ২/৪০ পৃ. হাদিস: ২২০২

মসজিদে এক ইমামের পিছনে একত্রিত করলেন এবং সবাইকে এভাবে জামাতে তারাবীহর নামায পড়তে দেখে তিনি বললেন- نِعْمَتْ الْبِدْعَةُ هٰذِهِ এটা কত উত্তম বিদআত। কেউ এভাবেও ফারুকে আযম (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন - إِنْ كَانَتْ هٰذِهِ بِدْعَةً যদি এ কাজ বিদআত হয় তা হলে এটা কত উত্তম বিদআত। হযরত উবাই বিন কা'ব (ﷺ.) থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত ওমর (ﷺ) কে বলেছিলেন যদি এটা এভাবে না হয়। হযরত ওমর (ﷺ) বলেন, আমি জানি কিন্তু তারপরও এটা উত্তম বিদআত। তার অর্থ হচ্ছে যে, তারাবীহর নামায ইতিপূর্বে এভাবে ছিলনা, তবে তার মূল শরীয়তে বিদ্যমান ছিল যা একাজকে বুঝায়। অর্থাৎ নবীয়ে পাক (ﷺ) রমজানের রাতে ইবাদতে তারাবীহ পড়তে উৎসাহিত করত, করত অনুপ্রানিত এবং আঁকা মাওলা (ﷺ)-এর সময়ে সাহাবায়ে কেরাম বিক্ষিপ্তভাবে তারাবীহ পড়তেন একক বা খন্ড খন্ড একত্রিত হয়ে, নবীয়ে পাক (ﷺ) সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে একাধিক রাত তারাবীহ পড়েছেন। পরে নিষেধ করে দিয়েছেন, তিনি ভয় করেছেন যদি এ নামায ফরজ হয়ে যায় এবং মানুষ তা আদায়ে সক্ষম না হয়। এবং তা আঁকা (ﷺ) সত্যায়িতও করেছেন। নবীয়ে পাক (ﷺ) থেকে বর্ণণা করা হয়েছে যে, রাসূলে পাক (ﷺ) রমজানের শেষ দশ রাতের জোড় রাতে সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে ইবাদত করতেন। এ কারনে তিনি তাঁর সাহাবায়ে কেরামের সুন্নাতের উপর আমলের নির্দেশ দিয়েছেন এবং এ কাজ (রমজানে তারাবীহর অবয়বে) খুলাফায়ি রাশিদীনের সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত হয়েছেন। এভাবে মানুষ হযরত ওমর ফারুক, ওসমান গণি এবং আলী মরতুজা (ﷺ) সময়ে এ কাজে (মাসয়ালায়) ঐক্যমত হয়েছেন। এভাবে জুমার প্রথম আযান যার প্রচলন হযরত ওসমান (ﷺ) মানুষের বৃদ্ধির কারণে করেছিলেন, পরে হযরত আলী (ﷺ) তা মেনে নিয়েছিলেন, সাধারণ মানুষ তা আমল করতে শুরু করেছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (ﷺ) জুমার দ্বিতীয় আযান সর্ম্পকে বলেছিলেন যে এটা বিদআত। হয়তঃ উনার চিন্তাধারা ও উনার আব্বাজানের ন্যায় তারাবীহর মতই ছিল। এ ধরনের বিদআতের মধ্যে কুরআনে পাকের আয়াত সমূহকে বিক্ষিপ্তাবস্থা থেকে এক কিতাবে একত্রিত করা। এ ব্যাপারে হযরত যায়েদ বিন সাবেত (ﷺ), সিদ্দিকে আকবর ও ফারুকে আযম (ﷺ) এর কাছে আপত্তি করেছিলেন যে, একাজ আপনারা কিভাবে করবেন, যা রাসূলে পাক (ﷺ) করেননি। পরে তিনি বুঝতে পারলেন

এর মধ্যে মুসলিম মিল্লাহর কল্যাণ রয়েছে। তখন তিনি রাজী হলেন কুরআনে পাকের একত্রিকরণের দায়িত্ব পালনে এবং নবীয়ে পাকের নির্দেশ ওহী লিখার সাথে কোন পার্থক্য না থাকায় বিক্ষিপ্ত বা একত্রিত লিখন থেকে পরিপূর্ণ একত্রিকরণ কল্যাণকর। এ ভাবে হযরত ওসমান (ﷺ) একই কুরআনের বিভিন্ন ক্বিরাত থেকে শুধুমাত্র এক কিরাতে একত্রিত করে পুরো মুসলিম মিল্লাহকে সে একই কপি সরবরাহ করে উপহার দিয়েছেন অনৈক্যের সুতিকাগারের মুলোৎপাটনে এক ঐক্যের অমিয়ধারা। একাজকে তৎকালীন সাহাবায়ে কেরাম তথা হযরত আলী (ﷺ)সহ অধিকাংশ সাহাবা সঠিক মেনে নিয়েছিলেন। কল্যাণের মূল বাস্তবতাকে এভাবে যাকাত আদায়ে অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে হযরত আবু বকর (ﷺ) এর ফয়সলা এবং ফারুকে আযম (ﷺ) ও অন্যান্য সাহাবাদের নীরবতা গ্রহণ এবং সিদ্দিকে আকবরের সঠিক তথ্য উপস্থাপন যা মূল শরীয়ত জনসাধারণ এ ব্যাপারে একমত হয়ে গেলেন।[৪৯৪]

১৬. আল্লামা শামসুদ্দিন মুহাম্মদ বিন ইউসূফ বিন আলী আল কিরমানী (রা.) (৭৯৬ হি.)

আল্লামা শামসুদ্দিন মুহাম্মদ বিন ইউসূফ বিন আলী আল কিরমানী (রাঃ) বিদআতের ধারণা ও এর প্রকরণ বর্ণণা করে তাঁর কিতাব - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - তে লিখেন-

{اَلْبِدْعَةُ} كُلُّ شَيْءٍ عُمِلَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ وَهِيَ خَمْسَةُ أَقْسَامٍ وَاجِبَةٌ وَمَنْدُوبَةٌ وَمُحَرَّمَةٌ وَمَكْرُوهَةٌ وَمُبَاحَةٌ وَحَدِيثُ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ [৪৯৫] مِنَ الْعَامِ الْمَخْصُوصِ، الخطابي: الأَوْزَاعُ الْجَمْعَاتُ الْمُتَفَرِّقَةُ لَا وَاحِدَ لَهَا مِنْ لَفْظٍ وَالرَّهْطُ مَا بَيْنَ الثَّلَاثَةِ إِلَى الْعَشَرَةِ وَإِنَّمَا دَعَاهَا بِدْعَةً لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهَا وَلَا كَانَتْ فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ وَرَغَّبَ فِيهَا بِقَوْلِهِ نِعْمَ لِيَدُلَّ عَلَى فَضْلِهَا وَلِئَلَّا يَمْتَنِعَ هَذَا اللَّقَبُ مِنْ فِعْلِهَا وَيُقَالُ نِعْمَ كَلِمَةٌ تَجْمَعُ الْمَحَاسِنَ كُلَّهَا وَبِئْسَ كَلِمَةٌ تَجْمَعُ الْمَسَاوِئَ كُلَّهَا وَقِيَامُ رَمَضَانَ فِي حَقِّ تَسْمِيَةِ سُنَّةٍ غَيْرِ

---

৪৯৪ . জামিউল উলুম ওয়াল হিকম ফি শরহি খামসীনা হাদিসান মিন জাওয়ামেয়ীল কালাম ইবনে রজব হাম্বলী : ২৫২

৪৯৫ . (ক) সুনানু আবি দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ বাবু লজুমিস সুন্নাহ : ৪/২০০ হাদিস: ৪৬০৭

(খ) জামেউত তিরমিজি, কিতাবুল এলম বাবু মা জায়া ফিল আখজে বিস সুন্নাহ : ৫/৪৪ হাদিস: ২৬৭৬

(গ) সুনানে ইবনি মাযা মোকাদ্দমা, বাবু ইত্তিবায়ীস সুন্নাতিল খুলাফায়ীর রাশিদীন : ১/১৫ পৃ. হাদিস: ৪২

(ঘ) আল মুসনাদ, আহমদ বিন হাম্বল : ৪/১২৬ পৃ.

(ঙ) আস সহীহ ইবনে হাব্বান : ১/১৭৮ পৃ. হাদিস: ৫

بِدْعَةٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام «اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ.[৪৯৬]» رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَوْلُه {يَنَامُوْنَ عَنْهَا} أَيْ فَارِغِيْنَ عَنْهَا أَيْ صَلَاةَ أَوَّلِ اللَّيْلِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ فِيْ آخِرِ اللَّيْلِ وَبَعْضُهُمْ عَكَسُوْا وَبَعْضُهُمْ فَصَلُوْا بَيْنَ مَنْ يُسْتَوْثَقُ بِالْانْتِبَاهِ مِنَ النَّوْمِ وَغَيْرِه، فَإِنْ قُلْتَ هَذِهِ الصَّلَاةُ لَيْسَتْ بِدْعَةً لِمَا ثَبَتَ مِنْ فِعْلِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا، قُلْتُ لَمْ يَثْبُتْ كَوْنُهَا أَوَّلَ اللَّيْلِ أَوْ كُلَّ لَيْلَةٍ أَوْ بِهٰذِهِ الصِّفَةِ-

-পূর্বের নমুনা ছাড়া কোন বস্তুর উপর আমল করাটা বিদআত। বিদআত পাঁচ প্রকার: বিদআতে ওয়াজিবা, বিদআতে মানদুবা, বিদআতে মুহাররমা, বিদআতে মাকরূহা, বিদআতে মুবাহা। হাদিসে كل بدعة ضلالة প্রত্যেক বিদআত ভ্রান্ত "সাধারণ থেকে বিশেষায়িত" নিয়মানুযায়ী। কেননা নবীয়ে পাক (ﷺ) এ বস্তুকে সুন্নাত করেননি, বাস্তবে আসেনি একাজ ছিদ্দিকে আকবরের (رضي الله عنه) সময়ে এ কারণে এটাকে বিদআতে নামকরণ করা হয়েছে এবং نعم শব্দ দ্বারা প্রশংসনীয় কাজে উৎসাহিত করা হয়েছে যাতে এ نعم শব্দ দ্বারা ঐ কাজের প্রশংসা বুঝায়। শুধুমাত্র বিদআতের কারণে কোন ভাল উত্তম কাজ থেকে নিষেধ করা না হয় আর যখন কোন কাজের সাথে نعم শব্দ সংযোগ করা হয় তখন কাজটা সবচেয়ে সুন্দর ও সব ভাল কাজের সমষ্টি বুঝায়। আর যখন কোন কাজের সাথে بئس শব্দ সংযোগ করা হয়, তখন তার অর্থ সব খারাপ কাজের সমাহার বুঝায়। এ ছাড়া কিয়ামে রমজান বা রমজানে তারাবীহর মূল হচ্ছে সুন্নাত, বিদআত নয়। যেভাবে আঁকা (ﷺ) অন্য এক বক্তব্যে বলেছেন اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ আমার পরে আবু বকর (رضي الله عنه) ও ওমর (رضي الله عنه) এর অনুকরণ কর। হযরত ওমর (رضي الله عنه) এর বক্তব্য "ينامون عنها" অর্থ হচ্ছে যে তারা এ নামায থেকে বঞ্চিত থাকে, তারা নামায থেকে খালি অর্থাৎ প্রথম সময়ে নামায পড়া শেষ সময়ে নামায পড়া থেকে উত্তম। আবার কেউ এর বিপরীত বলেছেন, আবার কেউ পার্থক্য করেছেন। আবার যদি আপনি বলেন এ নামায বিদআত নয়, এ কারণে যে এর জন্য সরকারে দো আলম (ﷺ)-এর কাজ (ফেল) বিদ্যমান, তখন আমি

---

৪৯৬ .(ক) আল জামেয়ু আস সহীহ লিত তিরমিজি : কিতাবুল মোনাকেব আনির রাসুলে (ﷺ) বাবু মোনাকেবে আবি বকর ওয়া ওমরা : ৫/৬০৯ পৃ. হাদিস: ৩৬৬২

(খ) সুনানু ইবনে মাযা, বাবু ফি ফজলি আসহাবে রাসুলিল্লাহে (ﷺ) : ১/৩৭ পৃ. হাদিস: ৯৭

(গ) আল মুস্তাদরাক, ইমাম হাকিম : ৩/৭৯ হাদিস: ৪৪৫১

(ঘ) আল মসনদ আহমদ বিন হাম্বল : ৫/৩৮২ হাদিস: ২৩২৬৩

বলব: প্রথম রাতে, প্রত্যেক রাতে, বা এগুলো গুণান্বিত হওয়া, এ কাজে প্রমাণিত নয়।[৪৯৭]

১৭. আল্লামা আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন খলফাহ আল ওসতানি আল মালেকী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (৮২৮ হি.)

আল্লামা আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন খলাফাহ ওসতানি মালেকী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ اكمال اكمال المعلم কিতাবে من سن فى الاسلام سنة حسنة হাদিসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে লিখেন-

اَلتَّعْبِيْرُ بِلَفْظِ السُّنَّةِ فِي الشَّرِ مَجَازٌ مِنْ مَجَازِ الْمُقَابَلَةِ كَقَوْلِهِ وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ وَيَدْخُلُ فِي السُّنَّةِ الْحَسَنَةِ اَلْبِدْعُ الْمُسْتَحْسَنَةُ كَقِيَامِ رَمَضَانَ وَالتَّحْضِيْرُ فِي الْمَنَارِ اَثَرُ فِرَاغِ الْاَذَانِ وَعِنْدَ اَبْوَابِ الْجَامِعِ وَعِنْدَ دُخُوْلِ الْاِمَامِ وَكَالتَّصْبِيْحِ عِنْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ كُلَّ ذٰلِكَ مِنَ الْاِعَانَةِ عَلَى الْعِبَادَةِ الَّتِيْ يَشْهَدُ الشَّرْعِ بِاعْتِبَارِهَا وَقَدْ كَانَ عَلِيٌّ وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا يُوَقِّظَانِ النَّاسَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ وَاتَّفَقَ اَنَّ اِمَامَ الْجَامِعِ الْاَعْظَمِ بتونس واظنه البرجينى حِيْنَ اَتٰى لِيَدْخُلَ الْجَامِعَ سَأَلَتْهُ اِمْرَأَةٌ اَنْ يَّدْعُوْ لِاِبْنِهَا الْاَسِيْرِ وَكَانَ الْمُؤَذِّنُوْنَ حِيْنَئِذٍ يَحْضُرُوْنَ فِي الْمَنَارِ فَقَالَ لَهَا مَا اَصَابَ النَّاسَ فِي هٰذَا يَعْنِي اَلتَّحْضِيْرُ اَشَدُّ مِنْ اَمْرِ اِبْنِكِ فَكَانَ الشَّيْخُ يُنْكِرُ ذٰلِكَ عَلَيْهِ وَيَقُوْلُ لَيْسَ اِنْكَارِهِ بِصَحِيْحٍ بَلْ اَلتَّحْضِيْرُ مِنَ الْبِدْعِ الْمُسْتَحْسَنَةِ الَّتِيْ شَهَدَ الشَّرْعَ بِاعْتِبَارِهَا وَمُصْلِحَتِهَا ظَاهِرَةٌ قَالَ وَهُوَ اِجْمَاعٌ مِنَ الشُّيُوْخِ اِذْ لَمْ يُنْكِرُوْهُ كَقِيَامِ رَمَضَانَ وَالْاِجْمَاعُ عَلَى التِّلَاوَةِ وَلَا شَكَّ اَنَّه لَا وَجْهَ لِاِنْكَارِهِ اِلَّا كَوْنَهُ بِدْعَةً وَلٰكِنَّهَا مُسْتَحْسَنَةٌ وَيَشْهَدُ لِاِعْتِبَارِهَا الْاَذَانُ وَالْاِقَامَةُ فَاِنَّ الْاَذَانَ لِلْاِعْلَامِ بِدُخُوْلِ الْوَقْتِ وَالْاِقَامَةُ بِحُضُوْرِ الصَّلَاةِ وَكَذَالِكَ التَّحْضِيْرُ هُوَ اِعْلَامٌ بِقُرْبِ حُضُوْرِ الصَّلَاوة (قَوْلُه وَمَنْ سَنَّ فِي الْاِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً) (قُلْتُ) هٰذِهِ لَا يَشْتَرِطُ فِيْهَا اَنْ يَّنْوِيَ الْاِقْتِدَاءُ بِه بِدَلِيْلِ حَدِيْثِ اِبْنِ اٰدَمَ الْقَاتِلِ لِاَخِيْهِ اَنْ عَلَيْهِ كِفْلًا مِنْ كُلِّ نَفْسٍ قُتِلَتْ لِاَنَّهُ اَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ.

সুন্নাহ শব্দের ব্যবহার কিছুটা ভিন্ন ধরণের। যেমন : সুন্নাত শব্দের ব্যবহার যেখানে (সর الشر) খারাপের সাথে হয়েছে তার ব্যবহার সেখানে রূপক অর্থে ব্যবহার হয়েছে, যা রূপকের বিপরীতে হয় যেমন মহান আল্লাহ পাক ইরশাদ

---

৪৯৭. আল কাউকাবুদ দুররী ফি শরহি সহীহ বুখারী, কিরমানী : ৯/১৫৪-১৫৫ পৃ.

করেন- "وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ" (আলে ইমরান ৩: ৫৩)। এভাবে বিদআতে হাসানা সুন্নাতে মুসতাহসিনার অন্তর্ভূক্ত। যেমন : রমজানে কিয়াম তথা রমজানে তারাবীহ নামায জামাতে পড়া, আজানের জন্য মসজিদের মিনারে বা মসজিদের দরজায় যাওয়া, ইমাম আসার সময় দাঁড়ানো, এবং সকালে একে অন্যকে সালাম করা। এ কারণে হযরত ওমর ফারুক (ﷺ) ও সৈয়্যদুনা আলী (ﷺ) ফযর হওয়ার পর মানুষকে নামাজের জন্য ঘুম থেকে উঠাতেন এবং এ ব্যাপারে সবাই ঐক্যমত যে, তিউনিসিয়ার বড় ইমাম (সারে'য় বলেন) আমার ধারণা তিনি শয়খ আল বরজিয়নী ছিলেন- তিনি যখন জামে মসজিদের দিকে আসছিলেন তখন এক মহিলা তাঁকে অনুরোধ করছিলেন তার ধৃত ছেলের জন্য দোয়া করতে। ঐ সময় মুয়াজ্জিনরা মসজিদের মিনারে উঠে আযান দিতেন। তিনি বলেছিলেন যে এ মাসয়ালায় মানুষ কত আশ্চর্য ঘটনা করেন অর্থাৎ মিনারে উঠে আযান দেয়া তোমার ছেলের মামলা থেকেও আশ্চার্য। শায়খ তা অস্বীকার করল, তারা বললেন, এর অস্বীকার সঠিক নয় কেননা, এসব কার্যাবলী বিদআতে মুস্ত াহসানা শরীয়ত তার প্রয়োজন ও বাহ্যিক কল্যাণে তাকে বৈধ সিদ্ধান্ত দিয়েছে। সর্বোপরি বললেন যে, তাদের যখন অস্বীকার নেই তা হলে এর উপর শায়খদের এজমা বা ঐক্যমত্য রয়েছে। যেমন কিয়ামে রমজান এবং তিলাওয়াতের জন্য একত্রিত হওয়া। এছাড়া শুধুমাত্র বিদআত ছাড়া অন্য অস্বীকারের কারণ নেই। তবে এ বিদআত মুস্তাহসান, এবং আজান ও একামতের ব্যাপারে তার বিদআতে হাসানা হওয়ার সাক্ষী রয়েছে, কেননা আজান ওয়াক্ত শুরু হওয়ার ঘোষনা এবং একামত নামায উপস্থিত হওয়ার আহ্বান। এভাবে নামাযের সময় নিকটে হওয়ার ঘোষণা, নবীয়ে পাক (ﷺ) এর বক্তব্য[৪৯৮] وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً এ বিদআতে সাইয়্যিয়াহর আনুগত্য শর্ত নয়। যেমন : হযরত আদম (আলাইহিস সালাম)-এর ছেলে তার ভাইকে হত্যা করা, আর এ হত্যাকারীর উপর প্রত্যেক হত্যাকারীর দোষ চাপানো হবে, যেসব হত্যাকান্ড পরে সংগঠিত হয়েছে। কেননা, সে ঐ ব্যক্তি যিনি হত্যার মত অপর্কমের সূচনা করেছে।[৪৯৯]

---

৪৯৮ . (ক) সহীহ মুসলিম, কিতাবুজ যাকাত, বাবুল হিস্সে আলাস সদকা : ২/৭০৫ হাদিস:১০১৭
(খ) সুনানু নসায়ী, কিতাবুজ যাকাত বাবু তাহরীসে আলাস সদকা : ৫/৫৫,৫৬ হাদিস: ২৫৫৪
(গ) সুনানে ইবনে মাযা মোকাদ্দমা বাবু সান্না সুন্নাতান হাসানাতান আউ সাইয়্যেয়াতান : ১/৭৪ হাদিস:২০৩
(ঘ) আল মসনদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ৪/৩৫৭-৩৫৯
(ঙ) আস সহীহ, ইমাম ইবনে হিব্বান : ৮/১০১, ১০২ হাদিস: ৩৩০৮
৪৯৯ .ইকমালু একমালিল মুয়াল্লিম, ওসতানি, ৭/১০৯পৃ.

১৮. ইমাম আবুল ফজল আহমদ বিন আলী ইবনে হাজর আসকালানী (রহ.) (৮৫২ হি.)

ইমাম ইবনে হাজর আসকলানী (রহ.) তাঁর প্রসিদ্ধ বোখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ فتح الباري شرح صحيح البخاري এ বিদআতের সংজ্ঞা ও প্রকারণের আলোচনায় লিখেন-

وَالْبِدْعَةُ أَصْلُهَا مَا أُحْدِثَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ وَتُطْلَقُ فِي الشَّرْعِ فِي مُقَابِلِ السُّنَّةِ فَتَكُونُ مَذْمُومَةً وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ مِمَّا تَنْدَرِجُ تَحْتَ مُسْتَحْسِنٍ فِي الشَّرْعِ فَهِيَ حَسَنَةٌ وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا تَنْدَرِجُ تَحْتَ مُسْتَقْبَحٍ فِي الشَّرْعِ فَهِيَ مُسْتَقْبَحَةٌ وَإِلَّا فَهِيَ مِنْ قِسْمِ الْمُبَاحِ وَقَدْ تَنْقَسِمُ إِلَى الْأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ

-বিদআত বলতে এমন সব নতুন কার্যাবলীকে বুঝানো হয়, যার নমুনা পূর্বে থাকে না এবং এসব কাজের শরীয়তে ব্যবহার সুন্নাতের বিপরীতে হয়ে থাকে। অতএব এসব অপ্রশংসনীয় কার্যাবলী, মূলতঃ যদি এসব বিদআত শরীয়তে প্রশংসনীয় "মুস্তাহসান" হয়, তাহলে তা বিদআতে হাসানা। আর যদি এসব বিদআত শরীয়তে নিন্দনীয় হয় তখন তা বিদআতে মুস্তাকবাহা বা খারাপ বিদআত হিসেবে স্বীকৃত। যদি এরকম খারাপ না হয় তাহলে বিদআতে মুবাহ। বিদআতকে শরীয়তে পাঁচ প্রকারে প্রকরন করা হয় (ওয়াজিবা, মানদুবা, মোহরেমা, মাকরূহা, এবং মুবাহা)।[৫০০]

১৯. ইমাম আবু মুহাম্মদ বদর উদ্দিন মাহমুদ আল আইনী আলহানাফী (রহ.) (৮৫৫ হি.)

ইমাম বদর উদ্দিন আইনী (রহ.) বিদআতের সংজ্ঞা এবং এর প্রকরন বর্ণণা করে বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা عمدة القاري شرح صحيح البخاري তে লিখেন-

وَالْبِدْعَةُ فِي الأَصْلِ أَحْدَاث أَمر لَمْ يَكُنْ فِي زَمَن رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ الْبِدْعَة عَلَى نَوْعَيْنِ: إِن كَانَت مِمَّا يَنْدَرِج تَحْتَ مُسْتَحْسِنٍ فِي الشَّرْعِ فَهِيَ بِدْعَة حَسَنَة، وَإِنْ كَانَت مِمَّا يَنْدَرِج تَحْتَ مُسْتَقْبِحٍ فِي الشَّرْعِ فَهِيَ بِدْعَة مُسْتَقْبِحة.

-মূলতঃ বিদআত এ নতুন কার্যাবলীকে পালন করা যা নবীয়ে পাক (ﷺ)-এর সময়ে ছিল না। অতঃপর বিদআত দু'প্রকার। যদি এসব বিদআত (নতুন কার্যাবলী) শরিয়তের মুস্তাহসিনাতের অধীনে হয় তখন তা বিদআতে

---

৫০০. ফাতহুল বারী শরহি সহীহ বুখারী : ইমাম ইবনে হাজার আসকলানী : ৪/২৫৩ পৃ.

হাসানা। আর যদি শরীয়তের মোস্তাকবাহাতের অধীনে হয়, তখন তা "বিদআতে মুস্তাকবাহাত" হবে।[৫০১]

২০. ইমাম মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান শামসুদ্দিন মাহমুদ আস সাখাবী (رحمه الله) (৯০২ হি.)

আল্লামা শামসুদ্দিন সাখাবী (رحمه الله) আযানের পরে সালাত ও সালাম পড়াকে বিদআতে হাসানা বলে নিজের কিতাব القَولُ البَدِيعُ فِي الصَّلاةِ عَلَى الحَبِيبِ الشَّفِيعِ এর ১৯৩ পৃষ্ঠায় লিখেন -

وَقَدْ اخْتَلَفَ فِي ذٰلِكَ هَلْ هُوَ مُسْتَحَبٌّ أَوْ مَكْرُوْهٌ أَوْ بِدْعَةٌ أو مَشْرُوْعٌ وأَسْتَدَلَّ لِلْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ[৫০২]}، وَمَعْلُوْمٌ أَنَّ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ مِنْ أَجَلِّ الْقُرَبِ لَا سِيَّمَا وَقَدْ تَوَارَدَتِ الْأَخْبَارُ عَلَى الْحَثِّ عَلَى ذٰلِكَ مَعَ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ الدُّعَاءِ عَقْبَ الْأَذَانِ وَالثُّلُثُ الْأَخِيْرُ مِنَ اللَّيْلِ وَقُرْبَ الْفَجْرِ وَالصَّوَابُ أَنَّه بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ يُؤْجَرُ فَاعِلُهُ بِحُسْنِ نِيَّتِهِ[৫০৩]

-"আযানের পরে সালাতে- সালাম পড়া কি মুস্তাহাব, মাকরূহ, বিদআত বা শরীয়তে বৈধ? এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তার (সালাত- সালাম পড়া) মুস্তহাব হওয়ার ব্যাপারে কুরআনে পাকের আয়াত وَافْعَلُوا الْخَيْرَ (ভাল কাজ কর) কে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেন। প্রকাশ থাকে যে, সালাত -সালাম নবীয়ে পাক (ﷺ) এর নৈকট্য লাভে পড়া হয়-বিশেষ করে এ কাজে উৎসাহিত করতে বিপুল সংখ্যক হাদিস রয়েছে। এছাড়া আযানের পর দোয়ায় একটু দেরী করা, রাতের শেষ একতৃতীয়াংশে, ফজরের কাছাকাছি সময়ে দোয়ার ফজিলত হাদিসে পাকে এসেছে। এ কথা সত্য যে, এসব বিদআতে হাসানা, তার কর্তাকে সদিচ্ছার কারনে ছাওয়াবের মালিক করবে।

২১. ইমাম জালাল উদ্দিন আবদুর রহমান বিন আবু বকর আস সয়ূতী (رحمه الله) (৯১১ হি.)

ইমাম জালাল উদ্দিন সয়ুতী (رحمه الله) স্বীয় ফাতওয়ার কিতাব الحاوي للفتاوي য় আল্লামা নববীর সূত্রে বিদআতের প্রকার এভাবে লিখেন-

---

৫০১. উমদাতুল কারী শরহি সহীহুল বুখারী, ইমাম বদরুদ্দিন আইনী : ১১/১২৬ পৃ.

৫০২. আল কুরআন, সুরা হজ্ব : ২২: আয়াত নং-৭৭

৫০৩.(ক) আল হাবি-লিল ফাতওয়া, সুয়ূতী : ১/১৯২ পৃ.

(খ) ফতহুল মুগীস শরহে আল ফিয়াতুল হাদিস, ইমাম সাখাবী : ২/৩২৭ পৃ.

لأنَّ الْبِدْعَةَ لَمْ تَنْحَصِرْ فِي الْحَرَامِ وَالْمَكْرُوهِ، بَلْ قَدْ تَكُونُ أَيْضًا مُبَاحَةً وَمَنْدُوبَةً وَوَاجِبَةً، قَالَ النووي فِي تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ: الْبِدْعَةُ فِي الشَّرْعِ هِيَ إِحْدَاثُ مَا لَمْ يَكُنْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ مُنْقَسِمَةٌ إِلَى حَسَنَةٍ وَقَبِيحَةٍ، وَقَالَ الشَّيْخُ عز الدين بن عبد السلام فِي الْقَوَاعِدِ: الْبِدْعَةُ مُنْقَسِمَةٌ إِلَى وَاجِبَةٍ وَمُحَرَّمَةٍ وَمَنْدُوبَةٍ وَمَكْرُوهَةٍ وَمُبَاحَةٍ، قَالَ: وَالطَّرِيقُ فِي ذَلِكَ أَنْ نَعْرِضَ الْبِدْعَةَ عَلَى قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ، فَإِذَا دَخَلَتْ فِي قَوَاعِدِ الْإِيجَابِ فَهِيَ وَاجِبَةٌ، أَوْ فِي قَوَاعِدِ التَّحْرِيمِ فَهِيَ مُحَرَّمَةٌ، أَوِ النَّدْبِ فَمَنْدُوبَةٌ، أَوِ الْمَكْرُوهِ فَمَكْرُوهَةٌ، أَوِ الْمُبَاحِ فَمُبَاحَةٌ، وَذَكَرَ لِكُلِّ قِسْمٍ مِنْ هَذِهِ الْخَمْسَةِ أَمْثِلَةً إِلَى أَنْ قَالَ: وَلِلْبِدَعِ الْمَنْدُوبَةِ أَمْثِلَةٌ: مِنْهَا إِحْدَاثُ الرُّبُطِ وَالْمَدَارِسِ وَكُلُّ إِحْسَانٍ لَمْ يُعْهَدْ فِي الْعَصْرِ الْأَوَّلِ، وَمِنْهَا التَّرَاوِيحُ وَالْكَلَامُ فِي دَقَائِقِ التَّصَوُّفِ وَفِي الْجَدَلِ، وَمِنْهَا جَمْعُ الْمَحَافِلِ لِلِاسْتِدْلَالِ فِي الْمَسَائِلِ إِنْ قُصِدَ بِذَلِكَ وَجْهُ اللَّهِ تَعَالَى،

-"বিদআত হারাম এবং মাকরূহে সীমবদ্ধ নয়, বরং এটা মুবাহ, মনদূব, এবং ওয়াজিবও হয়। যেমন ইমাম নববী নিজের تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ কিতাবে বলেন, শরীয়তে বিদআত ঐ কাজকে বলা হয়, যা নবীয়ে পাক (ﷺ) এর সময়ে ছিলনা। এ বিদআত হাসানা ও কাবিহায় বিভক্ত। শেয়খ ইজ্জুদ্দিন বিন আবদুস সালাম নিজের কিতাব القواعد الاحكام فى مصالح الانام এ এভাবে বর্ণনা করেন যে বিদআতের প্রকরণ: ওয়াজিব, হারাম, মানদুব, মাকরূহ, এবং মুবাহ এ বিভক্ত। তিনি বলেন, এসব এভাবে যে আমরা বিদআতকে শরীয়তের বিধি বিধানে উপস্থাপন করব। যদি ঐ বিদআত কাজটা শরীয়তের ওয়াজিব বিধানের অধীনে পরিলক্ষিত হয়, তখন তা ওয়াজিব। যদি তা হারাম বিধানের সামঞ্জস্য হয় তখন তা হারাম। যদি তা এস্তিহবাবের বিধানে পাওয়া যায় তখন তা মুস্তাহাব আর যদি তা কারাহাত বিধানের মধ্যে পাওয়া যায় তা হবে মাকরূহ এবং যদি ঐ কাজটা শরীয়তের মুবাহ বিধানের অন্তভূক্ত হয় তখন তাকে মুবাহ বলা হবে। তিনি বিদআতের এ পাঁচ প্রকারের উদাহরণ ও উপস্থাপন করেছেন যেমন বিদআতে মানদুবাহ্র উদাহরণ সরাইখানা ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা এবং প্রত্যেক ঐসব নতুন কাজ যা নবীয়ে পাকের সময়ে ছিল না। যেমন: তারাবীহর নামায তাসাউফ (আধ্যাত্মিকতা) শিক্ষা নিয়ে গভীর জ্ঞানার্জন ও তর্কশাস্ত্র সংক্রান্ত এর মধ্য থেকে মহান রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি অর্জনে মাহফিলের ব্যবস্থা করে বিভিন্ন মাসয়ালার দলীল উপস্থাপন ইত্যাদি।[৫০৪]

---

৫০৪ .(ক) আল হাবি লিল ফাতওয়া, সয়ুতী : ১/৬
(খ) শরহি সুনানে ইবনে মাযা সয়ুতী : ১/৬

সৈয়্যদুনা ওমর ফারুক (ﷺ) এর বক্তব্য نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ অধীনে তারাবীহর নামাযকে বিদআতে হাসানা বলে আল্লামা জালালুদ্দীন সয়ুতী (رحمه الله) লিখেন-

عَنْ عمر أَنَّهُ قَالَ فِي التَّرَاوِيحِ: نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ[৫০৫]، وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ، فَسَمَّاهَا بِدْعَةً، يَعْنِي بِدْعَةً حَسَنَةً، وَذَلِكَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ وَصَرَّحَ بِهِ جَمَاعَاتٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ، مِنْهُمُ الشَّيْخُ عز الدين بن عبد السلام، حَيْثُ قَسَّمَ الْبِدْعَةَ إِلَى خَمْسَةِ أَقْسَامٍ وَقَالَ: وَمِثَالُ الْمَنْدُوبَةِ صَلَاةُ التَّرَاوِيحِ، وَنَقَلَهُ عَنْهُ النووي فِي تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ، ثُمَّ قَالَ: وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِهِ فِي مَنَاقِبِ الشَّافِعِيِّ عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: الْمُحْدَثَاتُ فِي الْأُمُورِ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا مَا أُحْدِثَ مِمَّا خَالَفَ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ أَثَرًا أَوْ إِجْمَاعًا فَهَذِهِ الْبِدْعَةُ الضَّلَالَةُ. وَالثَّانِي مَا أُحْدِثَ مِنَ الْخَيْرِ، وَهَذِهِ مُحْدَثَةٌ غَيْرُ مَذْمُومَةٍ، وَقَدْ قَالَ عمر فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ: نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، يَعْنِي أَنَّهَا مُحْدَثَةٌ لَمْ تَكُنْ-

-হযরত ওমর (ﷺ) থেকে বর্ণিত তিনি তারাবীহর নামায সম্পর্কে বলেছেন যে, ইহা কত উত্তম বিদআত এবং রাতের ঐ অংশ যখন মানুষ শুয়ে পড়ে তখন না শুয়ে এবাদত করাটা উত্তম ভাল, তিনি একারনে একাজকে বিদআত বা বিদআতে হাসানা বলেছেন। একারণে বুঝা যায় একাজ আঁকা (ﷺ)-এর সময়ে ছিল। এর উপর ইমাম শাফেয়ী (رحمه الله) (নস) দলীল পেশ করেছেন এবং ইমামদের এক দল এতে ব্যাপকতা দিয়েছেন। এসব ইমামদের একজন ইজ্জুদ্দিন বিন আবদুস সালাম যিনি বিদআতের পাঁচ প্রকার বর্ণনা করেছেন তিনি মানদুব বা বিদআতে মানদুবাহর উদাহরণ তারাবীহর নামায দিয়েছেন তাঁর থেকে ইমাম নববী নিজের تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ কিতাবে আলোচনা করেছেন তিনি বলেছেন যে, ইমাম বায়হাকী নিজের সনদে মানাকেবে শাফেয়ীতে উল্লেখ করেছেন। ইমাম শাফেয়ী (رحمه الله) থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন মুহদাসাতে উমুর দু'প্রকার তার মধ্যে এক ইহদাস (নব সৃষ্ঠ) এমন যা কিতাব, সুন্নাহ, সাহাবায়ে কেরামের আসার (বক্তব্য) এবং এজমার বিপরীত এটা হচ্ছে বিদআতে দালালাহ এবং দ্বিতীয় এহদাস যা ভাল এ

(গ) আদ দিবাজ আলা সহীহ মুসলিম বিন হাজ্জাজ, সয়ুতী : ২/৪৪৫

৫০৫.(ক) আল মুয়াত্তা মালিক, বাবু মা যায়া ফি কিয়ামে রমজান : ১/১১৪ নং ২৫০

(খ) শোয়াবুল ইমান বায়হাকী : ৩/১৭৭ নং ৩২৬৯

(গ) জামিউল উলুম ওয়াল হিকম, ইবনে রজব হাম্বলী : ১/২৬৬

(ঘ) শরহি জুরকানী আলা মুয়াত্তা ইমাম মালেক, জুরকানী : ১/৩৪০

প্রকার এহদাস অনিন্দনীয়। যেমন হযরত ওমর (ﷺ) পবিত্র রমজান মাসে তারাবীহর নামায, সম্পর্কে বলেছেন نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هٰذِهِ এটা কত উত্তম বিদআত অর্থাৎ এটা এমন নতুন কাজ, যা পূর্বে ছিল না।[৫০৬]

২২. ইমাম আবুল আব্বাস আহমদ বিন মুহাম্মদ শিহাব উদ্দিন আলকুসতলানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (৯১১ হি.)

আল্লামা শিহাব উদ্দিন আহমদ কুসতালানী হযরত ওমর (ﷺ) এর বক্তব্য- نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هٰذِهِ অধীনে বিদআতের সংজ্ঞা ও প্রকরণ বর্ণনায় লিখেন -

(نِعْمَ الْبِدْعَةُ هٰذِهِ[৫০৭])، سَمَّاهَا بِدْعَةً لِأَنَّهُ -صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمْ يَسُنَّ لَهُمُ الْاِجْتِمَاعَ لَهَا وَلَا كَانَتْ فِيْ زَمَنِ الصِّدِّيْقِ وَلَا أَوَّلَ اللَّيْلِ وَلَا كُلَّ لَيْلَةٍ وَلَا هٰذَا الْعَدَدَ. وَهِيَ خَمْسَةٌ وَاجِبَةٌ وَمَنْدُوْبَةٌ وَمُحَرَّمَةٌ وَمَكْرُوْهَةٌ وَمُبَاحَةٌ. وَحَدِيْثُ "كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ[৫০৮]" مِنَ الْعَامِ الْمَخْصُوْصُ، وَقَدْ رَغَّبَ فِيْهَا عُمَرُ بِقَوْلِهِ: نِعْمَ الْبِدْعَةُ وَهِيَ كَلِمَةٌ تَجْمَعُ الْمَحَاسِنَ كُلَّهَا كَمَا أَنَّ بِئْسَ تَجْمَعُ الْمَسَاوِئَ كُلَّهَا وَقِيَامُ رَمَضَانَ لَيْسَ بِدْعَةً لِأَنَّهُ -صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِيْ أَبِيْ بَكْرٍ، وَعُمَرَ[৫০৯]" وَإِذَا أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ مَعَ عُمَرَ عَلٰى ذٰلِكَ زَالَ عَنْهُ اسْمُ الْبِدْعَةِ.

-এটা কত উত্তম বিদআত হযরত ওমর (ﷺ) نِعْمَ الْبِدْعَةُ هٰذِهِ অধীনে তারাবীহর নামাযকে বিদআত হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। কেননা, নবীয়ে পাক (ﷺ) জামাত সহকারে তারাবীহ পড়াকে বৈধতা দিয়ে যাননি, প্রচলন করেননি হযরত সিদ্দিকে আকবর (ﷺ) রাতের প্রথমাংশে বা এককভাবে প্রতি রাত্রে পড়া হত না। নির্ধারণ ছিলনা তারাবীহর রাকাত

---

৫০৬. আল হাবী লিল ফাতওয়া, সুয়ূতী : ১/৩৪৮ পৃ.

৫০৭. (ক) সহীহ্ বুখারী, কিতাবু সালাতি তারাবীহ বাবু ফজলে মন কামা রমজান : ২/৭০৭ হাদিস: ১৯০৬
(খ) আল-মুয়াত্তা, ইমাম মালিক : ১/১১৪ পৃ. হাদিস: ২/২৫০
(গ) আল সহীহ, ইবনে খুজায়মা : ২/২৫৫ পৃ. হাদিস: ১১০০

৫০৮. (ক) সুনানে আবি দাউদ, কিতাবু সুন্নাহ, বাবু ফি লজুমিস সুন্নাহ : ৪/২০০ হাদিস: ৪৬০৭
(খ) জামেয় তিরমিজি, কিতাবুল ইলম, বাবু মা যায়া ফিল আখজে বিস সুন্নাহ : ৫/৪৪ হাদিস: ২৬৭৬
(গ) সুনানে ইবনে মাযা, মোকাদ্দমা, বাবু ইত্তিবায়ীস সুন্নাহ আল খুলাফায়ীর রাশিদীন : ১/১৫ হাদিস: ৪২
(ঘ) আল মসনদ আহমদ বিন হাম্বল : ৪/১২৬

৫০৯. (ক) জামেয় তিরমিজি, কিতাবুল মোনাকেব আনির রাসুলে (ﷺ) বাবু মোনাকেবে আবি বকর ওয়া ওমর : ৫/৬০৯ হাদিস: ৩৬৬২
(খ) সুনানে ইবনে মাযা, বাবু ফি ফজলে আসহাবে রাসুলিল্লাহে (ﷺ) : ১/৩৭ হাদিস: ৯৭
(গ) আল মোসতাদরক হাকেম : ৩/৭৯ হাদিস: ৪৪৫১

সংখ্যা। বিদআতের নিম্নলিখিত পাঁচ প্রকার ওয়াজিবা, মানদুবা, মুহরেমা, মাকরূহা ও মুবাহাহ্ রয়েছে। যেমন হাদিস শরীফে রয়েছে - كل بدعة ضلالة প্রত্যেক বিদআত ভ্রান্ত। এটা সাধারণ নির্দেশ কিন্তু তার অর্থ বিশেষ কিছু বিদআত এবং সাইয়্যিদুনা ওমর ফারুক (ﷺ) নিজের نِعْمَ الْبِدْعَةُ هٰذِهِ বক্তব্য দ্বারা এ বিশেষ বিদআত (হাসানার) প্রতিই উৎসাহিত করেছেন এবং শব্দ نعم যার মধ্যে সন্নিবেশিত করে রেখেছেন সমস্ত সৌন্দর্য যেমন একত্রিত করে রেখেছে সমস্ত খারাপ কুৎসিতকে بئس শব্দ। রমজান মাসে তারাবীহর নামায জামাতে আদায় করা খারাপ, বিদআত নয়। কেননা সরকারের দো আলম (ﷺ) বলেছেন, আমার পরে সিদ্দিকে আকবর (ﷺ) ও ফারুকে আযম (ﷺ) এর অনুকরণ কর। আর যখন সাহাবায়ে কেরাম (ﷺ) হযরত ওমর ফারুক (ﷺ)'র সাথে রমজানে তারাবীহ জামাতে আদায় করাতে ঐক্যমত পোষণ করেছেন, তখন জামাতে তারাবীহ রমজানে আদায় করার উপর বিদআতের ব্যবহারের সমাপ্তি ঘটেছে।[৫১০]

২৩. ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইউসুফ সালেহী আশ-শামী (رحمه الله) (৯৪২ হি.)

ইমাম মুহাম্মদ বিন ইউসুফ সালেহী শামী (رحمه الله) নিজের প্রসিদ্ধ কিতাব - سبل الهدى والرشاد، في سيرة خير العباد এ আল্লামা তাজুদ্দিন ফাকেহানীর لأن الابتداع في الدين ليس مباحاً অবস্থানের পর্যালোচনা করেন। এ পর্যায়ে তিনি বিদআতের প্রকরণ বর্ণনা করে লিখেন-

لأَنَّ الْبِدْعَةَ لَمْ تَنْحَصِرْ فِي الْحَرَامِ وَالْمَكْرُوهِ، بَلْ قَدْ تَكُوْنُ أَيْضًا مُبَاحَةً وَمَنْدُوْبَةً وَوَاجِبَةً. قَالَ النَّوَوِيْ- رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- فِيْ «تَهْذِيْبِ الْأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ: اَلْبِدْعَةُ فِي الشَّرْعِ: هِيَ مَا لَمْ يَكُنْ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ مُنْقَسِمَةٌ إِلَى حَسَنَةٍ وَقَبِيْحَةٍ». وَقَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّيْنِ بْنِ عَبْدُ السَّلَامِ- رحمه الله تعالى- فِي الْقَوَاعِدِ: اَلْبِدعة مُنْقَسِمَةٌ إِلَى وَاجِبَةٍ وَإِلَى مُحَرَّمَةٍ وَمَنْدُوْبَةٍ وَمَكْرُوْهَةٍ وَمُبَاحَةٍ.

-বিদআত হারাম এবং মাকরূহের মধ্যে সীমিত নয়, বরং বিদআত মুবাহ, মানদুব ও ওয়াজিবও হয়। ইমাম নববী (رحمه الله) স্বীয় কিতাব تهذيب الأسماء واللغات বলেন, শরীয়তে বিদআত ঐ কাজকে বলা হয়, যা রাসূলে পাক (ﷺ)

---

৫১০ . ৫০২. একশাদুস্ সারী লেশরহি সহীহিল বুখারী, কুসতালানী : ৩/৪২৬

FOLLOW US

https://sunni-encyclopedia.blogspot.com

Download our APP

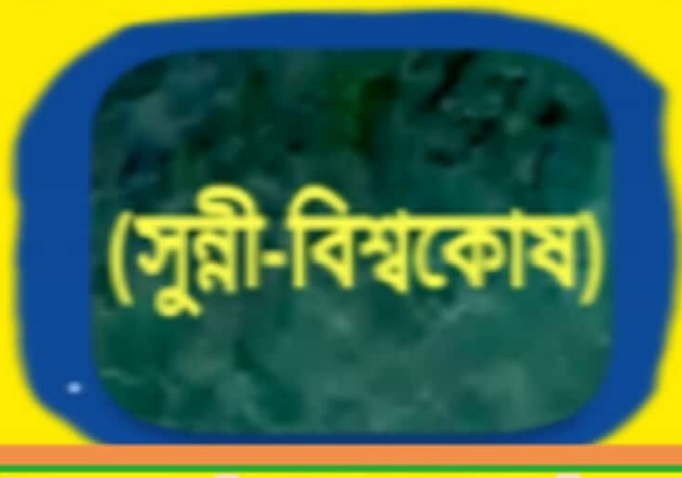

Sunni-Encyclopedia

এর সময়ে ছিল না এবং এটা বিদআতে হাসানা (প্রশংসনীয়) ও বিদআতে কাবিহা (নিন্দনীয়)য় বিভক্ত করা হয়। শেয়খ ইজ্জুদ্দিন বিন আবদুছ সালাম নিজের কিতাব القواعد এ উল্লেখ করেন যে, বিদআত ওয়াজিব, হারাম, মানদুব, মাকরূহ ও মুবাহ এ বিভক্ত।[৫১১]

২৪. ইমাম আবদুল ওয়াহ্হাব বিন আহমদ আলী আশ শা'রানী (رحمه الله) (৯৭৩হি.)

ইমাম আবদুল ওয়াহ্হাব বিন আহমদ আলী আশ-শা'রানী (رحمه الله) স্বীয় কিতাব- اليواقت والجواهر فى بيان عقائد الاكابر আল ইউয়াকিত ওয়াল জাওয়াহির ফি বয়ানে আকায়েদিল আকাবিরে একটা ফতওয়ার উত্তরে বিদআতে হাসানার শরয়ী নির্দেশাবলীর ব্যাখ্যায় লিখেন-

(فَإِنْ قُلْتَ) فَهَلْ يُلْحَقُ بِالسُّنَّةِ الصَّحِيْحَةِ فِى وُجُوْبِ الْإِذْعَانِ لَهَا مَا اِبْتَدَعَه الْمُسْلِمُوْنَ مِنَ الْبِدَعِ الْحَسَنَةِ؟ (فَالْجَوَابُ) كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ فِى الْبَابِ الثَّانِىْ وَالسِّتِّيْنَ وَمِائَتَيْنِ انه يندب الْإِذْعَان لَهَا وَلَا يَجِبُ كَمَا اَشَارَ اِلٰى قَوْلِه تَعَالٰى: وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. وَكَمَا اَشَارَ اِلَيْهَا قَوْلُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً، فَقَدْ اَجَازَ لَنَا اِبْتِدَاعُ كُلِّ مَا كَانَ حَسَنًا وَجَعَلَ فِيْهِ الْاَجْرَ لِمَنْ اِبْتَدَعَه وَلِمَنْ عَمِلَ بِه مَالَمْ يَشُقَّ ذٰلِكَ عَلَى النَّاسِ.

তুমি যদি প্রশ্ন কর যে বিদআতে হাসানায় যে সব নতুন বস্তু মুসলমানেরা গ্রহণ করেছেন সেগুলো কি ওয়াজিব, স্বীকারের স্থরে সুন্নাতে সহীহার সমপর্যায়ে? তার উত্তরে বলা হবে এ নতুন বস্তু অর্থাৎ বিদআতে হাসানা স্বীকার করে নেয়া মনদুব, ওয়াজিব নয়। যেমন: আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন-

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ (الحديد: ٢٧)

"তারা এ পাদরীত্ব নিজেরাই আরম্ভ করেছিল আমি তাদের উপর ফরজ করিনি।"[৫১২] আর যেমন নবীয়ে পাক (ﷺ) এ সম্পর্কে বলেছেন- من سن سنة حسنة -"যে ব্যক্তি কোন ভাল পন্থার উদ্ভব করেছে"[৫১৩] এবং প্রত্যেক ঐ কাজ

---

৫১১. সবলুল হুদা ওয়া রাশাদ, ইমাম ইবনে সালেহ শামী : ১/৩৭০ পৃ.

৫১২. আল কুরআন, আল হাদিদ : ৫৭: আয়াত নং-২৭

৫১৩ (ক) সহীহ্ মুসলিম কিতাবুজ যাকাত, বাবুল হিস্সে আলাস সদকা : ২/৭০৫ হাদিস: ১০১৭

যা ভাল হয়, আরম্ভ করা আমাদের জন্য বৈধ, সেখানে আরম্ভকারীর জন্য আমল কারীর সওয়াব রেখে দেয়া হয়েছে, যতক্ষণ ঐ কাজ আমল কারীকে কোন কষ্টে নিমজ্জিত না করে।[৫১৪]

২৫. ইমাম আহমদ শিহাবুদ্দিন ইবনুল হাজর আল মক্কী আল হায়তমী (রহ.) (৯৭৪ হি.)

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারীর ওস্তাদ ইমাম ইবনে হাজর মক্কী (রহ.) আল ফাতওয়া আল হাদিসীয়াহ এক প্রশ্নকারীর উত্তরে লিখেছেন-

وَقَوْلُ السَّائِلِ نَفَعَ اللهُ بِهِ: وَهل الاجْتِمَاع للبدع الْمُبَاحَة جَائِز؟ جَوَابه: نعم جَائِز. قَالَ الْعِزُّ بْن عَبْدَ السَّلَام رَحِمَه الله تَعَالَى: الْبِدْعَة فعل مَا لم يعْهَد فِي عهد النبيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وتنقسم إِلَى خَمْسَة أَحْكَام يَعْنِي الْوُجُوب وَالنَّدْب الخ، وَطَرِيق معرفَة ذَلِك أَن تعرض الْبِدعة على قَوَاعِد الشَّرْع فَأي حكم دخلت فِيهِ فَهِيَ مِنْهُ، فَمن الْبِدع الْوَاجِبَة تعلم النَّحْو الَّذِي يفهم بِهِ الْقُرْآن وَالسّنة، وَمن الْبِدع الْمُحرمَة مَذْهَب نَحْو الْقَدَرِيَّة، وَمن الْبِدع المندوبة إِحْدَاث نَحْو الْمدَارِس والاجماع لصَلَاة التَّرَاوِيح، وَمن الْبِدع الْمُبَاحَة المصافحة بعد الصَّلَاة وَمن الْبِدع الْمَكْرُوهَة زَخْرفة الْمَسَاجِد والمصاحف أي بِغَيْر الذَّهَب وَإِلَّا فَهِيَ مُحرمَة، وَفِي الْحَدِيث (كل بدْعة ضَلَالَة وكل ضَلَالَة فِي النَّار[৫১৫]) وَهُوَ مَحْمُول على الْمُحرمَة لَا غير.

-এবং প্রশ্নকারীর এ বক্তব্য (আল্লাহ তায়ালা প্রশ্নকারীকে পুরস্কার প্রদান করুক) যে বিদআতে মুবাহার জন্য ঐক্যমতে পৌছা বৈধ কিনা? শেয়খ ইজ্জুদ্দিন বিন আব্দুস সালাম বলেন, বিদআত এমন কাজ যা নবীয়ে পাক (ﷺ) এর সময়ে ছিল না। বিদআতকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়, ওয়াজিব, নদব, ইত্যাদি- তার পরিচিতি এভাবে বিদআতকে শরীয়তের হুকুম

(খ) সুনানে নসায়ী কিতাবুজ যাকাত বাবুত তাহরীমে আলাস সদকা : ৫/৫৫-৫৬ হাদিস: ২৫৫৪
(গ) সুনানে ইবনে মাযা মোকাদ্দমা, বাবু সান্না সুন্নাতান হাসানাতান আউ সাইয়্যেয়াতান : ১/৭৪ হাদিস: ২০৩
(ঘ) আল মসনদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ৪/৩৫৭-৩৫৯ পৃ.
(ঙ) আস সহীহ, ইমাম ইবনে হিব্বান : ৮/১০১, ১০২ হাদিস: ৩৩০৮
(চ) আস সুনান, ইমাম দারেমী : ১/১৪১ হাদিস: ৫১৪
৫১৪ . আল এয়াকিত ও জাওয়াহির ফি বয়ানে আকায়িদিল আকাবির, ইমাম শা'রানী : ২/২৮৮
৫১৫. (ক) সুনানে আবি দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু ফি লজুমিস সুন্নাহ : ৪/২০০ হাদিস: ৪৬০৭
(খ) জামিয় তিরমিজি, কিতাবুল ইলম, বাবু মা যায়া ফিল আখজি বিস সুন্নাহ : ৫/৪৪ হাদিস:২৬৭৬
(গ) সুনানে ইবনে মাযাহ মুকাদ্দমা, বাবু এত্তেবায়িস সুন্নাহ আল খুলাফায়ীর রাশিদীন : ১/১৫ হাদিস: ৪২
(ঘ) আল মুসনদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ৪/১২৬ পৃ.
(ঙ) আস সহীহ, ইমাম ইবনে হাব্বান : ১/১৭৮ পৃ. হাদিস: ৫

আহকামের সাথে তুলনা করে যে পর্যায়ে যে কাজ পড়বে তাকে সে বিদআত হিসেবে নির্ধারিন করা হবে।

মূলত: বিদআতে ওয়াজিবার মধ্যে রয়েছে ইলমে নাহুর জ্ঞান (আরবী ব্যাকরণ) যার মাধ্যমে কুরআন-হাদিস শিখায় সহায়ক হয় এবং বিদআতে মোহরেমার মধ্যে নতুন মাজহাব তৈরী করা। যেমন- কাদরীয়াহ, আর বিদআতে মানদুবার মধ্যে হচ্ছে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও তারাবীহর নামাযের জামাত সহকারে আদায় করা এবং হাদিসে পাকে যা এসেছে- كل بدعة ضَلَالَة ও كل ضَلَالَة فِي النار দ্বারা বিদআতে মোহরেমা বুঝানো হয়েছে অন্য কোন প্রকার নয়।[৫১৬]

২৬. শেয়খ মুহাম্মদ শামসুদ্দিন আস সরবিনী আল খতীব (رحمه الله) (৯৭৭হি.)

দশম হিজরীর শাফেয়ী মাজহাবের প্রসিদ্ধ আলেমে দ্বীন আস শেয়খ মুহাম্মদ শামসুদ্দীন আস সরবিনী আল খতিব নিজের কিতাব- مغني المحتاج إلى معرفة معاني الفاظ المنهاج এর অধীনে শেয়খ ইজ্জুদ্দিন বিন আবদুস সালামের সূত্রে লিখেন- وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ مُبْتَدِعٍ لَا تُكَفِّرُهُ

الْبِدْعَةُ مُنْقَسِمَةٌ إِلَى وَاجِبَةٍ، وَمُحَرَّمَةٍ، وَمَنْدُوبَةٍ، وَمَكْرُوهَةٍ، وَمُبَاحَةٍ. قَالَ وَالطَّرِيقُ فِي ذَلِكَ أَنْ تُعْرَضَ الْبِدْعَةُ عَلَى قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ، فَإِنْ دَخَلَتْ فِي قَوَاعِدِ الْإِيجَابِ فَهِيَ وَاجِبَةٌ كَالِاشْتِغَالِ بِعِلْمِ النَّحْوِ أَوْ فِي قَوَاعِدِ التَّحْرِيمِ فَمُحَرَّمَةٌ كَمَذْهَبِ الْقَدَرِيَّةِ وَالْمُرْجِئَةِ وَالْمُجَسِّمَةِ وَالرَّافِضَةِ. قَالَ: وَالرَّدُّ عَلَى هَؤُلَاءِ مِنْ الْبِدَعِ الْوَاجِبَةِ. أَيْ لِأَنَّ الْمُبْتَدِعَ مَنْ أَحْدَثَ فِي الشَّرِيعَةِ مَا لَمْ يَكُنْ فِي عَهْدِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ فِي قَوَاعِدِ الْمَنْدُوبِ فَمَنْدُوبَةٌ كَبِنَاءِ الرُّبُطِ وَالْمَدَارِسِ، وَكُلُّ إحْسَانٍ لَمْ يَحْدُثْ فِي الْعَصْرِ الْأَوَّلِ كَصَلَاةِ التَّرَاوِيحِ، أَوْ فِي قَوَاعِدِ الْمَكْرُوهِ فَمَكْرُوهَةٌ كَزَخْرَفَةِ الْمَسَاجِدِ وَتَزْوِيقِ الْمَصَاحِفِ، أَوْ فِي قَوَاعِدِ الْمُبَاحِ فَمُبَاحَةٌ كَالْمُصَافَحَةِ عَقِبَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ وَالتَّوَسُّعِ فِي الْمَآكِلِ وَالْمَلَابِسِ، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِهِ فِي مَنَاقِبِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: الْمُحْدَثَاتُ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا مَا خَالَفَ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ إجْمَاعًا فَهُوَ بِدْعَةٌ وَضَلَالَةٌ: وَالثَّانِي مَا أُحْدِثَ مِنْ الْخَيْرِ فَهُوَ غَيْرُ مَذْمُومٍ.

---

৫১৬. আল ফাতওয়ায়ে হাদিসিয়্যা, ইমাম ইবনে হাজার মক্কী : ১৩০ পৃ.

-বিদআতের প্রকরণ ওয়াজিবা, মোহরেমা, মানদুবা, মাকরূহা ও মুবাহায় হয়। তিনি বলেছেন, বিদআতকে এসব প্রকরণে ভাগ করতে যে নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছে, তা হচ্ছে এ প্রকরণগুলো তুলনা করা শরীয়তের কাওয়ায়েদ বা বিধানের সাথে যে সব বিদআত কাজ ওয়াজিবের বিধানে সাথে তুল্য হবে তা বিদআতে ওয়াজিবা হবে। যেমন নাহু বিষয়ে লেখাপড়ায় ব্যস্ত হওয়া, যদি সে কাজটা হারামের কাওয়ায়েদ বা বিধানের সাথে সম্পৃক্ত হবে তখন তা বিদআতে মোহরেমা হবে। যেমন কদরীয়া, মুরজিয়া, মুজাসিমা বা রাফিজাহ মাজহাবের প্রবর্তন। তিনি বলেছেন, এসব বাতেল ফিরকা বা মাজহাবের প্রতিরোধ বিদআতে ওয়াজিবা। কেননা, এসব বিদআতীরা শরীয়তে এমন বস্তু সৃজন করেছে, যা রাসূলে পাক (ﷺ) এর সময়ে ছিল না। আর যদি তা মুস্তাহাবের বিধানের মধ্যে হয় তখন তা বিদআতে মুস্তাহাববাহ হবে যেমন সরাইখানা, মাদ্‌রাসা ইত্যাদি তৈরী করা এবং ঐ সব নতুন কাজ যেগুলো রাসূলে পাক (ﷺ) এর সময়ে ছিলনা। যেমন তারাবীহর জামাত ইত্যাদি। অথবা এ নতুন সৃজিত কাজ মাকরূহ বিধানের অন্তর্ভূক্ত হবে তখন তাকে বিদআতে মাকরূহা বলবে যেমন মসজিদ সমূহ সৌন্দর্য্য করণ। কুরআনে পাকের নকশা অঙ্কনে সৌন্দর্যবৃদ্ধিকরণ ইত্যাদি। অথবা তা মুবাহ কাওয়ায়েদ বা বিধানের সমপর্যায়ের হবে, তখন তা বিদআতে মুবাহা বলবে। যেমন ফজর ও আসর নামাজের পর মোসাফেহা করা পানাহারে বিলাসিতা বা প্রাচূর্যতা গ্রহণ করা এবং এভাবে ইমাম বায়হাকী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) নিজের সনদসহ ইমাম শাফেয়ীর (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) মনাকেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, মোহদেসাত বা নব সৃষ্টিকৃত দু'প্রকার তম্মধ্যে এক যা কিতাব, সুন্নাহ বা এজমার বিপরীত হয়, তা বিদআতে দলালাহ, দ্বিতীয়; যা ভাল ও পছন্দনীয় থেকে সৃজিত তা হচ্ছে বিদআতে গায়রে মাজমুমা বা অনিন্দনীয়।[৫১৭]

২৭. ইমাম মোল্লা আলী বিন সুলতান মুহাম্মদ আল ক্বারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ১০১৪ হিঃ

ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী নিজ কিতাবে

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح

এ বিদআতের প্রকরণ ও তার ব্যাখ্যায় বলেন-

---

৫১৭. মাগনাল মোহতাজ ইলা মারফতে মায়ানিল আল ফাজিল মিনহাজ, শরবীনি : ৪/৪৩৬ পৃ.

قَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي آخِرِ كِتَابِ "الْقَوَاعِد": الْبِدْعَةُ إِمَّا وَاجِبَةٌ كَتَعَلُّمِ النَّحْوِ لِفَهْمِ كَلَامِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَكَتَدْوِينِ أُصُولِ الْفِقْهِ وَالْكَلَامِ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، وَإِمَّا مُحَرَّمَةٌ كَمَذْهَبِ الْجَبْرِيَّةِ وَالْقَدَرِيَّةِ وَالْمُرْجِئَةِ وَالْمُجَسِّمَةِ، وَالرَّدُّ عَلَى هَؤُلَاءِ مِنَ الْبِدَعِ الْوَاجِبَةِ لِأَنَّ حِفْظَ الشَّرِيعَةِ مِنْ هَذِهِ الْبِدَعِ فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَإِمَّا مَنْدُوبَةٌ كَإِحْدَاثِ الرُّبُطِ وَالْمَدَارِسِ، وَكُلُّ إِحْسَانٍ لَمْ يُعْهَدْ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ، وَكَالتَّرَاوِيحِ أَيْ بِالْجَمَاعَةِ الْعَامَّةِ وَالْكَلَامِ فِي دَقَائِقِ الصُّوفِيَّةِ، وَإِمَّا مَكْرُوهَةٌ كَزَخْرَفَةِ الْمَسَاجِدِ وَتَزْوِيقِ الْمَصَاحِفِ يَعْنِي عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَأَمَّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَمُبَاحٌ، إِمَّا مُبَاحَةٌ كَالْمُصَافَحَةِ عَقِيبَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ أَيْ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَيْضًا، وَإِلَّا فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ مَكْرُوهَةٌ، وَالتَّوَسُّعُ فِي لَذَائِذِ الْمَآكِلِ وَالْمَشَارِبِ، وَالْمَسَاكِنِ، وَتَوْسِيعِ الْأَكْمَامِ،

-শায়খ ইজ্জুদ্দিন বিন আবদুস সালাম الْقَوَاعِد র শেষাংশে লিখেন-বিদআতে ওয়াজিবায় কুরআনে পাক এবং হাদিসে নববী বুঝার জন্য ইলমে নাহু (আরবী ব্যাকরণ) শিখা, উসুলে ফিকহের সংকলন এবং ইলমে জরহ তাদিল বা দ্বীনের সমালোচনা বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করা, বিদআতে মুহরমা বা নতুন মাজহাব সৃষ্টি যেমন জাবরীয়া, কাদরীয়া, মুরজীয়া এবং মুজাস্সমা এবং এসব বিদআত প্রতিহত করা ওয়াজিব বিদআত কেননা, এ ধরনের বিদআত থেকে দ্বীনকে হিফাজত করা ফরজে কিফায়া। এছাড়া প্রত্যেক সৎ কার্যাবলীর উন্নয়ন, যা প্রাথমিক যুগে ছিলনা। যেমন: জামাত সহকারে তারাবীহর নামাজ এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ে সুক্ষাতিসুক্ষ্ম আলোচনা। বিদআতে মাকরূহা ইমাম শাফেয়ী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর নিকট মসজিদ ও কোরআনে পাকের সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণ আহনাফের কাছে তা মুবাহ। বিদআতে মুবাহায় শাফেয়ীদের নিকট ফজর ও আছরের নামাজের পর মোসাফেহা করা, হানাফীদের কাছে তা মাকরূহ। এভাবে খাদ্য ও পানীয় পণ্য সামগ্রীতে উন্নতমানের আরামদায়ক বস্তু গ্রহণ আবাস ও পরিধানে বিলাসিতা বা মানসম্মত সামগ্রীর ব্যবহার বিদআতে মুবাহের অন্তর্গত।[৫১৮]

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ 'র ব্যাখ্যা :

(১) ইমাম মোল্লা আলী কারী হাদিসে পাক كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ র ব্যাখ্যায় লিখেন-

أَيْ: كُلُّ بِدْعَةٍ سَيِّئَةٍ ضَلَالَةٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا[৫১৯]. وَجَمَعَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ الْقُرْآنَ، وَكَتَبَهُ زَيْدٌ فِي الْمُصْحَفِ، وَجُدِّدَ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ.

---

৫১৮ . মেরকাতুল মফাতিহ শরহি মেশকাতুল মসাবিহ, মল-া আলী ক্বারী : ১/২১৬

৫১৯ .(ক) সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুজ যাকাত, বাবুত তাহরীসে আলাস সদকাহ : ২/৭০৫ হাদিস: ১০১৭

-"প্রত্যেক নিন্দনীয় বিদআত ভ্রান্ত। কেননা, নবীয়ে পাক (ﷺ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ইসলামে কোন ভাল পথ তৈরী করবে তাকে তার কাজের এবং যে ব্যক্তি এ পথে চলবে তার ও সওয়াব সৃষ্টিকারী ব্যক্তি পাবে। আর শাইখাইন বা হযরত আবু বকর (رضي الله عنه) ও ওমর (رضي الله عنه) কুরআনে করীম সংকলন করেছেন। হযরত জায়েদ বিন সাবেত (رضي الله عنه) তা পাণ্ডুলিপিতে লিপিবদ্ধ করেছেন এবং হযরত ওসমান (رضي الله عنه) তাতে নতুনত্ব দিয়েছেন।[৫২০]

(২) ইমাম ইবনে হাজর মক্কী (رحمه الله) (৯৭৬ হি:) এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন-

وَفِي الحَدِيث (كل بدْعة ضَلَالَة وكل ضَلَالَة فِي النَّار)[৫২১] وَهُوَ مَحْمُول على الْمُحرمَة لَا غير

-"হাদিসে পাকের "প্রত্যেক বিদআত ভ্রান্ত এবং প্রত্যেক ভ্রান্ততা জাহান্নামে নিয়ে যাবে" এটাকে বিদআতে মোহরমায় প্রয়োগ করা হয়েছে অন্য কিছুর উপর নয়।"[৫২২]

২৮. আস শেয়খ আবদুল হামিদ আস সরওয়ানী (ওফাত- ৯৭৪ হি.)

আল্লামা শেয়খ আবদুল হামিদ আস সরওয়ানী স্বীয় কিতাব "হাওয়াসি সারওয়ানী" এ বিদআতের হুকুম এবং তার ব্যাপক বর্ণনায় উল্লেখ করেন-

(قَوْلُهُ: لَا نُكَفِّرُهُ بِبِدْعَتِهِ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَا نُفَسِّقُهُ بِهَا (فَائِدَةٌ) قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْبِدْعَةُ مُنْقَسِمَةٌ إِلَى وَاجِبَةٍ وَمُحَرَّمَةٍ وَمَنْدُوبَةٍ وَمَكْرُوهَةٍ وَمُبَاحَةٍ قَالَ وَالطَّرِيقُ فِي ذَلِكَ أَنْ تُعْرَضَ الْبِدْعَةُ عَلَى قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ فَإِنْ دَخَلَتْ فِي قَوَاعِدِ الْإِيجَابِ فَهِيَ وَاجِبَةٌ كَالِاشْتِغَالِ بِعِلْمِ النَّحْوِ أَوْ فِي قَوَاعِدِ التَّحْرِيمِ فَمُحَرَّمَةٌ كَمَذْهَبِ الْقَدَرِيَّةِ وَالْمُرْجِئَةِ وَالْمُجَسِّمَةِ وَالرَّافِضَةِ فَقَالَ وَالرَّدُّ عَلَى هَؤُلَاءِ مِنَ الْبِدَعِ الْوَاجِبَةِ أَيْ؛ لِأَنَّ الْمُبْتَدِعَ مَنْ أَحْدَثَ فِي الشَّرِيعَةِ مَا لَمْ

(খ) সুনানে নাসায়ী, কিতাবুজ যাকাত, বাবুত তাহরীসে আলাস সদকাহ : ৫/৫৫, ৫৬ হাদিস: ২৫৫৪

(গ) সুনানে ইবনে মাযা, মোকাদ্দমা, বাবু সান্না সুন্নাতান হাসানাতান আউ সাইফয়্যাতান : ১/৭৪ হাদিস: ২০৩

(ঘ) আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ৪/৩৫৭-৩৫৯

৫২০ . মিরকাতুল মাফাতিহ শরহি মিশকাতুল মাসাবিহ, আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : ১/২১৬ পৃ.

৫২১ . (ক) সুনানে আবি দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ বাবু ফি লুজুমিস সুন্নাহ : ৪/২০০ হাদিস: ৪৬০৭

(খ) জামেউত তিরমিজি, কিতাবুল ইলম, বাবু মা যায়া ফিল অখজি বিস সুন্নাহ : ৫/৪৪ হাদিস: ২৬৭৬

(গ) সুনানে ইবনে মাযা মোকাদ্দমা, বাবু এত্তেবায়িস সুন্নাতিল খুলাফায়ীর রাশিদীন : ১/১৫ হাদিস:৪২

(ঘ) আল মসনদ, আহমদ বিন হাম্বল : ৪/১২৬

(ঙ) আস সহীহ ইবনে হাব্বান : ১/১৭৮ হাদিস: ৫

(চ) মসনদুস সামীঈন তাবরানী : ১/৪৪৬ হাদিস: ৭৮৬

(ছ) আল মু'জামুল কবীর, তাবরানী : ১৮/২৪৯ হাদিস: ৬২৪

৫২২ . আল ফাতওয়ায়ে হাদিসীয়্যাহ, ইমাম ইবনে হাজর মক্কী : ১৩০ পৃ.

يَكُنْ فِي عَهْدِهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَوْ فِي قَوَاعِدِ الْمَنْدُوبِ فَمَنْدُوبَةٌ كَبِنَاءِ الرُّبُطِ وَالْمَدَارِسِ وَكُلُّ إِحْسَانٍ لَمْ يُحْدَثْ فِي الْعَصْرِ الْأَوَّلِ كَصَلَاةِ التَّرَاوِيحِ أَوْ فِي قَوَاعِدِ الْمَكْرُوهِ فَمَكْرُوهَةٌ كَزَخْرَفَةِ الْمَسَاجِدِ وَتَزْوِيقِ الْمَصَاحِفِ أَوْ فِي قَوَاعِدِ الْمُبَاحِ فَمُبَاحَةٌ كَالْمُصَافَحَةِ عَقِبَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ وَالتَّوَسُّعِ فِي الْمَآكِلِ وَالْمَلَابِسِ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِهِ فِي مَنَاقِبِ الشَّافِعِيِّ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – أَنَّهُ قَالَ الْمُحْدَثَاتُ ضَرْبَانِ أَحَدُهُمَا مَا خَالَفَ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ إِجْمَاعًا فَهُوَ بِدْعَةٌ وَضَلَالَةٌ وَالثَّانِي مَا أُحْدِثَ مِنَ الْخَيْرِ فَهُوَ غَيْرُ مَذْمُومٍ.

-বিশ্লেষক আল্লামা আবদুল হামিদ আশ সরওয়ানী নতুন কাজ সৃষ্টিকারী সম্পর্কে লিখকের ভাষা " لَا نُكَفِّرُهُ بِبِدْعَتِهِ " এবং ইমাম জারকসীর শব্দ لَا نُفَسِّقُهُ بِهَا এর সূত্রে বিদআতের সূত্র প্রকরণ বর্ণনায় লিখেন যে, ইজ্জুদ্দিন বিন আবদুস সালাম বলেছেন, বিদআত ওয়াজিবা, মোহরামা, মানদুবা, মাকরূহা এবং মুবাহায় বিভক্ত হয়। তিনি এর পদ্ধতি এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, বিদআতকে শরীয়তের কাওয়ায়েদ বা নিয়মাবলীর সাথে তুলনা করে দেখতে হবে যে নতুন সৃজিত কাজটা যদি ওয়াজিব পর্যায়ে হয়, তা হলে তা বিদআতে ওয়াজিব। যেমন : ইলমে নাহুর জ্ঞানার্জনে লিপ্ত হওয়া অথবা এ নতুন কাজটা তাহরীমের কাওয়ায়েদের অধীনে হবে তখন তা বিদআতে মোহরেমা হবে যেমন কাদরীয়া, মুরজিয়া মুজাস্‌সমা এবং রাফিজাহ্‌র মত নতুন ফেরকার প্রচলন করা বিদআতে মোহরিমা। তিনি আরো বলেছেন যে, এরকম বাতিল মাজহাবের প্রতিহত করা হচ্ছে বিদআতে ওয়াজিবা। কেননা বিদআতকারী শরীয়তে এমন কাজের প্রচলন করেছে, যা নবীয়ে পাক (ﷺ) এর সময়ে ছিল না অথবা এ নতুন সৃজিত কার্যাবলী মুস্তাহাবের নিয়মাবলীর আওতায় আসবে তখন তাঁকে বিদআতে মুস্তাহাব্বাহ বলা হবে। যেমন : সরাইখানা, মাদ্‌রাসা এ ধরনের প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা এবং ঐসব নতুন কাজ, যা প্রাথমিক যুগে সৃজিত হয়নি। যেমন : তারাবীহর নামায ইত্যাদি। আর যদি এ নতুন কাজটা মাকরূহ এর নিয়মাবলীর আওতায় আসে, তখন তাকে বিদআতে মাকরূহা বলবে। যেমন- মসজিদ ও কোরআনে মজীদের উপর নকশা ও সৌন্দর্যকরণ এবং যদি ঐ নতুন কাজ মুবাহের নিয়মাধীন হয়, তাহলে তাকে বিদআতে মুবাহা বলা হবে। যেমন: ফজরের ও আসরের নামাজের পর মুসাফেহা করা। খাদ্য ও পানীয় বস্তুতে উচ্চমানের প্রাচুর্য্যতা নিয়ে আসা। এভাবে ইমাম বায়হাকী স্বীয় সনদে মানাকেবে শাফেয়ীতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে মুহদিসাত দু'প্রকার। তম্মধ্যে একটা হল ঐসব কাজ যা কোরআন হাদিসের বা এজমায়ে উম্মাহর বিপরীত হয়, সেটা

বিদআতে দালালাহ বা নিন্দনীয় বিদআত এবং দ্বিতীয়ত: ভাল কাজের অবির্ভাব, তা হচ্ছে বিদআতে হাসানা বা পছন্দনীয় বিদআত।[৫২৩]

২৯. ইমাম মুহাম্মদ আবদুর রউফ জায়নুদ্দিন আলমুনাবী আশ শাফেয়ী (রহ.) ১০৩১ হি.

ইমাম মুহাম্মদ আবদুর রউফ আলমোনাবী স্বীয় কিতাব ফয়জুল কদীর শরহে আল জামেয়ুল ছগীর এ বিদআতের প্রকরণের সূত্রে লিখেন-

اَلْمُرَادُ بِالْبِدْعَةِ هُنَا اعْتِقَادُ مَذْهَبِ الْقَدْرِيَّةِ أَوِ الْجَبْرِيَّةِ أَوِ الْمُرْجِئَةِ أَوِ الْمُجَسِّمَةِ وَنَحْوِهِمْ فَإِنَّ الْبِدْعَةَ خَمْسَةُ أَنْوَاعٍ: مُحَرَّمَةٌ وَهِيَ هٰذِهِ وَاجِبَةٌ وَهِيَ نَصْبُ أَدِلَّةِ الْمُتَكَلِّمِيْنَ لِلرَّدِّ عَلَى هٰؤُلَاءِ وَتَعْلِيْمِ النَّحْوِ الَّذِيْ بِهِ يُفْهَمُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَنَحْوِ ذٰلِكَ وَمَنْدُوْبَةٌ كَإِحْدَاثِ نَحْوِ رِبَاطٍ وَمَدْرَسَةٍ وَكُلُّ إِحْسَانٍ لَمْ يُعْهَدْ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ وَمَكْرُوْهَةٌ كَزُخْرُفَةِ مَسْجِدٍ وَتَزْوِيْقِ مُصْحَفٍ وَمُبَاحَةٌ كَالْمُصَافَحَةِ عَقْبَ صُبْحٍ وَعَصْرٍ.... وَتَوَسُّعٌ فِي لَذِيْذِ مَأْكَلٍ وَمَلْبَسٍ وَمَسْكَنٍ وَلُبْسِ طَيْلَسَانٍ وَتَوْسِيْعُ أَكْمَامٍ (قَوْلُهُ وَتَوْسِيْعُ أَكْمَامٍ: هُوَ مِنَ الْإِسْرَافِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَحُكْمُهُ الْكَرَاهَةُ كَتَطْوِيْلِ الْإِزَارِ عَنِ الْكَعْبَيْنِ إِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ خُيَلَاءَ وَإِلَّا فَيُحَرَّمُ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي الشَّرْعِ الشَّرِيْفِ) ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي تَهْذِيْبِهِ

-বিদআত বলতে কাদরীয়া, জাবরীয়া, মুরজীয়া, মুজাস্সমা সহ অন্যান্য বাতিল আক্বীদার উপর বিশ্বাসকে বুঝিয়েছেন। তবে বিদআত পাঁচ প্রকার এবং সেগুলো হল বিদআতে ওয়াজিবা। এ ধরণের বাতিল মজহাবকে প্রতিহত করতে মুতাকাল্লেমীন তথা আকায়িদবীদদের দলীল উপস্থাপন কুরআন সুন্নাহ বুঝার জন্য ইলমে নাহু (আরবী ব্যাকরণ) অধ্যয়ন সহ এ ধরনের সহায়ক বিষয়ে জ্ঞানার্জন বিদআতে ওয়াজিবা। এভাবে সরাই খানা, মাদ্রাসা বা এ ধরনের প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও প্রত্যেক ভাল কাজ প্রতিষ্ঠা, যা প্রাথমিক যুগে ছিল না, এসব বিদআতে মুস্তাহাব্বাহ। এছাড়া মসজিদকে সৌন্দর্য্যকরণ, কুরআনে পাকের পৃষ্ঠায় নকশা করে সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণ বিদআতে মাকরূহার অন্তর্ভূক্ত। এভাবে ফজর এবং আছরের নামাযের পর মোসাফেহা করা সুস্বাদু খাদ্য সামগ্রী, পানীয় বস্তু, আবাসিক ও পরিধেয় বস্ত্র সবুজ চাদর সহ উন্নত ও বিলাস জীবনধারণ সব কিছুতে ব্যাপকতা জামা কাপড়ে প্রার্চুয্যতা এসব কিছু বিদআতে মুবাহা। ইমাম নববী (রা.) স্বীয় কিতাব তাহজীবে এসব উল্লেখ করেছেন।[৫২৪]

---

৫২৩. হাওশীস শরওয়ানী, শরওয়ানী : ১০/২৩৫

৫২৪. ফায়জুল কাদীর শরহি আল জামিয়ুস সগীর, মনাবী : ১/৪৩৯

৩০. ইমাম আলী বিন বুরহান উদ্দিন হালবী (রহ.) (১০৪৪ হি.)

আল্লামা হালবী (রহ.) কেয়ামে তা'জীমী বা সম্মানের জন্য দাঁড়ানো এবং মিলাদ মাহফিলের অধ্যায়ে বিদআতে হাসানা ও বিদআতে মাজমুমার প্রকরণ বর্ণনা করে লিখেন-

وَهٰذَا الْقِيَامُ بِدْعَةٌ لَا أَصْلَ لَهَا: أَيْ لٰكِنْ هِيَ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ، لِأَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ بِدْعَةٍ مَذْمُوْمَةٌ. وَقَدْ قَالَ سَيِّدُنَا عُمَرُ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ فِي اجْتِمَاعِ النَّاسِ لِصَلَاةِ التَّرَاوِيْحِ: نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ[৫২৫]. وَقَدْ قَالَ الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: إِنَّ الْبِدْعَةَ تَعْتَرِيْهَا الْأَحْكَامُ الْخَمْسَةُ، وَذُكِرَ مِنْ أَمْثِلَةِ كُلِّ مَا يَطُوْلُ ذِكْرُهُ. وَلَا يُنَافِيْ ذٰلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ[৫২৬]» وَقَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا[৫২৭]. أَيْ شَرْعِنَا- مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ عَلَيْهِ» لِأَنَّ هٰذَا عَامٌّ أُرِيْدَ بِهِ خَاصٌّ. فَقَدْ قَالَ: إِمَامُنَا الشَّافِعِيُّ قُدِّسَ اللهُ سِرُّهُ: مَا أَحْدَثَ وَخَالَفَ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ إِجْمَاعًا أَوْ أَثَرًا فَهُوَ الْبِدْعَةُ الضَّلَالَةُ، وَمَا أَحْدَثَ مِنَ الْخَيْرِ وَلَمْ يُخَالِفْ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ فَهُوَ الْبِدْعَةُ الْمَحْمُوْدَةُ. وَقَدْ وُجِدَ الْقِيَامُ عِنْدَ ذِكْرِ اسْمِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَالِمِ الْأُمَّةِ وَمُقْتَدَى الْأَئِمَّةِ دِيْنًا وَوَرَعًا الْإِمَامُ تَقِيُّ الدِّيْنِ السُّبْكِيُّ، وَتَابَعَهُ عَلٰى ذٰلِكَ مَشَايِخُ الْإِسْلَامِ فِيْ عَصْرِهِ، فَقَدْ حَكٰى بَعْضُهُمْ أَنَّ الْإِمَامَ السُّبْكِيَّ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ جَمْعٌ كَثِيْرٌ مِنْ عُلَمَاءِ عَصْرِهِ فَأَنْشَدَ مُنْشِدٌ قَوْلَ الصَّرْصَرِيِّ فِيْ مَدْحِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

قَلِيْلٌ لِمَدْحِ الْمُصْطَفٰى الْخَطُّ بِالذَّهَبِ ... عَلٰى وَرَقٍ مِنْ خَطِّ أَحْسَنُ مِنْ كُتُبِ

وَأَنْ تَنْهَضَ الْأَشْرَافُ عِنْدَ سِمَاعِهِ ... قِيَامًا صُفُوْفًا أَوْ جِثِيًّا عَلَى الرُّكَبِ

---

৫২৫ . (ক) আল মুয়াত্তা মালিক বাবু মা জায়া ফি কিয়ামে রামজান : ১/১১৪ হাদিস: ২৫০
(খ) শোয়াবুল ঈমান, ইমাম বায়হাকী : ৩/১৭৭ হাদিস: ৩২৬৯
(গ) তানবীরুল হাওয়ালেক শরহি মুয়াত্তা মালিক, সুয়ুতী : ১/১০৫ হাদিস: ২৫০
(ঘ) জামিয়ুল উলুমে ওয়াল হেকাম, ইবনে রজব হাম্বলী : ১/২৬৬
(ঙ) শরহি জুরকানী আলা মুয়াত্তা ইমাম মালিক, জুরকানী : ১/৩৪০
৫২৬ . (ক) সুনানু ইবনে মাযা, বাবু এজতেনাবিল বিদয়িল জিদাল : ১/১৮ হাদিস: ৪৬
(খ) আস সহীহ, ইমাম ইবনে হিব্বান : ১/১৮৬ হাদিস: ১০
(গ) আল মু'জামুল কবীর, ইমাম তাবরানী : ৯/৯৬ হাদিস: ৮৫১৮
(ঘ) আল মুসনাদ, ইমাম আবু ই'য়ালা : ৪/৮৫ হাদিস:২১১১
(ঙ) আল মসনদুল ফিরদাউস, ইমাম দায়লমী : ১/৩৮০ হাদিস: ১৫২৯
৫২৭ . (ক) সহীহ মুসলিম, কিতাবুল আকজিয়া, বাবু নকজিল আহকামিল বাতেলা : ৩/১৩৪৩ হাদিস: ১৭১৮
(খ) সুনানে ইবনে মাযা, আল মোকদ্দমা আলকিতাব বাবু তা'জীমে হাদিসে রাসুলিল্লা (ﷺ) ১/৭ হাদিস: ১৪
(গ) আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ৬/২৭০ হাদিস: ২৬৩৭২
(ঘ) আস সহীহ, ইমাম ইবনে হিব্বান : ১/২০৭ হাদিস: ২৬
(ঙ) আস সুনান, ইমাম দারা-কুতনী : ৪/২২৪ হাদিস: ৭৮

فَعِنْدَ ذٰلِكَ قَامَ الْإِمَامُ السُّبْكِيُّ رَحِمَهُ اللهُ وَجَمِيْعٌ مَنْ فِي الْمَجْلِسِ، فَحَصَلَ أُنْسٌ كَبِيْرٌ بِذٰلِكَ الْمَجْلِسِ، وَيَكْفِيْ مِثْلَ ذٰلِكَ فِي الْاِقْتِدَاءِ. وَقَدْ قَالَ ابْنُ حَجَرِ الْهَيْتَمِيْ: وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْبِدْعَةَ الْحَسَنَةَ مُتَّفَقٌ عَلَى نَدْبِهَا، وَعَمَلُ الْمَوْلِدِ وَاجْتِمَاعُ النَّاسِ لَهُ كَذٰلِكَ أَيْ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ،

-এ কিয়াম বিদআত যার কোন ভিত্তি নেই তবে এটা বিদআতে হাসানা। কেননা, প্রত্যেক বিদআত নিন্দনীয় নয়। সৈয়্যদিনা হযরত ওমর ফারুক (ﷺ) তারাবীহর নামাজের জন্য মানুষের একত্রিত হওয়ার ব্যাপারে বলেছিলেন, এটা একটা উত্তম বিদআত। আলইজ ইবনে আবদুস্ সালাম বর্ণনা করেন যে, বিদআতের পাঁচটা প্রকার রয়েছে। এরপর তিনি প্রত্যেক প্রকারের উদাহরণ ও উপস্থাপন করেছেন। যার উল্লেখ আলোচনাকে দীর্ঘায়িত করবে।

এসব কার্যবালী নবীয়ে পাক (ﷺ) এর ঘোষণা-

إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتُ الْأُمُوْرِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

এবং তাঁর (ﷺ) এ ঘোষণা-

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا. أَيْ شَرْعِنَا– مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ عَلَيْهِ

-এর বিপরীত বা সাংঘর্ষিক নয়। এজন্য এ ঘোষণাদ্বয় আম সাধারণ, আলোচনা এখানে বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অতএব, আমাদের ইমাম শাফেয়ী (রা.) বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি নতুন কিছু করেছে যা কুরআন, সুন্নাহ এবং এজমা বা সাহাবায়ে কেরামের আসর বা হাদিসের বিপরীত হয় তখন তার একাজ বিদআতে দালালাহ বা নিন্দনীয় হবে। আর যদি কেহ নতুন কাজের সূচনা করেছে এবং তা কিতাব, সুন্নাহ, এজমা বা আসারের বিপরীত না হয় তখন তার এ কাজ বিদআতে মাহমুদা বা প্রশংসনীয় বিদআত হিসেবে পরিগনিত হবে। উল্লেখ্য যে, রাসূলে পাক (ﷺ)-এর নাম মুবারকের সুন্দরতম সময়ে মুসলিম উম্মাহর এক বিজ্ঞ শীর্ষ পর্যায়ে ইমামগণের ইমাম ইমাম তকীউদ্দিন সুবকী (رحمه الله) থেকে কিয়াম প্রমাণিত, এবং উনার সময়ে মাশায়েখে ইসলাম বা ইসলামের মুরুব্বী ওলামায়ে কেরাম উনার অনুকরণ করেছেন। কেউ কেউ এ ঘটনাও বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম সুবকী (رحمه الله) এর নিকট তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ আলেমদের এক বিরাট অংশ উপস্থিত ছিলেন, পাঠক নবীয়ে পাক (ﷺ) শানে ও সম্মানে প্রশংসাময় এ ছন্দ ক'টি পড়েন-

قَلِيْلٌ لِمَدْحِ الْمُصْطَفٰى الْخَطِّ بِالذَّهَبِ
عَلٰى وَرَقٍ مِنْ خَطِّ أَحْسَنُ مِنْ كُتُبِ
وَأَنْ تَنْهَضَ الْأَشْرَافُ عِنْدَ سَمَاعِهِ
قِيَامًا صُفُوْفًا أَوْ جِثِيًّا عَلَى الرُّكَبِ

-নবী পাক (ﷺ) এর প্রশংসায় পাতার স্বর্ণাক্ষরে অত্যন্ত সৌন্দর্যভাবে লিখাও কম, এটাও কম যে, রাসূলে পাক (ﷺ) সুন্দর আলোচনার সময় সারিবদ্ধ দাড়িয়ে যাওয়া বা পায়ের (হাঁটুর উপর) বসে যাওয়া (সব কিছুই কম সরকারের সম্মানে)। পাঠকের এ কবিতা ছন্দ শুনে ইমাম সবকী (رحمه الله) দাঁড়িয়ে যান তাঁর সাথে সাথে উপস্থিত ওলামায়ে কেরামও দাঁড়িয়ে যান। মজলিসে এ প্রেম ও মোহাব্বতের এক আবেগ ঘন পরিবেশ সৃষ্টি হল। এ ধরণের উদাহরণ অনুকরণ ও অনুসরণের জন্য যথেষ্ট। ইবনে হাজর হায়তামী বলেন- যে বিদআতে হাসানার বৈধতায় ঐক্যমত হয়েছে। মিলাদ পালন করা ও একাজে মানুষের একত্রিত হওয়া বিদআতে হাসানা।[৫২৮]

৩১. শেয়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (رحمه الله) (১০৫২হি.)

শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (رحمه الله) স্বীয় কিতাব আশয়াতুল লোমআতের বিদআতের প্রকরণ বর্ণনা করে লিখেছেন-

بعض بدعتهاست کہ واجب است چناچہ تعلم و تعلیم صرف و نحو کہ بداں معرفت آیات واحادیث حاصل گردد وحفظ غرائب کتاب وسنت ودیگر چیز ہائیکہ حفظ دین وملت برآں موقوف بود، وبعض مستحسن ومستحب مثل بنائے رباطہا ومدرسہا، وبعض مکروہ مانند نقش ونگار کردن مساجد ومصاحف بقول بعض وبعض مباح مثل فراخی در طعامہائے لذیذہ ولباسہائے فاخرہ بشرطیکہ حلال باشند وباعث طغیان وتکبر ومفاخرت نشوند، ومباحات دیگر کہ در زمان آنحضرت ﷺ نبودند چنانکہ بیری وغربال ومانند آن، وبعض حرام چنانکہ مذاہب اہل بدع واہوا برخلاف سنت وجماعت وانچہ خلفائے راشدین کردہ باشند-

-"কিছু বিদআত এরকম যে, সেগুলো ওয়াজিব। যেমন: নাহু, চরফের জ্ঞানার্জন যে এগুলোর মাধ্যমে কুরআন-হাদিসের মূল অর্থ বুঝা যায়, এর মাধ্যমে কুরআন-সুন্নাহর অন্যান্য তথ্যসহ অন্যান্য অনেক কিছু শিখা যায়, যার উপর দ্বীন ও মিল্লাহর সংরক্ষণ নির্ভরশীল। কিছু বিদআত মুস্তাহসান ও মুস্তাহাব রয়েছে যেমন সরাইখানা, মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা, আর কিছু বিদআত কিছু ওলামায়ে কেরামের নিকট মাকরূহ যেমন মসজিদ ও কুরআনে করীমের সৌন্দর্য্যকরণ, কিছু বিদআত মুবাহ। যেমন: খাদ্য ও পানীয় এ সুস্বাদু দ্রবাদি এবং গৌরবময় পরিধেয় বস্ত্রের প্রয়োজনীয় ব্যবহার তবে শর্ত হল এসব যেন হালাল হয়, বিদ্রোহী, তাকাববরী, দাম্ভিকতা আভিজাত্যের কারণ না হয়।

---

৫২৮ . আস সিরাতুল হালবীয়াহ, ইমাম বুরহানুদ্দীন হালবী : ১/৮৩ পৃ.

আর কিছু এমন বিদআত রয়েছে মবাহাত যা রাসূলে পাক (ﷺ) এর সময়ে ছিল না। যেমন: আটা চালনী ইত্যাদি। কিছু বিদআত রয়েছে হারাম সেগুলোর মধ্যে বিদআতিদের রিপুর তাড়ানায় নতুন মাজহাবের প্রচলন, যা রাসূলে পাক (ﷺ)-এর সুন্নাহ, ইজমা এবং খুলাফায়ি রাশিদার পথ ও মতের বিপরীত হয়।"[৫২৯]

৩২. আল্লামা আলাউদ্দিন মুহাম্মদ বিন আলী বিন মুহাম্মদ আলহসকপি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ১০৮৮ হি.

আল্লামা আলা উদ্দিন মুহাম্মদ আলহসকপি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বিদআতকে হাসানা ও সাইয়্যিয়ায় বিভক্ত করেন এবং আযানের পর সালাম পড়াকে বিদআতে হাসানা বলে লিখেন-

التَّسْلِيمُ بَعْدَ الْأَذَانِ حَدَثَ فِي رَبِيعِ الْآخِرِ سَنَةَ سَبْعِمِائَةٍ وَإِحْدَى وَثَمَانِينَ فِي عِشَاءِ لَيْلَةِ الِاثْنَيْنِ، ثُمَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ حَدَثَ فِي الْكُلِّ إِلَّا الْمَغْرِبَ، ثُمَّ فِيهَا مَرَّتَيْنِ، وَهُوَ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ.

-সাত শত একাশি হিজরীর রবিউস সানি মাসের সোমবার রাত্রে এশার আযানের পর প্রথম সালাম পড়া শুরু হয়। এর দশবৎসর পর মাগরিব ছাড়া বাকী সব নামাজে সালাম পড়া হয়, এটা বিদআতে হাসানা।[৫৩০]

৩৩. ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আবদুল বাকী আয-যুরকানী আল মালেকী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ১১২২ হি.

ইমাম মুহাম্মদ আবদুল বাকী যুরকানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) অতি উচ্চ মাপের একজন মুহাদ্দিস ও বিশ্লেষক ছিলেন। তিনি نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ -'এটা তো উত্তম বিদ'আত'[৫৩১] এ হাদিসের অধীনে বিদআতের অর্থ প্রকরন বর্ণনায় লিখেন-

فَسَمَّاهَا بِدْعَةً لِأَنَّهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لَمْ يَسُنَّ الِاجْتِمَاعَ لَهَا وَلَا كَانَتْ فِي زَمَانِ الصِّدِّيقِ وَهُوَ لُغَةً مَا أُحْدِثَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَبَقَ، وَتُطْلَقُ شَرْعًا عَلَى مُقَابِلِ السُّنَّةِ وَهِيَ

---

৫২৯. আশিয়য়াতুল লুমআত, আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী, বাবুল এতেসামে বিল কিতাবে ওয়াস সুন্নাহ : ১/১২৫ পৃ.

৫৩০. শামী, রদ্দুল মুহতার : ১/৩৬২পৃ.

৫৩১. (ক) আল-মুয়াত্তা মালেক, বাবু মা যায়া ফিকিয়ামি রামজান : ১/১১৪ হাদিস: ২৫০

(খ) শুয়াবুল ঈমান, ইমাম বায়হাকী : ৩/১৭৭ হাদিস: ৩২৬৯

(গ) জামেয়ুল উলুমে ওয়াল হেকম, ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী : ১/২৬৬ পৃ.

(ঘ) শরহে যুরকানী আলা মোয়াত্তাল ইমাম মালিক, ইমাম যুরকানী : ১/৩৪০ পৃ.

مَا لَمْ يَكُنْ فِي عَهْدِهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ثُمَّ تَنْقَسِمُ إِلَى الْأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ، وَحَدِيثُ " «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ[৫৩২]» " عَامٌّ مَخْصُوصٌ وَقَدْ رَغَّبَ فِيهَا عُمَرُ

-"জামাতসহকারে তারাবীহর নামাযকে বিদআত একারনে নামকরণ করা হয়েছে যে, নবীয়ে পাক (ﷺ) তারাবীহর জামাতকে সুন্নাত ঘোষণা করেননি এবং আভিধানিক ভাবে বিদআত ঐ কাজকে বলা হয়, যার সৃষ্টি পূর্বের কোন মেসাল বা নমুনা ছাড়া করা হয়। পরিভাষায় সুন্নাতের বিপরীতে বিদআতে সাইয়্যেয়াকে বলা হয়, তার মাধ্যমে বুঝানো হয়, যে কাজটা রাসূলে পাক (ﷺ) এর সময়ে করা হয়নি। এরপর বিদআতের পাঁচ প্রকার বর্ণনা করা হয়। হাদিসে كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ কে সাধারণ থেকে বিশেষ উল্লেখ করা হয়েছে আর সৈয়্যদুনা ওমর ফারুক (رضي الله عنه) তারাবীহর জামাতের প্রতি অনুপ্রাণিত করেছেন।"[৫৩৩]

৩৪. আল্লামা মোরতজা হোসাইনী আয যোবাইদী আল হানাফী (رحمه الله) (১২০৫ হি.)

আল্লামা মোরতজা যোবাইদী হানাফী প্রসিদ্ধ অভিধান বিশেষজ্ঞ। তিনি তার জগৎ বিখ্যাত অভিধান- تاج العروس من جواهر القاموس এ বিদআতের সংজ্ঞা ও প্রকরণ আলোচনায় লিখেন-

وقالَ ابنُ السِّكِّيت: البِدْعَةُ: كُلُّ مُحْدَثَة. وَفِي حَدِيث قِيامِ رَمَضَانَ نِعْمَتِ البِدْعَةُ هذه[৫৩৪]

وقالَ ابنُ الأثير: البِدْعَةُ بِدْعَتَان: بِدْعَةُ هُدىً، وبِدْعَةُ ضَلال، فَمَا كانَ فِي خِلافِ مَا أَمَرَ اللهُ بِه فَهُوَ فِي حَيِّزِ الذَّمِّ والإِنْكَارِ، وَمَا كَانَ وَاقِعاً تَحْتَ عُمُومِ مَا نَدَبَ اللهُ إِلَيْه، وحَضَّ عَلَيْه، أَوْ رَسُولُه، فَهُوَ فِي حَيِّزِ المَدْحِ، وَمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثَالٌ مَوْجُودٌ كَنَوعٍ مِن الجُودِ والسَّخَاءِ، وفِعْلِ المَعْرُوف، فَهُوَ من الأَفْعَالِ المَحْمُودَة، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذلكَ فِي خِلَافِ مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِه، لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قد جَعَلَ لَهُ فِي ذلكَ ثَوَاباً، فقالَ: مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ

---

৫৩২ .(ক) সুনানু আবি দাউদ কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু ফি লজুমিস সুন্নহ : ৪/২০০ হাদিস: ৪৬০৯
(খ) জামে তিরমিজি, কিতাবুল ইলম, বাব মা যায়া ফিল আখজে বিস সুন্নাহ : ৫/৪৪ হাদিস: ২৬৭৬
(গ) সুনানু ইবনে মাযাহ, মোকাদ্দমা, বাবু এত্তিবায়ীস সুন্নাতিল খুলাফায়ীর রাশিদীন : ১/১৫ হাদিস: ৪২
(ঘ) আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ৪/১২৬ পৃ.

৫৩৩ . শরহে মুয়াত্তা, ইমাম যুরকানী : ১/২৩৮

৫৩৪ . (ক) আল মোয়াত্তা, মালেক বাবু মাযায়া ফি কিয়ামে রামজান : ১/১১৪ হাদিস: ২৫০
(খ) শোয়াবুল ইমান, ইমাম বায়হাকী : ৩/১৭৭ হাদিস: ৩২৬৬
(গ) তানবীরুল হাওয়ালেক শরহে মোয়াত্তা মালেক, সুয়ুতী : ১/১০৫ নং ২৫০

أَجْرُهَا وأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا. وَقَالَ فِي ضِدِّهِ: مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عليه وِزْرُهَا ووِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا[৫৩৫]، وذلكَ إذا كانَ في خِلافِ مَا أَمَرَ اللهُ به ورَسُلُه، قَالَ: وَمن هَذَا النَّوْعِ قَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تعالَى عَنْهُ: نِعْمَتْ البِدْعَةُ هذه لَمَّا كَانَتْ من أَفْعَالِ الخَيْرِ، وذَاخِلَةً فِي حَيِّزِ المَدْحِ سَمَّاهَا بِدْعَةً ومَدَحَها، لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّها لَهُمْ، وإِنَّما صَلاَّهَا لَيَالِيَ ثُمَّ تَرَكَها، ولَمْ يُحَافِظْ عَلَيْها، وَلَا جَمَعَ النَّاسَ لَهَا، وَلَا كَانَتْ فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وإِنَّمَا عُمَرُ جَمَعَ النَّاسَ عَلَيْهَا وَنَدَبَهُمْ إِلَيْهَا، فَبِهذَا سَمَّاهَا بِدْعَةً، وَهِي على الحَقِيقَةِ سُنَّةٌ لِقَوْلِه صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم: (عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي[৫৩৬]. وقَوْلُه صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم: اقْتَدُوا بِاللَّذِين مِنْ بَعْدِي: أَبِي بَكْرٍ عُمَرَ[৫৩৭]. وعَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ يُحْمَلُ الحَدِيثُ الآخَرُ: كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ إِنَّمَا يُرِيدُ مَا خَالَفَ أُصُولَ الشَّرِيعَةِ ولَمْ يُوَافِقِ السُّنَّةَ،

-"ইবনে সকীত বলেছেন-প্রত্যেক নতুন বস্তুকে বিদআত বলে। যেমন: রমজানে তারাবীহর জামাতকে نِعْمَتْ البِدْعَةُ هذه হাদিসে বিদআত বলা হয়েছে। ইবনে আসীর বলেছেন- বিদআত দু'প্রকার- বিদআতে হুদা, বিদআতে দালালাহ। যে কাজ আল্লাহর হুকুমের পরিপন্থী হয়, তা নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ। আর যে কাজ এমন কোন সাধারণ কাজের অংশ থাকে যা আল্লাহ পাক মুস্তাহাব করেছেন এবং আল্লাহ তায়ালা ও নবীয়ে পাক (ﷺ) এ কাজে উৎসাহিত করেছেন এ কাজ করা প্রশংসনীয়। যেসব কাজের নমুনা পূর্বে ছিলনা, তবে শর্ত হল যেন কাজগুলো শরীয়ত বিরোধী না হয়। কেননা রাসূলে পাক (ﷺ) এসব কাজের বিনিময়ে সওয়াবের সুসংবাদ দিয়েছেন।

---

৫৩৫ . (ক) সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, বাবুল হিস্সে আলাস সদকা : ২/৭০৫ হাদিস: ১০১৭
(খ) সুনানু নসায়ী কিতাবুজ যাকাত বাবুত তাহরীসে আলাস সদকা : ৫/৫৫, ৫৬ হাদিস: ২৫৫৪
(গ) সুনানু ইবনে মাযা মোকাদ্দমা, বাবু সান্না সুন্নাতান হাসনাতান আউ সাইয়্যিতান : ১/৭৪ হাদিস: ২০৩
(ঘ) আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ৪/৩৫৭-৩৫৯
(ঙ) আল মোসান্নেফ, ইবনে আবি শায়বা : ২/৩৫০ হাদিস:২৮০৩
(চ) আস সুনানুল কোবরা, বায়হাকী : ৪/১৭৫ পৃ. হাদিস: ৭৫৩১
৫৩৬. (ক) সুনানু আবি দাউদ কিতাবুস সুন্নাহ বাবু ফি মুজমিস সুন্নাহ : ৪/২০০ পৃ. হাদিস:৪৬০৭
(খ) আল জামেয়ু লিত তিরমিজি, কিতাবুল ইলম, বাবু মা যায়া ফিল আখজে বিস সুন্নাহ : ৫/৪৪ পৃ. হাদিস: ২৬৭৬
(গ) সুনানু ইবনে মাযা, মোকাদ্দমা, বাবু এত্তিবায়ীস সুন্নাতিল খুলাফায়ীর রাশিদীন : ১/১৫ পৃ. হাদিস: ৪২
(ঘ) আল মুসনাদ, আহমদ বিন হাম্বল : ৪/১২৬
৫৩৭ .(ক) আল জামিয়ু আস সহীহ লিত তিরমিজী কিতাবুল মনাকিবি আনির রাসূলে (ﷺ) বাবু মনাকেবে আবি বকর ওয়া ওমর : ৫/৬০৯ পৃ. হাদিস: ৩৬৬২
(খ) সুনানু ইবনে মাযা বাবু ফজলে আসহাবি রাসূলিল্লাহে (ﷺ) : ১/৩৭ পৃ. হাদিস: ৯৭
(গ) আল-মুস্তাদরাক, ইমাম হাকেম : ৩/৭৯ পৃ. হাদিস: ৪৪৫১

নবীয়ে পাক বলেছেন, যে ব্যক্তি নতুন কাজ সৃজন করেছেন সে তার সওয়াব পাবে এবং এ কাজের উপর যারা আমল করবে তাদের আমলের সওয়াবও সৃজনকারী পাবে এবং যে ব্যক্তি খারাপ কাজের সূচনা করবে সে এ খারাপ কাজের শাস্তি পাবে এবং যে ব্যক্তি এ খারাপ কাজের ওপর আমল করবে সে এ খারাপের শাস্তিও পাবে। এসব ঐ সময় যখন তার সৃজিত কাজটা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) এর নির্দেশের পরিপন্থী হয়। এ ধরনের বিদআতে হাসানা থেকে সৈয়্যদিনা ওমর ফারুক (رضي الله عنه)এর বক্তব্য نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هذه (এটা কত উত্তম বিদআত)। অতএব যখন কোন কাজ ভাল ও উত্তম হয় এবং প্রশংসার স্থরের অন্তর্ভূক্ত হয় তখন আভিধানিক ভাবে তাকে বিদআত বলা হয়, তবে এসব কাজের প্রশংসা করা হবে। কেননা, নবীয়ে পাক (ﷺ) (জামাত সহকারে তারাবীহ পড়াকে) সুন্নাত বা বৈধ বলেন নি, তিনি কয়েক রাত পড়েছিলেন। তারপর জামাত সহকারে পড়া পরিহার করেছিলেন, ধারাবাহিকতা রক্ষা করেননি, এবং এ কাজে মানুষকে একত্রিতও করেননি, পরে একাজ সিদ্দিকে আকবরের (رضي الله عنه) সময়েও পড়া হয়নি জামাতসহকারে। কিন্তু ফারুকে আযমের সময়ে তিনি মানুষকে একাজে উদ্বুদ্ধ করেছেন, সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন একাজে। একারণে এটাকে বিদআত বলা হচ্ছে। এ অবস্থায় নবীয়ে পাকের বক্তব্য-

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي এবং

اقْتَدُوا بِاللَّذِينَ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ عُمَرَ এর কারণে মূলত ঃ সুন্নাত। অতএব এ দৃষ্টিকোণ থেকে كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ কে শরীয়তের বিপরীত সুন্নাহ পরিপন্থী কার্যাবলীর উপর প্রয়োগ করা হবে।"[৫৩৮]

৩৫. আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ আমীন ইবনে আবেদীন আস শামী (رحمه الله) ১২৫২ হিঃ

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ আমীন ইবনে আবেদীন শামী (رحمه الله) স্বীয় কিতাব - رد المحتار على الدر المختار এ صَاحِبُ بِدْعَةٍ শব্দের অর্থ ও ধারণা স্পষ্ট করতে বিদআতের বিভিন্ন প্রকরণ বর্ণনা করে লিখেন-

(قَوْلُهُ أَيْ صَاحِبُ بِدْعَةٍ) أَيْ مُحَرَّمَةٍ، وَإِلَّا فَقَدْ تَكُونُ وَاجِبَةً، كَنَصْبِ الْأَدِلَّةِ لِلرَّدِّ عَلَى أَهْلِ الْفِرَقِ الضَّالَّةِ، وَتَعَلُّمِ النَّحْوِ الْمُفْهِمِ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَنْدُوبَةً كَإِحْدَاثِ نَحْوِ رِبَاطٍ وَمَدْرَسَةٍ

৫৩৮. তাজুল আরুস মিন জাওয়াহিরিল কামুস, মুরতাজা যোবাইদী : ১১/৯ পৃ.

وَكُلُّ إِحْسَانٍ لَمْ يَكُنْ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ، وَمَكْرُوهَةٌ كَزَخْرَفَةِ الْمَسَاجِدِ. وَمُبَاحَةٌ كَالتَّوَسُّعِ بِلَذِيذِ الْمَآكِلِ وَالْمَشَارِبِ وَالثِّيَابِ كَمَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِلْمُنَاوِيِّ عَنْ تَهْذِيبِ النَّوَوِيِّ، وَبِمِثْلِهِ فِي الطَّرِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ لِلْبِرْكِلِيِّ

-তার বক্তব্যানুযায়ী সাহেবে বিদআত বলতে বিদআতে মুহাররমা বুঝিয়েছেন। যদি তা না হয়, তাহলে বিদআতে ওয়াজিব। যেমন : বাতিল ফেরকা সমূহের প্রতিরোধে দলিল উপস্থাপন করা, ইলমে নাহু (আরবী ব্যাকরণ) শিক্ষা নেয়া যা কুরআন হাদিস বুঝার মাধ্যম, এভাবে বিদআতে মনদুবাহ হয় যেমন, সীমান্ত পাহারা দেয়া, মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করা এবং যে সব ভাল প্রতিষ্ঠা করা, যা রাসূলে পাক (ﷺ)-এর সময়ে ছিলনা, এরকম মসজিদ সৌন্দর্যকরণ বিদআতে মাকরূহা। ভাল ও উন্নতমানের খাদ্য-পানীয় ও পরিধেয় গ্রহণ বিদআতে মুবাহা। এরকম ইমাম মনাবীর জামেয়ুস সগীরে, ইমাম নববীর তাহজীবে, ইমাম বরকলীর আততরীকাতুল মোহাম্মদীয়ায় সন্নিবেশিত।[৫৩৯]

৩৬. শেখ মুহাম্মদ বিন আলী বীন মুহাম্মদ আস সওকানী (رحمه الله) (১২৫৫ হি.)

ইয়ামনের গায়রে মুকাল্লিদ প্রসিদ্ধ আলেম শেখ মুহাম্মদ বিন আলী বিন মুহাম্মদ আস সওকানী, আহলে হাদিস এবং সালাফীরা যাকে ইমাম মানে তিনি ফারুকে আযম (رضي الله عنه) হাদিসাংশ نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ অধীনে ফাতহুল বারীর সূত্রে বিদআতের পাঁচ প্রকার বর্ণনা করেছেন

الْبِدْعَةُ أَصْلُهَا مَا أُحْدِثَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ، وَتُطْلَقُ فِي الشَّرْعِ عَلَى مُقَابَلَةِ السُّنَّةِ فَتَكُونُ مَذْمُومَةً، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ مِمَّا يَنْدَرِجُ تَحْتَ مُسْتَحْسَنٍ فِي الشَّرْعِ فَهِيَ حَسَنَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا يَنْدَرِجُ تَحْتَ مُسْتَقْبَحٍ فِي الشَّرْعِ فَهِيَ مُسْتَقْبَحَةٌ، وَإِلَّا فَهِيَ مِنْ قِسْمِ الْمُبَاحِ، وَقَدْ تَنْقَسِمُ إِلَى الْأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ.

-আভিধানিকভাবে বিদআত বলা হয় পূর্বের কোন নমুনা ছাড়া কোন বস্তুর সৃষ্টি। শরীয়তের পরিভাষায় সুন্নাহর বিপরীতে ব্যবহৃত বস্তুই বিদআত এবং তা নিন্দনীয়। বাস্তব হচ্ছে বিদআত বা নতুন সৃজিত কাজ বা বস্তু যদি শরীয়তের মুস্তাহসানের উসুল বা নিয়মের আওতায় হয় তখন তা বিদআতে হাসানা। আর

---

৫৩৯. রদ্দুল মোহতার আলা দুররিল মুখতার, ইবনে আবেদীন শামী : ১/৪১৪ পৃ.

যদি শরীয়তের খারাপ বা কাবিহ নিয়মের আওতায় হয়, তখন তা বিদআতে সাইয়্যিয়া, না হয় বিদআতে মুবাহ। নিঃসন্দেহে বিদআত পাঁচ প্রকার।[৫৪০]

৩৭. আল্লামা শিহাব উদ্দিন সাইয়্যেদ মাহমুদ আলুসী (রহ.) ১২৭০ হিঃ

আবুল ফজল শিহাব উদ্দিন সৈয়্যদ মাহমুদ আলুসী বাগদাদী (রহ.) স্বীয় তাফসীর روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني এ আল্লামা নববীর সূত্রে বিদআতের প্রকরণ বর্ণনায় লিখেন-

وَتَفْصِيْلُ الْكَلَامِ فِي الْبِدْعَةِ مَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ مُحْيُ الدِّيْنِ النَّوَوِيْ فِي شَرْحِ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ قَالَ الْعُلَمَاءُ: اَلْبِدْعَةُ خَمْسَةُ أَقْسَامٍ وَاجِبَةٌ وَمَنْدُوبَةٌ وَمُحَرَّمَةٌ وَمَكْرُوهَةٌ وَمُبَاحَةٌ فَمِنَ الْوَاجِبَةِ تَعَلُّمُ أَدِلَّةِ الْمُتَكَلِّمِيْنَ لِلرَّدِّ عَلَى الْمَلَاحِدَةِ وَالْمُبْتَدِعِيْنَ وَشِبْهُ ذَلِكَ وَمِنَ الْمَنْدُوبَةِ تَصْنِيْفُ كُتُبِ الْعِلْمِ وَبِنَاءُ الْمَدَارِسِ وَالرُّبُطِ وَغَيْرُ ذَلِكَ وَمِنَ الْمُبَاحِ التَّبَسُّطُ فِي أَلْوَانِ الْأَطْعِمَةِ وَغَيْرُ ذَلِكَ وَالْحَرَامُ وَالْمَكْرُوهُ ظَاهِرَانِ، فَعَلِمَ أَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ[٥٤١]» مِنَ الْعَامِّ الْمَخْصُوصِ. وَقَالَ صَاحِبُ جَامِعُ الْأُصُوْلِ: اَلْابْتِدَاعُ مِنَ الْمَخْلُوْقِيْنَ إِنْ كَانَ فِيْ خِلَافِ مَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَىٰ بِهِ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ فِيْ حَيِّزِ الذَّمِّ وَالْإِنْكَارِ وَإِنْ كَانَ وَاقِعًا تَحْتَ عُمُوْمِ مَا نَدَبَ اللهُ تَعَالَى إِلَيْهِ وَحَضَّ عَلَيْهِ أَوْ رَسُوْلُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ فِيْ حَيِّزِ الْمَدْحِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِثَالُهُ مَوْجُوْدًا كَنَوْعٍ مِنَ الْجُوْدِ وَالسَّخَاءِ وَفِعْلِ الْمَعْرُوْفِ، وَيَعْضُدُ ذَلِكَ قَوْلُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فِيْ صَلَاةِ التَّرَاوِيْحِ: نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هٰذِهِ[542]–

-বিদআতের বিস্তারিত আলোচনা ইমাম মহিউদ্দিন আন নববী (রহ.) উনার কিতাব সহীহ্ মুসলিম শরীফের শরাহ (ব্যাখ্যায়) লিখেছেন এবং অন্যান্য

---

৫৪০ . নায়লুল আওতার শরহে মুনতাকাল আখবার, শাওকানী : ৩/৬৩ পৃ.

৫৪১ .(ক) সুনানু আবি দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ বাবু ফি লুজুমিস সুন্নাহ : ৪/২০০ পৃ. হাদিস: ৪৬০৭

(খ) জামেউত তিরমিজি, কিতাবুল ইলম, বাবু মা যায়া ফি আখজি বিসসুন্নাহ : ৫/৪৪ পৃ. হাদিস:২৬৭৬

(গ) সুনানু ইবনে মাযাহ মোকাদ্দমা, বাবু মা যায়া ফি আখজি বিসসুন্নাহ : ৫/৪৪ পৃ. হাদিস: ২৬৭৬

(ঘ) আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ৪/১২৬ পৃ.

(ঙ) শুয়াবুল ইমান, ইমাম বায়হাকী : ৬/৬৭ পৃ. হাদিস: ৭৫১৬

(চ) আল মুস্তাদরক, হাকিম : ১/৮১৭৪ পৃ. হাদিস: ৩২৯

৫৪২ .(ক) আল মুয়াত্তা মালিক, বাবু মা যায়া ফি কিয়ামে রমজান : ১/১১৪ পৃ. হাদিস:২৫০

(খ) শোয়াবুল ইমান বায়হাকী : ৩/১৭৭ পৃ. হাদিস: ৩২৬৯

(গ) জামেয়ুল উলুম উয়াল হিকম, ইবনে রজব হাম্বলী : ১/২৬৬ পৃ.

(ঘ) শরহে জুরকানী আলা মোয়াত্তাল ইমাম মালিক, জুরকানী : ১/৩৪০ পৃ.

আলেমরাও বলেছেন যে, বিদআত পাঁচ প্রকার। বিদআতে ওয়াজিবা, বিদআতে মুস্তাহাব্বাহ, বিদআতে মুহরেমা, বিদআতে মাকরূহা, বিদআতে মুবাহা।

বিদআতে ওয়াজিব হল বিধর্মী ও বিদআতীদের মত বিভিন্ন স্তরের সন্দেহ পোষণকারীদের শরয়ীভাবে প্রতিহত করতে ইলমে কালাম বা আক্বায়েদ বিষয়ক জ্ঞানার্জন করা।

বিদআতে মুস্তাহাবের দলিল হল দীনি কোন কিতাব রচনা করা, মাদ্‌রাসা সরাইখানা বা এধরনের জনকল্যাণমূক কোন কিছু তৈরী করা। বিদআতে মুবাহ বিভিন্ন প্রকারের উন্নতমানের সুস্বাদু খাদ্য সামগ্রী বা এধরনের পণ্য সামগ্রীর ব্যাপকতা ইত্যাদি, যখন হারাম ও মাকরূহ স্পষ্ট।

অতএব, একথা যেনে রাখা ভাল যে, নবীয়ে পাক (ﷺ) এর বক্তব্য كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ হচ্ছে আম সাধারণ থেকে খাস বা বিশেষায়িত, সাহেবে জামেউল উসুল বলেন, বিদআতের কয়েকটা প্রকার রয়েছে। যে কাজ আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (ﷺ) এর বিপরীত হয় তা নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয়। আবার যে কাজ এ ধরনের সাধারণ নির্দেশের অংশ হয়, যে কাজকে আল্লাহ পাক মুস্তাহাবা বলেছেন বা আল্লাহ পাক ও নবীয়ে পাক (ﷺ) যে হুকুমের প্রতি উৎসাহিত করেছেন এ ধরনের কাজ করা প্রশংসনীয়। আর যদি কোন কাজের উপমা প্রথম থেকে অনুপস্থিত যেমন দান সদকার প্রকরণ বা অন্যান্য সৎ কার্যাবলী বা তারাবীহর নামায সম্পর্কে ফারুকে আযম (ﷺ)'র বক্তব্য থেকে সহায়তা হয় যে এটা কত উত্তম বিদআত।[৫৪৩]

৩৮. মাওলানা আহমদ আলী সাহারন পুরী (১২৯৭ হি.)

মাওলানা আহমদ আলী সাহারান পুরী সহীহ্ বুখারী শরীফের পাদটীকায় বিদআতের প্রকরণ বর্ণনায় উল্লেখ করেন-

اَلْبِدْعَةُ اَصْلُهَا مَا اُحْدِثَ عَلٰى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ وَيُطْلَقُ فِى الشَّرْعِ فِىْ مُقَابَلَةِ السُّنَّةِ فَتَكُوْنَ مَذْمُوْمَةً وَالتَّحْقِيْقُ اَنَّهَا اِنْ كَانَتْ مِمَّا تَنْدَرِجُ تَحْتَ مُسْتَقْبَحَةٍ فِى الشَّرْعِ فَهِىَ حَسَنَةٌ وَاِنْ كَانَتْ مِمَّا تَنْدَرِجُ تَحْتَ مُسْتَقْبَحَةٍ فِى الشَّرْعِ فَهِىَ مُسْتَقْبَحَةٌ وَالاَّفَهِىَ مِنْ قِسْمِ الْمُبَاحِ وَقَدْ تَنْقَسِمُ اِلٰى اَحْكَامِ خَمْسَةٍ قَالَهُ فِى الْفَتْحِ اَىْ وَاجِبَةٌ وَمَنْدُوْبَةٌ وَمُحَرَّمَةٌ وَمَكْرُوْهَةٌ وَمُبَاحَةٌ كَذَا فِى الْكِرْمَانِىْ قَالَ مُحَمَّدٌ فِى الْمُوَطَّا لَا بَاْسَ

---

৫৪৩. ইমাম মাহমুদ আলুসী, রুহুল মায়ানী ফি তাফসীরীর কোরআনিল আযীম ওয়াস সাবয়ীল মাসানী,: ১৪/৩৯২ পৃ.

فِي شَهْرِ رَمَضَانَ اَنْ يُصَلِّيَ النَّاسَ تَطَوُّعًا وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُوْنَ قَبِيْحًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ قَبِيْحٌ وَفِي الْفَتْحِ قَالَ اِبْنُ الْمَتِيْنِ وَغَيْرُهُ اِسْتَنْبَطَ عُمَرُ ذٰلِكَ مِنْ تَقْرِيْرِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -مَنْ صَلَّى مَعَهُ فِيْ تِلْكَ اللَّيَالِيْ وَاِنْ كَانَ كَرِهَ ذٰلِكَ لَهُمْ فَاِنَّمَا كَرِهَه خَشْيَةَ اَنْ يَفْرُضَ عَلَيْهِمْ وَكَانَ هٰذَا هُوَ السِرُّ فِيْ اِيْرَادِ الْبُخَارِيْ لِحَدِيْثِ عَائِشَةَ عَقْبَ حَدِيْثِ عُمَرَ فَلَمَّا مَاتَ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – حَصَلَ الْاَمْنُ مِنْ ذٰلِكَ.

-বিদআত বলতে বুঝায়, এমন সব কার্যাবলীর সৃজন, যার পূর্বের কোন নমুনা থাকে না, শরীয়তে সাধারণত: সুন্নাহর বিপরীত কার্যাবলীকে বিদআত বলা হয়। কাজেই এ পর্যায়ে এসব নিন্দনীয়। কিন্তু মূলত: বিদআত যদি শরীয়তের মুস্তাহসান কার্যাবলী অধীনে হয় তখন তাকে বিদআতে হাসনা বলা হয়, আর যদি শরীয়তের মুস্তাকবাহাত বা খারাপ কার্যাবলীর অধীনে আসে তাকে বিদআতে মুস্তাকবাহাত বা নিন্দনীয় বিদআত বলে। আর এ দুটোর কোনটার অধীনে না হয় তখন তাকে বিদআতে মুবাহা বলে। তবে নিশ্চয় এ পাঁচ প্রকারের মধ্যেই বিভক্ত থাকে। যেমন সাহেবে ফতহুল বারী বলেন- ওয়াজিবা, মানদুবা, মুহরমা, মাকরূহা, মুবাহ, এভাবে বুখারীর বিশ্লেষণ কিরমানী কিতাবে রয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) মুয়াত্তায় উল্লেখ করেন যে মানুষের রমজান মাসে অধিক পরিমাণ নফল পড়তে কোন বাধা নেই। নবীয়ে পাক (ﷺ) বলেছেন- যে কাজ মুসলিম মিল্লাহ সুন্দর ও প্রশংসনীয় হিসেবে দেখবে আল্লাহর কাছেও তা সুন্দর ও প্রশংসনীয়। আর যে কাজ মুসলিম মিল্লাহ খারাপ ও নিন্দনীয় হিসেবে দেখবে আল্লাহর কাছে ও তা খারাপ ও নিন্দনীয়। ফাতহুল বারী কিতাবে উল্লেখ রয়েছে যে ইবনে মতিন সহ অন্যান্য ইমামগণ বলেছেন যে- হযরত ওমর (রা.) ও আঁকা (ﷺ) এর আলোচনা থেকে উৎকলন করে বলেন, রমজানে সে রাত সমূহে যারা নবীয়ে পাক (ﷺ)-এর সাথে নামায পড়েছেন সেখানে যদি কোন অপছন্দ বা সংশয় থাকে তা হল ফরজ হয়ে যাওয়ার ভয় ও সংশয়, যার কারনে রাসূলে পাক (ﷺ) এ নামায থেকে বিরত রয়েছেন।

এটা ঐ গোপনীয় ভেদ, যা ইমাম বুখারী (রা.) হযরত ওমর (রা.) এর হাদিসের পর হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)'র হাদিসের তথ্য দিয়েছেন যে যখন আঁকা (ﷺ)-এর বেসাল হয় তখন এ সন্দেহ বা সংশয় আর থাকে না।[৫৪৪]

---

৫৩৬. (ক) আল মুসনাদ বাজজার : ৫/২১৩ হাদিস: ১৮১৬

৩৯. নওয়াব সিদ্দিক হাসান খাঁন ভূপালী (১৩০৭ হি.)

গায়রে মোকাল্লেদ পরিবারের প্রখ্যাত আলেমেদ্বীন নওয়াব সিদ্দিক হাসন খাঁন ভূপালী স্পষ্টভাষায় লিখেছেন যে, প্রত্যেক নতুন কাজকে বিদআত বলে দোষারোপ করা যাবে না। বরং বিদআত শুধুমাত্র ঐসব নতুন কাজকে বলা হবে, যার মাধ্যমে কোন সুন্নাতের রহিত করণ হয়। যে নতুন কাজ শরীয়তের কোন বৈধ কাজের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়, তা বিদআত নয় বরং মুবাহ বৈধ। শেখ ওয়াহিদুজ্জামান স্বীয় কিতাব- هدية المهدى এর ১১৭ পৃষ্ঠায় বিদআতের সূত্রে আল্লামা ভূপালীর এ বক্তব্য উদ্ধৃত করেন-

اَلْبِدْعَةُ الضَّلَالَةُ الْمُحَرَّمَةُ هِيَ الَّتِيْ تُرْفَعُ السُّنَّةَ مِثْلِهَا وَالَّتِيْ لَا تُرْفَعُ شَيْئًا مِنْهَا فَلَيْسَتْ هِيَ مِنَ الْبِدْعَةِ بَلْ هِيَ مُبَاحُ الْاَصْلِ.

বিদআত ঐ কাজকে বলা হয়, যার পরিবর্তে কোন সুন্নাহ দূরীভূত হয়। আর যে বিদআতের কারনে সুন্নাতের রহিতকরণ হয় না, তা বিদআত নয় বরং তার আসল মুবাহ।

৪০. মাওলানা ওয়াহিদুজ্জামান (১৩২৭ হি:)

গায়রে মুকাল্লিদ পরিবারের অন্য এক প্রসিদ্ধ আলেমেদ্বীন মাওলানা ওয়াহিদুজ্জামান বিদআতের প্রকরণ বর্ণনায় লিখেন-

امَّا الْبِدْعَةُ اللُّغَوِيَّةُ فَهِيَ تَنْقَسِمُ اِلٰى مُبَاحَةٍ وَمَكْرُوْهَةٍ وَحَسَنَةٍ وَسَيِّئَةٍ قَالَ الشَّيْخُ وَلِى اللهِ مِنْ اَصْحَابِنَا مِنَ الْبِدْعَةِ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ كَالْاَخْذِ بِالنَّوَاجِذِ لِمَا حَثَّ عَلَيْهِ النَّبِى – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مِنْ غَيْرِ عَزْمٍ كَالتَّرَاوِيْحِ وَمِنْهَا مُبَاحَةٌ كَعَادَاتِ النَّاسِ فِى الْاَكْلِ وَالشُّرْبِ وَاللِّبَاسِ وَهِيَ هَنِيْئَةٌ قُلْتُ تَدْخُلُ فِى الْبِدْعَاتِ الْمُبَاحَةِ اِسْتِعْمَالُ الْوَرْدِ وَالرَّيَا حِيْنَ وَالْاَزْهَارِ لِلْعَرُوْسِ وَمِنَ النَّاسِ مِن مَّنَعَ عَنْهَا لِاَجْلِ التَّشَبُّهِ بِالْهُنُوْدِ الْكُفَّارِ قُلْنَا اِذَا لَمْ يَنْوِ التَّشَبُّهِ اَوْ جَرَى الْاَمْرُ الْمَرْسُوْمُ بَيْنَ الْكُفَّارِ فِى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ غَيْرِ نَكِيْرٍ فَلَا يَضُرُّ التَّشَبُّهَ كَكَثِيْرٍ مِنَ الْاَقْمِيَةِ وَالْاَلْبَسَةِ الَّتِيْ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْكُفَّارِ ثُمَّ شَاعَتْ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَقَدْ لَبِسَ النَّبِى – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– جُبَّةً رُوْمِيَّةً ضَيِّقَةَ الْكُمَّيْنِ وَقَسَمَ الْاَقْمِيَةَ الَّتِيْ جَاءَتْ مِنْ بِلَادِ الْكُفَّارِ عَلٰى اَصْحَابِهِ وَمِنْهَا مَا هِيَ تَرْكَ الْمَسْنُوْنِ وَتَحْرِيْفَ الْمَشْرُوْعِ وَهِيَ الضَّلَالَةُ

(খ) আল মুসনাদ তায়ালীসি : ১/৩৩ হাদিস: ২৪৬

(গ) আল মো'জামুল কবীর তবরানী : ৯/১১২ হাদিস: ৮৫৮৩

(ঘ) জামেউল লুম ওয়াল হেকম, ইবনে রজব : ১/২৫৪ পৃ.

(ঙ) আল এতেকাদ, বায়হাকী : ১/৩২২ পৃ.

৫৪৪. হাশিয়ায়ে বুখারী সুহরনপুরী : ১/২৬৯

وَقَالَ السَّيِّدُ الْبِدْعَةُ الضَّلَالَةُ الْمُحَرَّمَةُ هِيَ الَّتِيْ تُرْفَعُ السُّنَّةُ مِثْلَهَا وَالَّتِيْ لَا تُرْفَعُ شَيْئًا مِنْهَا فَلَيْسَتْ هِيَ مِنَ الْبِدْعَةِ بَلْ هِيَ مُبَاحُ الْأَصْلِ.

-আভিধানিকভাবে বিদআতের প্রকরণ নিম্নরূপ: বিদআতে মুবাহ, বিদআতে মাকরূহা, বিদআতে হাসনা এবং বিদআতে সাইয়্যায়া। আমাদের সাথীদের মধ্যে শেখ ওয়ালি উল্লাহ বলেছেন যে, বিদআত গুলোর মধ্যে বিদআতে হাসানাকে দাঁতে আকড়ে ধরা আবশ্যক। (অর্থাৎ তার উপর স্থীর থাকা) কেননা নবীয়ে পাক (ﷺ) বিদআতে হাসানাকে ওয়াজিব না করে তার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। বিদআতের মধ্যে একটা মুবাহা রয়েছে। যেমন মানুষের খাদ্য পানীয় ও পরিধেয় বিষয়াবলী এবং এটা সহজতর। আমি বলব বর কনের জন্য ব্যবহৃত ফুলের তোড়া পাপড়ী ও বিদআতে মুবাহর অন্তর্ভূক্ত। কেউ কেউ হিন্দুদের সাদৃশ্যতার নিয়্যত না করে বা অমুসলিমের কোন প্রথা মুসলিম সমাজে বিনা বাধায় প্রচলিত হয়ে পড়ে তখন এতে কোন সমস্যা নেই। যেমন: আবা-কাবা সহ অন্য কিছু পরিধেয় কাফেরদের পক্ষ থেকে এসেছে। মুসলিম সমাজে প্রচলন পেয়েছে, স্বয়ং নবীয়ে পাক (ﷺ) সংকীর্ণ হাতের রুমী জুব্বা পরিধান করেছেন এবং কাফেরদের পক্ষ থেকে যে সব কোবা এসেছিল তা সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছেন। বিদআতের মধ্যে একটা বিদআত হল, যার আগমনে কোন একটা সুন্নাত বিদুরিত হয় এবং শরীয়তের হুকুমে পরিবর্তন আসে এ বিদআতটা হল সাইয়্যায়া বা দালালাহ।[৫৪৫] নওয়াব সাহেব (নওয়াব সিদ্দিক হাসান ভূপালী) বলেছেন যে- বিদআত বলা হবে ঐ নতুন কাজকে যার কারনে কোন সুন্নাত রহিত হয়। আর যে নতুন কাজের কারনে কোন সুন্নাত বিদুরিত হয় না, তা বিদআত নয় বরং তা মূলত মোবাহ।[৫৪৬]

৪১. মাওলানা আবদুর রহমান মোবারক পুরী (১৩৫৩ হি:)

মাওলানা আবদুর রহমান মোবারক পুরী বিদআতে লুগাবী ও বিদআতে শারয়ীর প্রকরণ বর্ণনা করে- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي তে লিখেন-

بِقَوْلِهِ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ[৫৪৭] وَالْمُرَادُ بِالْبِدْعَةِ مَا أُحْدِثَ مِمَّا لَا أَصْلَ لَهُ فِي الشَّرِيعَةِ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَأَمَّا مَا كَانَ لَهُ أَصْلٌ مِنَ الشَّرْعِ يَدُلُّ عَلَيْهِ فَلَيْسَ بِبِدْعَةٍ شَرْعًا وَإِنْ كَانَ بِدْعَةً لُغَةً فَقَوْلُهُ

---

৫৪৫. ওয়াহিদুজ্জামান, হাদিয়াতুল মাহদী: ১১৭পৃ.

৫৪৬. ঐ

৫৪৭. (ক) সুনানু আবি দাউদ কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু ফি লুজুমিস সুন্নাহ : ৪/২০০ হাদিস: ৪৬০৭

(খ) জামেউত তিরমিজি, কিতাবুল এলম বাবু মা যারা ফিল আখজে বিস সুন্নাহ : ৫/৪৪ হাদিস: ২৬৭৬

(গ) সুনানু ইবনে মাযা মোকাদ্দমা, বাবু এত্তিবায়ীস সুন্নাতিল খুলাফায়ীর রাশিদীন :

(ঘ) আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ৪/১২৬

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ لَا يَخْرُجُ عَنْهُ شَيْءٌ وَهُوَ أَصْلٌ عَظِيمٌ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ وَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي كَلَامِ السَّلَفِ مِنْ اسْتِحْسَانِ بَعْضِ الْبِدَعِ فَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْبِدَعِ اللُّغَوِيَّةِ لَا الشَّرْعِيَّةِ فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي التَّرَاوِيحِ نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ[৫৪৮] وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ بِدْعَةً فَنِعْمَتِ الْبِدْعَةُ وَمِنْ ذَلِكَ أَذَانُ الْجُمُعَةِ الْأَوَّلُ زَادَهُ عُثْمَانُ[৫৪৯] لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ وَأَقَرَّهُ عَلِيٌّ وَاسْتَمَرَّ عَمَلُ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ وَرُوِيَ عَنِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ هُوَ بِدْعَةٌ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ مَا أَرَادَ أَبُوهُ فِي التَّرَاوِيحِ

-নবীয়ে পাক (ﷺ) এর হাদিসাংশ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (প্রত্যেক বিদআত ভ্রান্ত) এ বিদআত বলতে প্রত্যেক ঐসব নতুন কার্যাবলী বুঝানো হয়েছে। মূলতঃ শরীয়তে যার কোন ভিত্তি নেই, যে ভিত্তি তাকে প্রমাণ করবে। আর যে কাজকে প্রমাণ করার মত ভিত্তি শরীয়তে রয়েছে, তাকে প্রচলিত ভাষায় বিদআত বলা যাবেনা যদিও আভিধানিকভাবে তা বিদআত। কেননা, রাসূলে পাক (ﷺ) এর বক্তব্য كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ জাওয়ামিউল কালিমের অন্তর্ভূক্ত, (জাওয়ামিউল কালিম বলা হয় রাসূল (ﷺ) এর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে অনেক কিছুর সমাহার) এর বাইরে কিছু নেই। এটা দ্বীনের মূলনীতি গুলোর অন্যতম। সলফে ছালেহীনের বক্তব্যে কিছু বিদআতকে মুস্তাহসিনা বলা হয়েছে। এটা হচ্ছে বিদআতে লগবী শরয়ী নয়। এ প্রকারের বিদআত হচ্ছে তারাবীহর নামায সম্পর্কে হযরত ওমর (رضي الله عنه) বক্তব্য نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ (এটা কত উত্তম বিদআত) তাঁর থেকে আরো বর্ণিত, তিনি বলেছেন-

إِنْ كَانَتْ هَذِهِ بِدْعَةً فَنِعْمَتِ الْبِدْعَةُ

(যদি এটা বিদআত হয় তবে কত উত্তম বিদআত) এবং মানুষের প্রয়োজনে হযরত ওসমান (رضي الله عنه) কর্তৃক প্রচলিত জুমার প্রথম আযান, যা পরবর্তীতে হযরত আলী (رضي الله عنه) বহাল রেখেছেন এবং তার ওপর মুসলিম মিল্লাহ আজো স্থীর। হযরত ইবনে ওমর (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন। এটাও

---

৫৪৮. (ক) আল মুয়াত্তা মালেক বাবু মা যায়া ফি কিয়ামে রামাজান : ১/১১৪ হাদিস: ২৫০
(খ) শোয়াবুল ঈমান, ইমাম বায়হাকী : ৩/১৭৭ হাদিস: ৩২৬৯
(গ) তানবীরুল হাওয়ালেক শরহে মুয়াত্তা মালেক, সয়ুতী : ১/১০৫ হাদিস: ২৫০
(ঘ) জামেয়ুল উলুমে ওয়াল হিকম, ইবনে রজব হাম্বলী : ১/২৬৬ পৃ.
৫৪৯ . (ক) সহীহ্ বুখারী কিতাবুল জুময়া, বাবুল জুলুসি আলাল মিম্বরে : ১/৩১০ হাদিস: ৮৭৩
(খ) আউনুল মাবুদ, শামসুল হক আযিমাবাদি: ৩/৩০২ পৃ.
(গ) তোহফাতুল মোহতাজ, ওয়াদিয়াসী : ১/৫০৬ পৃ. হাদিস: ৬২৪
(ঘ) নায়লুল আওতার, শওকানী : ৩/৩২৩ পৃ.

বিদআত, মনে হয় ইবনে ওমর (ﷺ) এর ধারণা ও উনার বাবার মত যে হযরত ওমর (ﷺ) জামাত সহকারে তারাবীহর নামায সম্পর্কে বলেছিলেন যে, কত উত্তম বিদআত।[৫৫০]

৪২. মাওলানা শাব্বির আহমদ ওসমানী (১৩৬৯ হি.)

মাওলানা শাব্বির আহমদ ওসমানী "ফাতহুল মুলহিম শরহে সহীহ্ মুসলিম" কিতাবে كل بدعة ضلالة হাদিসের ব্যাখ্যায় বিদআতের প্রকরণ সূত্রে লিখেছেন-

قَالَ عَلَى الْقَارِىْ قَالَ فِى الْاَزْهَارِ اَىْ كُلُّ بِدْعَةٍ سَيِّئَةٍ ضَلَالَةٌ لَقَوْلِه عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَنْ سَنَّ فى الاسلم سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا.[৫৫১]

وَجَمَعَ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرَ الْقُرْاٰنَ[৫৫২] وَكَتَبَهُ زَيْدٌ فِى الْمَصْحَفِ وَجَدَّدَ فِى عَهْدِ عُثْمَانَ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ النَّوَوِىْ اَلْبِدْعَةُ كُلُّ شَئْ عُمِلَ عَلٰى غَيْرِ مِثَالٍ سَبَقَ وَفِى الشَّرْعِ اِحْدَاثُ مَالَمْ يَكُنْ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَوَلَه كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ[৫৫৩] عَامٌ مَخْصُوْصٌ.[৫৫৪]

মোল্লা আলী ক্বারী আজহারে লিখেন যে, প্রত্যেক বিদআত ভ্রান্ত দ্বারা বিদআতে সাইয়্যিয়ার ভ্রান্ত হওয়া বুঝিয়েছেন। এর উপর নবীয়ে পাক (ﷺ) এর এ বক্তব্য প্রমাণ করে যে-

---

৫৫০. জামেউত তিরমিজি মায়া শরহে তোহফাতুল আহওয়াজী, মোবারকপুরী

৫৫১. (ক) সহীহ্ মুসলিম কিতাবুজ যাকাত, বাবুল হিস্সে আলাস সাদকাহ : ২/৭০৫ হাদিস: ১০১৭

(খ) সুনানু নাসায়ী, কিতাবুজ যাকাত বাবুত তাহরীসে আলাস সদকাহ : ৫/৫৫-৫৬ হাদিস: ২৫৫৪

(গ) সুনানু ইবনে মাযা মোকাদ্দমা, বাবু সান্না সুন্নাতান হাসনাতান আউ সাইয়্যিতান : ১/৭৪ হাদিস: ২০৩

(ঘ) আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ৪/৩৫৭-৩৫৯ পৃ.

(ঙ) আস সহীহ, ইমাম ইবনে হিব্বান : ৮/১০১, ১০২ নং ৩৩০৮

৫৫২. (ক) সহীহ্ বুখারী, কিতাবুত তাফসীর, বাবু কাওলুহু লকদ যায়াকুম রাসুল (ﷺ) : ৪/১৭২০ হাদিস:৪৪০২

(খ) সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল আহকাম, বাবু এয়াস্ত হিব্বু লীল কাতেবে আন এয়াকুনা আমীনান আকেলান : ৬/২৬২৯ হাদিস: ৬৭৬৮

(গ) জামেউত তিরমিজি, কিতাবুত তাফসীর, বাবু মিন সুরাতিত তৌবা : ৫/২৮৩ হাদিস: ৩১০৩

(ঘ) আস সুনানুল কোবরা নসায়ী : ৫/৭ হাদিস: ২২০২

৫৫৩. (ক) সুনানু আবি দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু ফি লুজুমিস সুন্নাহ : ৪/২০০ হাদিস: ৪৬০৭

(খ) জামেউত তিরমিজি, কিতাবুল ইলম, বাবু মাযায়া ফিল আখজে বিস সুন্নাহ : ৫/৪৪ পৃ. হাদিস: ২৬৭৬

(গ) সুনানু ইবনে মাযা, মোকাদ্দমা, বাবু এত্তিবায়িস সুন্নাহ আল খুলাফায়ীর রাশিদীন : ১/১৫ পৃ. হাদিস: ৪২

(ঘ) আল মু'জামুল কবীর তাবরানী : ১৮/২৪৯ হাদিস: ৬২৪

৫৫৪. ফতহুল মুলহিম শরহে সহীহ মুসলিম, ওসমানী : ২/৪০৬

مَنْ سَنَّ فِى الاسلم سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا.

যে ব্যক্তি ইসলামে কোন ভাল কাজ সৃজন করেন তিনি তার সাওয়াব পাবেন এবং তার একাজের উপর অন্যরা যা আমল করবেন তার সাওয়াবও তিনি পাবেন। হযরত আবু বকর (ﷺ) ও ওমর (ﷺ) কোরআন পাক সংকলন করেছেন। হযরত যায়েদ বিন সাবেত তা গ্রন্থে লিখেছেন এবং হযরত ওসমান (ﷺ) তাকে সংস্কার করেছেন।

ইমাম নববী বলেন বিদআত প্রত্যেক ঐ কাজকে বলা হয়, যাকে পূর্ব উপমা ছাড়া কার্যকর করা হয়েছে। শরীয়তের পরিভাষায় প্রত্যেক ঐসব নতুন কাজ যা নবীয়ে পাক (ﷺ) এর সময়ে ছিল না তাকে বিদআত বলা হয়। এবং হাদিসাংশ প্রত্যেক বিদআত ভ্রান্ত সাধারণ থেকে বিশেষায়িত।

ইমামগণ এবং মোহাদ্দিসগণের পক্ষ থেকে বিদআতের এ প্রকরণের পর বুঝা গেল যে, যদি নতুন সৃজিত কাজ (বিদআত) শরীয়তের ভাল কাজের অধীনে আসে তখন তা বিদআতে হাসানা এবং যদি মুস্তাকবাহাত বা নিন্দনীয় কাজের অধীনে আসে (যা শরয়ী দলিলের বিপরীত হয়) তখন তা বিদআতে সাইয়্যিয়া। আর যদি এ দুটার কোনটা না হয়, তা হলে তা বিদআতে মুবাহ।

৪৩. মাওলানা মুহাম্মদ জাকারিয়া কান্দহলবী (১৪০২ হি.)

মাওলানা মুহাম্মদ জাকারিয়া কান্দহলবী نعمت ا اوجز المسالك الى موطا مالك এর অধীনে البدعة هذه এর অধীনে বিদআতের অর্থ, উদ্দেশ্য ও প্রকরণের আলোচনায় লিখেন-

وَالْبِدْعَةُ الْمَمْنُوْعَةُ تَكُوْنَ خِلَافَ السُّنَّةِ وَهٰذَا تَصْرِيحٌ مِنْهُ بِاَنَّه اَوَّلُ مَنْ جَمَعَ النَّاسَ فِى قِيَامِ رَمَضَانَ عَلٰى اِمَامٍ وَاحِدٍ بِالْجَمَاعَةِ الْكُبْرٰى لِاَنَّ الْبِدْعَةَ مَا اِبْتَدَاءَ بِفِعْلِهَا الْمُبْتَدَع وَلَمْ يَتَقَدَّمْهُ غَيْرُهُ وَاَرَادَ بِالْبِدْعَةِ: اِجْتِمَاعَهُمْ عَلٰى اِمَامٍ وَاحِدٍ لَا اَصْلَ التَّرَاوِيْحَ اَوِ الْجَمَاعَةِ فَاِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ يُصَلُّوْنَ اَوْزَاعًا لِنَفْسِه وَمَعَ الرَّهْطِ.[৫৫৫]

-নিন্দনীয় বিদআত শরীয়তের বিপরীত হয়। এটা বিদআতের ব্যাখ্যায় কেননা তিনি (সাইয়্যেদেনা ওমর ফারুক (ﷺ)) প্রথম ব্যক্তি, যিনি রমজানে তারাবীহর নামাজের মাধ্যমে জনসাধারণকে বড় জামাতের জন্য এক ইমামের পিছনে একত্রিত করেছেন। কারণ বিদআত ঐ কাজকে বলা হয়, যার প্রারম্ভ কোন

৫৫৫. আউজাজুল মাসালেক ইলা মুয়াত্তা মালেক, কান্দলভী : ২/২৯৭

বিদআতী করেছে। ইতিপূর্বে ঐ বিদআতী ছাড়া অন্য কেউ তা করে নি। অতএব এখানে বিদআত বলতে বুঝানো হয়েছে এক ইমামের পিছনে সাহাবায়ে কেরামকে একত্রিকরণ শুধুমাত্র তারাবীহ বা জামাতের সূচনা নয়। কেননা ইতিপূর্বে সাহাবায়ে কেরাম পৃথক পৃথক বা দলগত ভাবে তারাবীহ পড়তেন।

৪৪. আশ শায়খ আবদুল আজীজ বিন আবদুল্লাহ বিন বাজ (১৪২১ হি.)

সামসময়িককালে সৌদি রাজতন্ত্রের প্রসিদ্ধ মুফতী শেখ আবদুল আজিজ বিন আবদুল্লাহ বিন বাজ সৌদি সরকারে الافتاء والدعوة والارشاد বিভাগের নিয়ন্ত্রনে প্রকাশিত ফতওয়ার সংকলন- اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء -য় বিদআতে হাসনা ও বিদআতে সাইয়্যিয়ার প্রকরণ বর্ণনায় লিখেন-

أَوَّلًا: قَسَمَ الْعُلَمَاءُ الْبِدْعَةَ إِلَى بِدْعَةٍ دِينِيَّةٍ وَبِدْعَةٍ دُنْيَوِيَّةٍ، فَالْبِدْعَةُ فِي الدِّينِ هِيَ: إِحْدَاثُ عِبَادَةٍ لَمْ يَشْرَعْهَا اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَهِيَ الَّتِي تُرَادُ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي ذُكِرَ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ. وَأَمَّا الدُّنْيَوِيَّةُ: فَمَا غَلَبَ فِيهَا جَانِبَ الْمُصْلَحَةِ عَلَى جَانِبِ الْمُفْسِدَةِ فَهِيَ جَائِزَةٌ وَإِلَّا فَهِيَ مَمْنُوعَةٌ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: مَا أُحْدِثَ مِنْ أَنْوَاعِ السِّلَاحِ وَالْمَرَاكِبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

ثَانِيًا: الطَّائِرَاتُ وَمُكَبِّرَاتُ الصَّوْتِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الْعَادِيَةِ الدُّنْيَوِيَّةِ الْمُبْتَدَعَةِ وَلَيْسَ فِيهَا مَحْذُورٌ شَرْعِيٌّ فَاسْتِعْمَالُهَا لَا مَحْذُورَ فِيهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ ظُلْمٌ لِأَحَدٍ وَلَا نَصْرٌ لِبِدْعَةٍ أَوْ مُنْكَرٍ، وَلَيْسَتْ دَاخِلَةً فِي الْأَحَادِيثِ الْمُحَذِّرَةِ مِنَ الْبِدَعِ.

ثَالِثًا: طَبْعُ الْقُرْآنِ وَكِتَابَتُهُ مِنْ وَسَائِلِ حِفْظِهِ وَتَعَلُّمِهِ وَتَعْلِيمِهِ وَالْوَسَائِلُ لَهَا حُكْمُ الْغَايَاتِ فَيَكُونُ ذَلِكَ مَشْرُوعًا وَلَيْسَ مِنَ الْبِدَعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا؛ لِأَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ ضَمِنَ حِفْظَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَهَذَا مِنْ وَسَائِلِ حِفْظِهِ.

প্রথমত: ওলামায়ে কেরাম বিদআতকে বিদআতে দ্বীনিয়া ও বিদআতে দুনিয়াবীয়ায় বিভক্ত করেছেন। বিদআতে দ্বীনিয়া এমন এবাদতের প্রচলন, যা আল্লাহপাক বৈধ করেননি। এ কথাই হাদিসে বুঝনো হয়েছে, যা আলোচিত হয়েছে এবং এ ধরনের অন্য হাদিসেরও এ অর্থ। বিদআতে দুনিয়াবীয়া বলতে ঐ বিদআত বুঝায় যেখানে কল্যাণময় দিক বিভ্রান্তিকর দিক থেকে প্রধান্য হয় এবং তা বৈধ আর যদি এরকম না হয় (অর্থাৎ কল্যাণময় দিক বিভ্রান্তিকর দিকের উপর প্রধান্য না পায়) তাহলে তা নিষিদ্ধ। এর উদাহরণের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন প্রকারের অস্ত্র, যানবাহন ইত্যাদি সৃজন।

এভাবে কোরআনে পাকের মুদ্রণ, লিখন, হিফজ বা মুখস্তকরণ তা শিখা, শিখানোর মাধ্যম এবং ঐসব মাধ্যম যেগুলো পরিনত পর্যায়ের এসব কিছুই বৈধ এবং নিষিদ্ধ বিদআতের অন্তর্ভূক্ত নয়। কেননা, আল্লাহ পাক কুরআনে পাকের হিফজের মুখস্ত করণের দায়িত্ব দিয়েছেন এবং এসব হিফজ করণের মাধ্যম।[৫৫৬]

অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে ইবনে বাজ বিদআতে দ্বীনিয়া ও বিদআতে আদিয়ার প্রকরণ বর্ণনায় লিখেন-

اَلْبِدْعَةُ تَنْقَسِمُ إِلى: بِدْعَة دِيْنِيَّة، وَبِدْعَة عَادِيَة، فَالْعَادِيَةُ مِثْلُ: كُلّ مَا جد مِنَ الصِّنَاعَات وَالْاِخْتِرَاعَات، وَالأَصْلُ فِيْهَا: اَلْجَوَازُ إِلَّا مَا دَلَّ دَلِيْلُ شَرْعِي عَلى منعه. أَمَّا الْبِدْعَةُ الدِّيْنِيَّةُ فَهِيَ: كُلّ مَا أُحْدِثَ فِي الدِّيْنِ مضَاهَاة لِتَشْرِيْعِ اللهِ–

-বিদআতকে দ্বীনিয়া ও আদিয়ায় বিভক্ত করা হয়। বিদআতে আদিয়া বলা হয় ঐ সব নতুন বস্তু, যা তেরী বা সৃজন করা হয়। মূলত : তার উপর বৈধতার হুকুম রয়েছে। তবে ঐসব বস্তু যেগুলোর নিষেধের উপর শরীয়তের দলিল রয়েছে। আর বিদআতে দ্বীনি হচ্ছে প্রত্যেক ঐ নতুন কাজ, যা দ্বীনে সৃজন করা হয় মহান আল্লাহপাকের প্রেরিত শরীয়তের সাদৃশ্য (এটা অবৈধ)।[৫৫৭]

বিদআতের আভিধানিক সংজ্ঞার পর ভাল বিদআত ও খারাপ বিদআতের ব্যাখ্যা বর্ণনায় আল্লামা ইবনে বাজ লিখেন-

اَلْبِدْعَةُ: هِيَ كُلّ مَا أُحْدِثَ عَلى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ، ثُمَّ مِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُعَامَلَات وَشُؤُوْنِ الدُّنْيَا، كَاخْتِرَاعِ آلات النَّقْلِ مِنْ طَائِرَات وَسَيَّارَات وَقَاطِرَات، وَأَجْهِزَةِ الْكَهْرَبَاءِ، وَأَدْوَات الطُّهْي، وَالْمُكَيِّفَات الَّتِيْ تُسْتَعْمَلُ لِلتَّدْفِئَة وَالتَّبْرِيْد. وَآلات الْحَرْبِ مِنْ قَنَابِلَ وَغَوَّاصَات وَدَبَّابَات ... إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَرْجِعُ إِلَى مَصَالِحِ الْعِبَادِ فِيْ دُنْيَاهُمْ فَهَذِهِ فِيْ نَفْسِهَا لَا حَرَجَ فِيْهَا وَلَا إِثْمَ فِيْ اخْتِرَاعِهَا، أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَقْصَدِ مِنْ اخْتِرَاعِهَا وَمَا تُسْتَعْمَلُ فِيْهِ فَإِنْ قَصَدَ بِهَا خَيْرَ وَاسْتَعِيْنَ بِهَا فِيْهِ فَهِيَ خَيْرٌ، وَإِنْ قَصَدَ بِهَا شَرٌّ مِنْ تَخْرِيْبٍ وَتَدْمِيْرٍ وَإِفْسَادٍ فِيْ الْأَرْضِ وَاسْتَعِيْنَ بِهَا فِيْ ذَلِكَ فَهِيَ شَرٌّ وَبَلَاءٌ.

-পূর্ব নমুনা ব্যতীত প্রত্যেক নব আবিস্কৃত বস্তু বিদআত। এর মধ্যে যে সব বস্তু মানুষের পরস্পরের ব্যবহার ময়ামলাত বা পার্থিব জগতের কাজে ব্যবহার হয়। যেমন: যানবাহন, পরিবহনের সরঞ্জামের মধ্যে জাহাজ বা উড়োজাহাজ, গাড়ী, রেলওয়ে ইঞ্জিন, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, শিল্প সামগ্রী, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যা ঠান্ডা ও গরমের জন্য ব্যবহার করা হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। এরকম যুদ্ধাস্ত্রের মধ্যে

---

৫৫৬. ফতওয়া আল লজনাতু দায়েমা লিলবহুসিল আলামিয়া ওয়াল এফতা, ইবনে বায : ২/৩২৫ পৃ.

৫৫৭. ফাতওয়া আল লজনাতুদ দায়েমা লিল বহুসিল আলামিয়া ওয়াল ইফতা, ইবনে বায : ২/৩২৯ পৃ.

আণবিক বোমা, সাবমেরিন টেংক বা এধরনের বিভিন্ন সামগ্রী যা মানবজাতি পার্থিব কল্যাণে প্রধান্য দিয়ে থাকে। এসব সামগ্রী মূলতঃ সৃষ্টিগত কোন পাপ নেই। নেই কোন প্রকারের ক্ষতি কিন্তু এসব সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বলা যায়, যদি এসবের ব্যবহারের উদ্দেশ্য ভাল ও কল্যাণ হয় তা হলে ভাল কাজে এসব বস্তু থেকে সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে। আর এসব বস্তুর সৃষ্টির উদ্দেশ্য মানব সমাজে খারাপ, বিশৃংখলা ক্ষতিকরণ বা ধ্বংসাত্মক হয়, তাহলে এসব থেকে সহযোগিতা গ্রহণ করা ধ্বংসাত্মক ও ক্ষতিজনক হবে, যা নিন্দনীয় কষ্টদায়ক।[৫৫৮]

৪৫. আশ শেয়খ মুহাম্মদ বিন আলাবী আলমালেকী আল মক্কী (১৪২৫ হি.)

মক্কায়ে মোকাররমার প্রখ্যাত আলেমে দীন আশ শেয়খ আস সৈয়্যদ মুহাম্মদ বিন উলুবী আল মালেকী আল হাসনী বিদআতে হাসানা ও বিদআতে সাইয়্যিয়ার বিভক্তিকে আবশ্যক বলেন। অতএব তিনি স্বীয় কিতাব مفاهيم يجب ان تصحح য় বিদআত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে লিখেন-

اِنَّ رُوْحَ الشَّرِيْعَةِ الْاِسْلَامِيَّةِ تُوْجِبُ عَلَيْنَا اَنْ نُمَيِّزَ بَيْنَ اَنْوَاعِ الْبِدْعَةِ وَاَنْ نَقُوْلَ: اِنَّ مِنْهَا الْبِدْعَةُ الْحَسَنَةُ وَمِنْهَا الْبِدْعَةُ السَّيِّئَةُ وَهٰذَا مَا يَقْتَضِيْهِ الْعَقْلُ النَّيِّرُ وَالنَّظَرُ الثَّاقِبُ. وَهٰذَا مَا حَقَّقَهُ عُلَمَاءُ الْاُصُوْلِ مِنْ سَلَفِ هٰذِهِ الْاُمَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ كَالْاِمَامِ الْعِزِّ بْنِ عَبْدُ السَّلَامِ وَالنَّوَوِيْ وَالسُّيُوْطِيْ وَالْمَحَلِّيْ وَابْنُ حَجَرٍ. وَمِنْ اَمْثِلَةِ ذٰلِكَ هٰذَا الْحَدِيْثُ: كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ فَلَا بُدَّ مِنَ الْقَوْلِ: اَنَّ الْمُرَادَ بِذٰلِكَ الْبِدْعَةُ السَّيِّئَةُ الَّتِيْ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ اَصْلٍ شَرْعِيٍّ وَهٰذَا التَّقْيِيْدُ وَارِدٌ فِيْ غَيْرِ هٰذَا الْحَدِيْثِ كَحَدِيْثِ: (لَا صَلٰوةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ اِلَّا فِي الْمَسْجِدِ)[৫৫৯]

فَهٰذَا الْحَدِيْثُ مَعَ اَنَّهُ يُفِيْدُ الْحَصْرَ فِيْ نَفْيِ صَلَاةِ جَارِ الْمَسْجِدِ اِلَّا اَنَّ عُمُوْمَاتِ الْاَحَادِيْثِ تُفِيْدُ تَقْيِيْدَهُ بِاَنَّ لَا صَلٰوةَ كَامِلَةً وَكَحَدِيْثِ (لَا صَلٰوةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ)[৫৬০]

---

৫৫৮. ফাতওয়া আল লজনাতুদ দায়েমা লিল বহুসিল আলামিয়া ওয়াল ইফতা, ইবনে বায : ২/৩২১ পৃ.

৫৫৯. (ক) আল-মুসান্নেফ, ইমাম আবদুর রাযযাক : ১/৪৯৭ হাদিস: ১৯১৫

(খ) মুসনাদুর রবি আযদী : ১/১০৮ পৃ. হাদিস: ২৫৬

(গ) আল মুস্তাদরক, ইমাম হাকেম : ১/৩৭৩ হাদিস: ৮৯৮

(ঘ) শরহু মায়ানিল আসার, ইমাম তাহাবী : ১/৩৯৪

৫৬০. (ক) সহীহু মুসলিম কিতাবুল মসাজিদ, বাবু কারাহিয়াতিস সালাত : ১/৩৯৩ হাদিস: ৫৬০

قَالُوْا: اَىْ صَلٰوةٌ كَامِلَةٌ. وَكَحَدِيْثِ (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ)[৫৬১] قَالُوْا: اَىْ اِيْمَانًا كَامِلًا وَكَحَدِيْثِ: (وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ قِيلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؟ قَالَ: مَنْ لَمْ يَأْمَنْ جَارُهُ بَوَايِقَهُ)[৫৬২] وَكَحَدِيْثِ: (لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَتَّاتٌ)[৫৬৩] (وَلَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَاطِعُ رِحْمٍ)[৫৬৪] (وَعَاقٌّ لِوَالِدَيْهِ)[৫৬৫] فَالْعُلَمَاءُ قَالُوْا: اِنَّهُ لَا يَدْخُلُ دُخُوْلًا اَوَّلِيًّا اَوْ لَا يَدْخُلُ اِذَا كَانَ مُسْتَحِلًّا لِذٰلِكَ الْفِعْلِ الْحَاصِلِ اِنَّهُمْ لَمْ يَجْرُوْهُ عَلٰى ظَاهِرِهِ وَاِنَّمَا اَوَّلُوْهُ بِاَنْوَاعِ التَّاوِيْلِ وَحَدِيْثِ الْبِدْعَةِ هٰذَا مِنْ هٰذَا الْبَابِ فَعُمُوْمَاتِ الْاَحَادِيْثِ وَاَحْوَالِ الصَّحَابَةِ تُفِيْدُ اَنَّ الْمَقْصُوْدَ بِهِ الْبِدْعَةَ السَّيِّئَةِ الَّتِىْ لَا تَنْدَرِجُ تَحْتَ اَصْلٍ كُلِّىٍّ وَفِى الْحَدِيْثِ: (مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مِنْ عَمَلٍ بِهَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)[৫৬৬] وَفِى الْحَدِيْثِ

(খ) আস সহীহ, ইমাম ইবনে খুজায়মাহ : ২/৬৬ হাদিস:৯৩৩
(গ) আস সুনানুল কোবরা, ইমাম বায়হাকী : ৩/৭৩ হাদিস: ৪৮১৬
(ঘ) তাহজীবুত তাহজীব, ইমাম ইবনে হাজার আসকলানী : ৬/৬ পৃ.
৫৬১. (ক) সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল ইমান, বাবু মিনাল ইমান : ১/১৪ হাদিস: ১৩
(খ) সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল ইমান, বাবুদ দলীল আলা আন্না মিন খেসালিল ইমান : ১/৬৮ হাদিস:৪৫
(গ) সুনানু নাসায়ী, কিতাবুল ইমান, বাবু আলামতিল ইমান : ৮/১৫৫ হাদিস: ৫০১৬
(ঘ) বাবু ফিল ইমান, সুনানেইবনে মাযা : ১/২৬ হাদিস: ৬৬
৫৬২. (ক) সহীহ্ বুখারী কিতাবুল আদব, বাবু ইসমে মন লাএয়ামন জারুহু : ৫/২২৪ পৃ. হাদিস: ৫৬৭০
(খ) আল মুসতাদরাক, ইমাম হাকেম : ১/৫৩ পৃ. হাদিস: ২১
(গ) মজমাউয যাওয়ায়েদ, ইমাম হায়সমী : ৮/১৬৯ পৃ.
(ঘ) আল মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল : ২/৩৩৬ হাদিস:৮৪১৩
৫৬৩. (ক) সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল আদব, বাবু মা যুকরাহু মিনা নামিমাতে : ৫/২২৫০ হাদিস: ৫৭০৯
(খ) সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল ইমান, বাবু বয়ানে গলজে তাহরীমী নামিমাতে : ১/১০১ হাদিস: ১০৫
(গ) জামে তিরমিজি কিতাবুল বিরের ওয়াস সিলাহ : ৪/৩৭৫ হাদিস: ২০২৬
(ঘ) আল মুসনাদ, আহমদ বিন হাম্বল : ৫/৩২৮ হাদিস: ২৩২৯৫
৫৬৪. (ক) সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল আদব, বাবু ইসমিল কাতেয় : ৫/২২৩১ হাদিস: ৫৬৩৮
(খ) সহীহ্ মুসলিম কিতাবুল বিরের ওয়াস সিলাহ, বাবু সিলাতির রেহম : ৪/১৯৮১ হাদিস: ২৫৫৬
(গ) আল মো'জামুল আউসাত তাবরানী : ৪/৩২ হাদিস: ৩৫৩৭
৫৬৫. (ক) আল মুসান্নিফ আবদুর রাজ্জাক : ৭/৪৫৪ হাদিস: ১৩৮৫৯
(খ) আল মু'জামুল আউসত তাবরানী : ৩/১৯ হাদিস: ২৩৩৫
(গ) শুয়াবুল ঈমান বায়হাকী : ৬/১৯১ হাদিস: ৭৮৭৩
(ঘ) মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ইমাম হায়সামী : ৫/৭৫ পৃ.
৫৬৬. (ক) সহীহ্ মুসলিম কিতাবুজ যাকাত বাবুল হিস্সে আলাস সদকা : ২/৭০৫ হাদিস: ১০১৭
(খ) সুনানু নসায়ী, কিতাবু যাকাত, বাবুত তাহরীসে আলাস সদকা : ৫/৫৫,৫৬ হাদিস: ২৫৫৪
(গ) সুনানু ইবনে মাযা মোকাদ্দমা, বাবু সান্না সুন্নাতান হাসনাতান আউ সাইয়্যিতান : ১/৭৪ হাদিস:২০৩
(ঘ) আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ৪/৩৫৭-৩৫৯ পৃ.

(عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ)[৫৬৭] وَيَقُوْلُ عُمَرَ فِي صَلَاةِ التَّرَاوِيْحِ: نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هٰذِهِ.[৫৬৮]

ইসলামী শরীয়তের শিক্ষনীয় বিষয় আমাদের ওপর আবশ্যক করেছে বিদআতের প্রকরণে আমরা যেন ভাল খারাপ পার্থক্য করে অগ্রসর হই। আমরা যেন বলি বিদআত হাসনা কিছু আবার কিছু বিদআতে সাইয়্যায়া। আকল জ্ঞানবুদ্ধি সুক্ষ্ম দৃষ্টিভংগি ও এটাই চায় মুসলিম উম্মাহর শীর্ষস্থানীয় আলেমদের মধ্যে নীতিনির্ধারক ওলামায়ে কেরাম এটা প্রমাণ করেছেন। যেমন : ইমাম ইজ্জুদ্দিন বিন আবদুচ্ছালাম, আল্লামা নববী, জালাল উদ্দিন সয়ুতী, মহল্লী, ও ইবনে হাযর আসকালানী (রহেমাহুমুল্লাহ) সহ অন্যান্য উল্লেখযোগ আলেমবৃন্দ। তার একটা উদাহরণ হাদিসে كل بدعة ضلالة এ প্রসংগে অবশ্যই বলতে হবে যে, এটা শরীয়তের মূলের সাথে কোনভাবে সম্পৃক্ত নয়। এ সীমারেখা ও এরকম সীমারেখা অন্যান্য হাদিস সমূহে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত। যেমন হাদিসে পাকে এসেছে-

لَا صَلٰوةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ اِلَّا فِي الْمَسْجِدِ

-মসজিদের পড়শী বা প্রতিবেশীর নামায শুধু মসজিদেই হবে। এখানে মসজিদের প্রতিবেশীর নামাযকে (হাসর) বা মসজিদে সীমাবদ্ধ করে। মসজিদের বাহিরের নামাযকে হবে না বলা হয়েছে। কিন্তু হাদিসের ব্যাপক আলোচনায় প্রাতীয়মান হয় যে, এ সীমাবদ্ধতা নামাযের পরিপূর্ণতার সাথে সম্পৃক্ত অর্থাৎ নামাজে কামিল বা পূর্ণ সাওয়াবকে বারণ করা হয়েছে। মূল নামাযকে নয়। যেমন হাদিসে পাক لا صلوة بحضرة الطعام খাদ্যের উপস্থিতিতে নামায হবে না ওলামায়ে কেরাম বলেন এখানেও নফীয়ে কামাল বা নামাযের পরিপূর্ণ সাওয়াবকে বারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ لا صلوة كاملة পরিপূর্ণ নামায হবে না। তৃতীয় হাদীসে পাক-

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

---

৫৬৭. (ক) সুনানু আবি দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু ফি লুজুমিস সুন্নাহ : ৪/২০০ হাদিস: ৪৬০৭
(খ) জামেয় তিরমিজি, কিতাবুল এলম, বাবু মা যায়া পিল আখজি বিসসুন্নাহ : ৫/৪৪ হাদিস: ২৬৭৬
(গ) সুনানু ইবনে মাযা মোকাদ্দমা, বাবু এত্তিবায়ীস সুন্নাতিল খুলাফায়ীর রাশিদীন : ১/১৫ হাদিস: ৪২
(ঘ) আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : ৪/১২৬
৫৬৮. (ক) আল মুয়াত্তা মালেক, বাবু মা যায়া ফি কেয়ামে রমজান : ১/১১৬ হাদিস: ২৫০
(খ) শুয়াবুল ইমান, বায়হাকী : ৩/১৭৭ নং ৩২৬৯
(গ) তানবীরুল হাওয়ালিক শরহে মুয়াত্তা মালিক, সয়ুতী : ১/১০৫ হাদিস: ২৫০
(ঘ) জামেয়ুল উলুম ওয়াল হিকম, ইবনে রজব আলী

(পরিপূর্ণ) মুমেন হবে না কেউ যতক্ষণ নিজের জন্য পছন্দকৃত বস্তু বন্ধুর জন্য পছন্দ করবে না। এখানেও ওলামায়ে কেরাম বলেছেন- لا يؤمن ايمانا كاملا পরিপূর্ণ মুমেন হবে না। চতুর্থ হাদিস-

وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ قِيلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؟ قَالَ: مَنْ لَمْ يَأْمَنْ جَارُهُ بَوَايِقَهُ

আল্লাহর শপথ! মোমেন নয়, আল্লাহর শপথ মু'মেন নয়, আল্লাহর শপথ মোমেন নয়। কেউ প্রশ্ন করল হে আল্লাহ রাসুল (ﷺ)! কে? উত্তরে বললেন, যে যার প্রতিবেশী তার অত্যাচার থেকে নিরাপদ নয়। এখানেও নফীয়ে কামাল বা পরিপূর্ণ মু'মেন অর্থে ব্যবহৃত। পঞ্চম হাদিস

لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَتَّاتٌ لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَاطِعُ رِحْمٍ ... وَعَاقٌّ لِوَالِدَيْهِ

পরনিন্দাকারী বেহেস্তে প্রবেশ করবে না, রক্তের সম্পর্ক ছিন্নকারী বা মা-বাবার অবাধ্য বান্দা বেহেস্তে প্রবেশ করবে না। এ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য لا يدخل دخولا اوّليا অর্থাৎ প্রথম পর্যায়ে বেহেস্তে প্রবেশ করবে না অথবা যদি এসব কাজ হালাল মনে করে করে থাকে তা হলে বেহেস্তে প্রবেশ করবেই না। মূলকথা হল ওলামায়ে কেরাম এ ধরনের হাদিস সমূহকে সরাসরি প্রকাশ্য অর্থে ব্যবহার না করে কোন না কোন তা'বিল বা ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করেছেন এবং كل بدعة ضلالة (প্রত্যেক বিদআত ভ্রান্ত) হাদিসও এ ধরনের হাদিসে পাকের সাধারণত্ব এবং সাহাবায়ে কেরামের অবস্থাদি প্রমাণ করে যে এখানে বিদআত অর্থ বিদআতে সাইয়্যিয়া বা নিন্দনীয় বিদআত, যা কোন পূর্ণ অর্জিতের অধীনে নয়। অন্য এক হাদিসে পাকে এরশাদ হয়েছে-

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مِنْ عَمَلٍ بِهَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ اَجْرِهَا شَيْئٌ.

যে ব্যক্তি কোন ভাল সৎ কাজ সৃজন করে সে তার সাওয়াব পাবে এবং এ ভাল সৎ কাজ কিয়ামত পর্যন্ত যারা আমল করবে ঐ সৃজন কারী প্রত্যেকের আমলের সাওয়াব পাবে। সেখানে কোন ত্রুটি করা হবে না।

অন্য হাদিসে পাকে রয়েছে- عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ তোমাদের জন্য আমার সুন্নাত এবং আমার খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাত আবশ্যক। আর তারাবীহর নামায সম্পর্কে হযরত ওমর (ﷺ) বলেছন- نعمت البدعه هذه এটা কত উত্তম বিদআত।

শেয়খ মুহাম্মদ বিন উলুবী মালেকী (رحمه الله) বিদআতকে হাসানা এবং সাইয়্যিয়ায় বিভক্তকারীদের বিরুদ্ধকারীদের আলোচনায় লিখেন-

يَنْتَقِدُ بَعْضُهُمْ تَقْسِيمُ الْبِدْعَةِ إِلَى حَسَنَةٍ وَسَيِّئَةٍ وَيُنْكِرُ عَلَى مَنْ يَقُولُ ذٰلِكَ أَشَدَّ الْإِنْكَارِ بَلْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْمِيهِ بِالْفِسْقِ وَالضَّلَالِ وَذٰلِكَ لِمُخَالَفَةِ صَرِيحِ قَوْلِ الرَّسُولِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَهٰذَا اللَّفْظُ صَرِيحٌ فِي الْعُمُومِ وَصَرِيحٌ فِي وَصْفٍ بِالضَّلَالَةِ وَمِنْ هُنَا تَرَاهُ يَقُولُ فَهَلْ يَصِحُّ بَعْدَ قَوْلِ الْمُشَرِّعِ صَاحِبِ الرِّسَالَةِ: إِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ يَأْتِي مُجْتَهِدٌ أَوْ فَقِيهٌ مَهْمَا كَانَتْ رُتْبَتُهُ.[৫৬৯]

فَيَقُولُ: لَا لَا لَيْسَتْ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ بَلْ بَعْضُهَا ضَلَالَةٌ وَبَعْضُهَا حَسَنَةٌ وَبَعْضُهَا سَيِّئَةٌ. وَهٰذَا الْمَدْخَلُ يَغْتَرُّ كَثِيرٌ مِن فَيَصِيحُ مَعَ الصَّائِحِينَ وَيُنْكِرُ مَعَ الْمُنْكِرِينَ وَيَكْثُرُ سَوَادِ هٰؤُلَاءِ الَّذِينَ لَمْ يَفْهَمُوا مَقَاصِدَ الشَّرِيعَةِ وَلَمْ يَذُوقُوا رُوحَ الدِّينِ الْإِسْلَامِي ثُمَّ لَا يَلْبَثُ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى يَضْطَرُّ إِلَى إِيجَادِ مَخْرَجٍ يَحُلُّ لَهُ الْمَشَاكِلَ الَّتِي تُصَادِمُهُ وَيُفَسِّرُ لَهُ الْوَاقِعَ الَّذِي يَعِيشُهُ أَنَّه يَضْطَرُّ إِلَى اللَّجْوِ إِلَى اِخْتِرَاعِ وَسِيلَةٍ أُخْرَ لَوْلَا هَا مِمَّا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْكُلَ وَلَا يَشْرِبُ وَلَا يَسْكُنَ بَلْ وَلَا يَلْبَسَ وَلَا يَتَنَفَّسَ وَلَا يَتَزَوَّجَ وَلَا يَتَعَامَلَ مَعَ نَفْسِه وَلَا أَهْلِه وَلَا إِخْوَانِه وَلَا مُجْتَمِعِه هٰذِهِ الْوَسِيلَةِ هِيَ أَنْ يَقُولَ بِاللَّفْظِ الصَّرِيحِ: أَنَّ الْبِدْعَةَ تَنْقَسِمُ إِلَى بِدْعَةٍ دِينِيَّةٍ وَدُنْيَوِيَّةٍ يَا سُبْحَانَ اللهِ لَقَدْ أَجَازَ هٰذَا الْمُتَلَاعِبُ لِنَفْسِه أَنْ يَخْتَرِعَ هٰذَا التَّقْسِيمَ أَوْ عَلَى الْأَقَلِّ أَنْ يَخْتَرِعَ هٰذِهِ التَّسْمِيَةَ: دِينِيَّةٍ وَدُنْيَوِيَّةٍ لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً قَطْعًا فِي عَهْدِ التَّشْرِيعِ النَّبَوِي فَمِنْ أَيْنَ جَاءَ هٰذَا التَّقْسِيمُ؟ وَمِنْ أَيْنَ جَاءَتْ هٰذِهِ التَّسْمِيَةُ الْمُبْتَدِعَةُ؟ فَمَنْ قَالَ أَنَّ تَقْسِيمَ الْبِدْعَةِ إِلَى حَسَنَةٍ وَسَيِّئَةٍ لَمْ يَأْتِ مِنَ الشَّارِعِ نَقُولُ لَه: وَكَذَا تَقْسِيمُ الْبِدْعَةِ إِلَى دِينِيَّةٍ غَيْرَ مُقْبُولَةٍ وَدُنْيَوِيَّةٍ مَقْبُولَةٍ هُوَ عَيْنُ الْإِبْتِدَاعِ وَالْإِخْتِرَاعِ فَالشَّارِعُ يَقُولُ (كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ)[৫৭০] هٰكَذَا بِالْإِطْلَاقِ يَقُولُ لَا لَا لَيْسَتْ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ بِالْإِطْلَاقِ بَلْ إِنَّ الْبِدْعَةَ تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ دِينِيَّةٍ وَهِيَ الضَّلَالَةُ وَدُنْيَوِيَّةٍ وَهِيَ الَّتِي لَا شَيْءَ فِيهَا.[৫৭১]

কিছু কিছু লোক বিদআতকে হাসানা ও সাইয়্যিয়ায় বিভক্তি করণের সমালোচনা করেন এবং যারা এ বিভক্তিকরণের পক্ষে তাদেরকে কঠোরভাবে প্রতিহত করেন। শুধু তাই নয়, বরং বিভক্তিকারীদেরকে ভ্রান্ত ও ফাসেক ফাতওয়া প্রদান

---

৫৬৯. মাফাহিম এয়াজিবু আন তুসাহিহা, আল্লামা আলভী মালেকী : ১০২ পৃ.

৫৭০. (ক) সুনানু আবি দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু ফি লজুমিস সুন্নাহ : ৪/২০০ হাদিস: ৪৬০৭

(খ) জামে তিরমিজি কিতাবুল ইলম, বাবু মা যায়া ফিল আখজে বিস সুন্নাহ : ৫/৪৪ হাদিস: ২৬৭৬

(গ) সুনানু ইবনে মাজা, মোকাদ্দমা বাবু এত্তেবায়ীন সুন্নাতিল খুলাফায়ীর রাশিদীন : ১/১৫ হাদিস: ৪২

(ঘ) আল মুসনাদ, আহমদ বিন হাম্বল : ৪/১২৬ পৃ.

৫৭১. মাফাহিম ইয়াজিবু আন তুসাহিহ আলাবী আল মালিকী : ১০৪

করেন। এ ধরনের প্রতিহত এ কারণে যে এ বিভক্তিকরণে রাসূলে পাক (ﷺ) এর সরাসরি হাদিস كل بدعة ضلالة (প্রত্যেক বিদআত ভ্রান্ত) এর বিরোধিতা হয়। যখন রাসূলে পাক (ﷺ) এ হাদিস সরাসরি প্রত্যেক বিদআতকে বেষ্টিত করে এবং তার ভ্রষ্টতার ওপর ও (সরীহ) স্পষ্ট। এ কারণে তোমরা তাদেরকে বলতে দেখবে সাহেবে শরীয়ত ও সাহেবে রেসালত (ﷺ) এর ঘোষণা "প্রত্যেক বিদআত ভ্রান্ত"। এর পরও কোন মুজতাহেদ বা ফকীহ বা এ পর্যায়ের কারো একথা বলা কি সঠিক হবে যে না, না, প্রত্যেক বিদআত ভ্রান্ত নয় বরং কিছু বিদআত ভ্রান্ত কিছু বিদআত ভাল আবার কিছু বিদআত খারাপ বা নিন্দনীয়। এ ধরনের প্রশ্ন ও আপত্তির কারণে মুসলিম উম্মাহর এক বৃহদাংশ প্রতারণার শিকার হন, তারাও আপত্তিকারকদের সাথে চিৎকার দেন এবং বিদআতের এ বিভক্তিকে অস্বীকার কারীদের সাথে অস্বীকার করেন। সুতরাং তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে বড় হচ্ছে তাদের জামাত যারা মুল শরীয়তের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বুঝতে অক্ষম থেকে যাচ্ছে। শরীয়তের প্রাণের স্পন্দনের সাথে অপরিচিত। অত:পর কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর তারা (আপত্তিকারকগণ) সংকটে পতিত হন, যেখান থেকে বেরিয়ে আসা কষ্টকর। তাদের দৈনান্দিন জীবনধারণই তার বলিষ্ট প্রমাণ। ফলশ্রুতিতে তারা এমন চাতুরীর আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় যেসব ছাড়া তাদের পানাহার, আবাসন বরং পরিধান এমনি শ্বাসপ্রশ্বাস নেয়াও কষ্টকর হয়ে পড়ে। এধরনের চাতুরী ছাড়া তারা ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সমস্যা সামাধান করতে পারেনা। পারেনা, ভাইবোন আত্মীয় স্বজনদের সম্পর্ক স্থীর করতে। তাদের এ চাতুরী হচ্ছে যে, তারা বলেন বিদআত দু'প্রকার। বিদআতে দীনিয়া এবং বিদআতে দুনিয়াবীয়া।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে এসব ব্যক্তিবর্গরা কিভাবে নিজের (নফসের) জন্য এ প্রকরণ বেছে নিল বা এ নামে কিভাবে নামকরণ করল। যদি মেনে নেয়া হয় যে এ সব কাজ বা বস্তু রাসূলে পাক (ﷺ)-এর সময়ে বিদ্ধমান ছিল। তা হলে এ বিদআতের প্রকরণ দ্বীনিয়া ও দুনিয়াবীয়াত রাসূলে পাক (ﷺ) এর সময়ে অবশ্যই ছিল না। তবে এ প্রকরণ কোথেকে এল? নতুন সৃজনকৃত বিদআতী নাম কোথেকে এল? অতএব যে সব ব্যক্তিরা বলে যে বিদআতের প্রকরণ হাসানা ও সাইয়্যিয়া শারেয় (আ.)-এর পক্ষ থেকে না হওয়ার কারনে ভুল। তাদেরকে আমরা উত্তরে বলব, বিদআতকে নিন্দনীয় বিদআতে দ্বীনিয়া বা প্রশংসনীয় বিদআত দুনিয়াবীয়ায় বিভক্ত করাও প্রতারণা ও বিদআত। কেননা শারেয় (আ.) সাধারণ ভাবেই বলেছেন- كل بدعة ضلالة প্রত্যেক বিদআত ভ্রান্ত নয় বরং বিদআত দু'প্রকার বিদআতে দ্বীনিয়া, বিদআতে দুনিয়াবীয়া -

যেখানে এমন কিছু নেই। শেয়খ মালেকী (রহ.) বিদআতের প্রকরণ ও তার ওপর আরোপিত আপত্তি সমূহের সূত্রে লিখেন-

وَلِذَا لَا بُدَّانَ نُوَضِّحَ هُنَا مَسْأَلَةً مُهِمَّةً وَبِهَا يَنْجَلِيْ كَثِيْرٌ مِنَ الْاِشْكَالِ وَيَزُوْلُ اللَّبْسُ اِنْ شَاءَ اللهُ. وَهُوَ اَنَّ الْمُتَكَلِّمَ هُنَا هُوَ الشَّارِعُ الْحَكِيْمُ فَلِسَانُه هُوَ لِسَانُ الشَّرْعِ فَلَا بُدَّ مِنْ فَهْمِ كَلَامِه عَلَى الْمِيْزَانِ الشَّرْعِى الَّذِىْ جَاءَ بِهِ وَاِذَا عَلِمْتَ اَنِ الْبِدْعَةَ فِى الْاَصْلِ هِىَ: كُلُّ مَا اُحْدِثَ وَاخْتُرِعَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ فَلَا يَغِيْبَ عَنْ ذِهْنِكَ اَنَّ الزِّيَادَةَ اَوِ الْاِخْتِرَاعَ الْمَذْمُوْمَ هُنَا هُوَ الزِّيَادَةُ فِى اَمْرِ الدِّيْنِ لِيَصِيْرَ مِنْ اَمْرِ الدِّيْنِ وَالزِّيَادَةُ فِى الشَّرِيْعَةِ لِيَاْخُذَ صِبْغَةَ الشَّرِيْعَةِ فَيَصِيْرَ شَرِيْعَةً مُتَّبَعَةً مَنْسُوْبَةً لِصَاحِبِ الشَّرِيْعَةِ وَهٰذَا هُوَ الَّذِىْ حَذَّرَ مِنْهُ سَيِّدُنَا رَسُوْلُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِقَوْلِه: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»[৫৭২] فَالْجِدَالُ الْفَاصِلُ فِى الْمَوْضُوْعِ هُوَ قَوْلُه (فِى اَمْرِنَا هٰذَا) وَذٰلِكَ فَاِنَّ تَقْسِيْمَ الْبِدْعَةِ اِلٰى حَسَنَةٍ وَسَيِّئَةٍ فِىْ مَفْهُوْمِنَا لَيْسَ اِلَّا لِلْبِدْعَةِ اللُّغَوِيَّةِ الَّتِىْ هِىَ مُجَرَّدُ الْاِخْتِرَاعِ وَالْاِحْدَاثُ وَالْاِنْشَاءُ جَمِيْعًا فِىْ اَنَّ الْبِدْعَةَ بِالْمَعْنَى الشَّرْعِىْ لَيْسَتْ اِلَّا ضَلَالَةً وَفِتْنَةً مَذْمُوْمَةً مَرْدُوْدَةً مَبْغُوْضَةً وَلَوْ فَهِمَ اُوْلٰئِكَ الْمُنْكِرُوْنَ هٰذَا الْمَعْنٰى لِظَهَرَ لَهُمْ اَنَّ مَحَلَّ الْاِجْتِمَاعِ قَرِيْبٌ مَوْطِنُ النِّزَاعِ بَعِيْدٌ.

وَزِيَادَةٌ فِى التَّقَرُّبِ بَيْنَ الْاِفْهَامِ اَرٰى اَنَّ مُنْكِرِى التَّقْسِيْمِ اِنَّمَا يُنْكِرُوْنَ تَقْسِيْمَ الْبِدْعَةِ الشَّرْعِيَّةِ بِدَلِيْلِ تَقْسِيْمِهِمُ الْبِدْعَةَ اِلٰى دِيْنِيَّةٍ وَدُنْيَوِيَّةٍ وَاعْتِبَارِهِمْ ذٰلِكَ ضَرُوْرَةً وَاَنَّ الْقَائِلِيْنَ بِالتَّقْسِيْمِ اِلٰى حَسَنَةٍ وَسَيِّئَةٍ يَرَوْنَ اَنَّ هٰذَا اِنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلْبِدْعَةِ اللُّغَوِيَّةِ لِاَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ: اِنَّ الزِّيَادَةَ فِى الدِّيْنِ وَالشَّرِيْعَةِ ضَلَالَةٌ وَسَيِّئَةٌ كَبِيْرَةٌ وَلَا شَكَّ فِى ذٰلِكَ عِنْدَهُمْ فَالْخِلَافُ شَكْلِىٌّ غَيْرَ اَنِّى اَرٰى اَنَّ اِخْوَانِنَا الْمُنْكِرِيْنَ لِتَقْسِيْمِ الْبِدْعَةِ اِلٰى حَسَنَةٍ وَسَيِّئَةٍ وَالْقَائِلِيْنَ بِتَقْسِيْمِهَا اِلٰى دِيْنِيَّةٍ وَدُنْيَوِيَّةٍ لَمْ يُخَالِفْهُمُ الْحَظَّ فِىْ دِقَّةِ التَّعْبِيْرِ. وَذٰلِكَ لِاَنَّهُمْ لِمَا حَكَمُوْا بِاَنَّ الْبِدْعَةَ الدِّيْنِيَّةَ ضَلَالَةٌ وَهٰذَا حَقٌّ وَحَكَمُوْا بِاَنَّ الْبِدْعَةَ الدُّنْيَوِيَّةَ لَا شَىْءَ فِيْهَا قَدْ اَسَاؤُ الْحُكْمَ لِاَنَّهُمْ بِهٰذَا قَدْ حَكَمُوْا عَلٰى كُلِّ بِدْعَةٍ دُنْيَوِيَّةٍ بِالْاِبَاحَةِ وَفِىْ هٰذَا خَطَرٌ عَظِيْمٌ وَتَقَعُ بِه فِتْنَةٌ وَمُصِيْبَةٌ وَلَا بُدَّ حِيْنَئِذٍ مِنْ تَفْصِيْلٍ وَاجِبٍ وَضُرُوْرِىٍّ لِلْقَضِيَّةِ وَهُوَ اَنْ يَقُوْلُوْا: اِنَّ هٰذَا الْبِدْعَةَ الدُّنْيَوِيَّةَ مِنْهَا مَا هُوَ خَيْرٌ وَمِنْهَا مَا هُوَ شَرٌّ كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ الْمَشَاهِدُ الَّذِىْ لَا يُنْكِرُهُ الْاَعْمٰى جَاهِلٌ وَهٰذِهِ الزِّيَادَةُ لَا بُدَّ مِنْهَا وَيَكْفِىْ فِىْ تَحْقِيْقِ هٰذَا الْمَعْنٰى بِدِقَّةِ قَوْلِ مَنْ

---

৫৭২. (ক) সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল আকজিয়া, বাবু নকজিল আহকামিল বাতিলা : ৩/১৩৪৩ হাদিস: ১৭১৮
(খ) সুনানু ইবনে মাযা, আল মোকদ্দমা আল কিতাব, বাবু তা'জীম হাদিসে রাসুলিল্লাহে : ১/৭ হাদিস: ১৪
(গ) আল মুসনাদ, আহমদ বিন হাম্বল : ৬/২৭০ হাদিস: ২৬৩৭২

قَالَ بِاَنَّ الْبِدْعَةَ تَنْقَسِمُ اِلٰى حَسَنَةٍ وَسَيِّئَةٍ وَمَعْلُوْمٌ اَنَّ الْمُرَادَ بِهِمَا اللُّغَوِيَّةُ كَمَا تَقَدَّمَ وَهِىَ الَّتِىْ عُبِّرَ عَنْهَا الْمُنْكِرُوْنَ بِالدُّنْيَوِيَّةِ وَهٰذَا الْقَوْلُ فِىْ غَايَةِ الدِّقَّةِ وَالْاِحْتِيَاطِ وَهُوَ يُنَادِىْ عَلٰى كُلِّ جَدِيْدٍ بِالْاِنْضِبَاطِ وَالْاِنْصِيَاعِ لِحُكْمِ الشَّرْعِ وَقَوَاعِدِ الدِّيْنِ وَيَلْزَمُ الْمُسْلِمِيْنَ اَنْ يَعْرِضُوْا كُلَّ مَاجَدَّ لَهُمْ وَاَحْدَثَ مِنْ اُمُوْرِهِمِ الدُّنْيَوِيَّةِ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ عَلَى الشَّرِيْعَةِ الْاِسْلَامِيَّةِ لِيَرٰى حُكْمَ الْاِسْلَامِ فِيْهَا مَهْمَا كَانَتْ تِلْكَ الْبِدْعَةُ وَهٰذِهٖ لَا يَتَحَقَّقُ اِلَّا بِالتَّقْسِيْمِ الرَّائِعِ الْمُعْتَبَرِ عَنْ اَئِمَّةِ الْاُصُوْلِ.[৫৭৩]

-এখানে প্রয়োজন একটা গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালার বিশ্লেষণ, যার আলোকে অনেকগুলো সমস্যার সামাধান হবে, দূরীভূত হবে অনেক সন্দেহ ইনশাল্লাহ। গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালটা হচ্ছে। হাদিসে كل بدعة ضلالة (প্রত্যেক বিদআত ভ্রান্ত)'র বক্তা শারে'য় (নবীয়ে পাক (ﷺ)। তাঁর বক্তব্য শরয়ী বক্তব্য এ কারণে প্রয়োজন তাঁর বক্তব্যকে তাঁরই আনীত শরীয়তের সাথে তুলনা করা আর যখন একথা পরিস্কার হয়েছে যে বিদআত মূলত: প্রত্যেক নতুন সৃষ্টি ও নতুন সৃজিত বস্তুকে বলা হয় তা হলে মন ও মননে একথাও থাকা উচিত যে, অতিরিক্ত বা নবসৃষ্ট ঐ বস্তু নিষিদ্ধ, যা দ্বীনে করা হয়েছে বা দ্বীনি কাজ বা বস্তু মেনে নেয়া হয় এবং শরীয়তে তাকে শরীয়তের অনুকরণীয় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে সাহেবে শরীয়তের দিকে সম্পৃক্ত হয়। এটা ঐ কাজ যার সম্পর্কে আঁকা (ﷺ) স্বীয় বাণীর মাধ্যমে উম্মতকে সতর্ক করেছেন যে-

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

-"যে আমার এ দ্বীনে ইসলামে এমন কোন কাজ বা বস্তু তৈরী করে, যা মূলতঃ দ্বীন নয় তা পরিহার যোগ্য।" একারণে এ বিষয়ে সীমারেখা হচ্ছে রাসূলে পাক (ﷺ) এর বক্তব্য فِي أَمْرِنَا هَذَا (আমার এ দ্বীনে)। একারণে আমাদের কাছে বিদআতের প্রকরণ হাসানা ও সাইয়্যিয়ার দিকে করাটা শুধুমাত্র (লগবী) আভিধানিক ভাবে (বিদআতের আভিধানিক অর্থ-নব সৃষ্ট- নব সৃজিত)। নিঃসন্দেহে আমরা বিদআতের পারিভাষিক অর্থের দিক থেকে আভিযোগকারীদের সাথে একমত যে, সে বিদআত গোমরাহী বা নিন্দনীয় বিভ্রান্তিকর। যা অপছন্দনীয় পরিহারযোগ্য অগ্রহনীয়। যদি আভিযোগকারীগণ এ বাস্তবতা বুঝে নিত তখন তাদের কাছেও পরিস্কার হয়ে যেত যে, আমাদের মধ্যে সম্ভবতঃ ঐক্যমতই বিরাজিত বিরোধ নয়।

আমার মনে আরো একটা বিষয় রয়েছে তা হচ্ছে উভয় ধরনের প্রকরণ বা ধারণাবলী একই অর্থ মনে হচ্ছে যে, যে সব ব্যক্তি বিদআতের বিভক্তি অস্বীকার

---

৫৭৩. মাফাহিম এয়াজিবু আস তুসাহিহ আলবী আল মালেকী।

করে তারা শুধু বিদআতে শরয়ীর বিভক্তিকরণ অস্বীকার করেন। কেন না তারা নিজেরাই বিদআতকে দ্বীনিয়া ও দুনিয়াবীয়ায় বিভক্ত করেছেন, এবং এ বিভক্তি করণের গুরুত্ব তাদের কাছে রয়েছে। আর যারা বিদআতের বিভক্তি করণ হাসানা ও সাইয়্যিয়ায় করেন, তা বিদআতে লুগাবীয়ার ভিত্তিতে করা হয়। কেননা, তারাও বলেন যে, দ্বীন এবং শরীয়তে বাড়াবাড়ি ভ্রষ্টতা ও গুনাহে কবীরাহ এবং একথা তাদের কাছে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হওয়ার কারণে এ মতবিরোধ শুধু আকারে, মূলে নয়। যদি আমার ধারণানুযায়ী আমাদের ভাই বিদআতের প্রকরণ হাসানা ও সাইয়্যিয়ার অস্বীকারকারী ও বিদআতকে দ্বীনিয়া ও দুনিয়াবীতে বিভক্ত করেন তবে তাদের বক্তব্য অধিক সতর্কতা সুক্ষ্মতার ভিত্তিতে নয়। কেননা, যখন তারা বিদআতে দ্বীনিয়াকে ভ্রান্ত বলেন (এটা সত্য ও) এবং বিদআতে দুনিয়াবীতে এ হুকুম দেন যে, এখানে কোন ক্ষতি নেই, তখন তা ঠিক নয়। কেননা এর মাধ্যমে তারা প্রত্যেক দুনিয়াবী বিদআতকে মুবাহ বলেছেন।

যদিও সেখানে রয়েছে বড় বিপদ, যার থেকে সংগঠিত হতে পারে বৃহদাকারের সমস্যা ও গোলযোগ। এ কারনে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে এ বিষয়ে আরো স্পষ্ট ও ব্যাপকভাবে আলোচনা করে যে বিদআতে দুনিয়াবীতেও রয়েছে কিছু ভাল কাজ আর কিছু খারাপ কাজ। কোন অন্ধ বা অজ্ঞ ব্যক্তিই থাকবে যারা এ খারাপ কাজগুলো প্রত্যক্ষ করবে না। এ কারণে এর বিস্তারিত আলোচনা অপরিহার্য্য।

আর যারা বিদআতকে হাসানা ও সাইয়্যিয়ায় বিভক্ত করেন এবং নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, তাদের উদ্দেশ্য এর মাধ্যমে বিদআতে লুগাবী। যেভাবে পূর্বে আলোচিত হয়েছে। (এবং এধরনের বিভক্তিকরণের বিরোধীরা এ প্রকরণকে বিদআতে দুনিয়াবী হিসেবে চিহ্নিত করেন)। তারা বিদআতের এ অর্থধারাকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সূক্ষ্মতার মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন এবং তাদের একথা সর্বোচ্চ সতর্কতা ও সূক্ষতার ভিত্তিতে এ বক্তব্য প্রত্যেক নতুন সৃজিত বস্তুকে শরীয়তের আদেশ নিষেধ ও দ্বীনি নিয়ম পদ্ধাতির আনুগত্য করে এবং সমস্ত মুসলিমের উপর আবশ্যক করছে যে, যখনই তাদের সামনে কোন নতুন সৃজিত বস্তু আসবে বা নতুন কিছুর সম্মুখীন হবে সাধারণত দুনিয়াবী কার্যাবলী বা বিশেষতঃ শরয়ী কার্যাবলী তা হলে সেখানে যেন শরয়ী আলোকে হুকুম পর্যালোচনা করে এবং এ অর্থ যখনই সামনে আসবে যে বিদআতকে উসূলবিদ শরীয়তের বিজ্ঞ আইন প্রণেতাদের বক্তব্য অনুসারে উত্তম ও গ্রহণযোগ্য ভাবে বিভক্ত করবে।

---------- সমাপ্ত ----------

অনুবাদকের কথা

আমাদের দেশের কিছু ওলামায়ে কেরাম আরবি 'শিরক' এবং 'বিদআত' শব্দদ্বয়কে হারাম, মাকরূহ, অপ্রমানিত, অসুন্দর ইত্যাদি বলে বেঠিক স্থানেও ভুল ব্যাখ্যা ও ব্যবহার করে থাকেন।

বিদআত আরবী শব্দ বদআ بدع থেকে নির্গত যার অর্থ হচ্ছে পূর্বের মূল, ভিত্তি, নমুনা, উপমা বিহীন, নতুন সৃষ্টি।

* ইবনে ফারেস (১০০৪ হি:) স্বীয় প্রসিদ্ধ অভিধান "মু'জমু মকায়িসিল লুগাত'য় বিদআতের শব্দগত অর্থ লিখেন-

ابتداء الشئ وصنعه لاعن مثال

-পূর্বের কোন নমুনা ব্যতীত কোন বস্তুর সূত্রপাত করা বিদআত।

* ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী (৮৫২ হি:) তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব বুখারী শরীফের বিশ্লেষণ 'ফাতহুল বারী'র মধ্যে বিদআতের অর্থ এভাবে লিখেছেন-

وَالْبِدْعَةُ أَصْلُهَا مَا أُحْدِثَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سابق

-বিদআতের মূল হল পূর্বের কোন নমুনাছাড়া সৃষ্টি করা।"[৫৭৪]

* আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (৭২৮ হি:) বিদআতের সংজ্ঞা এভাবে مجموع الفتاوى য় লিখেছেন-

وَالْبِدْعَةُ: مَا خَالَفَتْ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ أَوْ إِجْمَاعَ سَلَفِ الْأُمَّةِ مِنْ الِاعْتِقَادَاتِ وَالْعِبَادَاتِ. كَأَقْوَالِ الْخَوَارِجِ وَالرَّوَافِضِ وَالْقَدَرِيَّةِ وَالْجَهْمِيَّةِ.

-"বিদআত বলতে এমন কাজ বুঝায় যা কিতাব সুন্নাহ বা পূর্ববর্তী উম্মাহর বিশ্বাস বা ইবাদতের পরিপন্থী হয় যেমন খারিজী, রাফিজী, কাদরিয়া, জাহমিয়া ইত্যাদির বক্তব্য।"[৫৭৫]

একদিকে রাসুলে পাক (ﷺ) বলেছেন كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ প্রত্যেক নতুন সৃষ্টি (কাজ) ভ্রান্ত। অন্যদিকে ফারুকে আজম (رضي الله عنه) তারাবীহর নামায জামাত

---

৫৭৪ .ইবনে হাজার আসকালানী, ফতহুল বারী, ৪/২৫৩পৃ.

৫৭৫. ইবনে তাইমিয়া, মাজমুয়ুল ফাতওয়া, ১৮/৩৪৬পৃ.

সহকারে পড়ার নির্দেশ দিয়ে তারাবীহর নামাযের জামাতের দৃশ্য দেখে বলেছিলেন نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هٰذِهٖ একারণে বিদআত শব্দের সঠিক প্রয়োগ চিহ্নিত করণেই বক্ষমান আলোচনার লক্ষ্য।

লেখক কিতাবুল বিদআহর প্রণেতা ড. তাহেরুল কাদেরী কিতাবের প্রারম্ভে বিদআতের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ লিখেছেন, দেখিয়েছেন বিদআতের প্রয়োগ। রাসুলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার বেছালের সাথে সাথে সম্পৃক্ত ঘটনাবলীর ব্যাপারে মুহাদ্দেসীনের অবস্থান উল্লেখ করেছেন ইসলামের ইতিহাসে বিদআতের সূচনার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট।

আলোচনায় সংযুক্ত করেছেন مُحْدَثَاتِ الْاُمُوْرِ এর প্রয়োগ ভন্ড নবীদের, মুরতাদদের, যাকাত অস্বীকারকারীদের ও খারিজীদের ক্ষেত্রে আরো আলোচনায় এনেছেন বৈধ বিদআতের গ্রহণযোগ্যতায় কুরআনে পাকে এ শব্দের ব্যাপক ব্যবহার, ব্যবহারিত হয়েছে হাদিসে পাকে, সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্যে, আলোচনার ধারাবাহিকতায় ইসলামের প্রাথমিক যুগে কাদের উপর বিদআত শব্দের ব্যবহার হত, মুসলিম উম্মাহর গবেষকরা এ শব্দকে কিভাবে প্রয়োগ করেছেন, লেখক প্রয়াস পেয়েছেন একথা বলতে যে, কোন ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহয় উল্লেখ না থাকা অবৈধ হওয়ার দলিল নয়।

অতঃপর উনি বিদআতের প্রকরণের দিকে আলোকপাত করেছেন বিভাজন করেছেন-অভিধানিক ও প্রয়োগিকে, দ্বিতীয় পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন হাসানা ও সাইয়্যয়াহ।

বিদআতে লুগাবী (অভিধান) প্রকারকে বর্ণনা করেছেন, হাসনা হিসেবে যা আবার তিন প্রকার ওয়াজিবা, মুস্তহাব্বাহ্ ও মুবাহা। প্রয়োগিক বা শরয়ী বিদআত সাইয়্যিয়াহকে দুভাগে ভাগ করেছেন মুহার্‌রমা ও মাকরুহা।

বিদআতের এসব প্রকরনের সপক্ষে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন হাদিসে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা থেকে ও উম্মাহর গবেষক, চিন্তাবিদ, মুহাদ্দেসীন, মুফাসেসরীন ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য দিয়ে বিদআতের সঠিক প্রয়োগকে উপস্থাপনের প্রচেষ্টা করেছেন।

যেহেতু মহান রাব্বল আলামীন মানব সভ্যতার বিকাশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন এলকায় মানুষের পাথেয় হিসেবে নবী-রাসুল পাঠিয়েছেন, পাঠিয়েছেন দীন-শরীয়ত, কিতাব-সহীফা, এভাবে সর্বশেষ (ক) নবী হিসেবে সমস্ত মানব

জাতির প্রতি প্রেরণ করেছেন সরকারে দোআলাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা কে, দিয়েছেন পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে ইসলামকে[৫৭৬] (খ) কিয়ামত পর্যন্ত এ দীনেই মানব সভ্যতার জীবন বিধান।[৫৭৭] এ দ্বীনের মূল হচ্ছে আল কুরআন, আল হাদিস, ইজমা, কিয়াস। কিয়ামত পর্যন্ত আগত ভবিষ্যতে মুসলিম উম্মাহ উল্লেখিত চার স্তর থেকে গ্রহণ করবেন শরীয়ত। বিজ্ঞান ও কল্যাণময়ী আধুনিক ভবিষ্যতে নতুন নতুন চাহিদার উদ্ভব ঘটবে, চাহিদা পূরণে অবির্ভাব ঘটবে অনেক নতুনত্বের। এ বিষয়েই আমাদের আলোচনা। সংক্ষিপ্তভাবে তা এভাবে আলোচনায় আনা যায় যে, বিদআতের প্রয়োগ দু'ভাগে। এক শারয়ী, দুই লুগাবী। শরয়ী ব্যবহারে বিদআত محدثات الامور কে সম্পৃক্ত করে এবং এটাই সাইয়্যয়া। এ অর্থে كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (প্রত্যেক নতুন সৃষ্টি ভ্রান্ত) সঠিক। কেননা এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে كُلُّ بِدْعَةٍ سَيِّئَةٍ ضَلَالَةٌ কিন্তু লুগাবী (আভিধানিক) প্রয়োগে বিদআতের প্রকরণ হবে এবং তা এভাবে যে যদি এ বিদআত শারয়ী দলিলের বিপরিত হয় অথবা পরিপন্থী বা কোন সুন্নাত অবলুপ্তির কারণ হয়, তা হলে তা সরাসরি বিদআতে শারয়ীর অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে এবং তা "বিদআত সাইয়্যয়া" বিদআতে মাজমুমাহ বা বিদআতে দালালাহ হবে।

কিন্তু যদি এ বিদআত বা নতুন সৃষ্টি শরীয়তের পরিপন্থী না হয়, না হয় কোন সুন্নাতের অবলুপ্তির কারণ, তা হলে সে নতুন কাজ মুবাহ, বৈধ হবে, এ কারণে শরীয়তে হারামের গণনা করেছে, গণনা করা হয়নি হালালের, মুবাহের। কেননা সূত্রই রয়েছে اَلْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ মোট কথা নতুন সৃজনকৃত বস্তু যতক্ষণ শরীয়তের পরিপন্থী হবে না, কোন সুন্নাহর অবলুপ্তির কারণ হবে না, ততক্ষন তা-

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا

এর অনুকরণে মুবাহ ও আমলযোগ্য বস্তু হবে। এ কারণেই ফারুকে আজম (রাদিআল্লাহু আনহু) তারাবীহর জামাতে খতমে কোরআনের সাথে আমল করতে দেখে نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هٰذِهِ 'র মাধ্যমে বিদআত শব্দ ভাল অর্থে ব্যবহার

---

৫৭৬. আল কুরআন: সূরা আহজাব-আয়াত নং-৪০, ওয়ালাকীন রাসুলাল্লাহে ওয়া খাতামান্ নবীয়্যীন।
৫৭৭. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান-আয়াতন নং-১৯, ইন্না দ্বীনা এনদাল্লাহিল ইসলাম।

করেছেন এবং রাসুলে পাক (ﷺ) খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে আবির্ভূত ভন্ড কার্যাবলীর প্রতি দৃষ্টি রেখে বলেছিলেন كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ কাজেই মুসলিম উম্মাহকে এ বিদআত শব্দের ব্যবহারে সচেতন হতে হবে, ওলামায়ে কেরামকে দিতে হবে দক্ষতার মাধ্যমে সঠিক প্রয়োগের সন্ধান। মনে রাখতে হবে ওলামায়ে কেরামের সামান্য আবেগ বা দলাদলি বা স্বজনপ্রীতি উম্মাহর বৃহদাংশকে নিমজ্জিত করবে গোমরাহির অতল গহবরে। মহান আল্লাহপাক সবাইকে সঠিক প্রয়োগ বুঝতে ও আমল করতে তৌফিক দিন। উম্মাহর গবেষকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে দীনকে আধুনিক সৃজনশীলতার পরশে এনে অমুসলিমদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে মোকাবিলা করে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন রাখুক, আমীন।

FOLLOW US

https://sunni-encyclopedia.blogspot.com

Download our APP

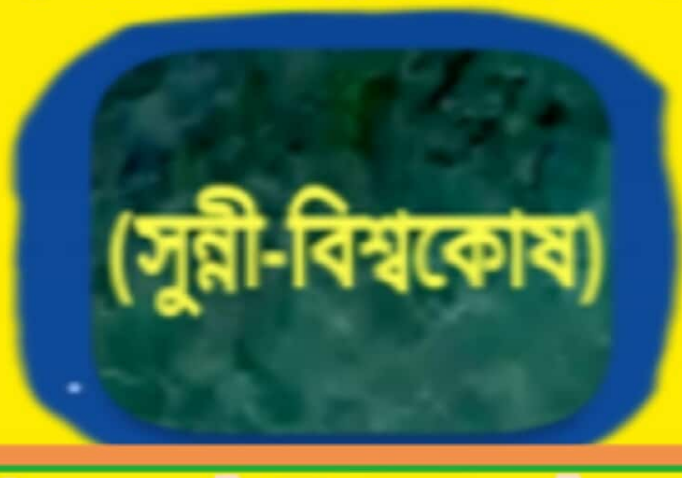

Sunni-Encyclopedia